



গা শিউরানো হরর উপন্যাস

# ভয়ঙ্কর মগজ খেকো

অনীশ দাস অপু



গা শিউরানো হরর উপন্যাস

# ভয়ংকর মগজখেকো

অনীশ দাস অপু







মুক্তদেশ প্রকাশন

ভয়ংকর মগজখেকো
অনীশ দাস অপু
(হরর কাহিনী)

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪



প্রকাশক
জাবেদ ইমন
মুক্তদেশ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ২ (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৩৪৬, ০১৬৭৫৪১৭৫৬৪
ই-মেইল: muktodesh71@gmail.com

প্রচ্ছদ
অনন্ত আকাশ

অক্ষর বিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
মেসার্স আল ফয়সাল প্রিন্টার্স, শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মূল্য: ৩০০.০০ (তিনশত টাকা) মাত্র

আমেরিকা পরিবেশক: মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক। যুক্তরাজ্য পরিবেশক: সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন ও রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিংহাই স্ট্রিট, লন্ডন।

ISBN: 978-984-8690-73-5

---

VOYONGKOR MOGOJKHEKO (A Horor novel) By Anish Das Apu, Published by Jabed Imon, Muktodesh Prokashan, 11/1, Islami Tower (2nd Floor) Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh. Date of Publication: February 2014, Price: 300 US$: 10

## উৎসর্গ

সুপ্রিয় আজাদ ভাইকে–
(শাহ আবুল কালাম আজাদ)
এ বইয়ের প্রথম পাঠক। যিনি বইটির এমন উচ্ছ্বসিত
প্রশংসা করলেন যে, আমি লজ্জায়ই পড়ে গেলাম!
এখন অন্যান্য পাঠকদের ভালো লাগলেই ভাবব
আমার পরিশ্রম স্বার্থক!!

# ভূমিকা

Horror শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আতংকজনিত কম্পন'। অর্থাৎ যে কাহিনী পাঠকের মনে ভয়ার্ত শিহরণ তোলে তা-ই হরর। আর ভয়ংকর মগজখেকো যে আমার হরর-প্রিয় পাঠকদের বুকে ভয়ের ঢেউ তুলবে তা আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। কারণ এ বইতে ভূত-প্রেত না থাকলেও ভয়ের বিষয়টি রয়েছে ষোল আনা। এ কাহিনী গড়ে উঠেছে আমেরিকার একটি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে, যেখানে বায়োকেমিস্ট হিসেবে কাজ করে বাঙালি তরুণী দিনা আজাদ। গল্পের নায়ক হিসেবে পাবো একজন আমেরিকান সাংবাদিককে যে বিখ্যাত হওয়ার আশায় 'বিগ স্টোরি' খুঁজে বেড়ায়। এক সময় যে 'বিগ স্টোরি'র সে সন্ধান পায় তা রীতিমতো রোমহর্ষক। ঘটনাচক্রে এ ভয়ংকর ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে দিনা। জানতে পারে গোটা আমেরিকাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এক প্রাণঘাতী জীবাণু যা মানুষের মগজ খেয়ে ফেলে তাকে দানবে পরিণত করে। একা দিনা এবং আমেরিকান সাংবাদিক কোরি ম্যাকলিন একটি সুসংগঠিত চক্রের বিরুদ্ধে কি লড়াই করে পারবে? যেখানে নিজেদেরই ভয় আছে যে কোন মুহূর্তে মগজখেকো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার। পারবে কি ভয়ংকর মগজখেকোদের কবল থেকে কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করতে?
পরতে পরতে উত্তেজনা, রোমাঞ্চ আর ভয় ছড়িয়ে রয়েছে এ হরর উপন্যাসটিতে। পাঠককে সারাক্ষণ টেনশনে থাকতে হবে 'কী হয়' ভেবে! পরীক্ষা প্রার্থনীয়!

অনীশ দাস অপু



# পূর্বাভাস

নিচু দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার, একটি এবড়োখেবড়ো, পরিত্যক্ত রাস্তা ঘিরে থাকা বিদ্যুতায়িত বেড়া অনুসরণ করে এগোচ্ছে। বেড়ার ওপাশে, একটি ঘাস জমিতে গোটা ছয় হোলস্টিন জাতের গরু নিবিষ্ট মনে ঘাস খাচ্ছিল। তারা জানে বিদ্যুৎ বেড়াটির কত কাছে গেলে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলেও গরুগুলো ওদিকে মুখ তুলে প্রায় তাকালই না। নিজেদের চারণভূমিতে এরকম রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনে তারা অভ্যস্ত।

সংশোধিত লকহিড ২৮৬ই-র ভেতরে বসে আছে দু'জন লোক। স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসন, লম্বা এবং ছিপছিপে, টিনটেড এভিয়েশন গ্লাসের পেছনে ঢাকা রয়েছে তার চোখ জোড়া। সে বসেছে কন্ট্রোলে। বিশেষ ইকুইপমেন্ট বসানোর কারণে তার ডানপাশের আসনটি তুলে ফেলা হয়েছে। ওই জায়গাটি দখল করেছে গাট্টাগোট্টা লয়েড ব্রাজ। মেঝের একটি বিশেষ পোর্টের মধ্যে ঢোকানো ধূসর রঙের ধাতব একটি ক্যানিস্টারের শেষ প্রান্তে সে ঝুঁকে রয়েছে। বাঁকানো, সিলকরা একটি তার সিলিন্ডারের গায়ের একটি কমলা রঙের লিভার শক্তভাবে পেঁচিয়ে আছে।

ব্রাজ তারকাটার যন্ত্র দিয়ে সিলিন্ডারের গায়ে লাগানো লিভারের সিল কেটে ফেলল। বাঁকানো তারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লিভার সোজা করল সে।

ক্যানিস্টারের ভেতরের প্রেশারাইজড সল্যুশনটি কপ্টারে মৃদু 'হুউইশ' শব্দ তুলে রিলিজ হলো। পাইপের মধ্যে হিসহিস আওয়াজ করল প্রেশারাইজড সল্যুশন। পাইপটি চলে গেছে ফ্লোরের নিচ দিয়ে একটি মেশিনে। মেশিনটি কপ্টারের পেছনে একটি একজস্ট পোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত। ওখানে রোটর ব্লেডের বাতাসের চাপ কম।

অ্যান্ডারসন বাম দিকে কাত করল হেলিকপ্টার। ব্রাজ তাদের পেছন দিকটা দেখতে সারসের মতো গলা বাড়াল।

'হোয়াট দ্য ফাক?' বলল সে।

একজস্ট পোর্ট থেকে হালকা সাদা একটা কুয়াশার মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

'কী হলো?'

'জিনিসটার রঙ বেগুনি হওয়ার কথা না?'

'নিশ্চয়। সেরকইম তো প্ল্যান করা হয়েছে যাতে আমরা মাটিতে পরিষ্কার একটি প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি।'

'কিন্তু এটার রঙ বেগুনি নয়।'

অ্যান্ডারসন হেলিকপ্টারটি একটু কাত করল পেছনে কী ঘটছে দেখার জন্য। টিনটেড লেন্সের আড়ালে তার চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হলো।

'যীশাস ক্রাইস্ট! ওটা বন্ধ করো।'

'কী?' শুনতে পায়নি লয়েড ব্রাজ, চোখ বড় বড় করে নিচের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ক্যানিস্টারের হাতল খামচে ধরল ব্রাজ, একটানে আগের অবস্থানে ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সিলিন্ডারের গায়ে চেপে গেল লিভার। বন্ধ হয়ে গেল মৃদু হিসহিস শব্দটি। ওদের পেছনে সাদা কুয়াশার মেঘ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অ্যান্ডারসন কপারটি ওপরে তুলে ঘুরিয়ে নিল, চলল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। লয়েড ব্রাজ ক্যানিস্টারের ওপর ঝুঁকে আঙুলের ডগা বুলাল ধূসর, মসৃণ সারফেসে।

'সমস্যাটা কোথায় হয়েছে জানো?'

'জানলে তো ভালোই হতো।'

'আমরা ফেঁসে গেছি, স্টু।'

'ওটা নির্ভর করবে আমরা এ এলাকায় কী জিনিস ছড়িয়ে দিয়েছি তার ওপর।'

অফিসটিতে সাজসজ্জার কোন বালাই নেই। কোন অ্যাশট্রে নেই, নেই বইপত্র, এমনকী একটি ক্যালেন্ডার পর্যন্ত। অফিসের চেহারা দেখে ধারণা করা মুশকিল এখানে কে বা কারা কাজ করে। দেয়ালের রঙ ক্যাটক্যাটে সবুজ এবং ওখানে কোন জানালা নেই। শব্দ বলতে একটি ভেন্টিলেটিং ফ্যানের বোবা গুঞ্জন। একটি অত্যন্ত সাদামাটা ধাতব ডেস্কে বসা এক লোকের সামনে সেমি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পাইলট।

'তোমরা কি জানতে না?,' জিজ্ঞেস করলেন ডেস্কে বসা মানুষটি। 'প্রেশারাইজড পার্পল কালারের ক্যানিস্টারটি দেখতে কেমন?'

পাইলটদ্বয় এক মুহূর্ত একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর কথা বলল স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসন। 'আমরা জানতাম তবে ভেবেছিলাম—'

'তোমরা ভেবেছিলে?' ডেস্কে বসা লোকটি ওকে বাধা দিলো। 'তোমরা ভেবেছিলে?'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে।

'যেখানে তোমাদের দুই তিনবার চেক করে দেখার কথা সেখানে তোমরা দু'জন ভেবেছিলে?'

'না, স্যার,' মিনমিনে গলায় বলল অ্যান্ডারসন।

'এসব ভাবনা অন্য কিছুর জন্য তুলে রাখো। আমরা এখানে যে কাজ করি তাতে উল্টোপাল্টা ভাবনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমি শুধু আশা করছি এ কেসটির ক্ষেত্রে আমরা সিরিয়াস কোন রিপার্কেশন থেকে রক্ষা পেয়ে যাব।'

'জানি না ঘটনাটা কীভাবে ঘটল,' বলল লয়েড ব্রাজ। 'আমি আর স্টু বরাবরের মতোই সবকিছু প্রিফ্লাইট চেক করেছি। আমি জানি ওই ক্যানিস্টারটি রঙ ছড়ানোর পরীক্ষার জন্য দেয়া হয়েছিল।'

'তো, তারপর তোমার ব্যাখ্যা কী?'

আবার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল পাইলটদ্বয়।

'ক্যানিস্টার বোধহয় বদলে ফেলা হয়েছে,' জবাব দিল অ্যান্ডারসন।

ডেস্কে বসা লোকটির চেহারার যন্ত্রণাকাতর ভাব ফুটল।

'তুমি বলছ ইচ্ছা করে কাজটা করা হয়েছে?'

'হতে পারে।'

'কিন্তু আমাদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এটা তো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

'নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবারই প্রথম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেনি,' বলল ব্রাজ।

'সিকিউরিটি অতীতে কী করেছে না করেছে তার সঙ্গে এই কেসে তোমাদের অসাবধানতা কোন যুক্তি হতে পারে না।'

আবারও ঘরের নীরবতা দীর্ঘতর হয়ে উঠল। এবারে নীরবতা ভঙ্গ করল লয়েড ব্রাজ।

'কয়েক সেকেন্ড গ্যাস বেরুবার পরেই আমরা ক্যানিস্টারটি বন্ধ করে দিই।'

'কয়েক সেকেন্ড। আই সি। আজ যে ক্যানিস্টারটি তোমরা খুলেছ তার মধ্যে কী ছিল বলে তোমাদের কোন ধারণা আছে?'

ওরা দু'জনেই মাথা নাড়ল।

ডেস্কের লোকটি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'না, তোমাদের জানার কথাও নয়। তোমাদের অবিশ্বাস্য উদাসীনতা কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য এখন আমাদের অবিশ্বাস্য ভাগ্য দরকার হবে।'

'ক্যানিস্টারে কী ছিল?' জানতে চাইল অ্যান্ডারসন।

'একটা জিনিস যা পরীক্ষা করার পরে ওতে ত্রুটি রয়েছে বলে রায় দেয়া হয়। ফেলে দেয়ার জন্য ওটা ট্যাগ করা হয়।'

'বেশি ক্ষতি হওয়ার তো কথা নয়,' বলল ব্রাজ। 'আমাদের নিচে কয়েকটি গরু

ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি।'

'ওই সেক্টরে একটা রাস্তা আছে না?'

'পুরানো সোয়ানো কাউন্টি রোড,' বলল অ্যান্ডারসন। 'হাইওয়ে সেভেনটি ফাইভ চওড়া করার পর থেকে কেউ ওটা ব্যবহার করে না।'

'আশা করি কেউ ব্যবহার করছে না। কাল সকালে তোমরা দু'জনে কমপ্লিট ডিসক্রেপানসি রিপোর্ট আমাকে দেবে।'

দুই পাইলট অপেক্ষা করতে লাগল। ডেস্কের লোকটি ওদেরকে চলে যাওয়ার ইশারা বা ইঙ্গিত করছেন না দেখে অ্যান্ডারসন সেধে বলল, 'এখন আমরা তবে যাই?'

'না, এখন তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা ইনফারমারিতে রিপোর্ট করবে।'

'এখন?' জিজ্ঞেস করল ব্রাজ।

'এক্ষুনি।'

'কিন্তু আমার স্ত্রী আমার জন্য বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

'আর আমার একটি ডিনার ডেট আছে,' যোগ করল অ্যান্ডারসন।

'তোমাদের স্ত্রী এবং ডিনার ডেট উভয়কে তোমাদের বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে আজ সন্ধ্যায় ইনফারমারিতে যেতে হবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলল অ্যান্ডারসন। 'তার মানে আজ রাতে এখানে থাকতে হবে?'

'তারচেয়েও বেশি সময় থাকতে হতে পারে।'

'পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল ব্রাজ। 'উইকএন্ড নিয়ে আমার অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে।'

'আমারও ফুল শেডিউল,' বলল অ্যান্ডারসন।

'তোমরা আসলে আমার কথা বুঝতে পারনি। এখানে তোমাদের কোন চয়েস নেই।'

'জাহান্নামে যাক চয়েস,' খেঁকিয়ে উঠল ব্রাজ। 'আমি কোন হাসপাতাল রুমে বন্দি হয়ে থাকতে পারব না।'

সে দরজায় পা বাড়িয়েছে, ডেস্কের লোকটি একটি বোতামে টিপ দিলেন। খুলে গেল দরজা। বাদামী ইউনিফর্মধারী দুই লোক দরজা আটকে দাঁড়াল। তাদের হাতে কারবাইন।

'মি. অ্যান্ডারসন এবং মি. ব্রাজকে ইনফার্মারিতে নিয়ে যাও,' বললেন ডেস্কের লোকটি।

ইউনিফর্মধারীরা দুই পাশে সামান্য সরে গেল। হেলিকপ্টার পাইলটদ্বয় একবার পেছন ফিরে দেখল। তারপর গার্ডদের পেছন পেছন তারা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

ডেস্কে বসা মানুষটি তাঁর সামনে হাতের তালু ছড়িয়ে অনেকক্ষণ আঙুলের গাঁট আর শিরাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর একটি ড্রয়ার খুলে একটি কমপ্যাক্ট টেলিফোন বের করলেন। ফোনের একটি সেন্সিং প্লেটের ওপর বুড়ো আঙুল রেখে চাপ দিলেন, জবাবে বিপবিপ শব্দ হলো। তারপর তিনি কতগুলো নাম্বার টিপলেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে, লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে তোলা মার্বেল পাথরের একটি ভবনের অফিসে একটি ফোন বেজে উঠল।

ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে শুক্রবারের এক চুপচাপ রাত। গতরাতে ব্রুয়ার্স ক্লিভল্যান্ড ইন্ডিয়ানদের কাছে কেন হেরে গিয়েছিল তার কারণ নিয়ে দুই খদ্দেরের আবেগী তর্কের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল ভিক মেবগার। রাস্তার ওপারের গ্যারেজের দুই নিয়মিত খেলোয়াড় পুল খেলছে এবং একে অপরকে হারানোর ক্লান্তিকর, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ভিক'স-এ ভিডিও গেমসের ব্যবস্থা নেই। পুরানো আমলের একটি পিনবল মেশিন আছে, ওটি বহুদিন ধরে অকেজো। জুকবক্সে শুধু কান্ট্রি-ওয়েস্টার্ন রেকর্ড আর হারানো দিনের কিছু ভালো গান ছাড়া অন্য কিছু শোনানোর ব্যবস্থা নেই। বারের ওপর রাখা টেলিভিশনে স্পোর্টস চ্যানেল ছাড়া অন্য কোন চ্যানেল দেখা যায় না। টিভিতে সবার খেলা দেখাচ্ছে কিন্তু খদ্দেরদের কারও ওদিকে মনোযোগ নেই।

হ্যাংক স্ট্রানস্কি নিজের টুলটিতে বসে সামনে রাখা আধখালি বিয়ারের গ্লাস আর না খাওয়া ব্রাটওয়াস্টের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে আছে। সাধারণত এ সময়ের মধ্যে সে তিন চারটে সসেজ মেরে দেয় এবং মিলার্সের অনেকগুলো বোতল গলাধ:করণ করে। শ্লিৎজ শহর থেকে উধাও হওয়ার পর থেকে মিলাসই তার একমাত্র প্রিয় পানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ রাতটা হ্যাংকের বেজায় খারাপ যাচ্ছে। ভীষণ মাথা ধরেছে। এর আগেও অনেকবার এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে হ্যাংক, সাধারণত: বিয়ার আর বুরবন মিশিয়ে খাওয়ার পরে সকালের দিকে তার মাথাটা বেশি ধরে। কিন্তু আজকের মাথা ধরার সঙ্গে ওগুলোর মিল নেই।

আজকের মাথা ব্যথাটা অদ্ভুত। পরশু রাতে সে টিভিতে 'হিল স্ট্রিট ব্লুজ' দেখছিল। এমন সময় মাথায় যন্ত্রণাটা শুরু হয়ে যায়। প্রথম প্রথম অবশ্য তেমন ব্যথা করেনি, চোখের পেছনে একটু একটু যাতনা হচ্ছিল। হ্যাংক অ্যাসপিরিন খেয়েছে, মিলারস এর বোতল খালি করে বিছানায় গেছে। কিন্তু শালার মাথা ব্যথাটা কিছুতেই রেহাই দেয়নি। এজন্য সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি ও। আজ সকালে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। নাশতা খেয়েও লাভ হয়নি কোন। পলিনের বানানো গরম কেক আর সসেজের স্বাদ লেগেছে আবর্জনার মতো। ওকে গালাগাল করেছে হ্যাংক। যদিও বকা ওর প্রাপ্য ছিল না।

আজ কাজেও মন দিতে পারেনি হ্যাংক। তার লোকজন সাউথ মিলওয়াকিতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে। জ্যাক হ্যামারের শব্দ কখনোই হ্যাংকের মনোযোগে ব্যাঘাত

ঘটায়নি। কিন্তু আজ হাতুড়ির প্রতিটি ঘটাং ঘটাং সোজা ওর খুলিতে এসে বাড়ি মেরেছে।

হ্যাংক বিয়ারের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়েই বিকৃত করে ফেলল মুখ।

'আই, ভিক,' হাঁক ছাড়ল সে, 'এটার মধ্যে কোন বাল দিয়েছ? ঘোড়ার মুত?'

বেসবল বিতর্ক থেকে নিজেকে আলগোছে মুক্ত করে নিয়ে বার-এ চলে এল ভিক।

'কী সমস্যা, হ্যাংক?'

'তোমার ফাকিং বিয়ারটাই সমস্যা। মনে হচ্ছে মুত খাচ্ছি।'

'ঠিক আছে বুঝলাম,' বলল ভিক। 'কিন্তু কার মূত্র সেবন করছ হে?'

'তোমার ফালতু ইয়ার্কি শোনার মুডে এখন আমি নেই,' বলল হ্যাংক।

'দুঃখিত।' একপাশে মাথা কাত করল ভিক, ওর ঠোঁটের কোনে আটকে রাখা ক্যামেল সিগারেটের ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে হ্যাংককে লক্ষ্য করছে। 'তোমাকে কেমন অসুস্থ লাগছে।'

'গত সপ্তায় ভেবেছিলাম ফ্লু হয়েছে। কিন্তু এখন মাথার যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘাড়।'

'অ্যাসপিরিন খাবে?'

'কাল রাতে অ্যাসপিরিন খেয়েছি। লাভ হয়নি। আমাকে একটা নতুন বিয়ার দাও।'

ভিক একটা ছেঁড়া ত্যানা দিয়ে বার মুছে ঠাণ্ডা একটা মিলার্সের বোতল খুলল, নতুন গ্লাসে ঢালল মদ। আধ ইঞ্চি পরিমাণ ফোম জেগে রইল তরল পদার্থটির ওপরে। গ্লাস এবং বোতলটি রাখল হ্যাংক স্ট্রানস্কির সামনে। এক হাত দিয়ে মাথার পেছনটা চেপে ধরে বারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল হ্যাংক।

'তোমার বোধহয় ডাক্তার দেখানো উচিত,' বলল ভিক।

'সামান্য মাথাব্যথার জন্য? ধুরো।'

ভিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেসবল আলোচনায় আবার যোগ দিল। মাঝে মাঝে অস্বস্তি নিয়ে পিছন ফিরে দেখল হ্যাংক স্ট্রানস্কিকে।

আজ পর্যন্ত কোনদিন অসুস্থ হয়নি হ্যাংক। গত হপ্তায় হঠাৎ ফ্লুতে আক্রান্ত হয় সে। তবে সর্দিজ্বর নিয়েই কাজে গেছে। সে খুবই শক্ত, সমর্থ একজন পোলাক। শারীরিক ব্যথায় সহজে কাতর হয় না।

বেসবল ভক্তদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বারে বসা হ্যাংক স্ট্রানস্কির দিকে তাকাল ভিক। লোকটা মুখ দিয়ে কীরকম অদ্ভুত আওয়াজ করছে। ভালো লাগল না ভিকের। সে ঘটনা কী জানতে চাইবার জন্য মুখ খুলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল হ্যাংক। ভিকের মুখের জবান মুখেই রইল, বেরুল না আর।

শুক্রবার রাতে ম্যানহাটানের রাস্তায় যাত্রী গিজগিজ করে। তারা হাত নেড়ে শিস মেরে ট্যাক্সি ডাকে। যাত্রীর তুলনায় পাংক এবং ছিনতাইকারীদের সংখ্যা রাস্তায় বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত সাধারণ অবস্থায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ডুবোয়াস উইলিয়ামসন তবে আজ রাতে পারছে না। পারছে না অসহ্য মাথাব্যথার জন্য। সে জানালায় Out of Service-এর সাইনবোর্ডটি ঝুলিয়ে দিয়ে কুইন্সবোরো ব্রিজ অভিমুখে ছুটল। ওদিকে তার বাড়ি।

রাস্তায় যাত্রীর অপেক্ষা করলে অনায়াসে চল্লিশ পঞ্চাশ ডলার কামানো যেত। চলে যেতে তার খারাপই লাগছে। কিন্তু এমন ব্যথা করছে কিছুতেই দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মাইগ্রেনের ব্যথা কিনা ভাবছে ডুবোয়াস। কোনদিন মাইগ্রেন সমস্যায় ভোগেনি ও তবে শুনেছে খুবই খতরনাক নাকি অসুখটা। চল্লিশোর্ধ বয়সে এই প্রথম তুমি মাইগ্রেন বাঁধিয়ে ফেললে। নাহ্, কাজটা মোটেই ঠিক হলো না।

ফিফটি নাইনস এবং লেক্সিংটনের জোড়ামুখে আকস্মিক ব্রেক কষে হর্ন বাজাতে হলো ডুবোয়াসকে কারণ ভক্সওয়াগন র‍্যাবিটে বসা নিউজার্সির এক গর্দভ ড্রাইভার পথচারীদের রাস্তা পারাপারের জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডুবোয়াসের পেছনে ডেলিভারি ভ্যানের এক হারামজাদা ড্রাইভার কান ফাটানো শব্দে হর্ন বাজাতে শুরু করল।

ডুবোয়াস উইলিয়ামসন জানালা দিয়ে মুখ বের করে ভ্যানে বসা মুখে ব্রণ ভর্তি ছোকরা ড্রাইভারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'আরে বানচোত এত জোরে হর্ন বাজাইতাছোস ক্যান?'

গালিটা দিয়েই লজ্জা পেল সে। আজ তার কী হয়েছে? শিকাগোতে হাইস্কুলের পাঠ শেষ করার পর থেকে কোনদিন মুখ খারাপ করেনি ডুবোয়াস উইলিয়ামস। রুবির সঙ্গেও কোনদিন বাজে কথা বলেনি। 'আমি কোন নোংরা মুখের নিগ্রোকে বিয়ে করিনি,' বলে তার স্ত্রী। 'বিয়ে করেছি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে। যদি তোমাকে কোনদিন আমার সঙ্গে মুখ খারাপ করতে দেখি আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।'

রিয়ারভিউ মিররে ডুবোয়াস দেখল মুখ ব্রন ছোকরা বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে গোল বৃত্ত করে ওর উদ্দেশে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করছে।

জার্সি ড্রাইভার অবশেষে নড়ে উঠল। ডুবোয়াস ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল। ওহ্, জীবনেও এমন বিশ্রী মাথাব্যথা হয়নি ওর। চোদ্দ বছরের একটা বাচ্চা সেবার যে ওকে বারো ইঞ্চি লম্বা পাইপ দিয়ে মাথার পেছনে বাড়ি মেরেছিল তখনও এতটা ব্যথা পায়নি ডুবোয়াস। সে বাচ্চাটার উপকার করতেই গিয়েছিল। তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। ওই ঘটনার পর থেকে ডুবোয়াস ড্রাইভারের আসনের পেছনে একটি বুলেটপ্রুফ শিল্ড রাখে। এতে তার চারশো ডলার খসে গেছে। তবে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা এরকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া চলাফেরা করা মুশকিল।

তবে বুলেটপ্রুফ শিল্ডও এখন তার কোন উপকার করতে পারছে না। ব্যথায় চোখে আঁধার দেখছে ডুবোয়াস। এখন কোনমতে বাড়ি ফিরতে পারলেই হলো। সে ঘরে ঢুকেই রুবির দুই উত্তাল বাদামী বক্ষের মাঝখানে নিজের মাথাটা সেঁধিয়ে দেবে এবং স্ত্রীকে সেই সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো বলতে বলবে যেগুলো শুনলে তার সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদ দূর হয়ে যায়। আর এ মুহূর্তে একটু সুস্থ এবং ভালো বোধ করার জন্য নিজের হাত কেটে দিতেও রাজি ডুবোয়াস।

এই বানচোত গাড়িগুলো আরেকটু দ্রুত চলতে পারে না? ফিফটি নাইনস থেকে প্রায় হামাগুড়ি দেয়ার গতিতে চলছে গাড়িঘোড়া। ডুবোয়াসের মনে হচ্ছে তার মাথাটা এক্ষুনি বিস্ফোরিত হবে।

বাড়ি পৌঁছার আগ পর্যন্ত অন্যদিকে মনোসংযোগ করে মাথা ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ডুবোয়াস। মজাদার, ভালো কিছু ভাববে ও। সে কিছুদিন আগে রুবিকে নিয়ে নিজেদের পুরানো বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। তার কথা ভাবতে লাগল ডুবোয়াস। সে রুবিকে নিয়ে গোটা উইসকনসিন ঘুরে বেরিয়েছে। গিয়েছিল লেক সুপিরিয়রে।

রুবির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা হারলেমে, পরবর্তীতে ব্রুকলিনে। ছোট ছোট সাজানো শহর আর মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ তৃণভূমিতে চড়ে বেড়ানো গরু, গোয়ালঘর ইত্যাদি দেখেই বিস্ময়ে চোখ বড়বড় হয়ে গিয়েছিল রুবির। তবে কোন শহরেই বেশিক্ষণ থাকেনি ডুবোয়াস। কারণ শহর যত সুন্দরই হোক না কেন, কিছু বাসিন্দা থাকে যারা সংস্কারচ্ছন্ন। এদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর।

অবশ্য পরে দেখা যায় লোকজন বা অন্য কোনকিছুর সাথেই ওদের মানিয়ে চলতে সমস্যা হচ্ছে না এবং কোন ঝামেলা বা বিপদও হয়নি কোথাও। শুধু একবার বুনো স্ট্রবেরী তুলতে গিয়ে ঘাড়ে বোলতার কামড় খেয়েছিল ডুবোয়াস।

নিউইয়র্কে ফেরার পথে ছন্দটা কেমন কেটে যায়। ডুবোয়াসের কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছিল ও বোধহয় কোন অসুখ বাঁধিয়ে বসবে। রুবি ওকে বাড়িতে শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছিল। কিন্তু ছুটি কাটাতে গিয়ে টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গিয়েছিল।

রাস্তায় ক্যাব না নামিয়ে উপায়ও ছিল না। অবশ্য ক'দিন বাদে আবার সুস্থবোধ করছিল ডুবোয়াস। কিন্তু গতকাল থেকে শুরু হয়েছে মাথাব্যথা। প্রথমে অল্প, তারপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ডুবোয়াস বহু কষ্টে ডাক ছেড়ে কান্না থেকে বিরত রাখছে নিজেকে।

ফোর্ট ওয়ার্থের নরম্যান হেস্টিংস নিউইয়র্কে ট্যাক্সি পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আপনি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছেন, এমন সময় একটা ট্যাক্সি দেখতে পেলেন। কিন্তু ওতে ওঠার সুযোগই আপনি পাবেন না। কারণ তার আগেই চারপাশ থেকে হুড়মুড় করে লোক এসে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হেস্টিংস কিছুক্ষণ আগে রেডিও সিটি মিউজিক হলের সামনে এক সুসজ্জিতা নারীর জন্যে ট্যাক্সিতে উঠতে পারেনি। মহিলা ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে আগেই নিজে উঠে পড়েছে। নরম্যান হেস্টিংস এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না।

ট্রাফিক ভিড়ের মধ্যে সে একটি খালি ট্যাক্সি এগিয়ে আসতে দেখল। হেস্টিংস ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে হাত নাড়ল এবং মুখে আঙুল পুরে শিস বাজাল। ড্রাইভার শুধু বুড়ো আঙুল তুলে জানালায় সাঁটানো Out of Service সাইনবোর্ড দেখিয়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

'আউট অব সার্ভিস না আমার মুণ্ডু।' গজগজ করতে করতে বলল ওয়ারেন হেস্টিংস। সে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়া ক্যাবটির দিকে পা বাড়াল। এমন সময় ড্রাইভার তার দিকে ঘুরে চাইল। চওড়া কালো মুখে যে ভাব ফুটে উঠতে দেখল হেস্টিংস তাতে ট্যাক্সি চড়ার খায়েশ তার সম্পূর্ণ উবে গেল।





আন্দ্রিয়া কিথ তার সদ্য বিবাহিত স্বামীর মুখোমুখি বসেছে। ওয়েটার ওদের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালছে, সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখে হাসি এল না। কারণ ভয়াবহ মাথা ধরেছে আন্দ্রিয়ার। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। তবে এ কথা স্বীকার করার চেয়ে মরে যেতেও রাজি আন্দ্রিয়া। বিয়ের প্রথম রাতেই বধূ মাথা যন্ত্রণায় অস্থির শুনলে কী মনে করবে জাস্টিন? ও খুব হাসাহাসি করবে। না, বিয়ের

রাতটিকে কৌতুকে রূপান্তরিত হতে দেবে না আন্ড্রিয়া।

শ্যাম্পেনের জন্য এরকম হয়নি। আন্ড্রিয়া এক/দুই চুমুকের বেশি পান করেনি। তাছাড়া মাথা ব্যথাটা শুরু হয়েছে আগের দিন থেকে। ওইসময় ভেবেছিল টেনশনের কারণে এরকম হচ্ছে। বিয়ে করার একটা দারুণ উত্তেজনা আছে না? ভেবেছিল ব্যথাটা চলে যাবে। কিন্তু যায়নি। বরং আরও বেশি ব্যথা করছে।

জাস্টিনের কাঁধের ওপর দিয়ে জানালার বাইরে আলোকিত সিয়াটলে দৃষ্টি মেলে দিল আন্ড্রিয়া। এ রেস্টুরেন্টটি অনেক উঁচুতে ফলে শহরটিকে অন্যরকম লাগে দেখতে। তবে এত উঁচুতে বসে, মাথায় হাওয়া বাতাস লাগালেও তাতে কোন সুবিধে হচ্ছে না আন্ড্রিয়ার। দূর হচ্ছে না মাথা ব্যথা।

জাস্টিনের কথায় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল ও। বোয়িং এর কন্ট্রাক্ট বিভাগে নতুন চাকরির বিষয়ে কী যেন বলছিল সে। ও ওর কুৎসিত মুখটা বন্ধ রাখছে না কেন?

মাই গড, এসব কী ভাবছে আন্ড্রিয়া? এই মানুষটিকে না ও ভালোবাসে? এই একটি মানুষের সঙ্গেই ও কেবল বিছানায় গেছে। এর সঙ্গে বাকিটা জীবন কাটানোর নিয়ত করেছে সে। এ তার স্বামী।

'এটি আমার বউয়ের জন্য,' আন্ড্রিয়ার উদ্দেশে গ্লাস তুলল জাস্টিন। 'আমার বউ। বলতে কেমন অদ্ভুত লাগছে। বাট আই লাইক ইট।'

নিজের গ্লাসের নিচের সরু অংশটা আঁকড়ে ধরে থাকল আন্ড্রিয়া যাতে মদ ছলকে পড়ে না যায়।

'তুমি কিছু বলো?' বলল জাস্টিন। 'নতুন একটা নাম দিলাম তোমায়। ওটাতে অভ্যস্ত হতে হবে না? দু'জনে মিলে একসঙ্গে প্রাকটিস করব।'

আন্ড্রিয়া মুখখানা সামান্য ছড়িয়ে দিল যদি ওটাকে হাসি বলা যায়। সে নিজের গ্লাস দিয়ে জাস্টিনের গ্লাস স্পর্শ করল এবং চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল টেবিলে। লেডিস রুমে অ্যাসপিরিন পাওয়া যাবে কিনা ভাবছে।

'আমি নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে আসি,' বলল আন্ড্রিয়া। গলার স্বরটা উঁচু এবং অস্থির শোনালেও জাস্টিন তা খেয়াল করল না।

'জলদি এসো,' বলল সে। 'আমি বেশিক্ষণ একা থাকতে পারব না।'

আবারও মুখের চামড়া বিস্তৃত করে হাসির ভঙ্গি করার চেষ্টা করল আন্ড্রিয়া, চেয়ার থেকে সাবধানে উঠে দাঁড়াল এবং ছোট ছোট, গায়ে গা লাগানো টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে রেস্টরুমে চলল। মেয়েদের মতো লঘু পদক্ষেপে এবং শরীর সোজা রেখে হাঁটতে তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে একছুটে চলে যায়।

আন্ড্রিয়া ওলসন কিথের জীবন কেটেছে কাপ্পা হাউজে। চলনে বলনে সবসময়ই নারীসুলভ একটা কমনীয়তা বজায় রেখে চলার চেষ্টা তার ছিল। তার বোনেরা গাঁজা

খেত, ঝগড়া করত কিন্তু তা কখনোই সীমা ছাড়িয়ে যায়নি।

আন্ড্রিয়ার বাবাব মা চেয়েছিল তাদের মেয়ে গ্রাজুয়েশন করবে। কিন্তু বেশি শিক্ষিত হয়ে লাভ কী? আন্ড্রিয়ার বয়স কুড়ি এবং সে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের চিত্রকলার ক্যারিয়ার নিয়ে কখনও কোন পরিকল্পনা সে করেনি। জাস্টিন অবশ্য ডিগ্রি নিয়েছে। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং স্বচ্ছন্দে সংসার চালানোর সমস্ত ব্যবস্থাই সে শীঘ্রি করে ফেলছে।

আন্ড্রিয়ার মুড এলে ছবি আঁকতে বসে যায়। সে মাঝে মাঝে বড়লোক তরুণী স্ত্রীদের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিছু কাজ করে দেয় কিংবা বাচ্চা লালন পালন করে। আসলে এরকম স্বাধীন একটা জীবনই চেয়েছিল ও।

দাদীমা ওলসন নাতনীকে বুঝতে পেরেছিলেন। কিছু মেয়ে আছে যারা স্বামী এবং সংসার নিয়ে খুব সন্তুষ্ট থাকে। বাতরোগে আক্রান্ত বেচারী দাদীমা নাতনীর বিয়েতে আসতে পারেননি তবে আন্ড্রিয়া তাঁকে দেখতে উইলকনসিনে উড়ে গিয়েছিল।

সে খামারবাড়িতে এক সপ্তাহ থেকেছে, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গেছে, খেয়েছে বাড়িতে তৈরি বিস্কিট, পাই এবং প্রচুর ম্যাশড পরোটা। হাসতে হাসতে বলেছে সে যখন সিয়াটলে ফিরে যাবে তখন মুটিয়ে যাওয়ার কারণে বিয়ের তোশকটা হয়তো গায়ে ফিটই করবে না।

দাদীমার সঙ্গ খুব চমৎকার কেটেছিল সময়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেরিয়েছে উত্তরের সবুজ তৃণভূমিতে– ছোট বেলায় বাবা-মা'র সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে যা সে করত। আন্ড্রিয়া ছোট বেলার সেই গাছে চড়েছে, একই নদীতে পাথর ছুড়ে মেরেছে, এমনকী কাঁটাতারের বেড়া বেয়ে ছোটবেলার মতো উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়ে হাঁটুর ছাল খুইয়েছে।

বাস ধরে আন্ড্রিয়া এয়ারপোর্টে যেতে পারত কিন্তু দাদু ওলসন গোঁ ধরেছিলেন তিনি ওকে নিজে গাড়ি করে মিলওয়াকি পৌঁছে দেবেন। তিনি আসলে ওর সঙ্গে একাকী খানিক কথা বলতে চেয়েছিলেন। দাদু নিশ্চিত নন জাস্টিন এই সুন্দরী মেয়েটিকে একটি বধূর বিয়ের ব্যাপারে যা যা জানা উচিত তা সব বলেছে কিনা। বুড়ো বিবাহিত জীবনের অন্তরঙ্গতার বিষয়গুলো যখন ইতস্তত ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করছিলেন তখন মুখ গম্ভীর করে, হাসি চেপে তাঁর কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিল আন্ড্রিয়া।

এখন ভিড়াক্রান্ত, রেস্টুরেন্টে ভয়াবহ মাথা ব্যথা নিয়ে টলতে টলতে ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে আন্ড্রিয়ার খুবই ইচ্ছা করছিল দাদীমার সেই ঠাণ্ডা, আরামদায়ক খামার বাড়িতে ফিরে যেতে যেখানে বৃদ্ধা ওর সমস্ত যাতনা দূর করে দিতে পারতেন।



গ্লাসের তলানীর শ্যাম্পেনটুকু এক ঢোকে গিলে ওটা আবার ভরে নিল জাস্টিন কিথ। শরীরটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। তবে আন্ড্রিয়াকে নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে।

মেয়েটা তার শ্যাম্পেনের গ্লাস প্রায় স্পর্শই করেনি। ওর সিরিয়াস কিছু হয়নি তো? সারাদিনই কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে আন্দ্রিয়া। দাদু-দিদার বাড়ি থেকে ফেরার পরে আন্দ্রিয়াকে দেখে মনে হয়েছিল ওর বুঝি ফ্লু হয়েছে। কিন্তু পরে সুস্থ হয়ে যায় আন্দ্রিয়া। গতকাল পর্যন্ত তো সব ঠিকই ছিল। রাতে ফোন করার পরে আন্দ্রিয়ার মা বলেছিলেন ওর একটু মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে বিছানায়। কনেদের ট্রাডিশনাল নার্ভাসনেস, ভেবেছে জাস্টিন।

তবে বড়রাও যে একটু আধটু নার্ভাস হয় না তা তো নয়।

জাস্টিন তার মনের গোপন প্রকোষ্ঠকে এক মুহূর্তের জন্য প্রশ্ন করল সে যা করছে ঠিক করছে কিনা। সে অবশ্যই আন্দ্রিয়াকে ভালোবাসে এবং আন্দ্রিয়া ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা কখনও ভাবেও নি। তবে ও ভেবেছিল বিয়ে করা আদৌ ঠিক হবে কিনা। ওর বয়স মাত্র বাইশ, জীবনের সবে শুরু। বিয়ে করে ফেললে সামনের অ্যাডভেঞ্চারগুলো হয়তো করাও যাবে না।

অবিশ্বস্ত এই চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে আন্দ্রিয়ার কথা ভাবতে লাগল। ওর আলিঙ্গনে আন্দ্রিয়া মোমের মতো কেমন গলে যায় ভাবতেই শিহরণ জাগল শরীরে। জাস্টিন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা আর আন্দ্রিয়া পাঁচ ফুট এক। আন্দ্রিয়ার সামনে নিজেকে ওর কিংকং-এর মতো মনে হয়।

বড় ঘরটি দিয়ে আন্দ্রিয়াকে ওর দিকে হেঁটে আসতে দেখল জাস্টিন। লম্বা, দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে আসছে আন্দ্রিয়া। চলনে নারীসুলভ চমৎকার কমনীয়তা ধরে রেখেছে। জাস্টিন মৃদু হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আন্দ্রিয়াকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু বধূর মুখে যে চাউনি দেখল, সঙ্গে সঙ্গে জাস্টিনের ঠোঁট থেকে উবে গেল হাসি।





পুরানো মিলওয়াকি *হেরাল্ড* ভবনের দেয়ালের গায়ে শত বছরের কালিঝুলি। ইট পাথরের পলেস্তারা খসে গিয়ে দাঁত বের করে আছে। অনেকগুলো জানালারই কাচ ভাঙা, তাতে টেপ মারা। প্রবল বর্ষণের চাপে ফুটো হয়ে গেছে ছাদ, মেঝে সবসময় নড়বড় করে। যে পত্রিকার নামে ভবনটি, তারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এ ভবন আর সংস্কার হবে আশা করা যায় না। *হেরাল্ড* এখন তার অনুপস্থিত মালিকদের ট্যাক্স শেল্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী, এডিটরিয়াল এবং প্রডাকশন বিভাগের লোকজনের নিজেদের ভবিষ্যৎ কিংবা *হেরাল্ডের* ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন আকাশ কুসুম চিন্তা বা বিভ্রান্তি নেই। *হেরাল্ডের* বেশিরভাগ এমপ্লয়ীদের কাছে পত্রিকাটি একটি চালু রাস্তার শেষ স্টপেজ। একেবারে বেকার তকমা আঁটার চেয়ে কিছু কাজকামে তারা ব্যস্ত থাকতে পারছে এই-ই ঢের।

বৈকালিক পত্রিকা বলে *হেরাল্ডের* এডিটরিয়াল অফিস সাধারণত: শুক্রবার সন্ধ্যার পরে খালি হয়ে যায়। স্টাফরা অনেক আগেই বাড়ির রাস্তা ধরে কিংবা কোন বারে গিয়ে ঢোকে যেখানে মদ পান করে মনের জ্বালা জুড়োয়।

পুরানো আদলের সিটিরুমে নীরব টাইপ রাইটার নিয়ে বসে আছে কোরি ম্যাকলিন। সে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার এক তালঢ্যাঙা, খুলিতে কামড় বসানো বাদামী চুল, ভুরুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ। এ বয়সে তার জেনারেল অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্টারের ওপরের পদ দখল করার কথা ছিল। কিন্তু না হওয়ার কারণ আছে। সহকর্মীদের মতো সে নয়, ভবিষ্যতের আশা ছেড়ে দেয়নি। তবে ভবিষ্যৎ নয়, তার সমস্যা অতীত নিয়ে।

শুক্রবার রাতেও সে তার লেটেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে একটি জমজমাট স্টোরি লেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক হয়ে উঠছে না। গল্পটি এক নাগরিকের টপলেস বার নিয়ে প্রতিবাদের ওপর। টপলেস বারগুলো এয়ারপোর্ট ঘিরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। মিচেল ফিল্ডে যেসব ভিজিটর আসে তারা ভাবে মিলওয়াকি এক ধরনের নরকের গর্ত।

স্যানফ্রান্সিসকোতে কোরি কিছুদিন কাজ করেছে। ওখানে টপলেস বারগুলোকে আকর্ষণীয়, অতীতের নির্দোষ টোকেন হিসেবে দেখা হয়। পিনআপ পত্রিকার মেয়েদের মতো। কিন্তু মিলওয়াকিতে নারীর নগ্ন বক্ষ প্রদর্শনে যুব সমাজ গোল্লায় চলে যাচ্ছে বলে ইদানীং অনেকেই মনে করছেন।

কোরি বুঝতে পারছে ছবি ছাড়া এ গল্প জমবে না। সে সম্পাদকের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে গোটা আধা বেলা নষ্ট করেছে। কিন্তু যে ছবি পেয়েছে ও দিয়ে পত্রিকা চালানো যাবে না। জাহাজ ডুবছে অথচ সেদিকে ম্যানেজমেন্টের কোন খেয়ালই নেই।

এ জাহাজের সঙ্গে ডুবে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই কোরি ম্যাকলিনের। *হেরাল্ড* তাকে নিজে থেকে বিদায় না করা পর্যন্ত সে পানির ওপর ভেসে থাকার পণ করেছে। আর টিকে থাকার জন্য সে দুর্দান্ত একটি স্টোরি লিখতে চায়। যে স্টোরি ওকে বিখ্যাত বানিয়ে দেবে। এমন একটা গল্প সে লিখবে যার স্বপ্ন সব সাংবাদিকই দেখে কিন্তু হাজারে মাত্র একজন তার সন্ধান পায়। কোরি ম্যাকলিনকে এ গল্প খুঁজে পেতেই হবে নতুবা সে চেষ্টা করতে করতে মারা যাবে তা-ও সই।

তিন বছর আগে কোরি ম্যাকলিন এরকম একটি *'বিগ স্টোরি'*র অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ওই সময় তার পেশার লোকজন তাকে উদীয়মান তারকা হিসেবে বিবেচনা করত। তখন সে স্যানফ্র্যান্সিসকোতে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করছিল। তার কর্মনিষ্ঠা এবং কর্মভক্তির কারণে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, টাইম, লাইফ এবং সিবিএস থেকে অফার এসেছিল।

কোরির বয়স তখন আরও কম। ভালো বেতন পায়, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত, প্রচুর বন্ধুবান্ধব এবং এক সুন্দরী বিশেষ নারীর সঙ্গে সে নিয়মিত শুচ্ছে। হ্যাঁ, কোরি ম্যাকলিনের পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছিল। তারপর সে গল্পটা ফাঁস করে দেয়। হায়, ওটা 'বিগ স্টোরি' ছিল না, তার জন্য এটা হতে পারত জীবনের 'লাস্ট স্টোরি।'

গল্পটি উওমেন ফর উওমেন-এর এক বিতর্কিত সদস্যকে নিয়ে। যাকে সিটি কাউন্সিলরের বিশেষ মহিলাদের অধিকার রক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল। গল্প তৈরি করতে গিয়ে কোরি দেখে WFW লেডিটি আসলে নিউ অর্লিন্স থেকে আসা এক মাদক সম্রাজ্ঞী, নাম তার হোরেস বেন্টন।

কোরি গল্পটি লিখে ফেলে। কিন্তু সবাই তার গল্প পরে হাসাহাসি করছিল। অন্য কোন শহর হলে হয়তো কেউ কেউ মুচকি হাসত কিন্তু এ হলো স্যানফ্রান্সিসকো। এক ক্ষুদ্র কলামে সে ফেমিনিস্ট হোমো সেক্সুয়াল কমুনিটি, স্থানীয় নেতা এবং সিটি গভর্নমেন্টকে অপমান করে বসে। এক সপ্তাহের মধ্যে উদীয়মান তারকাটিকে দেখা যায় বেকার হয়ে রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুদেরকেও সে আর কাছে পাচ্ছিল না। অকস্মাৎ তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পরে আর তার প্রেমিকাটি তাকে ছেড়ে একটি স্থানীয় টিভি উপস্থাপকের সঙ্গে লেপ্টে যায়।

একমাস কোরি শুধু মদের মধ্যে ডুবে থেকেছে। আশা করেছে শোক সামলে ওঠার পরে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে এবং সে আবার তার ক্যারিয়ার দাঁড়া করাতে পেরেছে। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি। এপি, টাইম, লাইফ এবং সিবিএস তার বিষয়ে আর আগ্রহী ছিল না। অন্য কোন বড় পত্রিকা অফিসও আগ্রহ দেখায় নি। কোরি বৃথাই প্রতিবাদ করে বলেছে সে ফেমিনিস্ট কিংবা সমকামী কারও বিরুদ্ধেই নয়। তবে কথাগুলো বলেছিল সে বড্ড দেরিতে। ততদিনে কোরি ম্যাকলিনের ক্যারিয়ার খতম।

ব্যাংকের সমস্ত টাকা-পয়সা যখন ফুরিয়ে গেল কোরি ততদিনে সংবাদপত্রের আবর্জনা মিলওয়াকি *হেরাল্ডে* একটি চাকরি পেয়েছে। দালালি করার চেয়ে অন্তত: একাজ ভালো, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কোরি।

গত দুই বছর সে ধ্বংসোন্মুখ এ খবরের কাগজে খাটাখাটুনি করে গেছে শুধুমাত্র একটি চিন্তা থেকে। একটা বিগ স্টোরি সে লিখবে, যে গল্প দিয়ে উপন্যাস হবে, সে বই হিট করবে এবং সে বড়লোক বনে যাবে। তারপর সে ফেমিনিস্ট, ফ্যাগট,

স্যানফ্রান্সিসকো সিটি কাউন্সিল এবং তার সাবেক প্রেমিকা যাকে সে বেশ্যামাগী বলে মনে মনে অভিহিত করে এবং যে এখনও ওই টিভি উপস্থাপকের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে, এদের সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখাবে। এজন্য তার শুধু দরকার একটি *বিগ স্টোরি।*

যে লেখাটি লিখছিল সেটি দলামোচড়া করে আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে মারল কোরি। শনিবারের সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে এটি বড়জোর ফিলার হিসেবে যেতে পারে কিন্তু একে কোনভাবেই বিগ স্টোরি বলা যাবে না।

স্যাঁতস্যাঁতে পুরানো ভবনটি থেকে বেরিয়ে এল সে, নেমে পড়ল রাস্তায়। জুনের রাত। অস্বাভাবিক গরম পড়েছে আজ। সূর্যাস্তের পরেও একটু শীতল হয়নি প্রকৃতি। অবশ্য বাতাস যেভাবে থম মেরে আছে তাতে ঝড়টর শুরু হতে পারে। এটা অবশ্য শুভ লক্ষণ। এখন একটা প্রবল ঝড়ই দরকার।

নিজের ঝরঝরে কাটলাস গাড়িতে উঠে দক্ষিণের উদ্দেশে চলল কোরি। ওখানে একটা ঘিঞ্জি এলাকায় ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্টে সে থাকে। রেডিওর সুইচ অন করল কোরি। তারপর আবার বন্ধ করে দিল। এ মুহূর্তে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ফ্রিজে কোন বিয়ার নেই, পড়ার মতো কোন বই নেই এবং বসে বসে টিভিতে 'দ্য বেস্ট অব জনি' দেখে শুক্রবারের সন্ধ্যাটা মাটি করারও কোন মানে হয় না। সে ফ্রিওয়ে থেকে ভিক-এর দোকানে ছুটল।

এক বর্ষাস্নাত রোববার বিকেলে ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে এসেছিল কোরি। টিভিতে তখন ডালাস-গ্রীন বে'র খেলা চলছিল। হঠাৎ করে টিভি বিগড়ে যায়। কোয়ার্টার শেষ হওয়ার আগেই ভিকের শুঁড়িখানা তার চোখে পড়ে যায়। ওখানকার খদ্দেররা খেলা সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখে তা দেখলে হেরাল্ডের ক্রীড়া সাংবাদিকরা শরমে মরে যাবে। ভিকের দোকানের বিয়ার ছিল ঠাণ্ডা, মচমচে নোনতা বিস্কিটগুলো ছির মাগনা আর ভিকের বউ'র হাতের তৈরি সসেজের মতো উপাদেয় খাদ্য জীবনে খায়নি কোরি। ওইদিন প্যাকাররা জিতে যায় বলে সবাই খুব ভালো মুডে ছিল। মিলওয়াকিতে আসার পরে স্বল্প যে কটা দিন উপভোগ করেছিল কোরি ওই দিনটি ছিল তার অন্যতম।

সে গাড়ি পার্ক করে ফুটপাত ধরে ভিক'স লেখা নিওন সাইনের দিকে হেঁটে এগোল। ত্রিশগজ দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল কোরি। খুব বেশি হৈচৈয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? চিৎকার-চেঁচামেচি। গ্লাস ভাঙার শব্দ। সাধারণ তর্কাতর্কি কিংবা ঝগড়ার আওয়াজ এ নয়। কে যেন দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কোরির কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেল। দ্রুততর হলো তার পদক্ষেপ। সে বিগ স্টোরির গন্ধ পেয়েছে।



হেরাল্ডের ভাঙাচোরা ভবনের ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় বায়োট্রেন ডিভিশন অব গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইনক-এ। ধবধবে সাদা রঙের বিল্ডিংয়ে এ অফিসটির অবস্থান। এটি মিলওয়াকির উত্তরে, অ্যাপলটন শহর থেকে মাইলকয়েক দূরে।

হাইওয়ে থেকে ভবনটিকে ছোটখাট কোন প্রাইভেট কলেজের মতো দেখায় এর ঢেউখেলানো মল আর দৃষ্টিনন্দন দেবদারু বৃক্ষসারির জন্য। মজবুত যে দেয়ালটি ঘিরে রেখেছে ভবনগুচ্ছকে তার রুক্ষতায় পেলব রূপ বিলিয়ে দিয়েছে শৈল্পিক ছন্দে ঢেকে রাখা দ্রাক্ষালতা আর ঝোপঝাড়ের সমষ্টি।

বায়োট্রেনের কর্মকর্তারাও হেরাল্ডের লোকজনের তুলনায় অনেক পরিপাটি। তারা বয়সে তরুণ, কর্মে নিবেদিত প্রাণ, বিদ্যোৎসাহী, তাদের জুতো সবসময় চকচক করে, সুন্দরভাবে আঁচড়ানো থাকে চুল, পরিচয়পত্রগুলো বুকের বাম পকেটের ওপর আটকে রাখে তারা। বিজনেস উইক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হাসিখুশি মডেলদের মতো চেহারা এবং বেশভূষা তাদের।

এদেরই একজন বায়োকেমিস্ট দিনা আজাদ। সে বায়োকেমিক্যাল ল্যাবে তখনও কাজ করছিল। তার রাতের মতো কালো চুলের খোপা আলগা হয়ে আছে। কিন্তু খেয়াল করেনি দিনা। কপালে হালকা ভাঁজ ফেলে সে কাজ করে যাচ্ছে।

দিনার এত রাত অব্দি কাজ করার কারণ সে জিপসি মথের বিরুদ্ধে তৈরি করা একটি নতুন কীটনাশক ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখছিল। ওর কম্পিউটারের পর্দায় সবুজ সারি নিয়ে সংখ্যাগুলো জ্বলজ্বল করছে। তবে জিপসি মথ নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছে না দিনা। তার মন পড়ে আছে স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের কাছে। কোম্পানি হেলিকপ্টার পাইলটটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গত তিন মাসের। বহুদিন ধরে আমেরিকায় বলে এ দেশের কালচারের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার মা আমেরিকান, বাবা বাঙালি। মডেল কন্যা ক্যারোলিনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন আহমাদ আজাদ। প্রচণ্ড ভালোবাসতেন স্ত্রীকে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী এক ধনকুবের মধ্যবয়স্কের হাত ধরে যেদিন হাসতে হাসতে চলে গেল, ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিলেন আজাদ সাহেব। তাঁর একটি গ্রোসারি দোকান ছিল। মানসিকভাবে যে তিনি প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন, মেয়েকে একদমই বুঝতে দেননি। দিনা তখন

বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে এক হাজার মাইল দূরের এক শহরে নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ছুটিছাটায় বাবাকে দেখতে আসত। বিদেশ বিভূঁইয়ে ওদের কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তাই দিনা যেদিন ফোন পেল ওর বাবার হার্টঅ্যাটাক হয়েছে, অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিল আটলান্টার ছোট শহর রিভার সাইডে। গিয়ে দেখে সব শেষ। দিনা বাবার ডায়েরি পড়ে জানতে পারে মায়ের বিরহে বাবা ভেতরে ভেতরে কীভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন। মা ওর বাবাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় মা'র প্রতি প্রচণ্ড রাগ এবং অভিমান ছিল দিনার। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে সেখানে যুক্ত হয় ঘৃণা। মা'র সঙ্গে ও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। বাবার গ্রোসারি শপটা বিক্রি করে দেয়। বাবা স্বপ্ন দেখতেন মেয়ে একদিন বড় হয়ে বিরাট বায়োকেমিস্ট হবে। বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য নিজেকে তৈরি করতে থাকে দিনা। পড়াশোনা শেষে তাকে চাকরি খুঁজতে হয়নি, চাকরিই তাকে খুঁজে নিয়েছে। বায়োট্রনের মতো বিখ্যাত বায়োপ্ল্যান্ট তাকে উচ্চ বেতনে বায়োকেমিস্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। দিনা তার বর্তমান জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। সে বাবা-মায়ের প্রেম ও পরিণয়ের পরিণতি দেখে প্রতিজ্ঞা করেছে কোনদিন কোন সিরিয়াস সম্পর্কে জড়াবে না, বিয়ে করা দূরে থাক। স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনকে তার বেশ ভালো লাগলেও দিনা স্টুয়ার্টের জন্য দিওয়ানা নয়। যদিও স্টু'র সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে দেখা হচ্ছে না বলে ও একটু চিন্তাতেই আছে। স্টুয়ার্টের আকস্মিক অন্তর্ধানের ধরনটিও ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

স্টু'র সঙ্গে ডিনারে যাবে বলে পোশাক পরছিল সে এমন সময় ড. কিজমিলারের অফিস থেকে ফোন আসে। দিনাকে বলা হয় স্টুকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রিও ডি জেনিরোর অফিসে পাঠানো হয়েছে এবং তাকে তৎক্ষণাতই চলে যেতে হয়েছে। ওই সময় অনেক প্রশ্ন এসেছিল দিনার মাথায়, কিন্তু আপনার কোম্পানি যখন সংবেদনশীল সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যেভাবে মাঝে মাঝে কাজ করে বায়োট্রন, তখন প্রশ্ন না করাই ভালো।

এটা মেনে নেয়া যায় যে নতুন এবং আকর্ষণীয় নতুন অ্যাসাইনমেন্টের প্রস্তাব পেয়ে স্টু অ্যান্ডারসন তাদের ডেটিং-এর কথা ভুলে গিয়েছিল। ওকে অতিমাত্রায় সেনসিটিভ বলা যাবে না। তবু কোথায় যেন মিলছে না ভেবে দিনার মন খচখচ করছিল।

না, স্টু ডিনারে যেতে পারেনি বলে দিনার হৃদয় ভেঙে যায়নি। দিনা এবং স্টু দু'জনেই যে যার বিষয়ে আগেই একমত হয়ে নিয়েছে। দিনার কাছে কাজ আগে। প্রেম পরিণতি ভালো জিনিস তবে এটি অপরিহার্য নয়। মিলওয়াকি থেকে ট্রেনে বা বাসে যাতায়াত করা যায়, অ্যাপলটন শহরটিও খুব বেশি দূরে নয়, প্রায় অস্তিত্বহীন একটি ছোট শহর হুইলারে ক্ষুদ্র একটি বাড়িতে নিবাস গড়েছে দিনা। প্ল্যান্ট থেকে ঠিক রাস্তার ধারে এ শহর।

হুইলারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে দিনা। খুদে শহরটি নির্জন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,

কাজের জায়গাটাও কাছে আর কম্যুনিটি লাইফের সঙ্গে বলতে প্রতিমাসে শহরের গোলাবাড়ি সংবলিত পল্লী ভবনে মিটিং এবং বার্ষিক ওয়াপদা কাউন্টি সেটলারে' পিকনিক। আর পুরুষ সঙ্গ প্রয়োজন হলে স্টু তো আছেই। অন্তত: দু'সপ্তাহ আগেও ছিল।

কয়েকদিন আগে আরেকটি বিষয় নজর কেড়েছে দিনার। স্টু'র জায়গায় হেলিকপ্টার ক্রু হিসেবে শুধু নতুন একজন লোক নিয়োগ করাই হয়নি, আরেকজন পাইলট লয়েড ব্রাজেরও স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আরেকজন। লয়েডকেও কয়েকদিন ধরে দেখছে না দিনা। সে অ্যাপলটনে লয়েডের বাসায় ফোন করেছিল। কিন্তু ফোন বাজেনি। বোধহয় নষ্ট।

দিনা কম্পিউটার বন্ধ করে দিল, টেবিলে তালা মারল এবং প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে এল। সে তার ডাটসানে চড়ে রওনা হলো অ্যাপলটনের উদ্দেশে। স্বস্তি নিয়ে দেখল, সাম্প্রতিক হাইওয়ে সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। কাজেই ওকে আর ঘুরপথে যেতে হবে না।

লয়েড এবং হেলেন ব্রাজ লেকভিউ টেরাস নামে একটা মোবাইল হোম পার্কে থাকে। দিনা ভিজিটরদের জন্য চিহ্নিত রঙ করা সরলরেখার ওপর গাড়ি থামাল। পরিচ্ছন্ন যে ছোট্ট ইউনিটটিতে হেলেন এবং লয়েড বাস করে, সে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল।

দিনা, স্টু, হেলেন এবং লয়েড মিলে নানান অকেশনে একসঙ্গে ডিনার করেছে। দুই পুরুষের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকলেও দিনার সঙ্গে হেলেনের খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা কখনোই হয়নি। মোটাসোটা চুপচাপ স্বভাবের হেলেনকে দিনা দেখেছে যে কোন লোকের কথা শুনে হাসতে। কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে উঁকি দিল হেলেন তবে নাইট চেইনটি আকটানো থাকল। এবং হেলেন ব্রাজ আজ হাসছে না। তার চোখে কেমন ভয় ফুটে আছে।

'বলুন?'

'হাই।'

অপর মহিলাটির তরফ থেকে কোন সাড়া এল না, সে দিনার কাঁধের ওপর দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে।

'আমি দিনা আজাদ। বায়োট্রন। স্টু অ্যান্ডারসনের বান্ধবী।'

অবশেষে ওকে চিনতে পারল হেলেন। 'ও, হ্যাঁ। কী দরকার...?'

'দরকারের কথাটি ভেতরে এসে বলি?'

'আ ইয়ে... আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

'আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাইট চেইন খুলে দরজা খুলে দিল হেলেন ব্রাজ।

'আমার ঘরদোরের অবস্থা খুবই অগোছালো।'

দিনা লিভিংরুমের চারপাশে চোখ বুলাল। স্তূপ হয়ে আছে জামাকাপড়, বাসন কোসন, রান্নার সরঞ্জাম, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বইপত্র, খবরের কাগজ এবং কতগুলো কার্ডবোর্ডের কার্টন।

'বাসা বদল করছো?'

'আ, হ্যাঁ, লয়েড ট্রান্সফার হয়েছে জানেন বোধহয়।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'পশ্চিমে।'

দিনা চারপাশে তাকাল। 'ও এখানে এখন আছে?'

'না,' দ্রুত বলল হেলেন। 'ও- ও আগেই চলে গেছে। বাসা খুঁজতে গেছে।'

তুমি একটা বিশ্রী মিথ্যাবাদী, মনে মনে বলল দিনা। মুখে বলল, 'হঠাৎ করেই যেতে হচ্ছে, তাই না?'

'হু। পাইটলটদের জীবন তো এরকমই।'

'দৃশ্যত তাই। তুমি বোধহয় শুনেছো স্টুও ট্রান্সফার হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি।'

হেলেন ব্রাজ বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে যেন এক্ষুনি কেউ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়বে ঘরে। আর ঠিক তখনি দরজায় কারও টোকা পড়ল। দরজা খুলতে ছুটে গেল হেলেন। দামী পোশাক পরা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো ধূসর চুলের, তীক্ষ্ণ চোখের এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।'

'গাড়ি নিয়ে এসেছি, মিসেস ব্রাজ,' লোকটির সতর্ক চোখ পরখ করল দিনাকে।

'আমি এক মিনিটের মধ্যে রেডি হচ্ছি।' দিনাকে উদ্দেশ্য করে হেলেন বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমাকে এখন একটু বেরুতে হবে।'

দিনা কার্টন আর অগোছালো জিনিসপত্রগুলো একবার দেখল।

ওর প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নজর এড়াল না হেলেনের। 'বায়োট্রন সকালে লোক পাঠিয়ে দেবে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করতে। শুনে হাফ ছেড়ে বেঁচেছি। জিনিপত্র বাঁধাছাদার কাজ আমি একদমই পারি না। 'তুমি পারো?'

হেলেনের গলার স্বর উঁচু এবং অস্থির শোনাচ্ছে। দামী পোশাক পরা ভদ্রলোক কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল। কব্জিতে বাঁধা সরু সোনার ঘড়িতে একবার চোখ বুলাল।

'গাড়ি অপেক্ষা করছে, মিসেস ব্রাজ।'

হেলেন তাকাল দিনার দিকে। চোখাচুখি হতে সরিয়ে নিল চাউনি।

'আমাকে এখন বেরুতেই হচ্ছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিও বেরুবো।' দিনা বেরুনোর সময়ও টের পেল ওকে লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

দিনা হেঁটে এল পার্কিং প্লেসে, ঢুকল ডাটসানে, হেলেন ব্রাজ লোকটির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত বসে রইল অন্ধকারে। হেলেন ওর পোশাকের ওপর একটি হালকা কোট চড়িয়েছে। হাতে ছোট একটি সুটকেস।

লোকটি ওকে গাঢ় নীল রঙের একটি ক্যাডিলাকের পেছনের আসনে বসতে সাহায্য করল। তারপর ওর পেছনে বসল। অদৃশ্য এক ড্রাইভার স্টার্ট দিল গাড়িতে। চলে গেল।

দিনা অন্ধকারে আরও মিনিট পনের বসে রইল।

দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছে। হেলেন ব্রাজ কীসের ভয়ে শিঁটিয়ে রয়েছে? ও মিথ্যা কেন বলল? স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসন এখন কোথায়?



ওই হারামীগুলো ওকে নিয়ে কথা বলছে।

ভেতরের হাতুড়ির বাড়িতে মনে হচ্ছে খুলিটা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। তবু হ্যাংক স্ট্রানস্কি জানে কী ঘটছে। ওরা ওকে নিয়ে সমালোচনা করছে। মিথ্যা কথা বলছে। এদিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে। ভাবছে ওকে কীভাবে জব্দ করা যায়।

এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো ভিক। হ্যাংক ভেবেছিল ভিক তার বন্ধু। এখন সে সত্যিটা দেখতে পাচ্ছে। ভিক একটা ফালতু শুঁড়িখানার মালিক হয়েই ভাবছে বিরাট কিছু হয়ে গেছে। সে হ্যাংক স্ট্রানস্কির চেয়েও নিজেকে বড় কিছু ভাবতে শুরু করেছে। যে হ্যাংক কিনা পয়সা কামাইয়ের জন্য কঠোরভাবে নিজের হাত দুটো ব্যবহার করে। জাহান্নামে যাক শালা।

হ্যাংক জানে ওই শালা তার বিয়ারের মধ্যে এমন কিছু দিয়েছে যে জন্য মাথা ব্যথাটা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। ব্যাটা বোধহয় মজা দেখতে চেয়েছে। সে আর ওই দুই হারামজাদা। আগামী পাঁচ সেগুের মধ্যে হ্যাংক ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে, এক হারামজাদার হাত মুচড়ে ধরে জানতে চাইবে তারা এখানে কী তামাশা দেখতে এসেছে।

ওরা এখন ঘর ফাটিয়ে হাসছে। হাসাহাসি করছে ওকে, হ্যাংক স্ট্রানস্কিকে নিয়ে। ভাবছে বড় মজা হয়েছে, তাই না? আচ্ছা হ্যাংক ওদেরকে দেখিয়ে দেবে মজা কাহাকে বলে। হ্যাংক কিছু বলার চেষ্টা করেও পারল না। গলা দিয়ে স্বরই বেরুল

না। বিশ্রী মাথা ব্যথাটার জন্য কথাও বলতে পারছে না।

বারের মাথায় দাঁড়ানো ভিক তার সঙ্গীদের সঙ্গে প্যাঁচাল বাদ দিয়ে হ্যাংকের দিকে তাকাল। উপদেশ দিতে লাগল।

*তুমি অ্যাসপিরিন খাচ্ছ না কেন?*

জাহান্নামে যা ব্যাটা।

*তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।*

ডাক্তার তোমার পাছা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

ভিক হ্যাংকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হ্যাংক স্ট্রানস্কির মাথার ভেতরটা অগ্নিগিরির লাভার মতো টগবগ করে ফুটছে। সে তার প্রকাণ্ড, ক্ষত-বিক্ষত হাত দুটোর দিকে তাকাল। হাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। হাতজোড়া বারের ওপর নেতিয়ে পড়া জ্যান্ত প্রাণীর মতো লাগছে। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। হ্যাংকের মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে। গোটা পৃথিবী যেন বিস্ফোরিত হতে চলেছে।

ভিক মেজগার গল্প থামিয়ে বার ধরে হ্যাংকের দিকে কদম বাড়াল। হ্যাংক তার হাতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। হ্যাংকের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিক। মুখ খুলল কিছু বলার জন্য, হ্যাংককে পরামর্শ দেবে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে। এমন সময় ধীরগতিতে মাথা তুলল হ্যাংক, তাকাল ওর দিকে।

ভিকের গলা দিয়ে আর শব্দগুলো বেরুল না। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বারটেন্ডারের কাজ করছে সে, নিজেও মদ পান করতে ভালোবাসে। ভিক মেজগার এ জীবনে বহু মাতাল দেখেছে। তাদের নানারকম কাণ্ডকীর্তি প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু হ্যাংক স্ট্রানস্কির ক্ষেত্রে যা ঘটছে তা সে জীবনেও দেখেনি।

হ্যাংকের গালজুড়ে লাল লাল ফুসকুরি ফুটে উঠেছে।

ফুসকুরিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে তার ভাঙা নাকে, ওখান থেকে কপালের বলীরেখাগুলো ছুঁয়েছে, তারপর নেমে গেছে সারা মুখে। ভিক দেখছে ফুসকুরিগুলো কালো হয়ে উঠে পুঁজে ভরা ফোঁড়া বা ব্রনের মতো একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যাচ্ছে। ভিকের পেট মোচড় দিয়ে উঠল দেখে পাকা ফোঁড়ার মতো ব্রনগুলো ফেটে গেল, গলগল করে বেরিয়ে এল আঠালো রস।

বারস্টুল থেকে লাফিয়ে উঠল হ্যাংক স্ট্রানস্কি, পাগল নৃত্যের ছন্দে চরকির মতো একটা পাক খেল। সে মদের বোতলটার ঘাড় ধরে বারের কোনায় এক বাড়িতে ভেঙে ফেলল। ওর হাতে এখন ক্ষুরধার দুটো লম্বা কাচের টুকরো।

হ্যাংকের গলা দিয়ে যে জান্তব আর্তনাদ বেরিয়ে এল তা কোন মানুষের হতে পারে না। হুংকারে মিশে রয়েছে ব্যথা এবং ক্রোধ। এক মুহূর্তের জন্য শুঁড়িখানায় আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল। খদ্দেররা কী ঘটছে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটি

পুলবল আরেকটি বলের সঙ্গে বাড়ি খেল। স্টেনলেস স্টিলের সিংকের কলে এক ফোঁটা পানি পড়ার শব্দ হলো। জন ডেনভার গ্রামের মেঠো পথ নিয়ে গান গাইছেন। ওই ভয়ংকর মুহূর্তটির জন্য ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে কাল যেন থেমে গেল এবং সবার জন্যেই নিথর হয়ে গেল সময়।

তারপর জায়গাটিতে ভেঙে পড়ল নরক। হৈচৈ চেঁচামেচি চিৎকার। ছোটাছুটি। আধ ডজন লোক ছুটে গেল হ্যাংকের দিকে। বেশিরভাগই শুঁড়িখানা থেকে বেরুবার রাস্তায় ধাবিত হলো। তারা এখনও ছুটে পালাচ্ছে না কাজটা কাপুরুষোচিত হয়ে যাবে বলে। কিন্তু আড়াইশো পাউন্ড ওজনের এক লোক, যার হাতে ভাঙা মদের বোতল, তার সঙ্গে বাহাদুরী দেখানোর মতো পাগলামীও তারা করবে না। হ্যাংক ভাঙা বোতলটা মুখের সামনে ভীতিকর ভঙ্গিতে নাড়ল। যারা ওকে বাধা দেবে ভেবেছিল তারা এই বেলা মানে মানে কেটে পড়াই শ্রেয় মনে করল।

হ্যাংক পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। একটা গড়ান দিয়ে বারের ওপর উঠে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ভিকের দিকে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বোতল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ঝট করে মুখের ওপর বাম হাত নিয়ে এল ভিক। বোতলের ভাঙা ধারালো কিনারা ঘ্যাচ করে বিঁধে গেল ওর থলথলে বাহুর নিচে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল বার, ওটার পেছনে সার বেঁধে রাখা মদের বোতল এবং ছিটকে এসে লাগল বারের অপর প্রান্তে বসা হতবুদ্ধি মদপায়ীদের চোখেমুখে।

টলতে টলতে পিছিয়ে গেল ভিক। ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে ওকে ধাওয়া করল হ্যাংক। রক্ত এবং বিয়ারের ভেজা কাঠের মেঝেতে দু'জনেই পিছলা খেয়ে পড়ে গেল।

'পুলিশ ডাকো!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

ভিক কোনমতে বারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। আহত বাহু ধরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সরে যেতে লাগল। ভয়ে এবং যন্ত্রণায় শুকিয়ে গেছে মুখ।

উন্মত্ত জানোয়ারের মতো ঘোঁত ঘোঁত, ফোঁসফোঁস করছে হ্যাংক। তার মুখ ভরে গেছে বিকট চেহারার গোঁটায়। সে আবার বারের ওপর উঠে দাঁড়াল এবং যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল তাদেরকে ধাওয়া করল। লোকগুলোর ওপর তাণ্ডব শুরু করে দিল হ্যাংক। ভাঙ্গা কাচের বোতলের একটানে এক লোকের চোখ থেকে চিবুক পর্যন্ত ফাঁক করে ফেলল সে। আরেকজনের বুকে বসিয়ে দিল বোতল। লোকটির গ্রীন বে প্যাকার্স টি-শার্ট চোখের পলকে লাল খুনে রঞ্জিত হলো।

এক লোক একটা পুল কিউ নিয়ে ছুটে এল। কিউর বাট দিয়ে সজোরে আঘাত হানল হ্যাংকের মাথায়। কিউটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু হ্যাংকের কোন বিকার নেই দেখে মনে হলো না ব্যথা পেয়েছে। সে সমানে তর্জন গর্জন করে লোকজন তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

শুঁড়িখানার লোকজন হুড়মুড়িয়ে দরজার দিকে ছুটছে। কয়েকজন সাহস করে ক্রুদ্ধ

লোকটাকে শান্ত করতে গিয়েছিল। হ্যাংক তাদেরকে খেলনা পুতুলের মতো ছুড়ে ফেলে দিল। ভাঙা কাচ দিয়ে অন্ধের মতো আঘাত করছে যাকেই সামনে পাচ্ছে তাকে।

একজন হ্যাংকের কানের পেছনে একটি কিউবল ছুড়ে মারল। হ্যাংক শুধু মাথা বাঁচাল, মুখ থেকে ঝর্ণার জলের মতো ছিটকে পড়ল ফোঁড়া ফেটে বের হওয়া পুঁজ। কোটরের মধ্যে বনবন করে ঘুরছে তার চোখ, নির্দিষ্ট কোনদিকে তাকাচ্ছে না। গলা দিয়ে একের পর এক হুংকার বেরিয়ে আসছে। শেষে সবচেয়ে সাহসী মানুষটিও শুঁড়িখানা ছেড়ে পালিয়ে গেল। শুধু একা রইল ভিক মেজগার। সেবারের শেষ মাথায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে। আহত বাহু চেপে ধরে রক্ত থামানোর চেষ্টা করছে। বিকট গর্জন ছেড়ে তার দিকে এগোল হ্যাংক স্ট্রানস্কি।



কোরি ম্যাকলিন যখন শুঁড়িখানায় পৌঁছাল ততক্ষণে খদ্দেররা বাইরে চওড়া বৃত্ত নিয়ে ভিড় করেছে, হাউকাউ শুনে ওখানে ছুটে আসছে আরও লোকজন।

কোরি প্রথমে ভাবল ভেতের নিশ্চয় কেউ বোমা ফাটিয়েছে। দু'জন লোক পেভমেন্টে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে রেখেছে লোকজন। আরও কিছু আহত এবং রক্তাক্ত মানুষ চোখে পড়ল। তবে ভিড়ের কারণে সংখ্যাটা বুঝে উঠতে পারল না কোরি। দূরে সাইরেনের শব্দ। এগিয়ে আসছে এদিকেই।

চারপাশে মানুষের ভিড়, কল্পনায় গল্পের হেডিং কম্পোজ শুরু করে দিল কোরি।

*গত রাতে এক শুঁড়িখানায় আকস্মিক বোমা হামলায় বহু লোক হতাহত।*

'কী হয়েছে?' ভুঁড়িওয়ালা এক লোককে জিজ্ঞেস করল কোরি।

'এক লোক হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'শুঁড়িখানার ভেতরে?' পকেটে হাত ঢোকাল কোরি নোটবুকের জন্য। সে সবসময় পকেটে কাগজের তাড়া রাখে।

'হুঁ। আমি মাত্র বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়েছি, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম এমন সময় এই লোকটা একটা মদের বোতল ভেঙে নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। অমন ভয়ানক হুংকার জীবনে শুনিনি।'

'কে এই লোক? চেনেন ওকে আপনি?'

'এখানে ওকে এর আগেও বার কয়েক দেখেছি। নাম জানি না।'

'সে দেখতে কেমন?'

'পাগলের মতো। লোকটাকে দেখতে চাইলে ভেতরে যান। সে আছে এখনও ওখানে।'

খোলা দরজায় এগিয়ে গেল কোরি। উঁকি দিল ভেতরে। বার টুলগুলো উল্টে আছে, পুলবল আর কিউগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মেঝেতে গ্লাস, বোতল এবং অন্যান্য আবর্জনাসহ। কাঠের মেঝে ছলকে পড়া বিয়ার, মদ ও তাজা রক্তে সিক্ত।

দূরপ্রান্তের দেয়ালে ভিককে দেখতে পেল কোরি। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ওপর হাত বাঁধা, শার্ট রক্তে ভিজে সপসপে। বিশালদেহী এক লোক হাতে ভাঙা বিয়ারের বোতল নিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে ভিকের দিকে।

'অ্যাই!' চিৎকার দিল কোরি।

বিয়ারের বোতল হাতে লোকটা ওর দিকে নজর দিল না তবে ভিক কোরির দিকে তাকাল। চোখে ভয়। আতংকে অস্থির।

কোরি মেঝে থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল ভিকের হামলাকারীর দিকে। ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে বোতলটা বাড়ি খেল লোকটার পিঠে। সে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্থরগতিতে ঘুরে তাকাল।

লোকটার চেহারা দেখে কোরির পেটের ভেতরটা পাক খেয়ে উঠল। লোকটার চোখ লাল টকটকে, কোটর ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখভর্তি ফোঁড়া। ফোঁড়াগুলো ফেটে রস গড়াচ্ছে। তার একটা কানের পেছনে মুঠো আকৃতির, বেগুনি রঙের একটি গোটা। তার মুখ দিয়ে গোঙানি এবং গর্জনের মিলিত একটি ভৌতিক আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। সে কোরির দিকে এক কদম এগোল।

বাইরে সাইরেনের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। ব্রেক চাপার ক্রিইইচ আওয়াজ শোনা গেল।

রক্তমাখা বোতল হাতের লোকটা শুঁড়িখানার পিচ্ছিল মেঝেতে পাগল ব্যালে নর্তকদের মতো পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। দুই হাতে চেপে ধরল মাথা। বাড়ি খেয়ে কাচের টুকরো যে মুখে ঢুকে পড়েছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মেয়েদের মতো আর্তসুরে চিৎকার করতে লাগল। এমন সময় দুই পুলিশ অফিসার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে।

'মাদার অব গড, কী এটা?' বলল একজন পুলিশম্যান।

আহত লোকটা তখনও গোড়ালির ওপর ভর করে পাক খেয়েই চলেছে। সে সঙ্গে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে অমানুষিক চিৎকার। হঠাৎ সে হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল বমি, মেঝের নোংরার সঙ্গে যুক্ত হলো।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পুলিশ কর্মকর্তা, হাতের অস্ত্র মাটির দিকে নামানো। যে লোকটি প্রথমে কথা বলেছিল সে রিভলভারটি বাম হাতে নিয়ে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল।

মেঝেয় পড়ে থাকা শরীরটা কাটা মুরগীর মতো দশ সেকেণ্ড দাপড়াল, তারপর শেষ খিঁচুনিটা দিল মেরুদণ্ড মটমট করে ভেঙে যাওয়ার শব্দ তুলে। এরপর স্থির হয়ে গেল।

পুলিশ অফিসাররা ভয়ে ভয়ে সামনে এগোল। একজন প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে তার আঙুল রাখল লোকটার গলায়। বেশ কয়েক সেকেন্ড পরে সে ঝট করে হাত সরিয়ে নিল প্রবল স্বস্তির সঙ্গে।

'হি ইজ ডেড।'

'থ্যাংক গড,' বিড়বিড় করল অপরজন।

দেয়ালে হেলান দেয়া ভিক মেজগারের দিকে এগোল কোরি। ভিকের হাত অনেকখানি কেটে গেছে। মাংস ফাঁক হয়ে আছে। কোরি একটা বার টাওয়েল নিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল।

'এ লোকটার চিকিৎসা দরকার,' পুলিশ অফিসারদেরকে বলল সে।

'অ্যাম্বুলেন্স আসছে,' জানালো একজন। ওদের কেউই মৃত মানুষটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পারছে না।

'কী হয়েছে, ভিক?' জিজ্ঞেস করল কোরি। 'লোকটা কে?'

ভিকের মুখে সামান্য রঙ ফিরে এসেছে। 'হ্যাংক স্ট্রানস্কি।' কর্কশ সুরে ফিসফিস করল। 'এখানে প্রায়ই আসত। আগে কোনদিন কখনও ঝামেলা পাকায়নি। আজ কেমন অদ্ভুত আচরণ করছিল। আমি প্রথমে পাত্তা দিইনি। বলছিল মাথা ব্যথা করছে। তারপর ওগুলো ওর মুখ ফুঁড়ে বেরুতে থাকে...'

ভীষণ শিউরে উঠল ভিক। শর্টহ্যাণ্ডে ওর বক্তব্য টুকে নিচ্ছিল কোরি।

'মুখে কী হয়েছে?'

'অমন জিনিস জীবনে দেখিনি। বড়বড় লাল ফুসকুরি। হঠাৎ করে ওগুলো ফেটে যায়।'

মেঝেতে পড়ে থাকা নিশ্চল শরীরটার দিকে তাকাল কোরি।

'মুখের ওই ফোঁড়াগুলোর কথা বলছ?'

'ও এখানে আসার সময় ওগুলো ওর মুখে ছিল না। অমন বিশ্রী জিনিস নিয়ে এখানে এলে আমি জীবনেও তাকে মদ পরিবেশন করতাম না। আমার চোখের সামনে জিনিসগুলো ফেটে গিয়ে পুঁজ বেরুচ্ছিল। ভয়ংকর!'

আবার শিউরে উঠল ভিক। সাদা জ্যাকেট পরা এক তরুণ হাতে একটি মেডিকেল কেস নিয়ে বার-এ ঢুকল। কোরি সরে দাঁড়িয়ে তরুণকে ভিকের হাত পরীক্ষা করতে দিল।

পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স আসার পরে বাইরের ভিড় আরও বেড়েছে। আরও দুটো পুলিশের গাড়ি এসেছে। ইউনিফর্মধারী পুলিশরা প্রবেশপথ থেকে লোকজন ঠেকিয়ে রাখছে এবং তাদের নাম-ঠিকানা টুকে নিচ্ছে। আহত লোকগুলোকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। কোরি ভেতরে কী করছে সে প্রশ্নটি কারও মাথায় এলো না।

ওর দিকে কেউ তাকিয়ে নেই লক্ষ করে কোরি মেঝের রক্ত বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলে মেনস রুমের দেয়ালে ঝোলানো ফোনের কাছে চলে এল। একটা কয়েন ফেলে ফটোগ্রাফার জিম্বো টাটিংগারকে ফোন করল। প্রথম রিংয়েই ধরা হলো ফোন।

'আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছিলাম, সুগার পাই। তুমি শুধু–'

'তোমার প্ল্যানটা যে বদলাতে হবে, সুইট লিপস।'

'কী? কে? ম্যাকলিন? ব্যাপার কী?'

'তুমি তোমার ক্যামেরা নিয়ে এক্ষুনি ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে চলে এসো।'

'তোমার মাথা খারাপ? আমার একটা ডেট আছে।'

'ফাক ইয়োর ডেট।'

'দ্যাটস মাই প্ল্যান।'

'শোনো, গোবরমাথা, এখানে এমন একটা স্টোরি আছে যেটার ছবি তুলতে পারলে আমরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাব।'

'আমাকে যতই লোভ দেখাও কাজ হবে না।'

'এক্ষুনি চলে এসো এখানে।'

'আমার সময়ের দাম আছে।'

'আমি নিজে আমার পকেট থেকে তোমার সময়ের মূল্য চুকিয়ে দেব, ঈশ্বরের দিব্যি।'

'ওভারটাইম?'

'ওহ, শিট, ইয়েস। তুমি আসছ নাকি আমি নিজে গিয়ে তোমার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব?'

'ঠিক আছে, মাথা গরম। তোমার ঠিকানাটা বলো?'

জিম্বোকে ঠিকানা দিল কোরি, ওকে পড়ে শোনাতে বলল, তারপর ফিরে গেল পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলতে। স্টোরির জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছে ও। মনে হচ্ছে ফিরে গেছে পুরানো দিনগুলোয়।



মিলওয়াকি *হেরাল্ড*-এর বর্তমান স্টাফদের স্মৃতিতে এই প্রথম প্রবল উত্তেজনার একটি ঘটনা ঘটল। ভিকের শুঁড়িখানায় রক্তাক্ত ঘটনা নিয়ে লেখা কোরি ম্যাকলিনের স্টোরি এবং সঙ্গে জিম্বো টাটিঙ্গারের তোলা বীভৎস কিছু ছবির কারণে শনিবারের সংস্করণটির ব্যাপক বিক্রি হলো। ওয়ার্ল্ড সিরিজে ব্রুয়োরদের খেলা নিয়ে সেবার শুধু ভালো বিক্রি হয়েছিল পত্রিকা। এবারে সেই বিক্রিও ছাড়িয়ে গেল।

পত্রিকা অফিসে একের পর এক ফোন আসছে, সাংবাদিকরা গটগট করে হেঁটে বেড়াচ্ছে হলঘরে। মেশিনগানের গুলির আওয়াজ তুলে চলছে টাইপ রাইটারের খটাখট। এমনকী মেইনটেনেন্স ক্রু, যারা সারাক্ষণ বসে বসে ঝিমোয় তাদেরও শরীরে আশ্চর্য জোশ এসে গেছে। তারা মহাউৎসাহে ঝাড়ু দিচ্ছে।

কোরি তার আকস্মিক এই খ্যাতি বেশ উপভোগ করছে। তিনটে টেলিভিশন স্টেশন থেকে অনুরোধ এসেছে– একটি নেটওয়ার্কের সদস্য, অপর দুটি স্থানীয় চ্যানেল– প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ওর ইন্টারভ্যু করবে। সবগুলো প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছে কোরি। এটি তার স্টোরি, এটি সে কারও সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছুক নয়। কোরির বর্ধিত স্টাটাসের কারণে সিটি এডিটর পোর্টার উলান্ডার গত দুই বছরের মধ্যে এই প্রথম ওকে নাম ধরে ডাকলেন এবং 'তুমি' সম্বোধন করলেন।

সিটি এডিটরের মাথাজোড়া টাক। কেবল কানের ওপরে দুই গোছা চুল। তাঁর ফ্যাকাশে রঙের হনু কড়া মাড় দেয়া সাদা শার্টের ওপর ঝুলে থকে। তাঁর সামনে হেরাল্ডের সোমবারের প্রথম সংস্করণটি পড়ে রয়েছে। কোরি তাঁর বিপরীতে ছাল উঠা একটি চামড়ার চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে কখন সম্পাদক সাহেব কথা বলবেন।

'তোমার স্ট্রানস্কি স্টোরিটা খুব ভালো হয়েছে, কোরি,' বললেন উলান্ডার। 'ভিক্টিমদের ওপর আজ বেশ ভালো ফলোআপ লিখেছ।'

'ধন্যবাদ, পোর্টার,' কণ্ঠে বিনয় এবং ঔদ্ধত্যের একটা মিশেল দেয়ার চেষ্টা করল কোরি।

'ওদের কারও কি মারা যাবার সম্ভাবনা আছে?'

'দেখে তো তেমন মনে হলো না,' বলল কোরি।

'ভেরি ব্যাড। কাল কী করছ?'

'পলিন স্ট্রানস্কির সাক্ষাৎকার নেব।'

'হ্যাংকের বিধবা বউ? ও না টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, দশ সেকেন্ড এখানে, কুড়ি সেকেণ্ড ওখানে। টিভি সাংবাদিকরা শুধু একটি প্রশ্ন করতেই জানে, "আপনার কেমন লাগছে মিসেস স্ট্রানস্কি?" আরে শালা, ওর কেমন লাগবে? আমি ওর স্বামীর একটি ছবি পেতে চাই, ওর চোখ দিয়ে।' বলছে বটে তবে কোরি নিজেও জানে বিধবাদের গল্পো খুব বেশি বিক্রি হয় না। তবু এক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা আছে।'

'পাঠযোগ্য কিছু যদি উদ্ধার করতে পারো তাহলে কাজে লেগে যাও। সম্ভব হলে বুধবার পর্যন্ত আমি গল্পটা চালিয়ে নেব।'

'জিম্বোকে কি আমি পেতে পারি?'

'ওকে কাজে লাগাতে পারবে?'

'শুক্রবারে ও ভালো কিছু ছবি তুলেছে,' বলল কোরি।

'খুব বেশি রোমহর্ষক তবে মন্দ নয়,' সায় দিলেন উলান্ডার। 'বিধবা মহিলার সে কী ছবি তুলবে?'

'ক্যারেক্টার শট। ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাফ।'

'আমাদের জন্য একটু বেশি কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে না?'

'সঠিক ক্যাপশন দিতে পারলে আর তা মনে হবে না।'

'এরকম ক্যাপশন কি-"এই সাদামাটা বাড়িটি থেকে একজন সাধারণ লোক বেরিয়ে এসে শুক্রবার রাতে মিলওয়াকির একটি শুঁড়িখানায় রক্তাক্ত তাণ্ডব চালিয়েছিল?"

'জ্বী এরকম কিছু।'

'ঠিক আছে। জিম্বোকে তুমি নিতে পারো।'

কোরি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

'ভালো কথা, কোরি...'

'বলুন?'

'মি. ইকর্ন ফোন করেছিলেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'তাই নাকি?' নাথান ইকর্ন *হেরাল্ড* পত্রিকার প্রকাশক। অফিসে আসেন না বললেই চলে। পাম স্প্রিং কিংবা সুইটজারল্যান্ড থেকে ফোনের মাধ্যমে তিনি বেশিরভাগ বাণিজ্য চালান।

'বোধহয় তোমাকে দিয়ে কোন ডেইলি কলাম লেখাবেন।'

ডেইলি কলামে নিজের নাম এবং ছবি ছাপা হলে সিটি-বিট রিপোর্টার থেকে একধাপে এগিয়ে যেতে পারবে কোরি কিন্তু তাতে তো তার ধনী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না। তবে ও এখনও এমন কোন অবস্থানে নেই যে এরকম একটা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

কোরি বলল, 'ইন্টারেস্টিং। আমি কাজ থেকে ফিরে আসার পরে এ বিষয়ে আরও কিছু শুনতে চাই।'

জরাজীর্ণ ফটোগ্রাফার লাউঞ্জে জিম্বো টাটিংগারকে পেয়ে গেল ও। সামনে এক কাপ কফি আর *হাসলার* পত্রিকা নিয়ে বসে আছে। কোরিকে দেখে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওর পেছন পেছন চলে এল পার্কিং লটে। এখানে অপেক্ষা করছে কোরির কাটলাস।



হ্যাংক স্ট্রনস্কি যেখানে থাকত সেই জায়গাটি গ্লেনডেলের পশ্চিমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এ এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। হ্যাংকের বাড়িটি একেবারেই সাদামাটা একটি বাংলো, ঝোপঝাড় দিয়ে ঘেরা, নতুন একটি কক্ষ তোলা হয়েছে যা মূল বাড়ির সঙ্গে একেবারেই বেমানান, আছে ইটের নতুন চিমনি, বাড়ির পেছন দিকে ছায়াঢাকা প্যাশিও এবং বিল্ট-ইন বারবিকিউ।

পলিন স্ট্রানস্কি, পরনে পুরানো প্রিন্টেড ড্রেস, চেহারায় নিদারুণ দুশ্চিন্তা, কড়া নাড়ার শব্দে খুলে দিল দরজা। কোরি নিজের এবং জিম্বোর পরিচয় দিল। মিসেস স্ট্রানস্কি হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে ওদেরকে নিয়ে ভেতরে এল।

লিভিংরুম কিংবা ফ্রন্ট রুম, (পলিন স্ট্রানস্কির সম্বোধন অনুসারে) ঘরটি মোটা মোটা আরামদায়ক আসবাবে ঠাসা। রয়েছে পোশাক আশাক, গহনাগাটি রাখার তাক এবং ফ্রেমে বাঁধানো আড়ষ্ট কিছু মানুষের ছবি। হাতে বোনা কার্পেট মেঝেতে। কার্পেটের কোথাও কোথাও বেরিয়ে আছে সুতো।

পলিন বেশ লম্বা এবং সুগঠিত শরীর। ধূসর চুলগুলো পেছন দিকে টেনে বেনি করেছে। কোরির মুখোমুখি একটি সোফায় বসল সে শান্ত ভঙ্গিতে। তবে চশমার আড়ালে তার লাল চোখ দেখে বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগেও অনেক কান্নাকাটি করেছে। তার অস্থিরচিত্ত দুই ছেলে, বয়স যথাক্রমে আট এবং নয়, মা'র কাছে এসে বসল। তবে কোরি নয়, তাদের কৌতূহল জিম্বো টিটিংগারের দিকে। সে ওদের জন্য একটা শো হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিম্বো লাফঝাঁপ দিয়ে ছবি তুলছে যেন *পিপল* ম্যাগাজিন থেকে এসেছে।

'আপনার বাড়িটি খুব সুন্দর, মিসেস স্ট্রানস্কি,' বলল কোরি। 'আরামদায়ক।'

'হ্যাংক নিজের হাতে এ বাড়ি বানিয়েছিল।'

'সে দেখেই বোঝা যায়,' খুকখুক কেশে বলপয়েন্ট পেন নিয়ে তৈরি হলো কোরি। আপনার স্বামী সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?'

'কী জানতে চান?'

'কীরকম মানুষ তিনি ছিলেন? আপনারা একসঙ্গে কী কী করতে ভালোবাসতেন। ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীরকম ছিল।'

কথা বলতে শুরু করল পলিন স্ট্রানস্কি। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর স্মৃতিগুলো মনে পড়তে আবেগের সাগরে ভেসে গেল সে। হ্যাংক স্ট্রানস্কি খুব ভালো লোক ছিল। সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে পারত, স্ত্রী এবং সন্তানদের যত্ন নিত। মাঝে মাঝে সে একটু আধটু মাতাল হয়ে পড়ত বটে তবে কমবেশি সবাই-ই তো এরকম হয়, তাই না? তবে কখনও মুখ খারাপ করত না হ্যাংক। টিভিতে খেলাধুলার অনুষ্ঠান দেখতে ভালবাসত, পছন্দ করত শিকারে যেতে এবং ঘরবাড়ি তৈরির কাজ খুব উপভোগ করত। সংক্ষেপে, হ্যাংক স্ট্রানস্কি এমন একজন লোক ছিল যার বৈচিত্র্যহীন জীবনের কথা পড়তে গিয়ে *হেরাল্ড* পাঠকদের ঘুম চলে আসবে কিংবা তারা টিভি সেট খুলে বসবে। স্টোরি হিসেবে সে জিরো।

কোরি জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস স্ট্রানস্কি, গত শুক্রবারের বিষয়ে কিছু বলবেন কি?'

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসতে এক মুহূর্ত সময় লাগল মহিলার। 'ইচ্ছে করছে না,' বলল সে। 'আমি ওই দিনটি নিয়ে এতো কথা বলেছি যে, শুনতে শুনতে লোকের কান পচে গেছে।'

'আরেকবার শুনিই না। সংক্ষেপেই না হয় বলুন,' বলল কোরি।

দুই ছেলের দিকে ফিরল মিসেস স্ট্রানস্কি। তারা বিরক্ত হয়ে সোফায় বসে গা মোচড়ামুচড়ি করছে। 'তোমরা বাইরে গিয়ে খেলতে পারো।'

ওরা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। সোফা থেকে নেমেই দে ছুট। ওদের চলে যাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করল জিম্বো তারপর গা এলিয়ে দিল একটি চেয়ারে।

'অন্যদেরকে ইতোমধ্যে যা বলেছি আপনাকে বোধহয় তারচেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না।' বলল পলিন।

'হ্যাংক শুক্রবার রাতে সাপার শেষে বাইরে যায়। বলল ভিকের দোকানে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে ওটাই আমার শেষ দেখা।'

'তিনি কি প্রায়ই একা একা বাইরে যেতেন?'

'হু। মাঝে মাঝে আমি ওর সঙ্গে যেতাম। তবে ও ভিকের দোকানে অন্যদের সঙ্গে টিভিতে স্পোর্টস দেখতে খুব পছন্দ করত। আমি অবশ্য ওকে যেতে কখনও মানা করিনি। ও বাইরে গেলে আমি টিভিতে নিজের পছন্দের শোগুলো দেখতাম।'

'উনি যখন গত শুক্রবার বাইরে গেলেন তখন কি ওনার মধ্যে...অন্যরকম কোন আচরণ লক্ষ করেছিলেন?'

'ওকে বরাবরের মতোই দেখেছি শুধু ঠিকমত খেতে পারছিল না। বলছিল খুব মাথা ধরেছে। আমি টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি পুলিশ এসেছে, বলছে মারা গেছে হ্যাংক।'

কোরি ভাঁজ করা কপি পেপারে দ্রুত লিখে চলছিল। 'আপনি বললেন ওনার মাথা ব্যথা করছিল?'

'হু। তবে অসুখবিসুখ নিয়ে কখনও ঘ্যানঘ্যান করত না হ্যাংক। গত সপ্তাহে ভেবেছিলাম ও হয়তো মাথা ব্যথা নিয়ে কাজে যাবে না। কিন্তু ওকে কাজে যেতে দেখে মনে হয়েছে সিরিয়াস কিছু নয়।'

'উনি সড়ক ও জনপথ বিভাগে কাজ করতেন, তাই না?'

'জ্বী। কনস্ট্রাকশন। ওটাই ছিল তার কাজ। অফিশিয়াল কাজও করতে পারত কিন্তু হ্যাংক বলত ডেস্কে বসে কাজ করতে গেলে সে পাগল হয়ে যাবে।'

'মি. স্ট্রানস্কি ওই সময় যে কাজটি করছিলেন তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতার বিষয় ছিল কি?'

কোরির দিকে তাকিয়ে করুণ ভঙ্গিতে হাসল মহিলা।

'আপনার মুখে 'মি. স্ট্রানস্কি' সম্বোধনটি কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আপনি বরং ওকে হ্যাংক বলুন। সবাইতো তাই করে।'

মাথা ঝাঁকাল কোরি। 'আচ্ছা হ্যাংকই সই।'

'ওর কাজটা অন্যান্য কাজগুলোর মতোই ছিল। দক্ষিণ মিলওয়াকিতে যে ধরনের কাজ হয়ে থাকে। পুরানো রাস্তা ভাঙা, নতুন আরেকটি তৈরি করা। ও উত্তর অ্যাপলটনের হাইওয়েতেও কিছুদিন কাজ করেছে। তখন অবশ্য মাঝে মাঝে সন্ধ্যা সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে পারত না। তবে কাজটা ওকে এক সপ্তাহের বেশি করতে হয়নি।'

আরও পনের মিনিট ওরা কথা বলল। এমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না যা হ্যাংকের ভয়ংকর আচরণের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে। হ্যাংক স্ট্রানস্কি কোন ম্যানিয়াক ছিল না, এমনকী বউয়ের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলত না। এরকম জোলো খবর কি আর পাঠক পড়বে?

প্রথম সুযোগেই বিধবাটিকে বিদায় বলল কোরি। জাগিয়ে তুলল জিম্বোকে। ছেলে দুটো বাইরে যাওয়ার পরপরই সে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল। দু'জনে মিলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

*হেরাল্ড* ভবনে ফেরার পথে জিম্বো বলল, 'আমরা এ গল্প দিয়ে পুলিৎজার পুরস্কার জিততে পারব কিনা তাই বলো।'

'খবরটা এখনও অক্কা পায়নি।'

'এ খবর আরেকদিন পাঠক পড়তে পারে যদি হ্যাংক স্ট্রানস্কি কফিন থেকে

লাফিয়ে নেমে কাউকে কামড়ে দেয়।'

'তুমি হাসাতেও পারো বটে।'

জিম্বো ফিল্ম বোঝাই ক্যামেরা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ দিয়ে কী করব? ওদের প্রচুর ছবি তুলেছি। কিন্তু এসব ছবি তো বিষ্যুদবারের কোন সংস্করণে কেউ ছাপতে চাইবে না।'

'তোমার কাছে রেখে দাও,' গম্ভীর মুখে বলল কোরি। 'পরে হয়তো কাজে লাগবে।'

নিজের ডেস্কে ফিরে টানা কুড়ি মিনিট টাইপরাইটারে টাইপ করল কোরি। কাজ শেষ করার পরে শেষ কাগজটি ছিড়ে নিল টাইপ রাইটার থেকে। হ্যাংক স্ট্রানস্কির বিধবা স্ত্রীর ওপরে যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে তা একবার পড়ল তারপর ওটা দুমড়ে মুচড়ে একটা বল বানালো। এক মুহূর্তবাদে সে তিনটে পৃষ্ঠাই আবার সমান করল, তিনটে প্যারাগ্রাফে বিভক্ত করে ওটা *প্রিন্ট* লেখা ঝুড়িতে ফেলে দিল।

কাঠের পুরানো চেয়ারটিতে হেলান দিল কোরি। ওটা ক্যাচকোচ শব্দে আপত্তি জানাল। বিদায় পুলিৎজার, পাতলা ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে মনে মনে বলল ও। সে যদ্দুর সম্ভব ভালোভাবে লেখার চেষ্টা করেছিল। হ্যাংক স্ট্রানস্কির সঙ্গে সেই রাতে শুঁড়িখানায় যে আটজন লোক আহত হয়েছিল সকলের ইন্টারভ্যু নিয়েছে। তবে হ্যাংকের বিধবা বৌ আর তার বাচ্চাদের গল্প পড়ে পাঠকের হাই উঠবে। নাহ্, *বিগ স্টোরির* সন্ধান এখনও মিলল না।

কোরির ডেস্কের পেছনে *হেরাল্ড*-এর জন্য পাঠানো সারা দেশজুড়ে আসা দৈনিক পত্রিকাগুলো স্তূপ হয়ে আছে। সে ওগুলো অলস ভঙ্গিতে ওল্টাতে লাগল। লসএঞ্জেলেসে চার রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প হয়েছে। কিউবান রিফিউজিরা মিয়ামিতে মিনি রায়ট করেছে। টেক্সাসের আইন বিভাগে একটি ঘুষের কেলেংকারি ধরা পড়েছে। এক নিউইয়র্ক ক্যাব ড্রাইভার পথচারীদের ওপর তার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে।

টিপিকাল সব খবর, ভাবল কোরি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্থ লালসা, ভায়োলেন্স।

এক মিনিট।

সে আবার নিউইয়র্ক ট্যাবলয়েডটি তুলে নিল হাতে। এতে ক্যাব ড্রাইভারের গল্প ছেপেছে। ড্রাইভারের নাম ডুবোয়াস উইলিয়ামসন, কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরে গাড়ি চালিয়েছে। যারা তাকে চেনে সবাই বলেছে এর মতো ভদ্র, শান্ত মানুষ হয় না। কিন্তু এ লোকই হঠাৎ ফিফটি নাইন্থ স্ট্রিটে পথচারীদের গায়ে ট্যাক্সি তুলে দিয়ে গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তার বিধবা বউ বলেছে ঘটনার দিন উইলিয়ামসন সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিল। এ ঘটনা ঘটেছে গত শুক্রবার।

কোরি প্রতিবেদনটি আবার পড়ল, সে সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় নোট নিল। হয়তো এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা। তা-ই হবে নিশ্চয়। তবু.... তবু....

সে এক টুকরো কাগজ নিয়ে মাঝখানে লম্বালম্বি একটি রেখা টানল। রেখার একপাশে লিখল *স্ট্রানস্কি*, অপরপাশে উইলিয়ামসন। নিচে, বামের মার্জিনে সে লিখল *বয়স, লোকেশন, কাজের ধরন, পরিবার*। নিউইয়র্ক স্টোরি পড়ে সে ডুবোয়াস উইলিয়ামসন সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছে সেগুলো মার্জিনের নিচে লিখল। একই সঙ্গে হ্যাংক স্ট্রানস্কি সম্পর্কে যা জানে তা-ও লিখল। দু'জনেই মধ্যবয়স্ক, বয়স পঁয়তাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ। দুজনেই মেট্রোপলিটান এলাকায় থাকে মিলওয়াকি। ব্রুকলিন। দু'জনেই নিজের নিজের কাজ করেছে দীর্ঘদিন ধরে এবং দক্ষতার সঙ্গে। দু'জনেই বিবাহিত–স্ট্রানস্কির দুটি ছেলে আছে: উইলিয়ামসনের একটি ছেলে। সে নৌবাহিনীতে চাকরি করে।

এরপরে আর দু'জনের মধ্যে কোন মিল খুঁজে না পেয়ে কলমটা দিয়ে দাঁতের গোড়ায় মিনিটখানেক বাড়ি দিয়ে চলল কোরি। শেষে সে কাগজের তলায় Find Link কথাটি লিখে বেশ কয়েকবার আন্ডারলাইন করল।

অস্কার ইয়েটস, এক সময়ের তুখোড় রিপোর্টার, যে শিকাগো সান-টাইমস থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এ পত্রিকায় ঢুকেছে, সে এক টুকরো কাগজ নিয়ে কোরির সামনে এসে দাঁড়াল।

'হেই, ম্যাকলিন, তুমি নাকি এ সপ্তাহের ফ্রিক আউট এডিটর শুনলাম?'

মুখ তুলে তাকাল কোরি তবে প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

'এ খবরটা হয়তো তোমার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।'

সে কাগজের টুকরোটা কোরির ডেস্কে ফেলল। এপি'র প্রতিবেদন:

*সিয়াটলে শুক্রবারে অদ্ভুত মৃত্যুর পরে আড্রিয়া ওলসন কিথের (২০) মরদেহ উইসকনসিনে তার দাদু-দিদার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিয়াটলের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট স্পেস নিডল-এ সদ্য বিবাহিতা বধূটি কী কারণে অকস্মাৎ উম্মাদিনী হয়ে উঠেছিল তার কারণ এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।*

*তরুণীর ছুরিকাঘাতে আহত চারজন ভিক্টিম সুস্থ হয়ে উঠছেন। মেয়েটির স্বামী জাস্টিন কিথ (২২) গলায় তার স্ত্রীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে।*

কোরি সিয়াটলের *পোস্ট ইন্টেলেজিনশিয়ার* পত্রিকাটি খবরের কাগজের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করল। তারপর নতুন আরেক টুকরো কাগজ নিয়ে সে এবারে তিনটে লম্বা কলাম তৈরি করল।



কারুকাজ করা মেহগনি ডেস্কের পেছনে পুরু লেদার সুইভেল চেয়ারে বসা ড. ফ্রেডেরিক কিজমিলার তাঁর শরীরের ওজন এক নিতম্ব থেকে আরেক নিতম্বের ওপর চাপিয়ে দিলেন। বসে মজা পাচ্ছেন না তিনি। তাঁর সরু পাছা নরম কুশনের আসনের জন্য ঠিক যেন মানানসই নয়। ঘরের বাকি আসবাব-পত্রও তাঁর পছন্দ হয়নি। কোডাক্রমে বাঁধানো মহিলা এবং দুটি শিশুর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা চিরকুমার কিজমিলারের মনে কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছে না। দেয়ালে টাঙানো গ্রীষ্মকালীন ল্যান্ডস্কেপের ছবিগুলো বেশ সুন্দর। বার্গান্ডি রঙের কার্পেটখানাও বেশ দামি এবং অভিজাত।

ড. কিজমিলারের বামদিকের জানালা দিয়ে তাকালে বায়োট্রেন কমপ্লেক্সের ঢেউ খেলানো সবুজ মল চোখে পড়ে। তাঁর ডানদিকের দেয়ালে রয়েছে একটি অ্যান্টিক হ্যাট র‍্যাক এবং চকচকে ওক কাঠের ফ্রেমে বন্দি একটি আয়না। কিজমিলারের এ রুমটির কোনকিছুই ভালো লাগে না। তাই তিনি যত কম পারেন এখানে সময় ব্যয় করেন।

এটি ড. কিজমিলারের 'ফ্রেন্ডলি' অফিস। বাইরে যেতে না পারলে বায়োট্রেন প্লান্টে যেসব ভিজিটর আসেন, তাঁদেরকে সাধারণত: এখানেই তিনি স্বাগত জানান। এখানে বসে মিডিয়ার জন্য কিছু দুর্লভ ব্রিফিংও দান করেন। বায়োকেমিক্যাল ভবনের নগ্ন, জানালাবিহীন ঘরটি কিজমিলারের অধিক পছন্দ। ওটা শীতল, অনাড়ম্বর, চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে না। ওখানেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

আজকের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'ফ্রেন্ডলি' অফিসটি উপযুক্ত। যদিও এ থিওরিটি কিজমিলারের একদমই পছন্দ নয় যে, সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে তাঁর যতটা সম্ভব সহজ হতে হবে। বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতে একজন এমপ্লয়ীর সঙ্গে স্বতস্ফূর্ত আচরণ কেন করতে হবে ভেবে পান না তিনি। কিন্তু কাজটি করতেই হবে কারণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়নি।

কিজমিলার চেয়ার ঘুরিয়ে গোল আয়নাটির দিকে তাকালেন। রোগা, হাড্ডিসার একটি মুখ আয়নার ভেতর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, কোটরাগত বরফ-নীল চক্ষুজোড়া ঝকঝক করছে।

'আমি বুঝতে অক্ষম অন্য কেউ কেন এ ধরনের একটি বিষয় সামাল দিতে পারবে না,' আয়নাকে বললেন তিনি।' আমি একজন গবেষক, পার্সোনেলম্যান নই।'

তিনি ডেস্কটপ ইন্টারকমের বোতামটি বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন। স্পিকারে ভেসে এল একটি ধাতব কণ্ঠ।

'আপনার নামটিই যথেষ্ট, ডক্টর। এই এডগল্ট আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলবে না।'

'তবে আমার মনে হয় না আমরা সঠিক পথে যাচ্ছি।'

'এছাড়া আমাদের উপায়ও নেই। পাইলটদের দিয়ে কোন কাজ হয়নি।'

শক্ত হয়ে গেল কিজমিলারের চেহারা। 'পাইলটদের প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল একটা ঝামেলা হয়েছে।'

'কী ঝামেলা? স্ত্রীটিকে খুঁজে বার করা হয়েছে, তাই না?'

'ঝামেলা আরেকজনকে নিয়ে, অ্যান্ডারসন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সে আমার এক কর্মকর্তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তার অন্তর্ধানের পর থেকে মেয়েটি প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।'

'সে আপনার অধীনে কাজ করে?'

'আমার বিভাগে, হ্যাঁ। খুবই প্রতিভাময়ী বায়োকেমিস্ট। নাম ডিনা আজাদ। বাঙালি।'

'ওকে কোথাও ট্রান্সফার করে দিন না? চাকরিও খেয়ে নিতে পারেন।'

'তাতে আরও নানান প্রশ্ন উঠবে।'

'তাহলে ওকে অকেজো করে রাখুন।'

'আমি তাই করছি। তবে এ মেয়েটি নির্বোধ নয় এবং সে নাছোড়বান্দার মতো ইনকুয়ারি করছে।'

'খুব বেশি ঝামেলা হলে আমার লোকেরা ওর ব্যবস্থা নেবে।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ড. কিজমিলার। মসৃণ ডেস্কের ওপর সুন্দরভাবে নখ কাটা আঙুল দিয়ে খানিক তবলা বাজালেন। তাঁর বরফশীতল চাউনি আয়না থেকে নিবদ্ধ হলো অফিসের দরজায়। 'গল্ট কি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে অপেক্ষা করছে?'

'সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকুক।' বলল ধাতব খনখনে কণ্ঠটি। 'ওর কী হবে ভেবে আরও খানিক দুশ্চিন্তায় ভুগুক।'

আয়নায় চোখ ফিরে এল কিজমিলারের। 'আপনার মুখ না দেখে কথা বলার ব্যাপারটা আমার জন্য বেশ অস্বস্তিকর।

'আপনি জানেন আমি দেখতে কেমন।'

'আমি তা বলছি না।'

'জানি, জানি। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গল্টকে এমন ধারণা দেয়া

প্রয়োজন যে, সে আপনার সঙ্গে একা আছে। এতে ইন্টারভিউতে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে আমার সুবিধা হবে।'

'আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন ও আমাদেরকে যা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে?'

'সেটাই তো আমি দেখতে চাই।'

'আপনি রাশানদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলেন?'

'এখানে যে অ্যাগ্রিকালচারাল মিশনটি এসেছিল তাদের বিষয়ে?'

গলা দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করলেন কিজমিলার। 'অ্যাগ্রিকালচার বাহ্! এদের একজন আন্তন কুরাকিন। জানেন সে কে?'

'ডক্টর, আমার মনে হয় না আমাদের–'

'সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বায়োকেমিক্যাল ওয়ালফেয়ারের সবচেয়ে বড় এক্সপার্ট। সে এখানে একজন সাধারণ কৃষকের ছদ্মবেশে কেন এসেছিলো? আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে, জানতে আমরা কতদূর কী এগিয়েছি।'

'আমরা কুরাকিনের কথা জানি,' বলল ইন্টারকমের কণ্ঠ। 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইজ অন টপ অব দা সিচুয়েশন।'

'স্টেট ডিপার্টমেন্ট!' কিজমিলারের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'জানি, আমি। ওদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। তবে ওদের পা মাড়িয়ে দিতে পারব না আমরা। রাশানদেরও না।'

'তাতো বটেই,' বললেন কিজমিলার। 'রাশানরা এখন আমাদের বন্ধু, না?'

'বন্ধু,' বলল স্পিকারের কণ্ঠটি। 'প্রশাসনের অফিশিয়াল মনোভাব তাই বলে।'

'শুধু এ সপ্তাহের জন্য,' বললেন কিজমিলার।

'ডক্টর, এ বিষয়ের জাজমেন্টে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতিটি অন্তত: বর্জন করুন।'

'আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

'আপনাকে পশ্চাৎপটে থেকে কাজ করতে হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই।'

'স্বাভাবিকভাবেই।'

'জার্মানিতে আপনার অভিজ্ঞতাও খুব একটা সুখকর ছিল না।'

'তা বলতে পারেন।'

বার্লিন। ১৯৪৫। রাশানরা সকাল বেলা ঢুকে পড়ল এ শহরে। তাদের টিউনিকের বোতাম খোলা, কাঁধের ওপর অলসভঙ্গিতে ঝুলছে রাইফেল। বিজয়ের উল্লাসে তারা উল্লাসিত এবং মদ খেয়ে মাতাল।

ফ্রেডরিকের বয়স তখন ষোল। তার বাবা নাৎসী পার্টির সমর্থক বলে তাকে জোর করে জার্মান সেনাবাহিনীতে ঢুকতে হবে এটা সে মানতে পারেনি। রাশানরা যখন

শহরে এল ততক্ষণে তার বাবা মারা গেছেন। নিজের পিস্তল দিয়ে নিজের খুলি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

মাকে রাশানদের অধীনে আরও বছরখানেক থাকতে হলো। আর ফ্রেডরিক পালিয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানে তার এক খালা এবং খালুর কাছে সে আশ্রয় পেল। ওই সময়ে ফ্রেডরিককে যে দু:স্বপ্নটি তাড়া করে ফিরছিল তা হলো, তার ভাইকে শেষবার দেখার স্মৃতি।

একজন ইনফ্যান্ট্রি লেফটেনেন্ট, বাস্তোঙ্গে হাতে গুলি খেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল ফ্রেডেরিকের ভাই রুডি। রাশানরা এগিয়ে আসার সময় সে আমেরিকান লাইনের দিকে পালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সিদ্ধান্ত নেয় মা এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকবে। রাশানরা বিকেল বেলা এসে ধরে নিয়ে গেল রুডিকে। বিদায় বলার সময়টুকু পর্যন্ত মেলেনি। পরদিন সবাইকে বাড়ির পাশের পার্কে হাজির হওয়ার হুকুম দেয়া হলো। ফ্রেডরিক তার মা এবং অন্যান্য পড়শীদের সঙ্গে ওখানে গেল এবং যা ঘটল তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে বাধ্য হলো। রুডি এবং তিন তরুণ সৈনিককে কব্জিতে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সারা গা সেলুলয়েড ফিল্ম দিয়ে মমির মতো মোড়ানো। তাদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। আগুনের লেলিহান শিখার ফোঁস ফোঁস, গগনবিদারী চিৎকার এবং মাংস পোড়ার গন্ধ চিরস্থায়ীভাবে গেঁথে গেল ফ্রেডরিক কিজমিলারের মস্তিষ্কে। এ স্মৃতি ওকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াতে লাগল।



'এ ঘটনা ঘটেছে চল্লিশ বছর আগে।' বলল ধাতব কণ্ঠ। 'এখনকার দুনিয়াটি ভিন্ন। ভিন্নরকম যুদ্ধ, ভিন্নরকম শত্রু। সময়ের সঙ্গে আমাদের সবকিছুই বদলাতে হয়।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন কিজমিলার। 'আমি চেষ্টা করব।'

'গল্টকে এখন আসতে বলুন,' বলল কণ্ঠটি। 'এতক্ষণে সে ঘামতে শুরু করেছে।'

কিজমিলার সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের একটি বোতামে চাপ দিলেন।

খুলে গেল দরজা। এডি গল্ট অফিসের চারপাশে চোখ বুলাল। বার্গান্ডি রঙের কার্পেটের কিনারে অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'প্লিজ, ভেতের আসুন, মি. গল্ট। বসুন, গলায় আন্তরিকতার সুর ফোটাতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন ড. কিজমিলার।

সামনে বাড়ল গল্ট, কিজমিলারের ডেস্কের সামনের একটি চেয়ারের কিনারা ঘেঁষে বসল। সে রোগাপটকা মানুষ, মাথার লালচে চুল অর্ধেকটাই উঠে গিয়ে ফুটকিঅলা ফ্যাকাসে খুলি দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের শেষ আলোচনা নিয়ে আর কিছু ভাববার সুযোগ পেয়েছিলেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন কিজমিলার।

'আপনাকে সেদিনই তো বললাম,' চোখ পিটপিট করল গল্ট। 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। কীভাবে ঘটনা ঘটেছে জানিনা তবে ঘটেছে। দোষটা আমার অস্বীকার করছি না।'

'এডি....। ডাক নামটা ডক্টরের মুখ থেকে বেরুতে একটু সময়ই নিল। কাকে কী নির্দেশ দিতে হবে সে সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন, তবে বায়োকেমিক্যাল রিসার্চ চিফ হিসেবে একজন শ্রমিককে তার ডাকনাম ধরে সম্বোধন করা ঠিক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না।

'এডি, তুমি বায়োট্রনে কতদিন ধরে চাকরি করছ? তিন বছর?'

'চার। প্রায় পাঁচ বছর।'

'হুঁ। তোমার রেকর্ড এখন সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।'

'আমি সবসময় আমার কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।'

'জানি সে কথা। তুমি একজন বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ। এ কারণেই সকলে বুঝতে অসমর্থ যে তুমি কী করে ক্যারিয়ারটি ডিসপোজালের জন্য পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা ছিল তার সঙ্গে পার্পল ডাই গুলিয়ে ফেললে?'

'ওটা ভুলে হয়ে গেছে, ড. কিজমিলার। আমি দুঃখিত। এছাড়া আমার আর কীইবা বলার আছে?'

'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ভুল এবং এজন্য অনেক আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে।'

'আর্থিক ক্ষতি?'

জবাবটি, কিজমিলারের মনে হলো খুব দ্রুত এল। তিনি বাচ্চা বাচ্চা চেহারার, ফুটকিঅলা মুখটির ওপর চোখ বুলালেন। কিন্তু কোন আবেগ দেখতে পেলেন না।

'অনেকগুলো গরু পুড়িয়ে মারতে হয়েছে।'

'কাগজে তো এরকম কোন খবর দেখলাম না।'

'সৌভাগ্যবশত, গরুগুলো আমাদের গবেষণা বিভাগের সম্পত্তি ছিল ফলে আমরা পাবলিসিটি এড়িয়ে যেতে পেরেছি। তবু আজকাল ডেয়ারি প্রোডাক্টের দাম বিবেচনা করলে লসটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।'

রসিকতার সুরে কথাটা বলা হলেও কেউই হাসল না।

'তুমি নিশ্চয় জানো,' অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বলে চললেন

কিজমিলার, 'যে এখানে তুমি আমাকে যা বলবে তা সব গোপন রাখা হবে।'

'আপনাকে নতুন করে কিছু বলার আমার নেই,' বলল গল্ট। 'কীভাবে জানি না আমি ক্যানিস্টারের লেবেলগুলো উল্টোপাল্টা করে ফেলেছিলাম। খুবই স্থুল একটা ভুল তবে এর জন্য যে কোন মাশুল দিতে আমি রাজি।'

কিজমিলার তাঁর লম্বা কমনীয় হাত জোড়া একত্র করে তর্জনীর ডগা ঠেকালেন ওষ্ঠে। 'কোনকিছু যদি মনে পড়ে যায়, যা আমাকে বলতে ভুলে গেছ তাহলে ফোন করে জানিয়ো।'

'নিশ্চয়,' বলল গল্ট।

'এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ, এডি। আবার কথা হবে।'

এডি গল্ট চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো, সতর্ক পায়ে কার্পেট ধরে এগোল, কাঁধজোড়া কুঁজো হয়ে আছে যেন পেছন থেকে হামলার ভয় করছে। সে চলে যাওয়ার পরে যখন বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ড. কিজমিলার ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেলেন অ্যান্টিক আয়নার দিকে, ইন্টারকমের স্পিকারে টুসকি মারলেন।

'ও মিথ্যা কথা বলছে,' ভেসে এল খনখনে কণ্ঠটি।

'জানি আমি,' ক্লান্ত গলায় বললেন কিজমিলার। 'জানি সে কথা।'

ভবন থেকে বেরিয়ে এল এডি, পার হলো সবুজ লন, গার্ডদের গেট এবং ঢুকল এমপ্লয়ীদের পার্কিং লটে। রোয়ান ওর জন্য ভ্যানে অপেক্ষা করছে। তার মখমলের মতো চুল দুপুরের রোদে ঝলমল করছে।

রোয়ান টেলসার মতো মেয়ে জীবনে পেয়েছে কেমন অবিশ্বাস্য লাগে এডির। ছত্রিশ বছর বয়স তার, এর আগে শুধু একবার এক নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল। মোটা, গোমড়ামুখো মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল এ আশায় যে, তাহলে আর তাকে সেনাবাহিনীতে যেতে হবে না। কিন্তু তবু ওকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতেই হয়। ভিয়েতনাম থেকে যখন ফিরে আসে, দেশে তার মুটকি বউ সাত মাসের গর্ভবতী। ঈশ্বর জানেন কার বীজ সে শরীরে ধারণ করছিল। এরপর থেকে সে মহিলাদেরকে এড়িয়ে চলত, রোয়ান ওর জীবনে আসার আগ পর্যন্ত।

রোয়ান ওর জীবনে এলে নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এডি। ইচ্ছে করলে বহু পুরুষ পেতে পারত রোয়ান কিন্তু কী কারণে কে জানে এডিকেই তার পছন্দ হয়ে যায়। রোয়ানের বাবা ছিলেন কনজারভেটিভ রিপাবলিকান। বেঁচে থাকলে কন্যার বর হিসেবে এডি গল্টকে তাঁর পছন্দ হতো না। তাতে অবশ্য এডির কিছু আসত যেত না। রোয়ান এস্টাবিলিশমেন্টের বিরুদ্ধে ছিল এবং তাঁর বাবা যেটা অপছন্দ করতেন সেটাই সে পছন্দ করে। বলা যায় বিদ্রোহী টাইপের মেয়ে সে। এবং নিজের বাবা সম্পর্কে এডিকে এ পর্যন্ত প্রায় কিছুই বলেনি।

গাড়ি থেকে নেমে এডির দিকে ছুটে এল রোয়ান পার্কিং লটে চামড়ার চটির চটাশ চটাশ শব্দ তুলে। ওকে জড়িয়ে ধরল এডি, উষ্ণ, সতেজ, তরুণ শরীরটির স্পর্শ পেল রোয়ানের গেঁয়ো পোশাকের নিচে। ও যেন ওভেন থেকে সদ্য নামানো রুটি। মচমচে, তাজা।

'ওখানকার খবর বলো।' বলল রোয়ান।

'সব ঠিক আছে। ওরা আমাকে ফায়ার করেনি বা ফাইন করেনি।'

'দ্যাটস গুড। কে ছিল ওখানে?'

'আমি আর কিজমিলার।'

হতাশ দেখাল রোয়ানকে।

'উনি বললেন গরুগুলো মারা গেছে।'

'বলেছেন নাকি?'

'হুঁ। মানে ওগুলোকে মেরে ফেলতে হয়েছে।'

'আমি ভাবছিলাম গরুগুলোর কী হলো।'

'ওগুলো কোম্পানির সম্পত্তি বলে আমরা কিছু জানতে পারিনি। গরুগুলো বোধহয় ল্যাবে নিয়ে গেছে,' এডি অনুভব করল ও আবার মানসিক চাপটা অনুভব করতে শুরু করেছে। 'হানি আমি ভাবছিলাম...'

'বলো?' জিজ্ঞেস করল রোয়ান।

'ভাবছিলাম ওদেরকে সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে না। আমরা যা ভেবেছি তারচেয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস বোধহয় ব্যাপারটা।

এক কদম পিছিয়ে গিয়ে ওর দিকে তাকাল রোয়ান। 'এডি, তুমি কি মনে করো মাটি, বায়ু এবং যে পানি আমরা পান করছি তাতে যা ঘটছে তা সিরিয়াস?'

'ওয়েল, শিওর। তবে–'

'তুমি এবং আমি মিলে যা করেছি তা অন্যান্য লোকদের সাহায্য করবে। কোটি কোটি মানুষ সচেতন রয়েছে আমাদের পরিবেশে কী ঘটছে এবং তারা জানে এজন্য কারা দায়ী। তোমার এবং আমার মনে জোর থাকতে হবে, একে অন্যকে ভালোবাসতে হবে এবং সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা যে কাজ করেছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ঠোঁট চিবুতে চিবুতে রোয়ানের কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করল এডি।

'বেচারা। তোমকে ওরা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তাই না?' রোয়ান এডির সমতল পেট স্পর্শ করল। ওর আঙুলগুলো প্যান্টের ভেতর ঢুকে গেল। খুঁজে পেল এডির স্ফীত পুরুষাঙ্গ। আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে বলল, 'বাড়ি চলো। তোমাকে অনেক মজা দেব।'

সারাদিন যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছিল এডির মনে এ মুহূর্তে তা তার কুঁচকি দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে রোয়ানের হাত ধরে ভ্যানের দিকে এগুলো।



ড. কিজমিলার যখন দুপুরে এডি গল্টের সঙ্গে কথা বলছেন ওইসময় দিনা আজাদ বায়োট্রন পার্কিং লটে তার ডাটসানের স্টিয়ারিং হুইলে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছিল। অপেক্ষা তার ধৈর্যে কুলোয় না। লাইন দিয়ে টিকেট কাটতে হবে এরকম সিনেমা হলে সে জীবনে ঢোকেনি। রেস্টুরেন্টে তার রিজার্ভেশন পছন্দ না হলে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে এসেছে। তবে যে লোকের অধীনে আপনি কাজ করছেন তার জন্য তো কিছু ছাড় দিতেই হবে। এ জন্যেই সে দুপুরবেলা অপেক্ষার প্রহর কাটাচ্ছে।

ড. কিজমিলারের 'ফ্রেন্ডলি' অফিসের কৃত্রিমতায় ভরা রিসেপশন রুমের চেয়ে বাইরে, গাড়িতে বসে অপেক্ষা করা অনেক স্বস্তিদায়ক। বায়োট্রনের লোকজনই এ অফিস নিয়ে হাসাহাসি করে। সবাই জানে ড. কে মাথায় কাউবয় হ্যাট চাপালে যেরকম অস্বস্তিবোধ করবেন, ওই অফিসেও এমনই অস্বচ্ছন্দবোধ করেন তিনি। রিসেপশন রুম, যেটি গাট্টাগোট্টা মিসেস কুয়েলের দখলে থাকে ওটি ক্রোম, ভিনাইল, কাঁচ এবং ক্রন্দনরত ক্লাউনদের ছবি দিয়ে তালগোল পাকানো একটি ভয়াবহ কক্ষ। ভিজিটরদের ওখানে সময় কাটানোর জন্য বায়োকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ট্রেড ম্যাগাজিনগুলোর পুরানো সব সংখ্যা রেখে দেয়া হয়েছে।

সময় কাটানোর জন্য কিছু খুঁজছে দিনা, সিটের পাশে ভাঁজ করা একখানা খবরের কাগজ দেখতে পেল। মিলওয়াকি *হেরাল্ডের* শনিবারের সংস্করণ। পাতা খুলে সে হ্যাংক স্ট্রানস্কির খবর পড়তে লাগল, কনস্ট্রাকশন শ্রমিক যে মিলওয়াকির শুঁড়িখানায় হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ভাঙা বোতল দিয়ে অনেকগুলো মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে জখম করেছে। পরে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তবে তার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। স্ট্রানস্কির ছবি দেয়া হয়েছে, বোঝা যায় তার পরিচয়পত্র থেকে নেয়া হয়েছে ছবিটি। ভেতরের পৃষ্ঠায় বিধ্বস্ত শুঁড়িখানা এবং আহত লোকদের রক্তাক্ত ছবি ছেপেছে।

গল্পটি কেন মনের মধ্যে খচখচানি তৈরি করল নিজেও জানে না দিনা। *হেরাল্ড*-এর সে নিয়মিত পাঠিকাও নয়। সে বাড়িতে জার্নাল পত্রিকা রাখে। অ্যাপলটনে শনিবার রাতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময় *হেরাল্ড*-এর একটি কপি কিনেছিল।

হ্যাংক স্ট্রানস্কির চৌকোনা, ভালো মানুষী চেহারার দিকে আরও একবার তাকিয়ে কাগজটা একপাশে রেখে দিল দিনা এডি গল্টকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে।

এডি ড. কিজমিলারের সঙ্গে দেখা করতে গেছে শুনে সামান্য বিস্মিত হয়েছিল দিনা। প্রডাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর প্রধান ব্যক্তিটির সঙ্গে ডিসপোজাল ক্রু'র ফোরম্যানের কী কাজ থাকতে পারে? নিজের কর্মচারীদের সুখ-দুঃখের কথা শোনার মতো মানুষ নন কিজমিলার।

এডি গল্টের সঙ্গে তেমন জানাশোনা নেই দিনার। লোকটাকে ওর চুপচাপ এবং একটু অদ্ভুত প্রকৃতিরই মনে হয়েছে। শুনেছে এ নিজের কাজে খুব দক্ষ এবং স্নায়ুবিক অস্থিরতায় ভোগে না।

ডাটসান থেকে নেমে পড়ল দিনা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দেখল একটি ভ্যান থেকে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে নেমে এসে ছুটে গেল এডির দিকে। জোড়াটা মানায়নি, ভাবছে দিনা। টাক মাথা, সিরিয়াস চেহারার এডির সঙ্গে হিপ্পিদের ড্রেস পরা এই সুন্দরী তরুণীকে একদমই বেমানান লাগছে।

ওদের দিয়ে তোমার কী? মনে মনে নিজেকে শাসাল দিনা।

ঈর্ষা অনুভব করছে বুঝতে পেরে নিজের ওপর বিরক্তিই লাগল। ও আসলে নিজেকে সবসময় সেরা অবস্থানে দেখতে চায়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে সে নিজের কর্মক্ষেত্রে সবার চেয়ে ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখে। তখন হয়তো কোন ভার্সিটিতে যোগ দেবে। পঁয়ত্রিশ হতে এখনও ছয় বছর বাকি। তবে সিরিয়াস রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার জন্য সে খুব বেশি সময়ও পাবে না। যদিও বিয়েশাদীর কথা মোটেই ভাবছে না দিনা।

তিন বছর আগে শিকাগোতে একটি কেমিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করত ও। ফিল নামে এক সুদর্শন এবং উষ্ণ বিবাহিত ব্যক্তি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। তবে কোন বিবাহিত মানুষের প্রেমে পড়ার চেয়ে নর্থওয়েস্টার্ন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নেয়াটাই তার কাছে তখন শ্রেয় মনে হয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে ফিলকে তার মনে পড়ে। এত চার্মিং ছিল ফিল...

ধুত্তোর কীসব ভাবছে! দিনা দেখল এডি গল্ট তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ভ্যানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে গার্ড গেটের দিকে পা বাড়াল। লন পার হয়ে চলে এল বায়োট্রন কমপ্লেক্সের মূল ভবনে। পুব উইংয়ে মোড় নিল, হলওয়ে ধরে হেঁটে শেষ মাথায়, ড. কে'র অফিসে চলে এল। মিসেস কুয়েল জ্যামিতিক প্যাটার্নে তার রিসেপশন ডেস্কে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখছে কলম এবং কাগজপত্র।

'ড. কিজমিলার কি ফ্রি আছেন?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

মিসেস কুয়েলকে একটু দ্বিধান্বিত দেখাল। 'ঠিক জানি না। একটু কথা বলে দেখি।'

সে বাটনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন ড. কিজমিলার। দিনাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, চেহারা দেখে মনে হলো তিনি বোধহয় আবার ঘরে ঢুকে যাবেন কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অফিসের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তাকালেন ঘড়ির দিকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ড. ডিনা, (তিনি 'দিনা' বলতে পারেন না, তাই 'ডিনা' বলেন। অবশ্য বেশিরভাগ আমেরিকানই ওকে ডিনা সম্বোধন করে। আগে বিরক্ত হলেও এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে দিনা। আপত্তি বা প্রতিবাদ কিছুই করে না।) বললেন তিনি, 'আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটি আবার নতুন করে করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে একটা এক্সপেরিমেন্টে চোখ বুলানো দরকার। ইতোমধ্যে দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে।'

'আমি বেশিক্ষণ আপনার সময় নেব না, ডক্টর। চলুন না একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বায়োকেমিক্যালে যাই?'

'ঠিক আছে, আপনার যেমন ইচ্ছা,' তিনি অফিসের দরজায় তালা লাগালেন, মিসেস কুয়েলের দিকে তাকিয়ে রূঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ভবনের পেছনের এক্সিট অভিমুখে রওনা হলেন। দ্রুত তাঁর পিছু নিল দিনা।

বায়োকেমিস্ট্রি বিল্ডিং, যেখানে দিনার নিজস্ব অফিস, ওটা কমপ্লেক্সের পেছনে, গোলাবাড়ির কাছে। গোলাবাড়িতে পরীক্ষার জন্য জন্তু জানোয়ার রাখা হয়। বেড়ার বাইরে ঢেউ খেলানো তৃণভূমিটি বায়োট্রনের নিজস্ব জমি। স্টাফ অফিস ছাড়াও বিল্ডিংয়ে রয়েছে অনেকগুলো গবেষণাগার এবং ড. কিজমিলারের অত্যন্ত সাদামাটা লিভিং কোয়ার্টার্স, তিনি বলেন কর্মস্থলের কাছাকছি থাকতেই নাকি তার পছন্দ। ড. কে-র জীবন এবং কাজ দুটোকে আলাদা করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

দিনা কিজমিলারের পাশে দ্রুত কদমে হাঁটছে। ওরা ক্যাম্পাসে চলে এসেছে। সযত্নে ছাঁটা ঝোপঝাড় এবং ফুলের গাছগুলো কমপ্লেক্সকে সুবিন্যস্ত একটি প্রশান্তির ভাব এনে দিয়েছে।

'আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছেন, ড. ডিনা?'

দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ রেখে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন কিজমিলার। 'আশা করি কোন সমস্যা নিয়ে আসেননি। এমনিতেই নানান সমস্যায় আমি জর্জরিত। কোন কিছুর সমাধান দরকার?'

'স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের কোন খবর কি আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'ওর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকার তো কারণ নেই,' বললেন ড. কিজমিলার।

'ভাবলাম আপনি হয়তো কোন খবর জানেন।'

'আমি ওর কোন খবর জানিনা।'

'ব্রাজিলে ও যে প্রজেক্টে কাজ করছে–' বলতে গেল দিনা। ওকে বাধা দিলেন

কিজমিলার। 'আমি দুঃখিত। ওই ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারব না।'

'গত সপ্তায় ক্যালিফোর্নিয়া স্টুর বোনকে আমি ফোন করেছিলাম,' বলল দিনা। 'সে-ও তার ভাইয়ের কোন খবর জানে না।'

'সেটা তো আমার দেখার বিষয় নয়, ডক্টর। ব্যাপারটা যদি আপনার কাছে এতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে পার্সোনেল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন না।'

'করেছিলাম। পার্সোনেল বিভাগ বলল, স্টুর ফাইল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'আই সি।' দিনাকে চমকে দিয়ে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কিজমিলার। 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই?'

দিনা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল, প্রশ্নটি শুনে অস্বস্তিবোধ করছে।

'পরামর্শ?'

'এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছাড়ুন। খামোকা খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ হবে না। কোনও সমাধানে পৌঁছাতে পারবেন না। আমার কথাটা বিশ্বাস করুন। এখন আসুন। আমার কাজ আছে।' তিনি গটগট করে চলে গেলেন।

দিনা বায়োকেমিক্যালের বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ড. কিজমিলার ওকে আসলে কী বলতে চেয়েছেন। এক মিনিট পরে সে ঘুরে দাঁড়াল। চিন্তিত মুখে হাঁটতে হাঁটতে এগোল পার্কিং লটে।



এখনও ছটা বাজেনি কিন্তু সারাদিন কাজের চাপে দুপুরে ভালোমতো লাঞ্চ করারও সময় পায়নি দিনা। তাই ভীষণ ক্ষিদে লেগেছে। এখন বাংলোয় ফিরে গ্যাসের চুলোয় রান্না করার কথা ভাবতেই ওর মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এ মুহূর্তে একা থাকতেও ভাল্লাগছে না। হুইলার ক্যাফেতে একটা স্যান্ডউইচ নিলেই ওর দিব্যি চলে যাবে। দিনা পেটুক না এবং নিজে রান্না করে খেতেও সে ভালোবাসে না। ক্যাফেতে মানুষজন থাকবে। নিজেকে একাও মনে হবে না।

হুইলার ক্যাফে হাইওয়ে সেভেনটি ফাইভে। ১৯৭৯ সালে ডাচের পিজ্জাপাল্লার আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার পর থেকে এটি শহরের প্রধান রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টটিতে ছটা লাল রঙের ভিনাইল বুথ আছে এবং ইংরেজি 'L' অক্ষরের আদলে তৈরি কাউন্টারের সামনে রয়েছে গোটা কুড়ি টুল। দেয়ালে, ক্যাশ

রেজিস্ট্রারের মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে ১৯৬৮ সালের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন গ্রীন বে প্যাকার্স এর বাঁধানো ফটোগ্রাফ। রেস্টুরেন্টের মালিক ওয়াল্ট ব্রাবেন্ডার নিজেই রাঁধুনী। ব্যস্ত সময়ে এখানে দু'জন ওয়েট্রেস কাজ করে, ইউনিস ব্রাবেন্ডার থাকে ক্যাশ রেজিস্ট্রারে। বেশিরভাগ সময় নোরিন স্টালি একাই ওয়েট্রেসের দায়িত্ব পালন করে।

দিনা একটি টুলে বসে গ্রিলড চিজ স্যান্ডউইচের অর্ডার দিল নোরিনকে। হেরাল্ড-এর কপিটি কাউন্টারের ওপর, নিজের পাশে রেখে দিল। পত্রিকাটি কেন নিয়ে এসেছে জানে না ডিনা।

নোরিনের মাথাভর্তি লাল চুল, ঝুঁকে কাগজটি দেখল। আগপাশতলা চোখ বুলাল।

'আরি, এই লোককে তো আমি চিনি।'

'কোন লোক?'

'ছবির এই লোকটি,' হ্যাংক স্ট্রানস্কির ফটোগ্রাফের দিকে ইংগিত করল সে। 'এ কী করেছে?'

'মিলওয়াকির একটি শুঁড়িখানায় ভাংচুর করেছে। তুমি একে কোথায় দেখলে?'

'এখানেই। হেনরী এ. স্ট্রানস্কি।' ছবির ক্যাপশন পড়ল নোরিন।

'হ্যাঁ, সেই হ্যাংকই। এদিকের রাস্তা মেরামত করার সময় প্রতিদিন ওর ক্রুদের সঙ্গে এখানে আসত। লোকটি বেশ ভালো ছিল। কখনও কারও সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করতে শুনিনি। নিপাট ফ্যামিলি ম্যান ছিল।' ও লেখাটি পড়ল। 'বিশ্বাসই হয় না এর মতো লোক এরকম কিছু করতে পারে। অবশ্য মানুষ চেনা দায়।'

আরেকজন কাস্টমারের অর্ডার নিতে চলে গেল নোরিন। ডিনা কাগজটি মেলে ধরে আবারও হ্যাংক স্ট্রানস্কির ছবির দিকে তাকাল। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় এ লোককে কি সে দেখেছ কখনও? হাইওয়ে সংস্কারে বিরাটদেহী কিছু লোক কাজ করত। তাদের নগ্ন বাহু তেল আর ঘামে চকচক করত। মাথায় থাকত তাদের নাম লেখা কমলা রঙের শক্ত হ্যাট। হয়তো ওই লোকগুলোর স্মৃতিই দিনার মনে গেঁথে আছে তাই এ গল্পটিও সে ভুলতে পারছে না।

স্যান্ডউইচে কামড় বসাল দিনা, চুমুক দিল কফিতে, অন্যদিকে মনোনিবেশের চেষ্টা করল।

ফিরে এল নোরিন, আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে ঝুঁকল কাউন্টারের ওপর। 'আন্ড্রিয়া ওলসনের ঘটনাটা খুব ভয়ংকর, তাই না?'

'কী ঘটনা, নোরিন?' দিনাও একটু গল্প করতে চাইছে যদি তাতে মনের নি:সঙ্গতা কাটে।

'ওলসনদের তো তুমি চেন? ওই যে সালজমানে যে দম্পতির খামারবাড়ি আছে।'

'না, চিনি না।'

'দু'জনেই এখন বুড়ো হয়ে গেছে। হুইলারে দু'জনেই বহুবার এসেছে। বুড়ো মানুষটা তো এখনও আসে। বুড়ি বাতের রোগে নড়াচড়া করতে পারে না।'

'আহারে।'

'ওদেরই নাতনী আন্দ্রিয়া– ভারী ভালো মেয়ে, চুপচাপ স্বভাবের। লোকে তাই বলে। মাত্রই বিয়ে করেছিল। বরের বাড়ি পশ্চিমের কোথায় যেন। মেয়েটির হঠাৎ মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। তার বিয়ের দিনটিতেই। পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিল আন্দ্রিয়া। তার স্বামীকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে, আরও কয়েকজনকে আহত করেছে। তারপর জানালার কাচ ভেঙে লাফ মেরে আত্মহত্যা করেছে। এইতো দুই সপ্তাহ আগেই এখানে এসেছিল আন্দ্রিয়া। আমি নিজে দেখিনি, তবে–'

'তুমি বলছ সে এখানে এসেছিল?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল নোরিন। 'বিয়ের আগে পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওর দাদু ওকে নিজে গাড়ি চালিয়ে মিলওয়াকি পৌঁছে দিয়েছিল দুই সপ্তাহও হয়নি।'

কথা বলার আগে নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিল ডিনা। 'ওই সময় হাইওয়ে মেরামতের কাজ চলছিল, না?'

নোরিন তর্জনী দিয়ে খুলির কাছটা চুলকে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। ওই সময়েই।'

আরেকজন খদ্দের এসেছে। নোরিন তার অর্ডার নিতে চলে গেল। দিনা বসে বসে তরুণী বধূটির কথা ভাবছে, যে তার সদ্য বিবাহিত স্বামীকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। খবরের কাগজে আবার ফিরে গেল ও, হ্যাংক স্ট্রানস্কিকে নিয়ে লেখাটি দ্বিতীয়বার পড়ল। রিপোর্টে রিপোর্টারের নাম আছে। দিনা একটি কলম নিয়ে নামটির নিচে আন্ডারলাইন করল। কোরি ম্যাকলিন। তারপর সে স্যান্ডউইচ শেষ করে বেরিয়ে পড়ল ক্যাফে থেকে।

আন্দ্রিয়া ওলসন কিথের অদ্ভুত মৃত্যুর খবর স্যানফ্রান্সিসকোর একটি হোটেলের দশতলার একজন লোক টিভিতে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলে এক আকর্ষণীয় চিনা নারী গল্পটি নিয়ে আলোচনা করছিল। টিভির সামনে চেয়ারে বসে মহিলার কথা কান খাড়া করে শুনছিল আন্তন কুরাকিন। তার মুখখানা বেশ চওড়া, কৃষকদের মতো লোহাপেটা শরীর। তার ভুরু কুঁচকে আছে।

পর্দায় এতোটাই মনোযোগী আন্তন যে টের পায়নি ভিক্তর রাসলভ ঘরে ঢুকেছে। রাসলভের গড়ন ছোটখাট, সরু নাকের ডগায় ঝুলছে স্টিল রিমের চশমা। সে অপর লোকটিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল তারপর কথা বলে উঠল।

'আমেরিকান খেলনাটি উপভোগ করছ, কমরেড?' তার গলার স্বর চনমনে শোনালেও চশমার লেন্সের পেছনের চোখজোড়া শীতল।

ঘুরে তাকাল না কুরাকিন। 'এ খবরটা শুনেছ, ভিক্তর? এক মেয়ে তার স্বামীকে

ছুরি মেরে হত্যা করেছে। তারপর রেস্টুরেন্টের লোকদেরকে যাকেই সামনে পেয়েছে হরদম কুপিয়েছে। শেষে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।'

'এটা একটা হিংস্র দেশ।'

'জানি আমি। তবে এ ঘটনাটি আমার কাছে অন্যরকম মনে হচ্ছে।'

আগ্রহ বোধ করল রাসলভ। 'কীরকম?'

'খবরের কাগজের বরাত দিয়ে বলছে ওই মেয়েটি সম্প্রতি উইলকনসিনে তার দাদু-দিদিমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।'

সামনে ঝুঁকল রাসলভ। 'দাদু-দিদিমা কি বায়োট্রন ফ্যাক্টরির আশপাশে থাকেন?'

সঙ্গীর দিকে ফিরল আন্তন। 'ফ্যাক্টরি থেকে কয়েক মাইল দূরে।'

'ওহ। তাহলে আমরা ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।'

'নিশ্চয়। ওরা ওখানে কী করছে সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহই নেই।'

রাসলভের চোখ জ্বলে উঠল। এক কানে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে দেয়ালের দিকে ইংগিত করল। 'এ নিয়ে না হয় অন্য কোন সময় আলোচনা করি।'

কুরাকিন ওর সাবধানবাণীর সংকেত বুঝতে পারেনি।

'এটি হলো এরকম দ্বিতীয় রিপোর্ট।'

'দ্বিতীয়?'

'প্রথম ঘটনাটা খবরের কাগজে পড়েছি। এক শ্রমিক মিলওয়াকির এক শুঁড়িখানায় হঠাৎ পাগলের মতো তাণ্ডব চালায়। সে বেশ কয়েকজন খরিদ্দারকে জখম করে শেষে মারা গেছে।'

'এবং দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক?'

' এ লোকটি বায়োট্রন ফ্যাক্টরির কাছে হাইওয়েতে কাজ করছিল।'

রাসলভ চিন্তিত ভঙ্গিতে কুরাকিনকে বলল, 'সেক্ষেত্রে পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে যে–' পারিপার্শ্বিকতার কথা মনে পড়ে যেতে সে চট করে থেমে গেল। একটা আঙুল রাখল ঠোঁটে।

এবারে তার সংকেত বুঝতে পারল কুরাকিন। সে তার মোটা মোটা আঙুলগুলো চালিয়ে দিল তারের মতো জট পাকানো ধূসর কালো চুলে। 'আমাদের কি আগেই কোন অ্যাকশন নেয়া...' বাক্যটি শেষ করল না সে।

'আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে আজ দুপুরে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি ওখানে বিষয়টি নিয়ে আমাদের লোকজনের সঙ্গে কথা বলব।' দরজার দিকে রওনা দিল রাসলভ।

টিভিতে এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ বেসবল নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। কুরাকিন বন্ধ করে দিল সেট। 'আমিও যাবো।'

ডোরনবে হাত রেখে ঘুরল রাসলভ। 'তোমার মিটিংয়ে থাকার দরকার নেই।

তুমি বসে বসে টিভি দেখো। তোমার চিনা মহিলাটি আবার হয়তো চেহারা দেখাবে।'

কুরাকিন আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রাসলভ ততক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছে। বাইরে, হলঘরে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। চওড়া কাঁধ, খাটো চুল, পরনের সুট গায়ে ফিট করেনি। এদের সঙ্গে সংক্ষেপে কী যেন বলল রাসলভ। লোক দুটো মেরুদণ্ড টানটান করে রাসলভের কথা শুনল, একবার ঘরের মধ্যে কুরাকিনের দিকে তাকাল তারপর মাথা ঝাঁকাল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কুরাকিনকে ঘরে একা রেখে চলে গেল রাসলভ।



মিলওয়াকি *হেরাল্ড* পত্রিকার অফিসে একটি গুজব চালু আছে যে, ডা. ইঙ্গারসল আদৌ কোনদিন মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা। তিনি কেন মেডিকেলে পড়া বাদ দিলেন তা নিয়ে নানান মুখরোচক গল্প শোনা যায়। নাকি তাঁকে বাদ দেয়া হয়েছে? অথবা মেডিকেল প্রাকটিসের জন্য গ্রাজুয়েশন করলেও তিনি তাঁর লাইসেন্স হারিয়েছেন। ডাক্তার কখনও তাঁর অতীত নিয়ে আলোচনা করেন না এবং কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করে না। খবরের কাগজগুলোর মধ্যে *হেরাল্ড* অনেকটা ভিনদেশী সৈনিকদের সংঘের মতো। একজন মানুষ অতীতে কী করেছে না করেছে তা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।

ইঙ্গারসল একজন কৃশ মানুষ, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে ধূসর, তার ঠোঁটের কোনে সারাক্ষণ সিগারেট ঝুলে থাকে। তিনি যে সুট পরিধান করেন তার চেহারা ১৯৪০ এর দশকের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তিনিই একমাত্র স্টাফ যিনি রৌদ্রকরোজ্জল দিনে মাথায় হ্যাট চাপান। ডাক্তারের পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর ডেস্ক, এমনকী যে ফ্লোরে গিয়ে তিনি দাঁড়ান, সবকিছু সিগারেটের ছাইয়ে মাখামাখি থাকে।

*হেরালড* পত্রিকায় ডাক্তারের পদবী সায়েন্স এডিটর। তার কাজ হলো তার বার্তায় বিজ্ঞান ও মেডিকেল বিষয়ে যেসব কপি আসে তা ঠিকঠাক করে কাগজের ডামিতে কোথাও স্থান সংকুলানের অভাব থাকলে সেখানে ওই লেখাগুলো ভরে দিয়ে ফুটো বন্ধ করা। তিনি মাদক ও মদের বিপদ সম্পর্কে একটি লেখাও নিয়মিত লিখে থাকেন। কোন কর্তৃপক্ষ যখন প্রশ্ন তোলে সমাজের প্রতি পত্রিকাটি কী দায়বদ্ধতা পালন করছে তখন *হেরাল্ড* ডাক্তারের এসব লেখা ছেপে দেয়। এ বিষয়টি বেশ

ভালো বোঝেন ডা. ইঙ্গারসল।

মঙ্গলবার সকালে তাঁকে ছড়ানো ছিটানো ছাইয়ের মধ্যে আবিষ্কার করল কোরি ম্যাকলিন। ডাক্তার তখন ইউপিআই-এর একটি কপি কাটাছেঁড়ায় ব্যস্ত।

'এক মিনিট সময় হবে, ডক্?' বলল কোরি।

'যদি জরুরী হয় তবে। আমার কাছে একটা গরম লিড নিউজ আছে। ইন্ডিয়ানাপোলিসের এক চাষার বউ বলছে, তাকে নাকি ভিনগ্রহের এক অধিবাসী রমণ করেছে।'

'ফাজলামি রাখুন।'

'কল্পনা করো চাচা যখন বউ'র বাচ্চাকাচ্চাগুলো দেখবে তখন কেমন আতংকিত হয়ে উঠবে।'

'এনকুইয়ার গতমাসে এরকম একটা খবর ছেপেছিল না?'

ডাক্তার কাগজের টুকরোটা দলা পাকিয়ে একটা বল বানিয়ে ধাতব ওয়েস্টবাস্কেটে ছুড়ে মারলেন। 'যত্তসব ফালতু খবর।' তিনি কাঠের সুইভেল চেয়ারে ক্যাচম্যাচ শব্দ তুলে কোরির দিকে ঘুরলেন, মুখের সিগারেট থেকে তার কোলে গড়িয়ে পড়ল ছাই। 'তোমার মতলবটা কী শুনি?'

'এটাতে একবার চোখ বুলান।' কোরি সিগারেট ছাইগুলো হাত দিয়ে একপাশে ঠেলে দিয়ে ডেস্ক পরিষ্কার করল। মিলওয়াকির হ্যাংক স্ট্রানস্কি, নিউইয়র্কের ডুবোয়াস উইলিয়ামসন এবং সিয়াটলের আন্ড্রিয়া কিথের ওপর লেখা প্রতিবেদনগুলো ওখানে রাখল। পাশে থাকল নিজের তৈরি করা তিনটে কলাম। প্রতিটি কলামের ওপর ভিক্টিমদের নাম লেখা।

খকখক কাশতে কাশতে দ্রুত লেখাগুলো পড়তে লাগলেন ইঙ্গারসল। পড়া শেষ করে তাকালেন কোরির দিকে। 'তো?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে তিনজন সাধারণ মানুষ গত শুক্রবার অপ্রত্যাশিতভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে। দৃশ্যত তুমি এ তিনটি ঘটনার মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখতে চাইছ।'

'আপনার মতামত?'

হলুদ দাগ পড়া আঙুল দিয়ে কোরির লেখা কাগজের নোটেশনের ওপর টুসকি দিলেন। 'এই দুটি মানুষ, স্ট্রানস্কি এবং উইলিয়ামসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক কিছু মিলে যায়। বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। শুধু বড় পার্থক্য জাত এবং ভৌগোলিক লোকেশনে। মহিলাটির প্যাটার্ন এদের সঙ্গে একদমই মেলে না। তিনজনের শুধু একটি বিষয়েই মিল পাওয়া যাচ্ছে তা হলো, তাদের হামলার দিনটি, তাদের উদ্ভট কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি এবং তাদের নিজেদের নির্মম মৃত্যু।'

'কাকতালীয়?'

'হতে পারে। কিন্তু এ থেকে আমি কোন গল্প পাচ্ছি না।'

‘আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বাস্তব জীবনের ঘটনাগুলোতে খুব একটা গল্প থাকে না।’

‘ওরা যেভাবে মারা গেল সেটা, ডক্? এতে কি আপনার কাছে কিছু প্রমাণ হচ্ছে?’

তিনটা গল্পে আবার চোখ বুলালেন ইঙ্গারসল। ‘দেখছি। উইলিয়ামসন মারা গেছে ট্রাক চাপা পড়ে, কিথ কাচের জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ে মরেছে আর স্ট্রানস্কির মৃত্যু হয়েছে করোটির হেমারেজে, বলা উচিত পুল বলের আঘাতের ফল ছিল ওটা। তাদের মৃত্যুর জন্য কোন কিছুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তুমি এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে ভুলে গেলেই পার।’

কোরি ওর কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিল। ‘ধন্যবাদ, ডক। তবে আমার মনে হয় এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে।’

ডাক্তার তার আগের সিগারেটটির গোড়া দিয়ে নতুন আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘তোমার কি ধারণা ওদের মৃত্যুর জন্য ভিনগ্রহবাসীর মারণ রশ্মি দায়ী?’

তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি অচিরেই খ্যাকরখঁক কাশিতে রূপ নিল। কোরি নিজের ডেস্কে ফিরে এল। তিনটে প্রতিবেদন এবং নিজের লেখা নোট একটি ম্যানিলা ফোল্ডারে ঢুকিয়ে ওটা একটি ড্রয়ারে রেখে দিল। বুলেটিন বোর্ডে গিয়ে সাইন-আউট কাগজে দস্তখত করল। গন্তব্যের জায়গায় লিখল *ডাউনটাউন* এবং অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্ন খানিক মেরামত করা হয়েছে। শুক্রবার রাতের উন্মাদনার আবর্জনা অদৃশ্য, ভাঙা পুল কিউ ফেলে দিয়ে নতুন কিউর আমদানী হয়েছে, মেঝেয় রক্তের দাগও নেই। কোরি ম্যাকলিন শুঁড়িখানায় ঢুকে দেখল বারে বসে আছে মাত্র জনাচারেক লোক। সন্ধ্যাবেলায় যারা হাউকাউ করে, এরা সেরকম নয়। নিজেদের ভাবনায় মগ্ন, চুপচাপ বসে মদ গিলছে। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেও না। কোরিকে একটি টুলে বসতে দেখে এগিয়ে এল বারের মালিক ভিক মেজগার। তার বাম হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা।

‘খবর কী, ভিক?’

‘ভালো না। শনিবার দোকান বন্ধ ছিল। অনেক লোকসান হয়ে গেছে। কাগজে আপনার লেখা বেরুনোর পরে প্রশাসনকে অভিযোগ করতে পারতাম। রোববার মোটামুটি চলেছে দোকান। তবে আমার সবচেয়ে ভালো বিক্রি হয় শনিবারে। ওইদিন দোকান খোলা রাখতে পারলে ভালো হতো। সবাই মেঝেতে রক্তের দাগ দেখতে চাইছিল।’ সে চার নীরব পানকারীকে ইঙ্গিতে দেখাল। ‘আজ সোমবার। শুক্রবারের খবরের ব্যাপারে কারও আগ্রহ নেই।’

'তোমার হাতের কী অবস্থা?'

বাম হাতের আঙুল নেড়ে দেখাল ভিক। 'কোন সমস্যা নেই। শনিবার দিনটা হাসপাতালেই ছিলাম। হাত ফুলে উঠেছিল দেখে ডাক্তাররা ভেবেছে ইনফেকশন হয়েছে। তবে পরদিন সকালেই ফোলা কমে যায়। আমি এসে দোকান খুলি।'

'বেশ ভালো খবর।'

'খবর খারাপ হতো যদি না আপনি সে সময় হাজির হতেন। আপনিই আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। এখন থেকে এ দোকান আপনার।'

'ধন্যবাদ। সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে একটা বিয়ার দিতে পার।'

'দিচ্ছি।'

ভিক গ্লাসে বরফ শীতল বিয়ার ঢেলে এনে কোরিকে দিল। মুখ ঘুরিয়ে হাঁচি দিল।

'সর্দি লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'নাহ। বোধহয় ফ্লু। শরীরের জয়েন্টগুলো ব্যথা করছে, একটু জ্বরজ্বর ভাবও আছে। ও ঠিক হয়ে যাবে।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল কোরি। 'আচ্ছা, ওইদিন রাতে হ্যাংক স্ট্রানস্কি ওরকম খেপে উঠেছিল কেন?'

'কী জানি। লোকটাকে সবসময় চুপচাপ দেখতাম। কখনও কারও সঙ্গে বিবাদ করতে দেখিনি। আশ্চর্য লাগে ভাবলে।'

'হুঁ।'

'ওর বাচ্চাগুলো আর বউয়ের কথা ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। হ্যাংক ওদের জন্য তেমন কিছু রেখে যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এরকম মৃত্যুর ঘটনা হামেশা ঘটছে। কিন্তু এর ফলে একটি পরিবারের যে ক্ষতি হয়ে যায়...'

শ্রাগ করে বাক্য অসমাপ্ত রেখে দিল ভিক।

'ঠিকই বলেছ।' সায় দিল কোরি।

'কাল সকালে ফিউরেনাল। আমি দোকান বন্ধ করে যাব ওখানে। বিধবা বেচারীকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো লোকজনও তেমন নেই। যা ঘটেছে সে জন্য তো আর ও দায়ী নয়।'

'সময় পেলে আমিও একবার ঘুরে আসব,' বলল কোরি। 'ফিউরেনাল কোথায় হবে?'

'লুজাক ব্রাদার্সে, হার্নে স্ট্রিটের পাশে। ওদের কাজ ভালো। হ্যাংকের চেহারা যেমন বীভৎস হয়ে আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

'আশা করি কাজটা পারবে ওরা।' বিয়ার শেষ করল কোরি। ভিককে হাতের যত্ন নিতে বলে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লুজাক ব্রাদার্স মরচুয়ারি ইটের তৈরি ছিমছাম একটি ভবন, সাদা থামযুক্ত ফ্যাসাড এতে ম্যানসনের একটা ছোঁয়া এনে দিয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি ওয়্যারহাউজ আর রাস্তার ওপারে একটি কাঠের দোকান।

কোরি বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি পার্ক করল। ভারী কাচের দরজা খুলে প্রবেশ করল অ্যান্টিরুমে। মোটা কার্পেট পেরিয়ে এক হস্তিনী টাইপের মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি একটি স্লাইডিং প্যানেলের পেছনে বসে আছে।

'বলুন, স্যার?' মেয়েটি ওর দিকে সহানুভূতির হাসি নিয়ে তাকাল।

কোরি ওর সাংবাদিক পরিচয়পত্র দেখাতেই হস্তিনীর মুখের হাসি মুছে গেল। 'মি. লুজাকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কোন মি. লুজাকের সঙ্গে দেখা করবেন? ওঁরা চার ভাই।'

'যিনি চার্জে আছেন।'

'তিনি মি. ক্যাসপার লুজাক। অন্যরা শহরের বাইরে।'

'তাহলে ওনার সঙ্গেই দেখা করব।'

মেয়েটি ফোনের বোতাম টিপে কী যেন বলল, শুনতে পেল না কোরি। বোধহয় ও প্রান্ত থেকে সম্মতি পেয়েছে তাই সে ঘরের শেষ প্রান্তের লাল টকটকে একটি ঝোলানো পর্দার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই পর্দার ওপাশে একটি হলওয়ে আছে। ডানের প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকবেন।'

কোরি মেয়েটির বলা গতিপথ অনুসরণ করে ওয়ালনাট এবং চামড়া দিয়ে সুসজ্জিত একটি অফিস কক্ষে ঢুকে পড়ল। কারুকাজ করা, চকচকে একটি ডেস্কের পেছনে পেয়ে গেল ক্যাসপার লুজাককে।

মুর্দাফরাশটি ছোটখাট গড়নের মানুষ, মাথার চুল এমনভাবে আঁচড়েছে, কপালের ওপর মুকুটের মতো উঁচু হয়ে আছে। তার গলার সিল্ক টাইটা দেখতে সুন্দর এবং পরনের শার্কস্কিন সুটটা দেখে মনে হয় দামী।

'আপনার কী সেবা করতে পারি, মি. ম্যাকলিন?'

'আমি স্ট্রানস্কির ফিউরেনালের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এসেছি। আগামীকাল অন্ত্যেস্টিক্রিয়া হওয়ার কথা।'

'আপনি কি পারিবারিক বন্ধু?'

'ঠিক তা নয়।'

'এক মিনিট... ম্যাকলিন। আপনিই তো হেরাল্ড পত্রিকায় ওই লেখাটি লিখেছিলেন, না? ঘটনার সময় আপনি শুঁড়িখানায় ছিলেন।'

'জ্বী।'

'লোকটা অমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল কেন?'

'জানি না,' সংক্ষেপে বলল কোরি। 'আমি এসেছিলাম লাশটা দেখতে।'

'দুঃখিত। সম্ভব না।'

'বুঝলাম না।'

'গতকাল তাকে দাহ করা হয়েছে।'

'দাহ করা হয়েছে? আশ্চর্য!'

'সত্যি বলতে কী বিধবাটির ফোন পেয়ে আমি নিজেও কম অবাক হইনি। অবশ্য এজন্য তাকে দোষও দিই না। লাশের যা অবস্থা হয়েছিল। কাপড় দিয়ে না হয় শরীরের ক্ষত ঢাকা যায়, কিন্তু লোকে তো তার মুখটি দেখতে চাইবে। তার চেহারাটা চেনার চেষ্টা করবে। তবু আমি সে চেষ্টা করার জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম কিন্তু–'

'এক মিনিট,' তাকে বাধা দিল কোরি। 'আপনি কি বলতে চাইছেন মিসেস স্ট্রনস্কি লাশ নিতে চাননি?'

ভুরু কোঁচকাল লুজাক। 'আমি সেকথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার মতে উনি ঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছিলেন। চেহারা সুন্দর করার চেয়ে–'

'এবং আপনি লাশ দাহ করে ফেললেন?'

'গতকাল বিকেলে। অপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না। আরেকজন মক্কেলের জন্য ফার্নেস রেডি করার দরকার ছিল। ওরা ফিউনারেলের জন্য আমাকে শুধু ভস্মধার রেখে দিতে বলেছে।'

'ওভেনে লাশ ঢোকানোর আগে ওটা পরীক্ষা করেছিলেন?'

'পরীক্ষা?'

'অটোপ্সির মতো?'

'ওটা আমার কাজ নয়। আমি শুধু লাশ মমি করার জন্য ফ্লুইড টেনে নিয়েছিলাম। কসমেটিক্সের কাজ শুরু হওয়ার আগেই মিসেস স্ট্রানস্কি ফোন করে বলেন তিনি মত পাল্টেছেন।'

'কেউ লাশ পরীক্ষা করেনি?'

'আমার জানামতে নয়। কোনরকম পোস্টমর্টেমের অধিকার আমি রাখি না। আর নিজে থেকে এরকম কোন কাজও আমি করি না।

'কোন ছবি তুলেছিলেন?'

'লাশের ছবি? অবশ্যই না। এটাকে কী ধরনের কাজ বলে আপনি ভাবছেন?'

'রাগ করবেন না, মি. লুজাক,' বলল কোরি। 'আমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাংক স্ট্রানস্কির লাশ বড্ড তাড়াহুড়ো করে পোড়ানো হলো।'

'আপনি এ নিয়ে বিধবা মহিলার সঙ্গে কথা বলুন না,' বলল লুজাক।

'হ্যাঁ। তাই বলব ভাবছি।'



হ্যাংক স্ট্রানস্কি এবং তার পরিবার যেখানে বাস করত সোজা সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল কোরি। পেটের মধ্যেটা কেমন ফড়ফড় করছে ওর। যেন উড়ছে প্রজাপতি। দারুণ কোন গল্পের সন্ধান পেলে এরকম টেনশন হয় তার। আর এরকম অনুভূতি হয়েছিল বহুদিন আগে।

রাস্তার ওপরে স্ট্রানস্কিদের বাড়ির সামনে একটা মুভিং ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। দুই লোক স্ট্রানস্কিদের আসবাবপত্র বাড়ি থেকে বের করে এনে ভ্যানে তুলছে। কোরি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। দৃঢ় কদমে পার হলো রাস্তা।

পর্চে উঠে এল ও। খোলা ফ্রন্ট ডোর দিয়ে ভেতরে তাকাল। বাড়িটির চেহারা নগ্ন এবং করুণ লাগছে। পলিন স্ট্রানস্কি কিংবা তার ছেলেদের কোন চিহ্ন নেই। মাল বহনে ব্যস্ত এক লোককে হাত তুলে থামাল কোরি।

'ভাই, বাড়িতে কেউ নাই?'

'না। ভদ্রমহিলা সকালে বাড়ির একটা চাবি দিয়ে গেছেন আমাদেরকে। কাগজপত্র সই করা হয়েছে।'

'জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

লোকটা সন্দেহের চোখে দেখল কোরিকে। 'কে আপনি?'

'কোরি ম্যাকলিন। দৈনিক *হেরাল্ডে* আছি।' সে তার ছবিসহ প্রেস কার্ডটি বের করে লোকটাকে দেখাল। 'আপনার পরিচয়?'

লোকটি একটি খ্যাতনামা মুভিং কোম্পানির পরিচয়পত্র দেখাল। এর বাড়ি বদলানোতে সাহায্য করে। কোরি লোকটার নাম লিখে নিল।

'জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল ও।

'এগুলো স্টোরেজে যাবে।'

'আশ্চর্য!'

'আমার কাছে নয়। জিনিসপত্র কোথয় যাচ্ছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি ট্রাকে মাল রাখব এর পরে আবার ট্রাকের মাল খালাস করে দেব। এখন আমাকে ছাড়ুন। কাজ করতে দিন।'

কোরি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকদুটি স্ট্রানস্কির বাড়ির সমস্ত মালপত্র বের

করে দক্ষতার সঙ্গে বেঁধেছেঁদে ভ্যানে রাখল। সে পাশের বাড়িতে গিয়ে ডোরবেল বাজাল।

তোশক সাইজের রোব পরে বিরাট চেহারার এক মহিলা দরজা খুলে দিল। পরনে ঢলঢলা চটি। কোরির দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল, কোরি নিজের পরিচয় দেয়ার পরে মহিলা যেন একটু স্বস্তি বোধ করল।

'আমি মিসেস স্ট্রানস্কির সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল কোরি।

'ওখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'আরে সেতো রোববার তার ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এতদিনকার পড়শী আমি অথচ যাওয়ার সময় বিদায় বলেও গেল না।'

'রোববার গেছে? গাড়ি নিয়ে?'

'না। কয়েকজন লোক এসেছিল। ব্যাংকারদের মতন চেহারা। তারাই পলিনকে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। বড় ক্যাডিলাক। পলিন, তার বাচ্চারা আর কয়েকটা সুটকেস নিয়ে ওরা চলে গেছে। আমাকে বিদায় পর্যন্ত বলল না!'

'ব্যাংকারদের মতো চেহারা?'

'হুঁ। সুট, টাই পরা।'

'ওরা কোথায় গেছে কিছুই জানেন না আপনি?'

'নাহ। আমি শনিবার রাতে লেমন মেরিনাজ পাই নিয়ে গিয়েছিলাম ওর আর ওর বাচ্চাদের জন্য। পলিন যে চলে যাচ্ছে একবারও বলেনি। সে তো ফিউনেরালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।'

'মি. স্ট্রানস্কির লাশ দাহ করার ব্যাপারে উনি কিছু বলেছিলেন?'

'না তো! হ্যাংক সবসময়ই লাশ দাহ করার বিপক্ষে ছিল। আর তার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না পলিনের। সে হ্যাংক মরে যাক আর বেঁচে থাক।'

'আই সি। সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।' ঘুরল কোরি, পার্চের সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

'খবরের কাগজে আমার নাম লাগবে না?' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল মহিলা।

'এখন লাগবে না। পরে হয়তো কখনও লাগতে পারে।'

'আমি লুবিয়া। মিসেস ডরোথি লুবিয়া।'

কোরি পকেট থেকে কপি পেপার বের করে তাতে হিজিবিজি কী যেন লিখল। মিসেস লুবিয়ার উদ্দেশে হাত নেড়ে দুলকি চালে এগোল নিজের গাড়ির দিকে।

*হেরাল্ড* বিল্ডিংয়ে এসে ফোন তুলে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের নাম্বারটি খুঁজে বের করল। তারপর ওই নাম্বারে ডায়াল করল। ফোনে ইলেকট্রনিক নানান শব্দ শুনতে শুনতে অধৈর্য ভঙ্গিতে সে রিসিভারের গায়ে পেন্সিল দিয়ে টোকা মারতে লাগল। অবশেষে একটি মনুষ্য কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমি দুঃখিত। আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন তা এখন বন্ধ আছে। প্লিজ ডাইরেক্টরি চেক করে দেখুন আপনি সঠিক নাম্বারটিতে ফোন করেছে কিনা। ধন্যবাদ।' ক্লিক

'যাশ্‌শালা!' দাঁতে দাঁত চাপল কোরি, নাম্বারটা চেক করে আবার ডায়াল করল।

'আমি দুঃখিত। আপনি যে নম্বরে ফোন করেছেন তা...

দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কোরি। লেখাভর্তি ম্যানিলা ফোল্ডারটি নিয়ে গটগট করে চলে এল পোর্টার উলান্ডারের অফিসে।

কোরিকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভুঁড়িওয়ালা সিটি এডিটরটি মুঠো পাকিয়ে চেয়ার নিয়ে পেছনে সরে গেলেন যেন শারীরিক হামলার আশংকা করছেন। ফোল্ডার খুলে কোরি ভেতরের জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিল উলান্ডারের সামনে।

'এগুলোর কথা মনে আছে?'

'গতকালকের খবর, কোরি।' বললেন তিনি।

'এটা পড়ুন, পোর্টার। তিনটা অদ্ভুত, নির্মম মৃত্যু, তিনটা আলাদা শহরে, একই দিনে এবং সবগুলোর মধ্যে রয়েছে দারুণ মিল।'

'তাহলে এ নিয়ে একটা ফিচার লিখে মেরিয়নকে দাও মঙ্গলবারের সাময়ীকিতে ছাপার জন্য।'

'এটা ফিচার নয়। ড্যাম ইট। এটা নিউজ। *হেরাল্ড* গত কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম সত্যিকারের একটি বিগ স্টোরি পেতে যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন *সান-টাইমস* কিংবা *ট্রিবিউন* যদি এ গল্প নিয়ে খোঁজ খবর শুরু করে দেয়, আমরা ওদের কাছে মার খাবো। আপনি কি এতে খুঁটি গাড়তে চান?'

পোর্টার উলান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে গিয়ে ঢেঁকুর তুললেন।

'তোমার কী দরকার?'

'প্রথম ট্রিপেই নিউইয়র্ক যেতে চাই।'

'না।'

'আমার কথা শুনুন, পোর্টার। খ্যাতি এবং যশ অর্জনের চেয়ে সামান্য কিছু ডলার ব্যয় কি আপনার কাছে বড় হয়ে গেল?'

'কার খ্যাতি এবং যশের কথা আমরা বলছি?'

'আপনার। আমার। *হেরাল্ডের*। শুনুন, যদি এ থেকে কিছু দিতে না পারি তাহলে আমার বেতন থেকে প্লেনের ভাড়াটা কেটে নিয়েন।'

'তুমি দেখছি খুবই সিরিয়াস।'

কোরি শপথ গ্রহণ করার ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে ধরল।

'ট্যুরিস্ট ক্লাস, রেড-আই। ঠিক আছে?'

উলান্ডার ডেস্কে রাখা একটি প্লাস্টিকের বোতল খুলে কতগুলো বড়ি বের করে মুখে ফেললেন। বড়ি চিবুতে চিবুতে টেবিলে ট্রিপ অথরাইজেশন লেখার জন্য খালি প্যাড খুঁজতে লাগলেন।

'মনে থাকে যেন– কোন স্টোরি নেই তো প্লেনের ভাড়া তোমার বেতন থেকে কাটা যাবে।'

'মরদ কা বাত হাতি কা দাঁত,' বলল কোরি।



*আই লাইক নিউইয়র্ক ইন জুন।*
*আই'ল টেক ম্যানহাটান*
*আ হেলুভা টাউন।*

বাসে চড়ে জেএফকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে কুইন্স হয়ে ট্রিবুরো ব্রিজের পরে ম্যানহার্টানের দিকে চলেছে কোরি ম্যাকলিন। মনে মনে ভাঁজছে গানের কথাগুলো। নিউইয়র্কের আবহাওয়া চনমনে, বাতাসে যেন লেগে আছে উত্তেজনার পরশ। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। মনে হচ্ছে জরুরী কাজে ছুটছে সকলে।

পাংক, বেশ্যা, ছিনতাইকারী আর দালালদেরও কমতি নেই এ শহরে। এ হলো নিউইয়র্ক। দ্য বিগ অ্যাপল। তুমি যদি কেউকেটা কেউ হও তাহলে এখানে তোমার জন্য জায়গা আছে।

রেড-আই ফ্লাইটে একটা নড়বড়ে কোচ সিটে জায়গা পেয়েছিল কোরি। শরীরের জয়েন্টে ব্যথা হয়ে আছে, সে সঙ্গে মুখটা কেমন তেতো লাগছে। তবে নিউইয়র্কের বৈদ্যুতিক পরিমণ্ডল ওকে সতেজ করে তুলল। ও তো এ শহরেরই ছেলে। দি পরিকল্পনামাফিক সব কাজ হয়, আবার এখানে এসে চিরস্থায়ী ডেরা বাঁধতে পারবে কোরি।

ওর ভালো মুডটা খচরে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো বলে। পৌনে এক ঘণ্টা বাদে মেডিকেল এক্সামিনারের ফাডো নামে এক সহকারীর ঘিঞ্জি অফিসকক্ষে ঢুকবার অনুমতি মিলল। লোকটার মুখের কোণার দিকটা স্থায়ীভাবে উল্টেই আছে। সে কোরির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ওর গা থেকে দুর্গন্ধ আসছে এবং ওর গোসল করা দরকার।

'আপনি মিনিয়াপোলিস থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মিলওয়াকি,' জবাব দিল কোরি। 'মিলওয়াকি *হেরাল্ড*।'

'আপনি কী চান?'

'ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের লাশটি দেখতে চাই।'

'এখানে প্রতিদিন আমরা কতগুলো লাশ প্রসেস করি সে বিষয়ে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'না।'

'আমিও তাই ভেবেছি। ওয়েল, লাশের ভিড়ে আমার গলা পর্যন্ত ডুবে আছে আর আপনি আশা করছেন অতগুলো লাশ সরিয়ে আপনার মালটাকে দেখাই যেটা কবে এসেছে জানিও না।'

'গত শুক্রবার।'

'গত শুক্রবার। বেশ। চমৎকার। আমাদের ব্যস্ততম দিন।'

'শুনুন, কাজটা বোধহয় খুব বেশি কঠিন হবে না।'

'মিনিয়াপলিসে হয়তো কঠিন নয় তবে আপনি এখন বিগ অ্যাপলে আছেন বন্ধু।'

'একটু চেক করে তো দেখতেই পারেন।'

ফাডো নিরুপায় শ্বাস ফেলে হেঁটে গেল দেয়াল ঘেঁষা এক সারি জরাজীর্ণ ফাইল কেবিনেটের দিকে। পাঁচ মিনিট খোঁজাখুঁজি শেষে একটি ফোল্ডার বের করে কতগুলো পাতা ঘেঁটে একটি ফর্ম বের করল। কাগজটিতে চোখ বুলাল সে। কাঁধের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে কোরি যাতে কিছু পড়তে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখল।

'উইলিয়ামসন। ডুবোয়াস উইলিয়ামসন।' পড়ল ফাডো।

'হ্যাঁ, এ-ই সে-ই লোক।' বলল কোরি।

'চলে গেছে।'

'চলে গেছে মানে?'

'মানে উইলিয়ামসন, ডুবোয়াস হ্যারিংটন, ওকে চেক আউট করা হয়েছে। লাশ গতকাল নিয়ে গেছে।

'কে নিয়ে গেছে?'

'তা বলা যাবে না।'

'কামঅন, মিস্টার। আমি একজন সাংবাদিক।'

'আপনার মিনিয়াপলিসের ট্রাম্বান কিংবা যা-ই হোক না কেন পত্রিকার নাম, এমন কোন বিখ্যাত পত্রিকা নয়, বন্ধু।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে। মৃত্যুর কারণটা অন্তত: বলুন। নাকি এটাও গোপনীয়?'

'আপনি কাগজ পড়েন না?'

'আমি শহরের বাইরে থেকে এসেছি। কাগজ পড়তে পারিনি।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসস শব্দ তুলে নি:শ্বাস ফেলল ফাডো। সে হাতের কাগজটি একঘেয়ে সুরে পড়ে যেতে লাগল। 'মেরুদণ্ড, কুঁচকি এবং বুকের পাঁজরে মাল্টিপল ফ্রাকচার; শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোয় ভয়ানক ড্যামেজ, এর মধ্যে রয়েছে প্লীহা, যকৃত, কিডনি এবং হার্ট। ভারী যন্ত্রপাতি বহনকারী প্যানেল ট্রাকের নিচে চাপা পড়ার কারণে মৃত ব্যক্তির এসব ইনজুরি তৈরি হয়েছে।' কোরির দিকে তাকাল সে।

'ঠিক আছে?'

'এতে চেহারার কী অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই?'

'লিখলেই কী না লিখলেই কী? লোকটা ট্রাকের চাকার নিচে একেবারে পিষে-থেতলে গিয়েছিল।' ফাডো ফোল্ডার বন্ধ করে ফাইল ক্যাবিনেট রাখল। বন্ধ করে দিল ড্রয়ার।

কোরি দাঁতে দাঁত চাপল কিন্তু মুখে বলল না কিছুই। এই গর্দভদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভও নেই।

একটা ছোট খাবারের দোকানে ঢুকে ডেনিশ আর কফি খেল কোরি। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হতে একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে চলল ব্রুকলিনে। ট্যাক্সি নিউটন ক্রিক পার হয়ে গ্রীন পয়েন্টে ঢুকেছে, নিজের নোটগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নিল কোরি। তার ভেতরে খানিকটা উত্তেজনা ফিরে এসেছে। ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের বাড়ি যাচ্ছে সে। ওখানে কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে তার।

অনেকগুলো ভুল বাঁক নিয়ে এবং দলাপাকানো একটি ম্যাপে বারকয়েক চোখ বুলানোর পরে পুয়ের্তোরিকান ড্রাইভারটা সরু, তিনতলা একই রকম চেহারার কয়েকটি বাড়ির একটির সামনে এসে থামল। রাস্তা বেশ ঝকঝকে, তকতকে। কোথাও আবর্জনা জমে নেই। ফুটপাত ঘেঁষে লোহার খাঁচায় বন্দি কুঁড়ি মেলা গাছ।

ভাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল কোরি। বকশিস পায়নি বলে ড্রাইভার কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। গ্রাহ্য করল না কোরি। ফুটপাত পার হয়ে প্রবেশদ্বারের সিঁড়ি টপকে বাড়িটির ফ্রন্ট ডোরে চলে এল। ডোরবেলটি পুরানো আদলের, চাবি ঘোরাতে হয়, সে চাবিতে মোচড় দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এখানেও যদি ব্যর্থ হয় ভাবতেই শীত শীত লেগে উঠল কোরির। যদি এখানেও কেউ না থাকে এবং মিলওয়াকির স্ট্রেনস্কির বাড়ির মতো সবাই চলে যায়? তাহলে ওকে খালি হাতে ফিরতে হবে। এমন সময় খুলে গেল দরজা এবং কোরির অপেক্ষার অবসান ঘটল।

বেঁটেখাটো, ফোলা বুক আর ইয়া পাছার এক কৃষ্ণকালো মহিলা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চুলের স্বাভাবিক রঙ বদলে সে ধূসর করে ফেলেছে। পরনে গাঢ় নীল রঙের নাইলন ড্রেস, তাতে হালকা শেডের ফুলের ছাপ।

'মিসেস উইলিয়ামসন?' জিজ্ঞেস করল কোরি। মহিলার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল হলওয়েতে দুটো সুটকেস দাঁড়া করানো।

'হুঁ। আপনি এজেন্সি থেকে এসেছেন?'

'আ ইয়ে না আমার নাম কোরি ম্যাকলিন। আমি একজন সাংবাদিক। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

রুবি উইলিয়ামসনের চোখে সন্দেহ ফুটল। 'আমি অন্য কাউকে আশা করছিলাম।'

'আমি বেশি সময় নেব না।'

'কে মা?' বাড়ির ভেতর থেকে দৃঢ়, তরুণ একটি কণ্ঠ ভেসে এল।

'সাংবাদিক,' জবাব দিল রুবি, দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়াল তবে চোখ থাকল কোরির ওপর।

অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা চুল, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ, এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ এসে দাঁড়াল রুবির পেছনে। কোরির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

কোরি ওর সাংবাদিকের কার্ডটি বের করতে পকেটে হাত ঢোকাল।

'মিলওয়াকি *হেরাল্ড*। আমি–'

'মিলওয়াকি?' ছেলেটা এমনভাবে উচ্চারণ করল নাম যেন শহরটা দূর কোন গ্যালাক্সিতে। 'এখানে কী দরকার?'

'এ আমার ছেলে। অ্যান্টনি,' বলল মিসেস উইলিয়ামসন।

'পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, 'বলল কোরি। একটা হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যান্ডশেক করল না তরুণ। নিজের প্রেস কার্ড দেখাল কোরি। 'আমি মিলওয়াকিতে একটি স্টোরি নিয়ে কাজ করছি যার সঙ্গে মি. উইলিয়ামসনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। আপনারা যদি একটু সময় দিতেন তো উপকৃত হতাম।'

'তুমি ওনার সঙ্গে কথা বলবে, মা?' বলল অ্যান্টনি।

'বললে ক্ষতি কী?' বলল মহিলা।

'ঠিক আছে আসুন তাহলে,' শুকনো গলায় বলল অ্যান্টনি। 'তবে বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না। আমরা একটু পরে রওনা হবো।'

'ও আচ্ছা,' সুটকেসগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বলল কোরি। একটা ব্যাখ্যা আশা করছিল ও, না পেয়ে মা এবং ছেলের পেছন পেছন সুন্দর, সাজানো গোছানো ছোট্ট লিভিং রুমটিতে ঢুকল।

পুরানো বাড়ির তুলনায় আসবাবগুলো বেশ নতুন। শুধু রিক্লাইনারটি বাদে। ওটি বহুল ব্যবহৃত দেখলেই বোঝা যায়। টিভি সেটের সামনে ডিভান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রুবি এবং অ্যান্টনি ওতে বসল না দেখে কোরিও আসবাবটি এড়িয়ে গেল।

'মি. উইলিয়ামসনের ঘটনাটির জন্য প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি।' বলল কোরি।

'আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন কেন?' বলল অ্যান্টনি।

'আহ্, ওভাবে কথা বলে না, অ্যান্টনি,' ভর্ৎসনা করল মিসেস উইলিয়ামসন। তারপর কোরিকে বলল, 'অ্যান্টনি নেভিতে কাজ করে, যেন এতেই তার রূঢ় আচরণের পক্ষে ব্যাখা দেয়া হয়ে গেল।

'ছুটি কাটাতে এসেছেন?' মিতালী পাতাতে চাইল কোরি।

'ইমার্জেন্সি ছুটি,' অ্যান্টনি গভীর মেরুন চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যেও অ্যান্টনির ওপর থেকে সরছে না। 'পরিবারের সদস্যের মৃত্যু।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কোরি। রুবির দিকে ফিরল।

'মিসেস উইলিয়ামসন, আপনি যদি আপনার স্বামীর ব্যাপারে কিছু বলতেন। তিনি কেমন ছিলেন... অ্যাক্সিডেন্টের আগে। তাঁর আচরণে কি কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন? অদ্ভুত কিছু?'

ফোলা গালে একটা হাত রাখল রুবি উইলিয়ামসন। তাকাল ছাদের দিকে। 'চোখে পড়ার মতো কোন অদ্ভুত আচরণ ও করেনি। আমরা ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার পরে সপ্তাহের প্রথম দিকে একটু অসুস্থবোধ করছিল ও। পরে আবার সুস্থও হয়ে ওঠে।

'অসুস্থ,' দ্রুত নোট নিতে নিতে শব্দটি পুনরাবৃত্তি করল কোরি। 'সর্দিকাশি কিংবা ফ্লু?'

'অনেকটা সেরকমই তবে দুই দিনের বেশি অসুখটা ছিল না। ভেবেছি বোলতার কামড়ে বোধহয় অ্যালার্জি হয়েছে। অনেকের হয় তো।'

'বোলতার কামড়?' কোরি মুখ তুলে চাইল।

'হুমম। আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুনো স্ট্রবেরী খাওয়ার শখ জাগে ডুবোয়াসের। রাস্তার ধারে থোকায় থোকায় ঝুলে রয়েছিল ওগুলো। গাড়ি থামিয়ে স্ট্রবেরী পাড়তে যায় আমার স্বামী। তখন একটা বড় বোলতা ওকে কামড়ে দেয় ঘাড়ে। জায়গাটা বিশ্রীভাবে ফুলে গিয়েছিল। পরদিন বরফ দেয়ার পরে অবশ্য ফোলা কমে যায়। ভেবেছি ওই কারণেই বোধহয় ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'এ ঘটনা কোথায় ঘটেছে, মিসেস উইলিয়ামসন?'

'ইয়ার্কি করছি না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে। উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে যাচ্ছিলাম আমরা।'

কথা বলার সময় স্বরের উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করল কোরি। 'ওইদিন সকালে কি আপনার স্বামী ভিন্ন রকম কোন আচরণ করছিলেন?'

'ভিন্ন রকম?'

'তিনি কি এমন কিছু করেছিলেন বা বলেছিলেন যা আপনার কাছে খাপছাড়া লেগেছিল?'

'ও নাশতা শেষ করেনি মনে আছে। ডুবোয়াস বেকন এবং ডিম দিয়ে সকালের নাশতা খেতে খুব পছন্দ করত। প্রতিদিন একই খাবার খেত। কিন্তু সেদিন সকালে বলতে গেলে মুখে কিছুই তোলেনি। বলছিল ওর মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে,' রিপিট করল কোরি।

'আমার বাবা কিন্তু মাথা পাগল টাইপের ছিলেন না,' মাঝখানে বলে উঠল অ্যান্টনি। 'আপনি যদি আমার বাবা সম্পর্কে অমন কিছু ভেবে থাকেন তো ভুল করছেন।'

'গড, নো,' বলল তার মা। 'ডুবোয়াসের মতো শান্ত স্বভাবের মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। সে একটা পোকাও মারত না।' এই প্রথম মহিলার গলা কেঁপে গেল

আবেগে। 'তাইতো বুঝতে পারছি না ওর কী হয়েছিল। কিছুতেই মেলাতে পারছি না।'

'বাবা কোন মাদকও নিত না, যদি আপনি এরকম কিছু ভেবে থাকেন তাই বললাম,' যোগ করল অ্যান্টনি।

কোরি পরের প্রশ্নটি করল। 'মিসেস উইলিয়ামসন, আপনি কি ফিউনারেলের ব্যবস্থা করেছেন?'

'সে ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কী রকম?'

'সে ব্যবস্থা হয়েছে,' রুবি উইলিয়ামস বলল আবার। 'লোকগুলো বলেছে–'

'মা, ওসব কথা একে বলার দরকার নেই,' বাধা দিল অ্যান্টনি।

কোরি কিছু বলার আগেই ডোরবেলের শব্দে সবাই চমকে গেল। অ্যান্টনি তার মা এবং কোরির দিকে তাকাল। তারপর হলওয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। ফ্রন্টডোর খোলার শব্দ হলো। কতগুলো ভোঁতা কণ্ঠ ভেসে এল লিভিংরুমে। কান খাড়া করল কোরি তবে বুঝতে পারল না কী বলছে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল অ্যান্টনি। সঙ্গে বিজনেস সুটপরা দুই লোক। লোকগুলোর বয়স মধ্য ত্রিশ, দু'জনেই ক্লিন শেভড এবং ভাবলেশশূন্য চেহারা। এদের একজন যদি সোনালি চুলের এবং অপরজন কালো চুলের না হতো অবলীলায় দু'জনকে যমজ ভাই বলে চালিয়ে দেয়া যেত। তারা কোরির আগাপাশতলা পরখ করল।

'যাওয়ার জন্য রেডি তো, মিসেস উইলিয়ামসন?' বলল ওদের একজন।

'হ্যাঁ। রে–রেডি।'

সিধে হলো কোরি। 'মাফ করবেন,' বলতে গেল ও, 'আমি মিলওয়াকি হেরাল্ড থেকে এসেছি–'

'আমি দুঃখিত, স্যার। আমাদের হাতে সময় খুব কম,' বলল সোনালি চুল।

'আপনারা মিসেস উইলিয়ামসনকে কোথায় নিয়ে যাচেছন?'

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি কোরির পাশ কাটিয়ে রুবির হাত ধরল, ওকে সিধে হতে সাহায্য করল।

'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন বললে কোন ক্ষতি আছে?'

সোনালি চুল কোরির সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। সেই ফাঁকে তার পার্টনার রুবিকে নিয়ে হলওয়েতে এগোল।

'আপনার নাম কী, স্যার?'

'ম্যাকলিন। কোরি ম্যাকলিন।'

'আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, মি. ম্যাকলিন। আমাদের সত্যি খুব তাড়া আছে। রেডি, অ্যান্টনি?'

'হুঁ।' অ্যান্টনি উইলিয়ামসনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে যেন আরও কিছু বলতে চায়। তবে কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াল। বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কোরি ওদের সঙ্গে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল। লোক দুটো রুবি এবং তার ছেলেকে একটি ক্যাডিলাকে নিয়ে তুলল। জানালার কাচ টিন্টেড বলে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। কোরি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকদুটো সামনের সিটে বসল। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল ক্যাডিলাক।

'ব্যাংকারদের মতো দেখতে,' আনমনে বলল বোরি, হ্যাংক স্ট্রানস্কির পড়শীর বলা কথাটা মনে পড়ছে। দুটি গল্পের মধ্যে আশ্চর্য মিল গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আরেকটি নিখোঁজ লাশ। আরেকটি ক্যাডিলাক নিখোঁজ লাশের প্রিয়জনদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু একটা ঘটছে। কোরি দ্রুত পদকেষপে দুই ব্লক পার হয়ে ব্যস্ত রাস্তায় চলে এল। একটা ট্যাক্সি ডেকে বলল বেলভিউ হাসপাতালে যাবে।

নরম্যান হেস্টিংসকে তার বিছানায় পাওয়া গেল টিভিতে নাটক দেখছে। তার বাম কাঁধ, নিতম্ব এবং পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। নিজের পরিচয় দিয়ে শুক্রবার রাতে কী ঘটেছিল জানতে চাইল কোরি ম্যাকলিন। ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিল হেংস্টিংস। সে ঘটনাই সে বয়ান করল কোরির কাছে।

'আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই লোকের ক্যাবটিকে হাত তুলে ডাকছিলাম। তার ক্যাবের জানালায় *আউট অব সার্ভিস* সাইন লাগানো ছিল। তবে নিউইয়র্কের ট্যাক্সিতে ওরকম সাইনবোর্ডে কারও কিছু আসে যায় না। যাই হোক, অবশেষে লোকটার মনোযোগ যখন আকর্ষণ করতে পারলাম, সে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি তার গাড়িতে ওঠার আগে তার কালো মুখটির দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। ওই চেহারা জীবনে ভুলব না। তার ঠোঁট সরে গিয়ে সবগুলো দাঁত এভাবে বেরিয়ে পড়েছিল, মি. ম্যাকলিন। কোটরের মধ্যে বনবন করে ঘুরছিল দুই চক্ষু। এবং তার চেহারা বীভৎসতর হয়ে উঠছিল।'

বিরতি দিল হেস্টিংস। টিভির নির্বাক করে রাখা সোপ অপেরার দিকে তাকাল। মনে মনে পরবর্তী কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

'বীভৎসতর হয়ে উঠছিল মানে কী?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'লোকটার মুখ ফুটে বেরুতে শুরু করে ছোট ছোট গোঁটা এবং ব্রণ। সারা মুখ ভরে গিয়েছিল বিশ্রী ওই জিনিসগুলোতে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওগুলো মুখের চামড়া ফুঁড়ে বেরোয়। আমি রাস্তায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ি। মনে মনে বলি, 'ওই কাল্লু হারামজাদা তো তোমাকে গাড়ি চাপা দেবে।'

পড়িমরি করে দৌড় দিই ফুটপাতের দিকে। কিন্তু লোকটা আমাকে গাড়ির একটা হেডলাইট দিয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে আমি কংক্রিটের ওপর পড়ে যাই। আমার পাছার ছাল উঠে গিয়েছিল বিঘত খানেক। সে সঙ্গে আমার তিনশো ডলার দামের

সুটটিরও যে দফারফা হয়েছিল সে কথা নাইবা বললাম।' সে শরীরের বাম দিকে ঢাকা ব্যাণ্ডেজে ইংগিত করল।

'আমি রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দুমদাম শব্দ শুনতে পাই। কানে ভেসে আসে মানুষের চিৎকার। ড্রাইভার সাইডওয়াকে পথচারীদের ওপর তার গাড়ি তুলে দিয়েছিল। গাড়ি চাপা পড়ে চারজন মারা যায়, আহত হয় ডজনের বেশি। তারপর হারামজাদা ক্যাব থেকে নেমে পড়ে সামনে যাকেই পাচ্ছিল তাকেই কিল ঘুসি মারছিল। যদি সে রাস্তায় পিছলে পড়ে না যেত এবং প্যানেল ট্রাকের নিচে চাপা না পড়ত ঈশ্বর জানেন আরও কত মানুষ ওর হাতে খুন হয়ে যেত। রাস্তায় কোন পুলিশ ছিল না। অবশ্য কাজের সময় ওদেরকে কখনও পাওয়াও যায় না।'

'ড্রাইভার কি কিছু বলছিল?' জানতে চাইল কোরি।

'কিছু বলছিল? আরে না। ওতো পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় মাদক কিংবা মদ খেয়ে টাল হয়ে যায়।'

কোরি নোট নেয়া শেষ করল। 'ধন্যবাদ, মি. হেস্টিংস। আপনি প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন বলে আমি সত্যি খুশি হয়েছি।'

'এই বিশ্রী নিউইয়র্ক শহরে আমি আর ফিরছি না। আসছে শুক্রবার আমি ডালাসে ফিরছি।'

'এজন্য আপনাকে দোষ দেয়া যায় না,' বলল কোরি। 'গুড লাক।'

ওয়েস্টসাইড টার্মিনাল থেকে প্রথমে ট্যাক্সি তারপর বাস ধরে জেএফকেতে রওনা হলো ও। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কোরি ম্যাকলিনের। আর সে গল্পের জন্য সে বসে আছে। তার মুখে চওড়া হাসি ফুটে উঠল।





ডাবল বেডে ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে এডি গল্ট, তার একটা হাত ছড়ানো, অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে বেডপোস্ট। এটি তার একটি প্রিয় পজিশন, রোয়ান শিখিয়েছে। এরকম পজিশনে তার শরীর নিয়ে নানান দারুণ খেলায় মেতে ওঠে মেয়েটা। বেশিরভাগ সময়েই রোয়ান শুরু করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বীর্যপাত হওয়ার উপক্রম হয় এডির এবং এত দ্রুত ঘটনাটা না ঘটার জন্য সে প্রাণপনে চেষ্টা

করে কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় এদিকে মনোযোগই দিতে পারছে না এডি। সে খালি প্ল্যান্টের কথাই ভাবছে।

রোয়ান অবশ্য বুঝতে পারে খেলায় কে ভান করছে আর কে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছে। সে মাথাটা সরিয়ে নিল, এডির অর্ধ উত্থিত পুরুষাঙ্গ বের করে দিল মুখ থেকে। এক মুহূর্ত ওকে ধরে রইল তারপর নিজের দেহলতা মেলে দিল এডির শরীরের ওপর। রোয়ানের মখমলের মতো মসৃণ চুল আদর বুলাতে লাগল এডিকে।

'টায়ার্ড, বেবি?'

রোয়ানের এ ব্যাপারটি খুব ভালো লাগে এডির। মেয়েটি কখনও অন্য মহিলাদের মতো নালিশের সুরে জিজ্ঞেস করে না 'কী হলো?' এই 'কী হলো' শব্দটিই বেশিরভাগ পুরুষকে নিস্তেজ করার জন্য যথেষ্ট।

মাথা নাড়ল এডি, স্ফটিকস্বচ্ছ নীল চোখের দিকে তাকাল।

'একটু টেনশন করছিলাম আর কী।'

'কী নিয়ে টেনশন?'

'তুমি তো জানোই। ক্যানিস্টারের ওই ঘটনা।'

'কিছু কী হয়েছে? ওরা কিছু বলেছে তোমায়?'

'না, তবে আমার ওপর লক্ষ্য রাখছে। আমার ধারণা ওরা আমাকে অনুসরণ করছে।'

'বাস্টার্ড,' অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির গোলাপী অধরের ফাঁক দিয়ে আসা এই শব্দটি কেমন কর্কশ শোনাল। 'এরা বিষ ঢেলে আমাদের আবহাওয়া এবং পৃথিবী দূষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, যে লোকটি সঠিক কাজটি করার চেষ্টা করছে তাকেও হয়রান করছে।'

একটু নরম গলায় সে যোগ করল। 'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরোনাতো, বেবি। ওদের কয়েকটা গরু মারা গেছে মাত্র। ও ক্ষতি ওরা পুষিয়ে নেবে।'

'শুধু গরুর মৃত্যু নয় এর মধ্যে বোধহয় আরও অনেককিছু জড়িয়ে আছে।'

রোয়ান ওর পাশে বসল। একটা হাত রাখল এডির নগ্ন পেটে। রোয়ানের মুখ গম্ভীর কিন্তু ওর ছোট ছোট বর্তুলাকার বক্ষ থেকে চোখ সরাতে পারছে না এডি।

'মানে?' প্রশ্ন করল রোয়ান।

'জানি না আমি। বোধহয় গুজব। স্রেফ গুজব।' সে একটা হাত বাড়িয়ে রোয়ানের একটি বুকে আদর করতে লাগল। রোয়ান সরে গেল না।

'গুজবটি কী নিয়ে শুনি,' মৃদু গলায় বলল রোয়ান।

'পাইলটদের নিয়ে। সেই দুই পাইলট যারা ভুল ক্যানিস্টার নিয়ে সেদিন হেলিকপ্টার চালিয়েছে।'

অন্যদিকে তাকাল এডি। রোয়ান ওর মনোযোগ ফেরাতে হাতখানা আরও জোরে নিজের বুকে চেপে ধরল। 'পাইলটদের কী হয়েছে, বেবি?'

‘ওরা চলে গেছে। ওদের জায়গায় দু’জন নতুন লোক এসেছে।’

‘কোথায় গেছে?’

‘কেউ জানে না।’

‘লোকে কী বলছে?’ রোয়ানের চোখে ক্ষুধার্ত ঝিলিক।

‘তেমন কিছুই বলছে না। তারা অবাক লোক দুটো কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে এভাবে চলে গেল।’

‘ভুল ক্যানিস্টার স্প্রে করার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে এমন কথা কেউ ভাবছে না?’

‘তা বলতে পারব না।’

‘দু’জনকেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে ঠিক হয়।’

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল এডি। ‘তোমার কী হয়েছে, রোয়ান? জানি পরিবেশ নিয়ে অনেক চিন্তা করো তুমি। তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় এটা যেন জীবন-মরণ সমস্যা।’

‘জীবন-মরণ সমস্যাই তো,’ বলল রোয়ান। চোখ চলে গেল হাতের দিকে যেন অতীত রোমন্থন করছে। ‘তোমাকে তো কোনদিন বলিনি আমার মা কীভাবে মারা গেছে।’

‘না।’

‘ক্যান্সারে। লিভার ক্যান্সারে। দীর্ঘ, যন্ত্রণাদায়ক একটা মৃত্যু ছিল ওটা।’

‘আয়াম সরি,’ বলল এডি।

‘সরি বললেই সব শেষ হয়ে যায় না। আমার মা খুন হয়ে গিয়েছিল।’

‘ঠিক বুঝলাম না।’

‘মা আটলান্টায় একটি সিনথেটিক ফ্যাব্রিক প্ল্যান্টে কাজ করত। ওরা যেসব কেমিক্যাল ব্যবহার করত তা শ্রমিকদেরকে বলত না। বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার মা মারা যায়। তার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এজন্য কারও শাস্তি হয়নি। ওরা এখনও সেই কাজ করে যাচ্ছে। হত্যা করছে শ্রমিকদেরকে। কাউকে না কাউকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। আর তারা হলো, তুমি আর আমি, এডি।’

‘কিন্তু ওই দুই পাইলট– ওরা তো কিছু করেনি। ওরা ভেবেছে ওরা পার্পল ডাই স্প্রে করছে।’

শক্ত হয়ে গেল রোয়ান। ‘ওরা স্রেফ ওদের দায়িত্ব পালন করছিল। পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলতে এবং যুদ্ধ বাঁধাতে এরকম যুক্তি সবসময়ই দিয়ে আসছে লোকে। আমার বাবার মতো। সে-ও একজন পাইলট, নাপাম বোমা ফেলেছে এবং ঈশ্বর জানেন ভিয়েতনামে মহিলা এবং শিশুদেরকে হত্যার জন্য আর কী কী করেছে। তবে হারামজাদা কখনও ফিরে আসেনি।’

'উনি মারা গেছেন?'

'মারা গেলেই ভালো হতো। যুদ্ধের পরপরই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মা লিভার পচে মারা যাচ্ছিল অথচ সে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি।'

'এসব কথা আরও আগেই আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল।' বলল এডি। 'তোমাকে আমি এখন যেন আরও ভালো করে বুঝতে পারলাম।' ও উঠতে গেল। 'তবে এতে আমার দুশ্চিন্তা খুব একটা লাঘব হবে না।'

রোয়ান ওকে হাল্কা ধাক্কা মেরে আবার শুইয়ে দিল বিছানায়।

'এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না, বেবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রোয়ান সামনে ঝুঁকল, গোলাপী স্তনের বোঁটা গুঁজে দিল এডির মুখে। এডি চুকচুক করে চুষতে লাগল।



দিনা আজাদ তার বাংলোয় ছোট শয়ন কক্ষটিতে শুয়ে নিদ্রাহীন চোখে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। ঝড় আসার আগে বাতাসে যেমন থমথমে একটা ভাব থাকে, বায়োট্রনের পরিবেশে সেরকম একটা টেনশনের বাতাস যেন বইছে সপ্তাহজুড়ে। এই অস্বস্তিকর আবহই ওর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সোমবারের ব্যর্থ সংলাপের পরে ড. কিজমিলারের সঙ্গে আর কথা হয়নি দিনার। তবে মনে হচ্ছে লোকটা ওর ওপর নজর রেখে চলেছেন। কেউ নিশ্চয় ওর ওপর নজর রাখছে। ঘাড়ের কাছে অনুসরণকারীর দৃষ্টি অনুভব করতে পারে দিনা, কিন্তু পেছন ফিরে তাকালেই আর সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ে না সাধারণ মানুষজন ছাড়া। তবে খুব বেশি সাধারণ।

ব্রাজিলে স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনকে কাজে পাঠানোর গল্পটি বিশ্বাস করেনি দিনা। পরশুদিন সে স্টু'র বোনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনবার ফোন করেছে। কোন জবাব পায়নি। হতে পারে ফোন করার সময়টাতে স্টু'র বোন বাড়ি ছিল না। হতে পারে তবে দিনার কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বেড সাইড টেবিলের বাতিটি জ্বালিয়ে দিল ও। হাতে তুলে নিল বিছানার পাশে পড়ে থাকা ক্ল্যাসিক *দ্য লাস্ট ডেজ অব পম্পেই*। বইটি ওর খুব প্রিয়। যে পর্যন্ত পড়েছে সেখানে পেজ মার্ক দিয়ে রেখেছিল দিনা। ওই

জায়গা থেকে পড়তে শুরু করল। কিন্তু এক পৃষ্ঠাও শেষ করতে পারেনি, একটা শব্দ ওর পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাল।

বাড়ির পেছন দিক থেকে ধুপ করে শব্দটা হয়েছে।

আবারও।

বাতি নিভিয়ে দিল দিনা, উঠে বসল বিছানায়। চোখ কুঁচকে তাকাল অন্ধকারে। জানালা দিয়ে স্ট্রিট লাইটের আলো আসছে।

কিচেনে খড়মড় একটা আওয়াজ হলো। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল দিনার। কেউ রান্নাঘরের জানালাটা খুলছে।

চোর?

হুইলারে তো কোন চোর নেই। এ শহরে সবাই সবাইকে চেনে। আর বাইরে থেকে চোর এসে চুরি করার মতো বিখ্যাত কোন জায়গাও নয় এটি।

ধর্ষণকারী?

কোন মাতাল ধর্ষণের মতলব নিয়ে ওর বাড়িতে ঢুকছে?

কী হাস্যকর চিন্তা, মনে মনে বলল দিনা। তবে ওর ওপর কেউ হামলা করতে আসছে ভাবতেই শুকিয়ে গেল গলা।

ও আবার বাতির দিকে হাত বাড়াল। পরক্ষণে ফিরিয়ে নিল হাত। না, ঘরে বাতি জ্বালানো মানে যে লোক ঘরে ঢুকছে তার কাছে নিজের উপস্থিতি ফাঁস করে দেয়া। ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই। অবশ্য থাকলেও লাভ হতো না। বন্দুক চালাতে জানে না দিনা। আর অস্ত্রশস্ত্রে ও বিশ্বাসও করে না। তবু, এক ভীতিকর মুহূর্তের জন্য মনে হলো এ মুহূর্তে হাতে একটা পিস্তল থাকলে ভালো হতো।

খসখস একটা শব্দ হলো। তারপর দুম করে আওয়াজ।

জানালাটি এখন পুরোপুরি খুলে ফেলা হয়েছে।

ড্রেনবোর্ড থেকে একটি চামচ ছিটকে পড়ল সিঙ্কে ঝনঝন শব্দে। লোকটা আসছে। ঢুকে পড়েছে ঘরে।

নাহ্‌, বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। রাস্তার বাতির ম্লান আলোয় ঘরের অন্ধকার অতি সামান্যই দূর হয়েছে। সে আলোর ওপর ভরসা করে আলগোছে বিছানা থেকে নেমে পড়ল দিনা। ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারের ওপর রোবটা রেখেছিল। ওটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল। কোমরে বাঁধল স্যাটিনের বেল্ট।

ফ্লোরবোর্ড ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল।

লোকটা ওকে ধরতে আসছে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর অন্ধের মতো হাতড়াল দিনা। আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা খুঁজছে। যে কোন কিছু। হেয়ার ব্রাশ। ডিওড্রান্ট। অ্যাসিপিরিনের বোতল। ইলেকট্রিক টুথব্রাশ।

আবার ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কাঠের মেঝে।

দিনা ভয়ানক আতংকিত। একটা ইলেকট্রিক টুথব্রাশ দিয়ে একজন ধর্ষণকারীর সঙ্গে লড়াই করছে, এ ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল ও।

বেডরুমের দরজার প্যানেলে মৃদু আঁচড়ের শব্দ হলো।

নখ দিয়ে কেউ খামচাচ্ছে।

পাথর হয়ে গেল দিনা, দেয়ালে পিঠ ঠেকাল। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

প্রায় কালিগোলা অন্ধকারে চোখ এখন খানিকটা সইয়ে নিতে পেরেছে ও। দরজার আবছা অন্ধকারটা দেখতে পাচ্ছে কালো এবং লম্বা দাগের মতো। ওটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। তারপর দুই ইঞ্চি।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শ্বাস টানল দিনা, মুখ হাঁ করল চিৎকার দেয়ার জন্য। কিন্তু ওর চিৎকার কেউ শুনবে না। আশপাশে কেউ নেই।

'দিনা?'

খোলা দরজা থেকে কর্কশ ফিসফিসানি শুনে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল দিনা। ওর নামটি শুদ্ধভাবে যে ক'জন উচ্চারণ করে এ তাদেরই একজন।

'দিনা, তুমি আছ? আমি লয়েড। লয়েড ব্রাজ।'

ফোঁপানির মতো শব্দ বেরিয়ে এল দিনার মুখ থেকে, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ওর হাড়গুলো যেন গলে গেছে।

'যীশাস ক্রাইস্ট, লয়েড। তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি দুঃখিত। শোনো আমি সত্যি দুঃখিত। ওরা আমার পিছু নিয়েছে।'

বিছানার পাশের টেবিলে ছোট ল্যাম্পটি হাতড়ে পেল দিনা। খুট করে বাতি জ্বালল। লয়েড ব্রাজ জানালায় ছুটে গিয়ে পর্দা টেনে দিল। ঘুরল দিনার দিকে। মুখে দুশ্চিন্তার আড়ষ্ট হাসি। খাড়াখাড়া চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আঙুল।

'কী ব্যাপার, লয়েড? কারা তোমার পিছু নিয়েছে? তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি প্রথমে আমার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি আগেই এক অনুসরণকারী এসে হাজির।'

'তাহলে তোমাকে পশ্চিমে ট্রান্সফার করা হয়নি?'

'মানে?'

'আমি হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে বলল তোমাকে নাকি ট্রান্সফার করেছে। এক লোকের সঙ্গে ওকে চলে যেতে দেখলাম।'

'কার সঙ্গে ও গেছে?'

'জানি না। লোকটার চেহারাসুরত খুব অফিশিয়াল।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ব্রাজ। 'কুত্তার বাচ্চা। ওরা যদি ওর কোন ক্ষতি করে–' থেমে গেল সে।

'আমি তোমার গল্পটা শুনতে চাই। তুমি কোত্থেকে উদয় হলে?'

লয়েড ব্রাজ চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'ওরা আমাকে ইনফার্মারিতে আটকে রেখেছে। রাতে এক গার্ডকে অজ্ঞান করে, গাড়ি চুরি করে পালিয়েছি। তবে ওরা খুব বেশি দূরে নেই।'

'আস্তে আস্তে বলো,' বলল দিনা। 'তোমাকে ইনফার্মারিতে কেন আটকে রেখেছে? তুমি কি অসুস্থ? আর এই গার্ডের ব্যাপারটাই বা কী? প্রথম থেকে শুরু করো?'

'আমার হাতে সময় খুব কম। তাই তাড়াতাড়ি বলতে হবে। সপ্তাহখানেক আগে, গত শুক্রবার স্টু আর আমি কোম্পানির জমির ধারে, পুরানো একটা কাউন্টি রোডে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিলাম একটি ডিসপোজাল টেস্টের জন্য। পার্পল ডাই স্প্রে করার কথা ছিল দেখতে যে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে স্বাভাবিক বাতাসে কী ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হয়।'

'স্টু এরমধ্যে জড়িত আছে নাকি?' বাধা দিল দিনা। 'ও কোথায় আছে জানো?'

'জানি,' বলল লয়েড। 'আমাকে বলতে দাও।'

'ক্যানিস্টার খোলামাত্র আমরা বুঝতে পারি একটা ভজকট হয়ে গেছে। জিনিসটার রঙ স্বচ্ছ, বেগুনি নয়। আমরা ফিরে গিয়ে বিষয়টি ডা. কিজমিলারকে তাঁর অফিসে রিপোর্ট করি। তিনি আমাদেরকে পারলে চিবিয়ে খান। হঠাৎ কয়েকজন সিকিউরিটি গুণ্ডাকে তিনি তলব করেন। তারা আমাদেরকে ইনফার্মারিতে যেতে বাধ্য করে।

'ওরা আমাদের দু'জনকে একটা ঘরে আটকে রাখে। এমন আচরণ করছিল যেন আমাদের প্লেগ বা এ জাতীয় কিছু হয়েছে। অথচ আমরা কেউই অসুস্থ ছিলাম না। কেবল দাড়ি কামাতে গিয়ে স্টুর গাল সামান্য কেটে গিয়েছিল। ওর একটু জ্বরজ্বর ভাবও দেখেছি। বলছিল নাক চুলকাচ্ছে, ফ্লুর মতো। আমি তখন ভেবেছি আমাকেও বোধহয় ফ্লুতে ধরবে। তবে কয়েকদিনের মধ্যে ও সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর ওর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়।'

দিনা খাটো, মোটা পাইলটটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে জানালার সামনে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

'কবে হয়েছে এটা?' জিজ্ঞেস করল দিনা। 'এই মাথাব্যথা?'

'বিষ্যুদবার। স্টু প্রথমে কিছু বলেনি। চুপচাপই ছিল। অবশেষে সে অ্যাসপিরিন চায়। অকস্মাৎ রাজ্যের ওষুধ চলে আসে তার কাছে। তবে আমি সুস্থ আছি দেখে হাসপাতালের লোকগুলোকে যেন হতাশই মনে হলো।

'একসময় খুব ফেডআপ হয়ে ওঠে স্টু। ওদেরকে বলে সে সুস্থ হয়ে গেছে। ওরা আর ওকে বিরক্ত করতে আসেনি। যদিও সুস্থ হয়নি স্টু। কারণ খুবই মাথা ব্যথা করছিল ওর। রাতে শুনলাম বাদামের মতো কচড়মচড় করে অ্যাসপিরিন চিবিয়ে

খাচ্ছে স্টু। ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। খুব রূঢ় হয়ে উঠছিল ও। আগের স্টু'র সঙ্গে মেলানো যাচ্ছিল না কোনমতেই।'

'ও এখনও আছে ওখানে?' জানতে চাইল দিনা।

'আসছি সে কথায়।' বলল লয়েড। 'তোমার সঙ্গে ওর খুব খাতির ছিল, না?'

'আমরা পরস্পরকে পছন্দ করতাম। বলতে থাকো, লয়েড।'

'শুক্রবার দিনটা ছিল খুবই খারাপ। স্টু সারাদিনে একটা কথাও বলেনি। লোকজন আসা-যাওয়া করছিল, ওকে পরীক্ষা করে দেখছিল, নানান টেস্ট করছিল তবে ওর মাথা ব্যথাটা ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। ওর যন্ত্রণাকাতর চেহারাটা যদি একবার দেখতে। ওর কারণে হাসপাতালের লোকজন আমার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'তারপর, ওরা যখন আমাদের ডিনার নিয়ে এল, পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেল স্টু।'

'উন্মাদ হয়ে গেল মানে?'

'তুমি পুরোটা শুনতে চাও? সহ্য করতে পারবে না।'

'আহ্, ব্রাজ, তুমি কোন স্কুল পড়ুয়া কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছ না। যা ঘটেছে বলো।'

'ঠিক আছে। যা বলছিলাম, স্টু'র অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ও মাথার চুল খামচে ধরে ব্যথায় গোঙাচ্ছিল। আমাকে সারাক্ষণ গালি গালাজ করছিল। আমিও আর ওর সঙ্গে সেধে কথা বলতে যাইনি। তারপর দুই লোক যখন আমাদের জন্য ডিনার নিয়ে এল, একটা হুংকার ছেড়ে ওদের দিকে ছুটে গেল স্টু।'

'মানে?'

'মানে এই যে লোকগুলোর ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঁচড়ে কামড়ে লাথি মেরে ওদের অস্থির করে তুলেছিল। ও ওদেরকে হত্যা করতে চাইছিল। আমি এমন হতভম্ব হয়ে যাই যে সামলে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। তারপর আমি ওর দিকে ছুটে যাই। কিন্তু ওর কাছে যাওয়ার আগেই আরও তিন সিকিউরিটি ষণ্ডা ছুটে আসে। তারা স্টু'র হাত-পা চেপে ধরে ওকে মেঝেয় ফেলে দেয়। ভীষণ ধস্তাধস্তি করছিল স্টু।' স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ইতস্তত: করল লয়েড।

'তারপর যা ঘটল অমন ভয়ানক দৃশ্য জীবনেও দেখিনি আমি। আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধে গিয়েছি। সেখানে অনেক অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু অমন দৃশ্য জীবনে ওই প্রথম।'

দিনা হাত বাড়িয়ে লয়েডের হাত স্পর্শ করল। লয়েড ওর দিকে তাকাল।

'স্টু ওদের সঙ্গে হাতাহাতি করেই চলছিল,' বলল ও। 'সে এমন জোরে শরীর মুচড়ে ওদেরকে ধাক্কা দেয় যে পাঁচজন খড়ের পুতুলের মতো ছিটকে যায়। আসুরিক শক্তি যেন ভর করেছিল স্টুর গায়ে। আর সারাক্ষণ গলা দিয়ে জান্তব আর্তনাদ

বেরিয়ে আসছিল। ওর মুখ আর হাতে ফুটে উঠেছিল লাল লাল ফোঁড়া। ওগুলো ফেটে গিয়ে রস বেরুচ্ছিল। হঠাৎ রাইফেলের গুলির মতো একটা শব্দে আমি চমকে উঠি। এক মুহূর্ত সময় লাগে বুঝে উঠতে যে স্টু'র নিজের পা-টা ভেঙ্গে গেছে। ওরা পাঁচজন স্টুকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওরা যত চেষ্টা করছিল ততই হিংস্র হয়ে উঠছিল স্টু। ওদেরকে ধাক্কা মেরে, লাথি-ঘুসি মেরে ফেলে দিচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম ওর শরীরের হাড়গোড় মটমট শব্দে ভেঙে যাচ্ছে। তারপরও ধস্তাধস্তিতে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম দেয়নি। সে শেষবারের মতো একটা খিচুনি দেয়, মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসে রক্ত এবং আঠালো একটা ঘিনঘিনে পদার্থ। ওখানেই সব শেষ হয়ে যায়। মারা যায় স্টু। মৃত্যুর আগে ও নিজেই নিজেকে ছিড়েখুঁড়ে ফেলেছিল।'

শিউরে উঠল দিনা। ওর কামানো বগল ভিজে গেছে ঘামে।

'আমি দুঃখিত,' বলল লয়েড। 'তুমিই তো গল্পটা শুনতে চাইলে। সুন্দরভাবে গল্পটা বর্ণনা করার কোন উপায় ছিল না।'

'বুঝতে পারছি,' নিজের কণ্ঠ এত শান্ত শোনাল দেখে বিস্ময়বোধ করল দিনা। 'তুমি এখন কী করবে?'

'জানি না। কোথাও থেকে সাহায্য জোগাড় করার চেষ্টা করব। খুঁজে বের করব হেলেনকে।'

'আমি কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'এ খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিও তাহলেই হবে।'

'কী খবর, লয়েড? এখানে হচ্ছে কী?'

বেডরুমের পর্দায় ঝলসে উঠল একটা আলো। ব্রাজ জানালার কিনারায় গিয়ে উঁকি দিল।

'ওরা এসে পড়েছে,' বলল সে। 'তোমার কোন খিড়কির দুয়ার-টুয়ার আছে?'

মাথা ঝাঁকাল দিনা।' 'এই দিকে।'

ওকে কিচেনে নিয়ে গেল দিনা। যে জানালা খুলে ঢুকেছে লয়েড সেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ল।

খিড়কির দুয়ারের ছিটকিনি খুলে কপাট মেলে দিল দিনা। দরজার পরেই ছোট একটি ব্যাকইয়ার্ড বা পেছনের আঙিনা। ওখানে বিশালদেহী দুই লোক দাঁড়ানো। লয়েড ব্রাজের শরীর এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে গেল যেন সে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরক্ষণে তার পেশীতে ঢিল পড়ল। এগিয়ে এল লোকগুলো। দু'জনে দু'পাশ দিয়ে ওর দুই হাত চেপে ধরল।

'কে তোমরা?' বলল দিনা। 'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'প্ল্যান্ট সিকিউরিটি, ম্যাম,' জবাব দিল একজন। 'মি. ব্রাজ আটকাদেশের মধ্যে আছেন।'

'এক মিনিট'– বলতে গেল দিনা।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল ও। বায়োট্রন সিকিউিরিটি ইউনিফর্ম পরা আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তার পেছনের মানুষটি ড. ফ্রেডেরিক কিজমিলার।

'এই আকস্মিক অনুপ্রবেশের ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ড. ডিনা।' বললেন তিনি। 'আঘাত লাগেনি তো?'

'না,' বলল দিনা। 'ঘটছে কী এখানে?'

কিজমিলার ওর পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালেন। তারা খিড়কি দুয়ার থেকে নিয়ে চলল লয়েড ব্রাজকে। প্রতিবাদ করল না লয়েড।

'অনেক ঘটনাই আছে,' বললেন কিজমিলার।

'সে তো বুঝতেই পারছি,' বলল দিনা। সব সামলে নেয়ার পরে এখন ওর খুব রাগ লাগছে।

'আমার ব্যাখ্যা না শোনার আগে দয়া করে কোন জাজমেন্টে যাবেন না,' বললেন তিনি। 'সকালে আমার অফিসে আসুন। সব খুলে বলব।'

'আপনার আসল অফিসে?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

শীতল হাসি ফুটল কিজমিলারের মুখে। 'আমার তথাকথিত ফ্রেন্ডলি অফিসে। শুনেছি লোকে নাকি ওখানে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।'

'যাবো আমি,' বলল দিনা।

'ধন্যবাদ। গুড নাইট।

ড. কিজমিলার এবং সিকিউরিটির লোকজন বিদায় হলো। আবার অন্ধকার এবং নীরব হয়ে গেল রাত। দিনা বিছানায় শুয়ে, বাতি জ্বালিয়ে ধূমপান করতে করতে ভাবতে লাগল। ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে সে ঘুমিয়ে পড়ল।



## উনিশ

বৃহস্পতিবার। সকাল নয়টা। ড. কিজমিলারের অফিসে ঢুকল দিনা। তিনি অপেক্ষা করছিলেন দিনার জন্য। পরনে গ্রে সুট এবং টাই। দিনাকে স্বাগত জানাতে তিনি হাসলেন। তবে চেহারা দেখে মনে হলো হাসতে তাঁর কষ্টই হচ্ছে।

'আসার জন্য ধন্যবাদ, ডিনা,' বললেন কিজমিলার। 'প্লিজ, বসো।'

ডক্টর যখন কাউকে 'তুমি' সম্বোধন করেন বুঝতে হবে সিরিয়াস ব্যাপার, ভাবল দিনা। সে কিজমিলারের মুখোমুখি বসল। ডক্টরকে সে এর আগে কয়েকবার বলেছিল তার নামের উচ্চারণ 'ডিনা' নয় 'দিনা'। কিন্তু কিজমিলার তাঁর উচ্চারণ শোধরাতে পারেননি বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে দিনা।

'আশা করি রাতে ভালো ঘুম হয়েছে।'

'আপনারা চলে যাওয়ার পরে আর কেউ আমার বাসায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেনি,' বলল দিনা। 'সে হিসেবে যদি বলেন তো বাকি রাতটুকু নির্বিঘ্নেই ঘুমিয়েছি।' কিজমিলারকে সে সহজে ছাড়বে না।

'ওই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত,' বললেন কিজমিলার। 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

'আপনি বলেছিলেন ওই ঘটনার ব্যাখ্যা দেবেন,' তাঁকে মনে করিয়ে দিল দিনা।

'হুম।' ডেস্ক থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিলেন কিজমিলার।

'অনুমান করি গত রাতে এ বিষয়ে মি. ব্রাজের সঙ্গে তোমার কিছু কথা হয়েছে।'

'তা হয়েছে।'

'জানতে পারি কি তিনি তোমাকে কী বলেছেন?'

'লয়েড বলেছে হেলিকপ্টারে স্প্রে টেস্ট করার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বলেছে আপনি ওকে এবং স্টু অ্যান্ডারসনকে ইনফার্মারিতে আটকে রেখেছেন।'

কিজমিলারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করল দিনা। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া না পেয়ে বলে চলল।

'লয়েড বলেছে স্টু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অসুস্থতার কারণে ও মারা যায়। ইনফার্মারি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল লয়েড, বলেছে ও আমাকে, তবে ভয় পাচ্ছিল ভেবে গার্ডরা ওর পিছু নিয়েছে। ওর আশংকাই শেষ পর্যন্ত সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখলেন কিজমিলার। সুইভেল চেয়ারে অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন। 'এবং তুমি মি. ব্রাজের কথা বিশ্বাস করেছ?'

'তাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।'

'না, ঠিক আছে।'

'কথা কি সত্য, ডক্টর?'

'এক অর্থে, সত্য।'

দিনা চোখ বড়বড় করে কিজমিলারের দিকে তাকিয়ে রইল। ও আসলে মনে মনে চাইছিল বিষয়টি তিনি অস্বীকার করুন। 'স্টুর আসলে কী হয়েছিল?'

'আমি আসছি সে কথায়।'

'সে ব্রাজিলে ছিল না?'

'না।'

'তাহলে সে কোথায়?'

'বললাম তো বলছি। মি. ব্রাজ তোমাকে একটা কথা বলেন নি কিংবা বলতে ভুলে গেছেন।'

'কী কথা?'

'উনি বলেছেন রুটিন এরিয়াল ডিসপার্সাল টেস্টের সময় একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। বেগুনি রং ভর্তি ক্যানিস্টারটি, যেটি এ ধরনের পরীক্ষায় সাধারণত: ব্যবহার করা হয়, কীভাবে যেন একটি এক্সপেরিমেন্টাল পেস্টিসাইডের ক্যানিস্টারের সঙ্গে অদল-বদল হয়ে যায়। ওই কীটনাশকটি ছিল বাতিল মাল এবং ওটা নষ্ট করে ফেলার কথা ছিল।'

'কীটনাশক, আপনি বলছেন।'

'হুঁ। বায়োট্রনে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ফার্টিলাইজার এবং পেস্টিসাইড দুটোই উৎপাদন করি।'

'সে আমি জানি, ড. কিজমিলার।'

'সে তো জানবেই। যা বলছিলাম, ক্যানিস্টার দুটো দুর্ঘটনাক্রমে রদবদল হয়ে যায়। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'

'আমি একে বলব অপরাধমূলক অসচেতনতা।'

'তা বলতে পারো। তবে ভুলে যেয়ো না এ ধরনের ঘটনায় আবেগকে আমরা প্রাধান্য দিতে পারি না। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এরকম ঘটনা আর যেন কোনদিন না ঘটে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।'

'এই কীটনাশকটি কতটা বিপজ্জনক?' জানতে চাইল দিনা।

'আমরা জানি না। শুধু বলতে পারি যে কাজের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছিল সে কাজে ওটা ব্যবহার করার উপযোগী বলে মনে হয়নি।'

'আর এ জিনিসটাই লয়েড ব্রাজ এবং স্টুয়ার্ট গাঁয়ের রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছে?'

'আসলে খুব অল্প পরিমাণেই ছড়ানো হয়েছে।' দ্রুত বললেন কিজমিলার। 'আর টেস্ট এরিয়া হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে অব্যহৃত এবং পুরানো একটি কাউন্টি রোড।

'ওই রাস্তাটি হয়তো কোন না কোনভাবে কেউ না কেউ ব্যবহার করেছে। ওই সপ্তাহে হাইওয়ে সংস্কারের কাজ চলছিল। কাউন্টি রোডটি কিছুদিনের জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'সে বিষয়ে আমি অবগত রয়েছি,' বললেন কিজমিলার। 'কোন সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

'কোন্ কর্তৃপক্ষ?'

শ্রাগ করার ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচু করলেন কিজমিলার। 'যাদের আইনগত অধিকার রয়েছে। আমি ওসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

দিনা ডক্টরকে তার জাল থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে না। 'স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের কী হয়েছিল আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।'

আয়নার পাশে রাখা অ্যান্টিক হ্যাট র‍্যাকটির দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন কিজমিলার, তারপর ফিরলেন দিনার দিকে।

'একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। মি. অ্যান্ডারসন অসুস্থতার কাছে পরাভব মেনেছেন।'

'পরাভব মেনেছে? তার মানে সে মারা গেছে?'

'হুঁ।'

দিনা কিজমিলারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। শীতল নীল চক্ষু দুটির দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন ডক্টর। 'তাহলে লয়েড ব্রাজ সত্যি কথাই বলছিল। বলেছিল অত্যন্ত নৃশংসভাবে মৃত্যু ঘটেছে স্টু'র। নিজেকে টেনে ছিড়ে ফেলেছিল সে।'

'তোমার বন্ধুর উপলব্ধি, আ কী বলে, কীটনাশকের প্রভাবে যেভাবেই হোক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। একথা সত্যি যে স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসন মৃত, তবে মি. ব্রাজের বীভৎস বর্ণনায় অতিরঞ্জন রয়েছে।'

'না-ও তো থাকতে পারে,' বলল দিনা।

'যেহেতু মি. অ্যান্ডরসনের মৃত্যুর সময় আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না কাজেই এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে পারছি না।'

'স্টুকে রিওতে ট্রান্সফার করা হয়েছে আমাকে মিথ্যা বলেছিলেন কেন?'

'প্রতারণা করার জন্য আমি দুঃখিত। আমাদের কাজের জটিল প্রকৃতির কারণে ভেবেছিলাম এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারটি আমরা চেপে রাখব।'

'আপনারা লয়েড ব্রাজকে কোথায় নিয়ে গেছেন?'

'ও আমাদের নজরদারীতে রয়েছে।'

'আর ওর স্ত্রী, হেলেন, সেও কি আপনাদের নজরদারীতে রয়েছে?'

'অবশ্যই না। কোম্পানির চাকরীজীবীদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করা কোম্পানির দায়িত্ব। মিসেস ব্রাজকে নতুন একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুদিন তিনি ওখানেই থাকবেন। পরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আবার মিলিত হবেন।'

'আপনি বড্ড কথা ঘোরাচ্ছেন, ডক্টর। আমি আপনার কাছ থেকে সরাসরি কিছু আশা করছি।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন কিজমিলার। 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার নিজেরও এই ঢাকঢাক গুড়গুড় পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে আমার প্রতি আস্থা অর্জন করার সুযোগ দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আশা করি তুমি ব্যাপারটা মেনে নেবে।'

‘মেনে নিতে তো হবেই।’

‘কথা দাও আমাদের আজকের আলোচনা গোপন রাখবে।’

‘সেরকম কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না।’ বলল দিনা।

ডেস্কের সামনে ঝুঁকলেন কিজমিলার। ঝিকিয়ে উঠল বরফ নীল চোখ। ‘ড. আজাদ, ওই দুই পাইলটের জীবনের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু এখানে জড়িত। বায়োট্রনের মঙ্গল বা কল্যাণের চেয়েও অনেক বেশি। আমি আপনাকে যা বললাম তা যেন ভুল লোকের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে না যান।’

ড. কিজমিলার শীতল স্বভাবের মানুষ, কিন্তু লোকটিকে দিনা গভীর শ্রদ্ধা করে। তাই বলল, ‘আমি কাউকে কিছু বলব না, ডক্টর। অন্তত: এখন নয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার কিছু ঘটে।’

‘ঠিক আছে,’ বললেন কিজমিলার। ‘যখন জানার দরকার মানুষ জানবে। তবে আশা করি আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন এ মুহূর্তে নীরবতাই শ্রেয়।’

‘হয় তো বা,’ বলল দিনা।

চেয়ারে হেলান দিলেন কিজমিলার। হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন ডেস্কে। সংকেত পরিষ্কার- ইন্টারভ্যু শেষ। তুমি এখন যেতে পারো। চেয়ার ছাড়ল দিনা। ঘুরল। পেছনে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে একা কিজমিলার, তাকালেন বাষ্প জমা আয়নায়। ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন বুড়ো আঙুলের চাপে। সেই ধাতব পুরুষ কণ্ঠটি ভেসে এল।

‘ওর ওপর নজর রাখুন।’

মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকালেন কিজমিলার। তাঁর চেহারায় কেমন দুঃখী দুঃখী একটা ভাব ফুটে উঠল।



## কুড়ি

*হেরাল্ড* ভবনের তিন তলায় সম্পাদকীয় কক্ষ। লিফটে চড়ে শিস দিতে দিতে ওখানেই যাচ্ছে কোরি ম্যাকলিন। মুচকি মুচকি হাসছে সে। মনে নেই কৈশোরে শেষ কবে শিস দিয়েছিল। শিসটিস দেয়ার অভ্যাস তার একদমই নেই। তবে আজকের সকালটি কিনা অন্যরকম। আজকের সকাল তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে গটগট করে সিটিরুম ধরে এগোল কোরি। মুখে চওড়া হাসি। যারা ওকে চেনে দ্বিতীয়বার ফিরে দেখল। সকালে কখনও কোরিকে মাতাল হয়ে অফিসে ঢুকতে দেখেনি কেউ। তবে ওর এরকম হাসিখুশি মুডে থাকার অন্য কোন কারণও তারা খুঁজে পাচ্ছে না। কোরি হাসতে হাসতে সবার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

নিজের টেবিলে একটি চিরকুট দেখতে পেল কোরি। উলান্ডারের সঙ্গে দেখা করো। বেশ, বেশ। ও তো উলান্ডারের সঙ্গে দেখা করতেই অফিসে এসেছে। তবে সম্পাদক সাহেব এত তাড়াতাড়ি অফিসে চলে আসবেন ভাবেনি কোরি। সে স্ট্রানস্কি এবং উইলিয়ামসনের ওপর লেখা সমস্ত নথিপত্র জড়ো করল। সে সিয়াটল যাবে আড্রিয়া কিথের স্টোরির তথ্য সংগ্রহ করতে। ত্রিভুজের তিন নম্বর ঠ্যাংটি তাহলে জোড়া লেগে যাবে। তার কোন সন্দেহই নেই পোর্টার উলান্ডার এ গল্প খাবেন। তিনি কোনভাবেই প্রত্যাখান করতে পারবেন না।

কোরি ঘরে ঢুকে দেখল এডিটর সাহেব দুই হাত মুঠি করে বসে আছেন। সে জীর্ণ লেদারের চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় দেয়ালের ধারে বসা ছোটখাটো, পরিপাটি মানুষটিকে দেখতে পেল।

উলান্ডার বললেন, 'কোরি, ইনি মি. ইকর্ন।'

শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল কোরির। 'হাউ ডু ইউ ডু?'

হেরাল্ডে ঢোকার পরে এই প্রথম এ পত্রিকার প্রকাশকের চেহারা দেখল সে।

নাথান ইকর্ন চেয়ার ছাড়লেন, কেরির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এগিয়ে এলেন। বেঁটে মানুষটির পাঞ্জা শীতল এবং ভেজা ভেজা। হ্যাণ্ডশেক করেই তিনি মুঠো ছেড়ে দিলেন।

'প্লিজ, বসো।' বললেন ইকর্ন। বসল কোরি। ইকর্ন নিজের চেয়ারটি টেনে নিয়ে এলেন সম্পাদকের ডেস্কের ধারে। 'আমি তোমার ব্যাপারেই পোর্টারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও কথাটা তোমাকে বলেছে কিনা জানি না।'

'উনি কলাম লেখার কথা বলেছিলেন,' সাবধানে কথাটা বলল কোরি। দুই ধাপ এগিয়ে যাওয়া প্রমোশনের বিষয়ে সেধে উৎসাহ দেখানো ঠিক হবে না।

'হ্যাঁ, সে কথাই ভেবেছিলাম, তবে তোমার জন্য এর চেয়েও বড় কিছু ভেবে রেখেছি, কোরি। অনেক বড়।'

সশব্দে ঢেকুর তুললেন উলান্ডার। নাথান ইকর্ন বিরক্তি নিয়ে তাকালেন তার দিকে। অপেক্ষা করছে কোরি।

'স্কোপ নামটা শুনেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করলেন ইকর্ন।

'এটা প্রকাশিতব্য নতুন একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন না? ওটা একবছর আগে বেরুনোর কথা ছিল।'

'ঠিক বলেছ,' ওপরে নিচে মাথা ঝাঁকালেন পাবলিশার। 'ওটার প্রস্তাবনা পাস

হয়ে গেছে। বছরের প্রথমেই ওটার প্রথম সংখ্যা আমি বের করে ফেলতে চাই।'

'কাজটা কঠিন হবে,' বলল কোরি। বুঝতে পারছে না আলোচনা কোন্ দিকে এগুচ্ছে।

'তা বটে,' সায় দিলেন ইকর্ন, 'তবে সঠিক পজিশনে সঠিক মানুষগুলো থাকলে আমি জানি এ কাজটা করা যাবে। আমি বেশিরভাগ স্টাফ নিয়ে নিয়েছি। শুধু একজন প্রধান ব্যক্তি বাদে।' নাটকীয়ভাবে বিরতি দিলেন তিনি। 'আমার একজন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দরকার।'

বুক এবং পেটের মাঝখানটা শক্ত হয়ে গেল কোরির।

'হ্যাঁ, ওরকম একজন প্রধান ব্যক্তির দরকার তো হবেই।'

'আমি চাই তুমি কাজটা নিয়ে নাও।'

পোর্টার উলান্ডারের দিকে তাকাল কোরি কী ঘটছে তার ইঙ্গিত পেতে। কিন্তু সম্পাদকের চেহারা ভাবলেশহীন। তিনি নাথান ইকর্নের দিকে তাকালেন। 'এটা... কী বলব একটা সারপ্রাইজ।' বলল ও।

'তাতে আমারও সন্দেহ নেই। তবে আমি তোমার কাজ দেখেছি, কোরি এবং পছন্দও হয়েছে। তোমাকে নিয়ে নানাজনের সঙ্গে কথাও বলেছি, বিশেষ করে পোর্টারের সঙ্গে। খুব ভালো কিছু রিপোর্ট পেয়েছি। খুব ভালো।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল কোরি। 'আমার রিপোর্ট সবসময় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

'স্যানফ্রান্সিসকোতে তোমার ঝামেলার কথা আমি জানি,' বললেন ইকর্ন। 'ও অবশ্য পুরানো গল্প। তুমি এখন কী করতে পারবে সে ব্যাপারে তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আর এটাই আমার দরকার।'

'ধন্যবাদ,' লোকটার উদগ্রতা অবাক করছে কোরিকে। ইনি একটু বেশি প্রশংসা করে ফেলছেন না?

'স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছু বিস্তারিত বিষয় তুমি জানতে চাইবে,' বলে চললেন ইকর্ন। 'তবে সেসব আলোচনা পরেও করা যাবে। তবে এ মুহূর্তে তোমাকে এটুকুই বলতে পারি তোমাকে খুব ভালো বেতন দেয়া হবে। আর কোন কিছুর যদি তোমার প্রয়োজন হয় তো আমাকে বললেই হবে। হে-হে।' পাবলিশারের হাসিটিও কেমন কৃত্রিম শোনাল।

'প্রস্তাবটি খুবই ইন্টারেস্টিং' একরাশ সন্দেহ কোরির মনের ভেতর আঁচড় কাটতে শুরু করেছে।

'দারুণ ইন্টারেস্টিং বলো,' সামনে ঝুঁকে এলেন ইকর্ন।

'এ ধরনের প্রস্তাব আমাদের পেশার মানুষজন খুব কমই পায়। শুনলাম মিলওয়াকিতে নাকি তোমার কোন পরিবার-পরিজন নেই।'

'না, নেই,' বলল কোরি।

'ভালো। ভালো। কারণ আমি চাই তুমি এক্ষুনি কাজ শুরু করে দেবে। জানুয়ারি

মাসে পত্রিকা স্ট্যান্ডে রাখতে চাইলে এখন থেকেই কাজে লাগতে হবে। তুমি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হিউস্টন যেতে পারবে তো?'

'হিউস্টন?'

'আমাদের সদর দপ্তর ওখানেই হবে। নিউইয়র্ক রিয়েল এস্টেট বাণিজ্যের অবস্থা ভালো না। লিজ শেষ হওয়া মাত্র পাবলিশাররা ওই শহর ছাড়ছেন। হিউস্টন এখন নতুন বুমিং সিটি। তেজোদীপ্ত। কসমোপলিটান। আমাদের মতো মানুষদের নতুন পত্রিকা শুরু করার জন্য উপযুক্ত স্থান। তো কী বলো? তোমার নামটি পত্রিকার সবার ওপরে দিচ্ছি তো?'

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ ভাবল কোরি। 'নি:সন্দেহে এটি একটি চ্যালেঞ্জিং জব, মি. ইকর্ন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আকস্মিক এ প্রস্তাবে আমি একটু অবাকই হয়ে গেছি।'

'আমি এভাবেই কাজ করি, কোরি। চুপচাপ ফ্যাক্টস বিশ্লেষণ করি, সিদ্ধান্তে আসি এবং দুম করে নেমে পড়ি কাজে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলে এতদূরে আসতে পারতাম না।'

'তাতো বটেই,' বলল কোরি। 'তবে একটা কথা। এ মুহূর্তে আমি খুব জরুরি একটা স্টোরি নিয়ে কাজ করছি। কোথাও যোগ দেয়ার আগে এ কাজটি শেষ করতে চাই।'

'স্টোরি?' ধমকে উঠলেন ইকর্ন। 'স্কোপ বের করার চেয়ে জরুরি আর কিছু হতে পারে না, পোর্টার তোমার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে।'

নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে নড়েচড়ে বসলেন পোর্টার। 'নিশ্চয়' বললেন তিনি। 'কোন সমস্যা নেই।'

'দেখলে তো, কোরি, কত দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

'আমি জানি না পোর্টার আপনাকে বলেছেন কিনা,' বলল কোরি,' তবে এ স্টোরির ইমপে-কশন বিরাট। মিলওয়াকিতে স্ট্রানস্কি নামের এক লোক–'

'আমি ঘটনা জানি,' বললেন ইকর্ন। তাঁর কণ্ঠ থেকে সৌহার্দের ভাবটি উধাও। 'আমি খবরের কাগজ পড়ি।'

'কিন্তু গতকাল আমি নিউইয়র্ক থেকে কী খবর শুনে এসেছি আপনি জানেন না। এক ক্যাব ড্রাইভার–'

'এ স্টোরিটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়,' পাবলিশারের গলার স্বর পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল এ নিয়ে তিনি আর আলোচনা করতে আগ্রহী নন। 'ফরগেট ইট। আমি *স্কোপ* পত্রিকার বিষয়ে তোমার সিদ্ধান্ত জানতে চাই।'

'মি. ইকর্ন, এ বিষয়ে আমি হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। আমাকে একটু ভাবতে দিন?'

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত কেউ কোন শ্বাস নিল না। অফিসের আবহে বৃদ্ধি পেল উৎকণ্ঠা। তারপর নাথান ইকর্ন মুখে হাসি ফোটালেন। 'নিশ্চয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবো,

কোরি। আমি সোমবার আবার শহরে আসব। তখন ডিনার খেতে খেতে জানব তোমার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিলে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল কোরি।

ইকর্ন লাফিয়ে চেয়ার ছাড়লেন। আবার দ্রুত শীতল হ্যাণ্ডশেক করলেন কোরির সঙ্গে এবং পা বাড়ালেন দরজায়। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘুরলেন।

'ভালো কথা। তুমি যা-ই সিদ্ধান্ত নাও না কেন আমরা স্ট্রানস্কির ঘটনা নিয়ে আর মাথা ঘামাব না।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি পোর্টারকে বলেছি এ ঘটনা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করতে। ওর মধ্যে কোন নিউজ নেই এবং আমি গৎবাঁধা কাহিনীটি পড়ে পড়ে ক্লান্ত। কাজেই এ বিষয়টি যেন তোমার সিদ্ধান্তে কোন প্রভাব না ফেলে।'

পাবলিশারের কথাগুলো কোরি হজম করার আগেই তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। সে উলান্ডারের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

এডিটরের পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হলো। তিনি বললেন, 'ওনার কথা তো শুনলেই, কোরি। ঘটে বুদ্ধি থাকলে এবং আমি জানি তা তোমার আছে, তুমি ম্যাগাজিনের কাজটা আঁকড়ে ধরবে।'

'কিন্তু স্ট্রানস্কির স্টোরি। আপনি তো আমার নিউইয়র্কের লেখাগুলো পড়েনই নি।'

'তোমার নিউইয়র্কের লেখা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। দ্য স্টোরি ইজ ডেড। মি. ইকর্নকে তুমি ঝামেলায় ফেলো তো তোমারও একই দশা হবে। 'বিষয়টি নিয়ে ভাবো।'

'ভাববো,' বলল কোরি। সিধে হলো। লেখার ফোল্ডারটি বগলে চেপে ধরল। 'আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করব।'



## একুশ

ভিক'স ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে হ্যাংক স্ট্রানস্কির বীভৎস পরিনতির পরে এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এই সাতদিনে পৃথিবী চলেছে আগের মতোই, ছোট-বড় ঘটনার মাঝ দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যে আবার যুদ্ধের হুমকি এসেছে। অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে মেলবোর্নে মঞ্চেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন এক জনপ্রিয় নায়ক। এবং অসুস্থতার

কারণে ভিকের দুই খদ্দের বৃহস্পতিবার রাতের ঈগল অটো পার্টসের ম্যাচটি দেখতে পারেনি।

ভিক মেজগার বারের পেছনে, একটি লম্বা টুলে বসে আছে। অস্বাভাবিক চুপচাপ। সপ্তাহটা তার ভালো যায়নি। স্ট্রানস্কির ভাঙা বিয়ারের বোতলের বাড়িতে হাত কেটে যাওয়ার শারীরিক যন্ত্রণা তো আছেই, তারওপর দু'দিন সে ফ্লুতে ভুগেছে। এখন আবার মাথা ব্যথা করছে।

হৈচৈ করতে থাকা মদপায়ীদের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভিক। কারা এরা? দু'একজন ছাড়া বেশির ভাগকেই সে চেনে না। আর আজ রাতে এত হৈ হট্টগোল করার কারণই বা কী? পুল টেবিলের তর্কাতর্কিটা আগের যে কোন দিনের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে বাজছে কানে। জুক বক্সের গান বজ্রপাতের মতো ঠেকছে। কার্ল গচ ওটাকে লাথি মেরে ভেঙে দেয়ার পরে ভিকের উচিতই হয়নি জিনিসটা আবার মেরামত করা।

আর ওই মহিলারা। এরা অবশ্য কোনকালেই তার শুঁড়িখানায় নিষিদ্ধ ছিল না। তবে এদের প্রতি ভিক কোনকালেই খুব বেশি উৎসাহবোধও করেনি। বছর কয়েক আগে যেসব মহিলা তার শুঁড়িখানায় ঢুকত তারা আসত নিখোঁজ স্বামীদের সন্ধানে। এদের মধ্যে দু'একজন বেশ্যাও থাকত, নিজের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত। ওরা অবশ্য কখনও কোন সমস্যা করেনি। স্ত্রীদেরকে বলে দিলেই হতো তাদের স্বামীরা সারাদিনেও শুঁড়িখানায় পা রাখেনি আর বেশ্যাদের তাড়িয়ে দিলেই হতো। সেইসব সুন্দর দিন আহা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

কিন্তু ইদানীং ভিকের মদের দোকানে মহিলাদের আনাগোনা বেড়ে গেছে, তারা খিলখিল হাসে, কিচকিচ সুরে কথা বলে এবং এমন ভাব দেখায় যেন এখানকার সবকিছুর মালিক তারা। গত সপ্তাহটা ছিল সবচেয়ে বাজে। হ্যাংক স্ট্রানস্কি মারা যাওয়ার পরে মহিলারা যেন মৌমাছির ঝাঁকের মতো ভিকের দোকানে ঢুকতে শুরু করেছে। কতগুলো পিশাচী। পরিবেশটাই নষ্ট করে দিয়েছে।

'কাম অন ভিক, চিয়ার আপ,' ডাকল একজন ওকে। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমার শেষ বন্ধুটিকেও হারিয়েছ।'

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকাল ভিক। এ ছোকরাকে সে চেনে না। কলেজ পাংকটাংক হবে হয়তো। ছোড়া নিজেকে কী ভাবে?

'তুমি কোন ড্রিংক নেবে?' জিজ্ঞেস করল ভিক।

'নিশ্চয়। একটা বিয়ার দাও। আর মুখটা এমন গোমড়া করে রেখোনা তো।'

'আমার জুৎই এরকম। পছন্দ না হলে অন্য কোথাও যাও।'

যীশাস, এই পাংকগুলোকে সে যে কী অপছন্দ করে। মদ খেতে খেতে বমি করে ভাসিয়ে দেয় ঘর। এইসব পাংক, মহিলা আর অচেনা লোকজনের ভিড়ে শুঁড়িখানাটা শীঘ্রি নরকে পরিণত হবে।

‘অ্যাই, এখানে সার্ভিস করার কেউ নেই নাকি?’

বারের দিকে তাকাল ভিক। হেইলম্যান টি-শার্ট পরা এক মুটকি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

‘তুমি আজ অনেক খেয়েছ।’

‘বলছ কী? মাত্রই তো ঢুকলাম।’ বলল মহিলার সঙ্গী।

‘তাহলে অন্য কোথাও থেকে খেয়ে এসেছ। আমি মাতালদের মদ পরিবেশন করি না।’

বারের নিচে হাত চলে গেল ভিকের। স্ট্রানস্কির ওই ঘটনার পর থেকে সে এখানে একটি রিভলভার রাখে। রিভলভারের বাটে আঙুল বুলাল ভিক। এটি একটি .৩৫৭ ম্যাগনাম। কেউ তেড়িবেড়ির চেষ্টা করলে সিধে তাকে নরকে পাঠিয়ে দেবে ভিক। মহিলার সঙ্গীকে দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা পাকাতে পারে। ভিকও চাইছে ব্যাটা ঝামেলা পাকাক।

‘চলো, বারবারা, এখান থেকে যাই,’ বলল লোকটা। ‘এই ব্যাটা একটা পাগল।’

ভিক ওই জুটিকে চলে যেতে দেখল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যাগনামের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। লোকটা আর কোন কথা বললেই দিত সে খুলি উড়িয়ে।

উহ, শালার মাথাব্যথা!

নরমান হেস্টিংস কোচ সেকশনের একটি আসনে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তার জেট বিমানটি জেএফকে বিমানবন্দর থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডালাসের ফোর্ট ওয়ার্থের উদ্দেশে উড়াল দেবে। কিন্তু হেস্টিংসের মনে হচ্ছে প্লেন আর উড়বে না, চুম্বকের মতো আটকে রয়েছে টারমাকে। বাড়ি ফিরেই সে এয়ার লাইন্সের প্রেসিডেন্টকে এমন কড়া একটি চিঠি লিখবে যে তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠবে।

নরমান হেস্টিংস আর জীবনেও এই এয়ারলাইন্সের প্লেনে উঠছে না।

এরা যদি কেবিন প্রেশারটিও ঠিক করতে পারত তবু হতো। কেবিন প্রেশারের কারণে তার মাথা ব্যথাটাও বোধহয় বেড়ে যাচ্ছে। ব্যথার হাতুড়ি পড়ছে খুলিতে। খুলি ম্যাসেজ করতে করতে কেঁপে উঠল নরমান।

‘আপনাকে কম্বল দেব, স্যার?’

এয়ারলাইন্সের লোগো সংবলিত ব্লেজার পরিহিত তরুণটির দিকে মুখ তুলে তাকাল নরমান। বয় স্টুয়ার্ডেস। এখন অবশ্য এরা নিজেদেরকে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট বলে পরিচয় দেয়। নরমান হেস্টিংস এদেরকে বলে ফ্যাগ।

‘কম্বল, স্যার?’ পুনরাবৃত্তি করল তরুণ।

‘না। আমাকে বরং একটা ড্রিংক দাও। ওয়াইল্ড টার্কি। বরফসহ।’

‘আমরা আকাশে ওড়ার পরে ড্রিংক পরিবেশন করা হবে,’ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল তরুণ।

'কিন্তু প্লেন উড়বে কখন? আগামী মঙ্গলবার?'

'আমাদের আগে আরেকটি প্লেন আছে লাইনে। তারপরই আমরা টেক-অফ করব। বেশিক্ষণ লাগবে না।

বেশিক্ষণ লাগবে না... হুহ, ওর কথা বিশ্বাস করেছে নরমান। পাইলট ব্যাটা বোধহয় কোন মেয়ে স্টুয়ার্ডেসকে নিয়ে কেবিনে বসে চটকাচটকি করছে। স্ফূর্তি শেষে প্লেন চালাবে।

নরমান হেস্টিংস কিছু বলার আগেই মুখে হাসি ধরে রেখে তরুণটি চলে গেল আরেক যাত্রীর কাছে।

মাথা ব্যথাটা ওকে জ্বালিয়ে মারল। হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছিল। তবে ডাক্তারকে কিছু বলেনি। তাহলে আরও এক সপ্তাহ হয়তো ওকে হাসপাতালে থাকতে হতো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরই মজা। নরমান যতদিন হাসপাতালে থাকবে ততদিন তারা টাকা পাবে। পারলে তাকে স্থায়ী অতিথি হিসেবে রেখে দেয়। কিন্তু নরমানের কাছে বেশি টাকা-পয়সা নেই। তাছাড়া সে তো প্রায় সুস্থই হয়ে গেছে কেবল ব্যান্ডেজের দু'এক জায়গা এখনও ভালো করে শুকায়নি। সে এই বিশ্রী শহরে আর থাকতেও চাইছিল না।

প্লেন টেকঅফের জন্য দৌড় শুরু করলে ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল। অনেকক্ষণ পরে টেকঅফ করছে বিমান। সবার সিট বেল্ট বাঁধা আছে কিনা দেখার জন্য ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শেষবার চোখ বুলাতে আইল ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। ছোকরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিট বেল্ট খুলে ফেলল নরমান।

মাথা ব্যথাটা ওকে মেরে ফেলছে।

পাশের আসনের যাত্রী নরমানের সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য উসখুস করছিল। তার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে জানালায় চোখ ফেরাল ও। কোন সহযাত্রীর আজাইরা প্যাঁচাল শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা আগ্রহ নেই নরমানের।

বেগে সামনে বাড়ল বিমান, রানওয়ে ধরে ছুটছে সে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্পিড। নীল রঙের গ্রউন্ড লাইটগুলো ঝর্ণার একটা আলোকধারা হয়ে সাঁ সাঁ ছুটে যাচ্ছে নরমানের পাশ দিয়ে। আলোর বন্যাটি ওর মাথায় যেন ছুরিকাঘাত করল। ভয়ানক ব্যথায় কাতরে উঠল নরমান হেস্টিংস।

সিয়াটলের গ্রীন লেক ডিস্ট্রিক্টে নিজেদের বাড়ির লিভিং রুমে বসে টিভিতে 'ডালাস' দেখার চেষ্টা করছেন জেসন এবং ন্যান্সি ডালবার্গ। সিরিয়ালটি অন এয়ার হওয়ার পরে এ পর্যন্ত একটি পর্বও ওরা দেখা বাদ দেয়নি। যখন ওরা বাইরে কোথাও যান, যেমন গত শুক্রবার স্পেস নিডল-এ ডিনার করতে গিয়েছিলেন, তবে ভিসিআর-এ ডালাস-এর পর্বটি রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পারে।

আগের শুক্রবার রেস্টুরেন্টে যে উত্তেজনাকর ঘটনাটি ঘটেছিল সে কারণে ডালবার্গ দম্পতি পরের রাত ছাড়া আর বাকিটুকু দেখার সুযোগ করে উঠতে পারেনি।

সেই মেয়েটি স্টেক নাইফ হাতে টেবিল থেকে টেবিলে উন্মাদের মতো যেভাবে তাড়া করে ফিরছিল ওই দৃশ্য জীবনেও ওঁরা ভুলবেন না। ওঁরা পরদিন খবরের কাগজ পড়ে জেনেছেন মেয়েটি যে তরুণকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে সে ছিল তার স্বামী এবং মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টা আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তবে সে রাতের সবচেয়ে ভয়ংকর দৃশ্য ছিল মেয়েটি যখন ভারী কাঁচের জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ে। তিনবারের চেষ্টায় সে ডাবল কাঁচের জানালাটি ভাঙতে সমর্থ হয়। প্রথমবার সে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারলে জানালার কাঁচে চিড় ধরে। তারপর যখন সে ভেঙে ফেলে জানালা তখন এক টুকরো ভাঙা কাঁচ দিয়ে নিজের বুক নিজেই ফালাফালা করে ফেলেছিল। তারপর ছয়শো ফুট ওপর থেকে লাফ মেরে আত্মহত্যা করে মেয়েটি।

ওই ঘটনার পরে ডালবার্গ দম্পতি আর তাদের প্রিয় 'ডালাসে' মন দিতে পারেননি। কখনও মনে হয়েছে টিভির সাউন্ড খুব বেশি জোরালো, কখনো ছবি ঝাপসা ঠেকেছে কিংবা ছবির রঙটা ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়নি অথবা রাস্তা থেকে গাড়ি ঘোড়ার শব্দে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। আর দু'জনেই মাথা ব্যথায় ভুগছিলেন। এবং ব্যথাটা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

'টিভির কী হয়েছে?' ন্যান্সি ডেলবার্গ খেঁকিয়ে উঠলেন তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে।

'কিছু হয়নি। তুমি দিনের বেলা তোমার প্রিয় শো দেখতে গিয়ে রিমোট কন্ট্রোলটা টিপে টিপে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ।'

'আমি তোমার মহাদামী রিমোট কন্ট্রোল কখনও স্পর্শও করি না। তাছাড়া দিনের বেলা শো দেখার সময়ও আমার নেই। আমার কি ঘরে আর কোন কাজ নেই নাকি?

'অনেক কাজ আছে,' বললেন জেসন। 'কিন্তু সেসব কাজ তো করতে দেখি না।'

'কুত্তার বাচ্চা,' গালি দিলেন ন্যান্সি।

চেয়ার ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে চোখ গরম করে তাকালেন জেসন। তাঁদের একুশ বছরের দাম্পত্য জীবন। ন্যান্সির মুখে কোনদিন তিনি গালাগাল শোনেননি। মহিলা আসলে অনেক বদলে গেছে, ভাবলেন জেসন। এতদিন খেয়ালই করেননি। দেখতে লাগে গর্ভবতী গরুর মতো।

'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' বললেন ন্যান্সি।

'তুমি নিজেকে কী ভাবো গর্ভবতী গরু?'

চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন ন্যান্সি ডানবার্গ। এমন বিশ্রী ভঙ্গিতে দাঁত মুখ খিঁচালেন যে খুবই অবাক হয়ে গেলেন জেসন। ন্যান্সিকে অমন বিকট মুখভঙ্গি করতে তিনি জীবনেও দেখেনি। আর ন্যান্সির মুখের চামড়ায় দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলেও আছে। কী যে কুৎসিত লাগছে দেখতে।

জেসন ডালবার্গের মাথাটা এমন ব্যথা করতে লাগল মনে হলো ওটা এক্ষুনি বিস্ফোরিত হবে।

## বাইশ

সজোরে গুঙিয়ে উঠল ভিক মেজগার। কিন্তু কেউ তার গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল না। পুল টেবিলে ওই হারামজাদারা হট্টগোল করছে, সে সঙ্গে যোগ হয়েছে জুক বক্সের তারস্বরের গান। আশ্চর্যই বলতে হবে এতো হাউকাউয়ের মধ্যেও সে গোঙানিটা শুনতে পেয়েছে। অন্য কেউ হলে এমন প্রবল মাথাব্যথা একদমই সহ্য করতে পারত না।

বারের ওপর দুই হাত রেখে সামনে ঝুঁকে এল ভিক।

'অ্যাই! চিল্লাচিল্লি বন্ধ করো।'

পুল খেলোয়াড়রা সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাল। 'কী হয়েছে, ভিক? আমাদেরকে বলছ?'

'হ্যাঁ, তোমাদেরকই বলছি। খেলা বন্ধ করে এক্ষুনি কেটে পড়ো।'

'ফাজলামি করছ, না?'

আগুনে ঘি পড়ল। ভিক বারের নিচে অন্ধের মতো হাতড়াল তার আগ্নেয়াস্ত্র। পেয়েও গেল। পিস্তলটা নিয়ে সে বার টপকাল। শরীরের ধাক্কায় পড়ে গেল মদভর্তি গ্লাস। ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রিভলভারটা সামনে বাগিয়ে ধরে পুল টেবিলের দিকে লম্বা কদমে এগোল ভিক।

'তোমাদেরকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম!'

সে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করল।

শুরু হয়ে গেল চিৎকার।

দাঁতে দাঁত চেপে আছে নরমান হেস্টিংস যাতে চিৎকারের শব্দটা বেরুতে না পারে। টেকঅফের পর থেকে তার মাথার ভেতরের যন্ত্রণাটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন সন্দেহ নেই প্লেনটা ঠিকঠাক প্রেশারাইজড করা নেই। কিন্তু কেউ কোন অভিযোগ করছে না কেন? সে যখন ওই স্টুয়ার্ডেস ছোকরাকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছে তখন সে ছাতামাথা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে কেবিনের প্রেশার নাকি ঠিক লেভেলেই আছে। তাহলে ওর মাথাটা ব্যথায় ছিড়ে যেতে চাইছে কেন?

আর ওর পাশে বসা আরেক হারামজাদা তখন থেকে ওর সঙ্গে প্যাচাল পাড়ার চেষ্টা করছে। এ লোকের ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ফালুত কথা শোনা ছাড়া কি অন্য কোন কাজ নেই নরমানের?'

নরমান হেস্টিংস প্লাস্টিক ইয়ারফোন কানে ঢুকিয়ে এয়ার প্লেনের বাজানো আজাইরা গান শোনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে লাভ তো হয়ই নি, উল্টো মাথা ব্যথাটা আরও বেড়েছে। সে ইয়ার প্লাগ খুলে ছুড়ে ফেলে দিল।

ও নিশ্চয় চিৎকার করে উঠেছিল নইলে সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে আছে কেন? কতগুলো স্টুপিড ইডিয়ট। আর ওই দ্যাগো স্টুয়ার্ডেস ফ্যাগ ছোড়াটা আবার লাফাতে লাফাতে তার দিকে আসছে। ওর হাতে এয়ারলাইনের আরও কিছু ফালতু জিনিস ধরিয়ে দিতে। অসহ্য! সত্যি বড় অসহ্য!

প্লেনে ওঠার পর থেকে পাশের সহযাত্রীটিকে নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে উমবার্তো আলভারেজ। লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি সে ঠিক আছে। উমবার্তো গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পছন্দ করে। কিন্তু এ লোকের সঙ্গে তার কথা বলার কোন ইচ্ছে নেই।

তার মেজাজ খারাপ লাগছে লোকটা সারাক্ষণ তরুণ ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের কাছে ঘ্যানঘ্যান করছে– বেহুদাই। বিমান যখন আকাশে উড়ল তখন থেকে সে হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে গোঙাচ্ছে। যেন কেউ তার শরীর থেকে চাকচাক মাংস কেটে নিচ্ছে। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট জানতে চেয়েছিল লোকটা অসুস্থ কিনা। কিন্তু সে ছেলেটির সঙ্গে আরও বাজে ব্যবহার করেছে। প্লেনে কোন খালি আসন থাকলে উমবার্তো এতক্ষণে সেখানে চলে যেত। ওর দুর্ভাগ্য কোন সিট খালি নেই।

যীশাস, এ লোকটার মুখে কী হয়েছে?

মাইক এনডার্সবি তার কাজটা পছন্দ করে। তবে তার সবচেয়ে পছন্দ ডালাস ফ্লাইট। ডালাসে তার লিসা থাকে। এ ফ্লাইটের পরে এক সপ্তাহ ছুটি পাবে মাইক। তখন দু'জনে একান্ত সময় কাটাতে পারবে। ফ্লাইটের সবকিছুই ঠিক ছিল শুধু ঝামেলা পাকাচ্ছে 43 A সিটের একজন যাত্রী, মি. হেস্টিংস।

বিমানে ওঠার পর থেকে লোকটা ঝামেলা করছে। পরিষ্কার বোঝা যায় এর কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সে কোন সাহায্য নেবে না। 43 A -র যাত্রীকে নিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলেছে মাইক, কিন্তু যেহেতু লোকটা শারীরিকভাবে কাউকে বিরক্ত করছে না তাই এর বিরুদ্ধে কিছু করাও যাচ্ছে না। এ মুহূর্তে প্লেন রয়েছে আরাকানসাসের আকাশে, মাটি থেকে চল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে লোকটার শারীরিক বিরক্তি শুরু হয়ে যাচ্ছে।

43 B আসনের যাত্রী মি. অলিভারেজ চিৎকার করে উঠল 43 A তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। মাইক আইল ধরে দ্রুত এগোল তবে তার গতি মন্থর হয়ে এল মি. হেস্টিংসের চেহারাটা দেখতে পেয়ে। সে তার পাশের যাত্রীকে উন্মাদের মতো কিলঘুষি মেরে আইলের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। মাইক তার সামনে এসে দাঁড়াল কিন্তু প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল ডেকে।

থেমে থেমে চিৎকার করতে করতে নরমান হেস্টিংস আইল ধরে ছুটল, আতংকিত করে তুলল দুই পাশের যাত্রীদের, যাদের অনেকেই ঝিমুচ্ছিল। সে চলে

এল ইমার্জেন্সি এক্সিটে, ওখানে বসা লোকদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে রিলিজ লিভার ধরে টানাটানি করতে লাগল।

হেস্টিংসের দরজা নিয়ে ধস্তাধস্তি দেখেও আঁতকে উঠল না মাইক। কারণ প্লেন আকাশে ওড়ার মুহূর্তেই ওই দরজা ইন্টারলক হয়ে গেছে। তবে সে চিন্তিত লোকটির আচরণ দেখে। এ একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছে। পাগলামো করতে গিয়ে নিজের এবং যাত্রীদের সে ক্ষতি করতে পারে। সাহায্য না আসা পর্যন্ত মাইকের দায়িত্ব ওই লোককে বিরত রাখা। সে ছুটে গিয়ে লোকটার কাঁধ চেপে ধরল।

পাঁই করে ঘুরল নরমান হেস্টিংস। তার মুখ ভর্তি লাল লাল গোঁটা। মাইক কিছু বলার আগেই হেস্টিংস প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাতে তার নাক ভেঙে দিল। আইলের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল মাইক। আইলের সিটে বসা লোকজন ছুটে পালানোর চেষ্টা করছিল। এদের গায়ের ওপর পড়ল মাইক। সে হাঁচড়ে পাঁচড়ে সিধে হলো। দেখল পাগল লোকটা অবিশ্বাস্য শক্তিতে ইমার্জেন্সি ডোরের সেফটি লিভার ছুটিয়ে ফেলেছে।

বোমা ফাটার শব্দ হলো। হুঁ হুঁ করে ছুটে এল বরফ শীতল বাতাস। মুখ হাঁ করা দোরগোড়া থেকে যেন একটা দানব হাত টান মেরে শূণ্যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল নরমান হেস্টিংসকে। মাইক এনডার্সবি শেষবারের মতো দেখল বালিশ, ব্যাগ, ব্লাংকেট, ট্রে, কাগজপত্র আর মানুষের শরীর উড়ে যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে রাতের আকাশে। সে ধাতব আসন আঁকড়ে ধরে রেখেছিল হাত দিয়ে। বাতাসের টানে আলগা হয়ে এল আঙুল। শরীরটা বাড়ি খেল খালি সিটে, একটা গোড়ালি টুকরো হয়ে গেল খোলার দরজার কোণায় আঘাত লেগে, তারপর তাকে গ্রাস করল কালো রাত।

কে কাকে প্রথম হামলা করেছিলেন বলা মুশকিল। জেসন এবং ন্যান্সি ডালবার্গ, একুশ বছরের সুখি দাম্পত্য জীবন, চুপচাপ স্বভাবের, কারও সাতে পাঁচে নেই, হঠাৎ তাঁরা হিংস্র হয়ে উঠলেন, চেয়ার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন একে অন্যের ওপর। দু'জনেই তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন মেঝেতে এবং নখ বাগিয়ে, দাঁত বের করে পশুর মতো কামড়াকামড়ি করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরের কার্পেট ওদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল।

টেলিভিশনে তখন জে.আর.ইউয়িং বদমায়েশি করছেন কিন্তু কেউ তাঁর ভিলেনি দেখছে না।

ওই রাতে ভিক মেজগার, নরমান হেস্টিংস এবং ডালবার্গ দম্পতিই কেবল অকস্মাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অসংখ্য নাগরিক চৈতন্যহীন এ দাঙ্গায় মেতে উঠল। হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। দেশের সবগুলো নিউজ চ্যানেল এবং খবরের কাগজে এ খবর প্রচার ও ছাপা হলো। এক অশুভ ও ভয়ংকর পরিস্থিতির সূচনা ঘটল।



হ্যাংক স্ট্রানস্কি বনবন করে ঘুরছে আর নাচছে। নাচের তালে তার মুখের ফোঁড়াগুলো ফেটে গিয়ে পুঁজ বেরিয়ে ছিটকে পড়ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এক মধ্যবয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ এবং ছিপছিপে শরীরের এক তরুণী। তাদের মুখ যেন গোটাভর্তি একটি মুখোশ। তারা হাসছে। হাসতে হাসতে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরছে অসহায় কোরি ম্যাকলিনকে।

তিনজনের বুনো নৃত্যের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে কোরি। সে ওদের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ না কেউ চট করে ওর পথ আটকে দাঁড়াল। কোরি ওদেরকে ঘুসি মারল। কিন্তু নিরেট কিছুতে লাগল না ঘুসি। বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ওরা নাচতে নাচতে কাছিয়ে আসছে, মুখ দিয়ে বিকট নিঃশ্বাস ছাড়ছে, দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে কোরির।

কোরি আঠালো মেঝেয় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিমেষে নিঃশেষ। সিধে হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পা জোড়া যেন নরম ময়দার তালের মধ্যে আটকে গেছে। ছাড়ানোর চেষ্টা করেও পারছে না। তিন নর্তক ওর একদম কাছে চলে এল এবং অরক্ষিত মাথায় বৃষ্টির মতো কিলঘুসি মারতে লাগল।

*দুম!* স্ট্রানস্কি আঘাত করল ওকে।

*দাম!* মারল ডুবোয়াস উইলিয়ামসন।

*ধুম!* আঘাত হানল আন্ড্রিয়া কিথ।

*ধাম!*

গুড়িয়ে উঠল কোরি। গায়ে জড়িয়ে যাওয়া বেডক্লথ ছাড়ানোর জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল। মুখটা বিশ্রী তেতো লাগছে। জানালার খড়খড়ি এবং ফ্রেমের কিনারা থেকে ভেসে আসা আলোর রশ্মিতে পিটপিট করল চোখ।

*দুম!*

ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারল শব্দটা কোত্থেকে আসছে। এত সকালে কে দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করল?

'এক মিনিট!' চেঁচাল কোরি। বিছানার চাদর লাথি মেরে ছুড়ে ফেলে উঠে বসল ও। মাথাটা দপদপ করছে। পেটটা কেমন গোলাচ্ছে।

ব্রাণ্ডি। গত রাতে ও অনেকখানি ব্রান্ডি গিলেছে। সস্তা ব্রান্ডি। ব্রান্ডি আর ও কখনও বন্ধু হতে পারল না। সস্তার তিন অবস্থা। এজন্যেই এখন ব্যথা করছে মাথা।

*দুম!*

'আসছি!' বিছানা থেকে নামল কোরি। ড্রেসারের আয়নায় নিজেকে দেখে নিল একপলক। কুঁচকে গেল চোখ। বিশ্রী লাগছে দেখতে। 'আসছিরে বাবা!'

নাথান ইকর্নের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে ওর একটু মদ্য পানের প্রয়োজন ছিল। ভিকের শুঁড়িখানায় না গিয়ে অচেনা একটি দোকানে গিয়েছিল ও। ব্রান্ডি গিলে বাড়ি ফিরেছে। তারপর এসব বাজে স্বপ্ন দেখেছে। আর ঘুম না ভাঙতেই কোন মূর্তিমান যন্ত্রণা এসে দোর ভেঙে ফেলার জোগাড় করেছে। নাহ্, এই শনিবারটা ওর একদমই বাজে যাবে।

আন্ডারওয়্যারের ওপরে কিছু পরার প্রয়োজন বোধ করল না কোরি। তার এককক্ষ বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুম পার হয়ে দরজার সামনে চলে এল। খুলল দোর।

সিগারেটের ধোঁয়ার একটি মেঘ ঢুকে পড়ল ঘরে। তার পেছন পেছন ডা. ইংগারসল। 'তোমাকে তো খুবই বিশ্রী লাগছে হে।' বললেন তিনি।

'আপনি এ কথা বলতে এখন-এখন এসেছেন? ক'টা বাজে?

'সাড়ে সাতটা।'

'সকাল?'

'সকাল।'

'যাশ্‌শালা।'

ইংগারসল মুখের আধখাওয়া সিগারেটটি হাতে নিলেন, ধরলেন বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে। 'তুমি টিভি দেখছ না কিংবা রেডিও শুনছ না?'

'দুরো না। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম।'

'কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে তোমার জানা দরকার।'

'ঘটনা?' কোরির মাথা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

'কয়েকদিন আগে তিনটে কেসের ব্যাপারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে মনে আছে? তিনজন মানুষ যারা দৃশ্যত: কোন কারণ ছাড়াই হিংস্র হয়ে উঠেছিল?'

'মনে থাকবে না কেন? আমি তো ওদেরকে নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলাম। কী ঘটনা বললেন না?'

'গত রাতে এই একই ঘটনা ডজনখানেক বা তারও বেশি মানুষের জীবনে ঘটেছে?'

কোরির ঘুমের রেশ পুরোপুরি কেটে গেছে। মাথাটা এখন পরিষ্কার, পেটের ভেতরটা খিমচে থাকলেও গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে না। 'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি।'

‘কেন ঘটল তার কোন ক্লু আছে?’

‘এখন পর্যন্ত কোন ক্লু পাওয়া যায়নি। ভাবলাম তুমি একবার অফিসে গেলে তারে আসা খবরগুলো ঝালিয়ে নিতে পারবে।’

‘নিশ্চয় যাবো। আমি চোখমুখে একটু জল দিয়ে এক্ষুনি আপনার সঙ্গে রওনা হবো।’

ত্রিশ মিনিট বাদে ওরা দু’জন *হেরাল্ড* ওয়্যার সার্ভিস রুম বা তারবার্তা কক্ষে এসে বসল। ওদের সামনে এপি, ইউপিআই এবং ট্রাই- স্টেট নিউজ সার্ভিসের পাঠানো অসংখ্য তারবার্তা।

সবচেয়ে বড় খবর হলো, ডালাসগামী একটি বিমান দুর্ঘটনা। একজন যাত্রী, তার নাম উহ্য রাখা হয়েছে- হঠাৎ উন্মাদ হয়ে উঠে কোচ সেকশনের একটি ইমার্জেন্সি এক্সিট ডোর টেনে খুলে ফেলে। ওই যাত্রী এবং আরও পাঁচজন লোক, তাদের মধ্যে একজন ক্রুও ছিল, খোলা দরজা দিয়ে বাতাসের টানে ছিটকে বেরিয়ে যায়। জীবন কিংবা মালের আরও কোন ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আগেই ক্যাপ্টেন লিটল রকে বিমান অবতরণ করতে সমর্থ হন। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

কোরি এয়ারলাইনটার স্টোরিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে ওটা এক পাশে রেখে দিল। টেনে নিল দ্বিতীয় গল্পটি। ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি ট্যাভার্নে বারটেন্ডার ভিক রিভলভার দিয়ে কয়েকজন খদ্দেরের ওপর হামলা করেছে। গুলিতে মারা গেছে তিনজন, আহত দুইজন, ছোটাছুটি করে পালাতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে আরও ডজনখানেক মানুষ। রিভলভারের গুলি শেষ হওয়ার পরেই কেবল ক্ষান্ত দেয় সে এবং ততক্ষণে পুলিশও এসে পড়েছিল। হামলার কারণ জানা যায়নি।

কোরি একপাশে কাগজগুলো সরিয়ে রাখল। তার শিরদাঁড়া দিয়ে বরফজল নামছে এবং অনুভূতিটা খারাপও লাগছে না। এক মুহূর্ত পরে সে আরও কিছু তারবার্তা নিয়ে পড়তে লাগল।

সিয়াটলে বেশ কিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এবং বেশিরভাগই সম্মানিত নাগরিক। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির জনৈক প্রশাসক এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের লিভিং রুমে একে অপরকে খালি হাতে হত্যা করেছেন।

মিলওয়াকির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ভিকের শুঁড়িখানার আশপাশের এলাকা। যদিও অবস্থাদৃষ্টে একটি ঘটনার সঙ্গে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই বলে মনে করা হচ্ছে, তবে অনেকেই বলছেন গতরাতে যারা উন্মাদের মতো আচরণ করেছেন তাদের বেশিরভাগই হ্যাংক স্ট্রানস্কির মৃত্যুর সময় তার ওখানে উপস্থিত ছিল।

কয়েকটি নাম চিনতে পারল কোরি। এদের সঙ্গে সে আড্ডা দিয়েছে, একসঙ্গে বিয়ার খেয়েছে, স্পোর্টস নিয়ে তর্কে মেতেছে। এদের দু’জন হ্যাংকের মৃত্যুর সময়

শুঁড়িখানায় ছিল। এদের একজন বাগানে মাটি খোঁড়ার সময় হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠে বেলচা নিয়ে তার পড়শীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপরজন ডিনার টেবিলে বসে হঠাৎ চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তার আতংকিত পরিবারের চোখের সামনে সে তার দুই বছরের মেয়েটিকে তুলে নিয়ে দেয়ালে ছুড়ে মারে। লোকটিকে মিলওয়াকি কাউন্টি জেলের ভায়োলেন্ট ওয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে। ছোট মেয়েটির অবস্থা সঙ্গীন, সম্ভবতঃ ব্রেন ড্যামেজ হয়েছে।

'ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম।' দাঁতে দাঁত চাপল কোরি।

'খুবই খারাপ খবর।' ওকে সায় দিলেন ডা. ইঙ্গারসল।

চেয়ার ছাড়ল কোরি, পা বাড়াল সিটিরুমে। 'আমি এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ব।'

ছড়ানো ছিটানো তারবার্তায় চোখ বুলালেন ডা. ইঙ্গারসল।

'তুমি এদের কাউকে চেনো?'

'কী? ও, হ্যাঁ। অল্পস্বল্প।'

'সরি,' বললেন ডাক্তার। 'তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?'

'পরে দেখা করব,' বলল কোরি। 'এখন কয়েকটা ফোন করব।'

সিগারেটে জোরে একটা টান দিলেন ইঙ্গারসল, খকরখক কাশলেন কিছুক্ষণ। 'তুমি নিশ্চয় বিধবা আর এতিম বাচ্চাদের সান্ত্বনা জানাতে ফোন করছ না।'

কোরি হাসল, 'আপনার মাদার তেরেসা হওয়ার ইচ্ছে করলে হন গে, আমি একজন সাংবাদিক। এবার এটা একটা স্টোরি, ডক। আর গল্পটি আমার কোলে এসে লাফিয়ে পড়েছে। কাজেই ...'

বাক্য অসমাপ্ত রেখেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।



সিটি রুমে নিজের ডেস্কে বসে তারবার্তার খবরে যেসব ভিক্টিমের নাম বলা হয়েছে, টেলিফোন বুকে তাদের নাম্বারগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে একটি তালিকা তৈরি করেছে কোরি। যেসব হাসপাতালে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে সেসব হাসপাতালের নামগুলোও নোট করল। সেসঙ্গে সরকারি এজেন্সি জড়িত থাকতে পারে সন্দেহে কয়েকটি সংস্থার নামও টুকে নিল ও। কাজ শেষে ওর সামনে টেলিফোন নাম্বার বোঝাই একটি কাগজ থাকল।

শুরুটা করল ভিক্টিমদের পরিবার এবং বন্ধুদের নিয়ে। এদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই প্রেসের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখাল, তবে যারা কথা বলল তাদের সকলের গল্পই এক। শরীর শিউরানো সেসব কাহিনী। তারা জানালো ভিক্টিমদের কেউই অতীতে কখনও অস্বাভাবিক কোন আচরণ করেনি। তারা সবাই সুস্থই ছিল। কেবল গত সপ্তাহে তারা অসুস্থতার কথা বলেছিল। এই অসুস্থতার মধ্যে ছিল চামড়ায় ব্যথা কিংবা সামান্য ইনফেকশন, স্বল্প জ্বর এবং গিরায় গিরায় ব্যথা নিয়ে ফ্লুর অভিযোগও ছিল তাদের। সবশেষে তারা সকলেই মাথা ব্যথার কথা বলে।

কথা বলার সময় দ্রুত নোট নিল কোরি, শোকার্ত, বিমূঢ় লোকগুলো মিষ্টি মিষ্টি জবাব দিল। তালিকায় একটু বিরতি নিয়ে সে ফিরে এল তারবার্তা কক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় কোথায় এই নৃশংস ঘটনাগুলো ঘটেছে তা মানচিত্র দেখে টুকে নিল। তিনটা জনবহুল এলাকায় এসব ঘটনা ঘটেছে– মিলওয়াকি, নিউইয়র্ক এবং সিয়াটল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে রয়েছে এয়ারলাইনারের ওই উন্মত্ত ব্যক্তিটির ঘটনা। তবে এটিকে নিউইয়র্কের ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যায়। কারণ ফ্লাইট তো ওখান থেকেই উড্ডয়ন করেছে।

এরপরে হাসপাতালগুলো নিয়ে পড়ল কোরি। এখান থেকে অবশ্য তেমন তথ্য মিলল না। সহিংস ঘটনায় যেসব ভিক্টিম মারা যায়নি তাদেরকে মানসিক চিকিৎসালয়ে আবদ্ধ রাখা হবে। না, রোগীরা সাক্ষাৎকার দেয়ার অবস্থায় নেই। না, এ লোকগুলোর কী ঘটেছে সে সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন ধারণা নেই। না, তারা পরবর্তীতে কোরির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়।

নিরাশ হয়ে তালিকার শেষ ব্যাচের নাম্বার নিয়ে কাজে লেগে গেল কোরি। এগুলো বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থার নাম্বার। সে সিটি, কাউন্টি এবং স্টেট সব জায়গা থেকেই রূঢ় ও নেতিবাচক জবাব পেল। অবশেষে ওয়াশিংটন হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস-এর ইউএস অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল কোরি।

'হ্যাঁ, আমি রিপোর্টগুলো পড়েছি,' জানালেন সহকারী সচিব।

'এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি,' বলল কোরি।

'এক্ষুনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করার সময় আসেনি।'

'আমরা তো একই বিষয় নিয়ে কথা বলছি, তাই না? এখানে মিলওয়াকিতে এবং উপকূলের শহরে মানুষজনের ওপরে অকস্মাৎ সহিংস হামলা?'

'ওয়েল, তবে আমরা মনে করছি না যে পরিস্থিতি খুব বেশি অস্বাভাবিক।'

'আমার সামনেই তো রিপোর্ট আছে,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল কোরি। 'এখন পর্যন্ত কুড়িটি রিপোর্টেড কেস পেয়েছি এবং প্রতি ঘণ্টায় আরও আসছে।'

'কুড়িটি রিপোর্ট বিরাট কিছু নয়। আমি আপনাকে হাম রোগ থেকে হাড়ের ক্যান্সার পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের রিপোর্ট দেখাতে পারব, যেখানে এগুলো

মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে।'

'আমরা হাম রোগ নিয়ে কথা বলছি না,' বলল কোরি। 'বলছি সুস্থ সবল কিছু মানুষের কথা যারা হঠাৎ পাগল হয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি জানেন কত মানুষ মারা গেছে?'

'রিপোর্ট শুনেছি। আনকনফারমড।'

'আপনি একটু আগে মহামারীর কথা বললেন। এটাকে কি আপনি মহামারী আখ্যা দেবেন?'

'মোটেই না,' দ্রুত বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। 'কারণ আমরা যে তথ্য পেয়েছি তা কোন উপসংহারে আসার মতো যথেষ্ট নয়।'

'কতগুলো সহিংস ঘটনা ঘটলে তবে সরকারের টনক নড়বে জানতে পারি?' বিদ্রুপের সুরে প্রশ্ন করল কোরি।

'এটি একটি অনুমিত প্রশ্ন এবং আমি এর জবাব দিতে পারব না।'

'তাহলে হেলথ অ্যান্ড হিউম্যানস সার্ভিসেস বিভাগ অফিশিয়ালি কোন মন্তব্য করতে রাজি নয়?'

'আমি বিভাগের মুখপাত্র নই। আমি পার্সোনেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের।'

'ঠিক আছে। অফিশিয়াল প্রসঙ্গ বাদ। আপনার ব্যক্তিগত মতামত কী?'

'আমি একটি সম্ভাবনাই দেখছি। গণ হিস্টিরিয়া।'

'আপনি নিশ্চয় সিরিয়াসলি বলছেন না।'

'আমি অবশ্যই সিরিয়াসলি বলছি। আপনার এইডস আতংকের সেই ঘটনাটির কথা মনে আছে?'

'মনে আছে। কিছু লোক তাদের এইডস রয়েছে ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিল,' বলল কোরি।

'কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা ভাবেনি। এখানেও দেশের কিছু অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। আর আপনারা, সাংবাদিকরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন এবং স্বাস্থ্যবান মানুষরা ভাবতে শুরু করেছে তাদেরও বুঝি একই লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একে বলে মেডিকেল স্টুডেন্ট সিনড্রোম। তাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখান সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভাবতে শুরু করবে তাদেরকেও বুঝি রোগটা ধরেছে। এ হলো গণ মানসিক ব্যাধি।'

'এ কথাটি কি প্রকাশ করা যাবে?'

'অবশ্যই না,' সহকারি সচিবের মধুর স্বরটি পাল্টে গেল। 'আপনি ব্যক্তিগত অভিমত চাইলেন বলে কথাগুলো বললাম। ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি অফিশিয়ালি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।'

'গড ড্যামিট, আমি তাই করতে চাইছি,' ফোনে চিৎকার দিল কোরি। 'আপনি এ ব্যাপারে কথা বলতে না চাইলে অন্য কাউকে দিন।'

'আমি সুইচ বোর্ড অপারেটরকে আপনার নাম্বার দিচ্ছি।' বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। 'তারা আপনাকে আমাদের চিফ অব পাবলিক রিলেশন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।'

'শিট!' বলে দড়াম করে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল কোরি। ওটার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন ওটা কোন নোংরা জন্তু জানোয়ার।

'খবর কী?' কাঠের সুইভেল চেয়ার ঠেলে নিয়ে কোরির ডেস্কের সামনে চলে এলেন ডা. ইঙ্গারসল। আরেকতাড়া তারবার্তা রাখলেন টেবিলের ওপর, সে সঙ্গে সিগারেটের হালকা ছাই ছড়িয়ে পড়ল।

'কেউ কিছু স্বীকার করতে চাইছে না,' বলল কোরি। 'যেসব ভিক্টিম এখনও বেঁচে আছে তারা কথা বলার অবস্থায় নেই। তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবরা বিমূঢ় ও হতভম্ব। কী বলবে বুঝতে পারছে না। হাসপাতালের কর্মকর্তারা কিছু বলছে না। ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস এটা যে একটা সমস্যা তা-ই স্বীকার করতে রাজি নয়।'

'তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছ দেখছি।'

'উঠেপড়ে তো লাগবই,' নোটের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বলল কোরি। 'বিশেষ কোন কারণে মানুষগুলো হঠাৎ হিংস্র এবং উন্মাদ হয়ে উঠছে। এ পর্যন্ত যে লিংক আমি পেয়েছি তা কেবলই ভৌগোলিক। ভিক্টিমরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং সকল জাতের, অন্তত যেটুকু তথ্য আমি পেয়েছি।'

'সমস্ত তথ্য সত্য নয়,' বললেন ইঙ্গারসল।

'মানে?'

'ইঙ্গারসল সঙ্গে নিয়ে আসা কাগজের তাড়া থেকে AP'র একটি কপি আলাদা করে কোরিকে দিলেন।

লং আইল্যান্ডের ঘটনা। বলছে প্রচন্ড মাথা ব্যথায় কাহিল আট বছরের একটি বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। অকস্মাৎ বাচ্চাটি চিৎকার করতে করতে তার বাবা-মা'র বেডরুমে ঢুকে গিয়ে তার মাকে হামলা করে বসে। বাচ্চাটির বাবা পড়শীদের সাহায্যে যখন তার সন্তানকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে টেনে আলাদা করেন ততক্ষণে মহিলাটি হামলার কারণে অন্ধ হয়ে গেছেন।

ছেলেটিকে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে শক্তিশালী সিডেটিভ দিয়েও তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। 'তার নিজের নিরাপত্তার জন্য'ই তাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ডাক্তাররা এ হামলার কোন কারণ খুঁজে পাননি। বাবা বলেছেন, সপ্তাহখানেক আগে তাঁরা এক উন্মাদ ক্যাব ড্রাইভারকে পথচারীদের গায়ের ওপর গাড়ি তুলে দিতে দেখেছেন। তবে এই ঘটনাটি ছেলেটিকে প্রভাবিত করেছে বলে তার বাবা মনে করেন না।

কোরি তাকাল ডা. ইঙ্গারসলের দিকে। 'তাহলে বাচ্চারাও?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

টাইপরাইটারের প্লাস্টিক ডাস্ট কাভারটি টেনে খুলে ফেলল কোরি। 'নতুন কোন খবর এলে আমাকে জানাবেন।'

'জানাবো,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ইঙ্গারসল। খকখক কাশতে কাশতে এগোলেন তারবার্তা কক্ষের দিকে।

নিজের নোটগুলোতে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেশিনে কপি পেপার ঢোকাল কোরি এবং টাইপ শুরু করে দিল। তিন নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসেছে, কানের কাছে কাশির শব্দে সে ঘুরল। মুখের সামনে পোর্টার উলান্ডারের ভুঁড়িটা বাগিয়ে আছে।

'আমাকে নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি আশা করোনি, কোরি,' বললেন সম্পাদক মহাশয়।

'কেন করব না? আজ কাজের দিন।'

'তুমি তো দুপুরের আগে কখনোই আস না।'

'ডা. ইঙ্গারসলের কারণে আজ তাড়াতাড়ি আসতে হলো,' আবার টাইপ রাইটারে ছন্দ তুলেছে কোরি।

'ইঙ্গারসল?'

মাথা ঝাঁকাল কোরি। মনে মনে বলল, ব্যাটা ভাগ এখান থেকে। আমাকে কাজ করতে দে।

'ও, আচ্ছা। আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম হিউস্টনের কাজটির বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলে।'

মেশিনের খটাখট আওয়াজ থেমে গেল। কোরি এডিটরের চর্বিদার মুখের দিকে তাকাল। 'হিউস্টন? আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'তোমাকে তাড়া দিচ্ছি না, কোরি। তবে আমার কিছু স্টাফের রদবদল করতে হবে এবং–'

'পোর্টার, আপনি জানেন না কী ঘটছে?

'ঠিক বুঝলাম না।'

'স্ট্রানস্কির স্টোরি। আমার স্টোরি। খুব বিরাট একটা গল্প তৈরি হতে যাচ্ছে এবং আমি ওটার ওপর বসে আছি।'

উলান্ডারের চেহারা বিকৃত দেখাল। মি. ইকর্ন পইপই করে মানা করেছেন স্ট্রানস্কি বিষয়ে আর কিছু না লিখতে।'

কোরি কয়েকটি তারবার্তা খাবলে তুলে নিয়ে এডিটরের হাতে গুঁজে দিল। 'ফর ক্রাইস্ট'স শেক। এগুলো পড়ুন।'

উলান্ডার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাগজের তাড়ায় পনেরো সেকেন্ড চোখ বুলালেন। 'হুম,

বুঝলাম। এখানে হয়তো কোন গল্প আছে।'

'হয়তো? হয়তো? পোর্টার, এ গল্প আমাকে বিখ্যাত করে দেবে। বিখ্যাত করবে হেরাল্ডকে। আগামীকালের মধ্যে এ খবর দেশের প্রতিটি কাগজে ছাপা হবে। টিভিতে দেখাবে। তবে আমাদের প্রাধান্য থাকবে সবচেয়ে বেশি কারণ এটি নিয়ে আমরাই প্রথম লেখা ছাপিয়েছি। বাকি বিশ্ব হেরাল্ডের কাছে জানতে চাইবে কী ঘটছে। শুনে কেমন লাগছে?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে না বিষয়টা নিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ?'

'যদি করেও থাকি এক সপ্তাহের মধ্যে সবাই তা ভুলে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা যদি সত্যি হয় এবং এ ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে– পোর্টার, আমি এরকম একটি বিষয়ের জন্যেই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছি। আমাকে বাধা দিয়েন না।'

এডিটর কোরির ডেস্কে তার বার্তাগুলো রেখে দিলেন।

'কোন মন্তব্য করার আগে বিষয়টি নিয়ে মি. ইকর্নের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার আমার।'

'বলুন,' টাইপ রাইটারে নব উদ্যমে হামলা চালাল কোরি। 'তবে আমার জন্য প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা রাখার ব্যবস্থা করুন।'

পোর্টার উলান্ডার দুপদাপ পা ফেলে নিজের অফিসে রওনা হলেন। তার পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করছে।



সাপ্তাহিক ছুটিটা ভালো কাটেনি দিনা আজাদের। শুক্রবারে ও ভাবছিল বায়োট্রন হেলিকপ্টার থেকে দুর্ঘটনাবশত: ছড়ানো স্প্রে এবং পরবর্তীতে স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের জীবনে যা ঘটেছে তা কাউকে বলবে না বলে ডা. কিজমিলারকে যে কথা দিয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে কিনা। কিজমিলারের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে ও খানিকটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে দিয়েছিল তবে ডক্টরের অলৌকিক আভা থেকে বের হয়ে আসার পরে ওর মনে সন্দেহ জাগ্রত হতে শুরু করেছে।

লয়েড ব্রাজ যে রাতে ওর বাড়িতে এসেছিল, সব কথা পরিষ্কার মনে আছে দিনার। ব্রাজের চোখেমুখে যে ভীতি ও দেখেছে কিংবা বায়োট্রন ইনফারমারি নিয়ে যে ঘটনার কথা বলেছে, কিছুই সে ভোলেনি।

স্নায়ুগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে শুক্রবার সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল দিনা। চলল উত্তরে, শোয়ান্ড লেকে। ওখানে সে একটি কেবিন ভাড়া করেছে। ওখানে কোন রেডিও বা টিভি নেই, নেউ খবরের কাগজ। দিনা প্রকৃতির মাঝে ডুবে গিয়ে মানুষের তৈরি সমস্যাগুলো কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে থাকতে চাইল। শনিবার এবং রোববার সকালে সে লেকে নৌকা বাইল, পানিতে ভেসে ভেসে অন্যান্য বোটের জেলেদের মাছ ধরতে দেখল।

লেক ভ্রমণ সব সময়ই ওর দেহমন প্রফুল্ল এবং উজ্জীবিত করে তোলে। কিন্তু এবারে করল না। রোববার সকালে ওর স্নায়ুগুলো আগের চেয়েও বেশি টান টান হয়ে রইল।

আজ, সোমবার সকাল, বায়োট্রেন প্ল্যান্টে নিজের অফিসে ঢুকল দিনা মনে আশংকা নিয়ে তার জন্য কোন খারাপ সংবাদ অপেক্ষা করছে। অফিসে আসার পরপরই সব কেমন গোলমাল লেগে গেল।

দিনা প্রথমেই লক্ষ করল সোমবারের মিটিং-এর এজেন্ডাটি তার টেবিলে নেই। বায়োট্রেনে সোমবারের মিটিং একটি রুটিন কাজ, এতে সকল অপারেশনাল ডিপার্টমেন্ট অংশগ্রহণ করে। যারা মিটিংয়ে অংশ নেয়, সোমবার অফিসে এলেই মিটিংয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারে। যার যার টেবিলে রাখা থাকে এজেন্ডা। কিন্তু আজকের সোমবারে তা নেই।

তবে এমন নয় যে মিটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় না যা প্রতিদিনকার সাধারণ কাজের বাইরে এবং যা সামাল দেয়া যাবে না। তবে এ মিটিং সারা সপ্তাহের একটি নিশ্চিত কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং কর্মকর্তারা নতুন কোন সমস্যা হাতে নেয়ার আগে উইকএন্ডের মাকড়সার জালগুলো ছাড়িয়ে নিতে পারে।

দিনা ডিভিশন PRO জিমি লোহনেসকে ফোন করার জন্য তুলে নিল রিসিভার। এ লোক মিটিংয়ের সময় হাস্যরসাত্মক কথা বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। জিমির তিন ডিজিটের এক্সটেনশন নাম্বার টিপল ও, পুরো পনেরো সেকেন্ড কর্কশ সুরে রিং হওয়ার পরে ক্লিক করে একটি শব্দ হলো এবং অপরিচিত একটি কণ্ঠ সাড়া দিল।

'সুইচবোর্ড।'

'আমি ফাইভ থ্রি ওয়ান নাম্বারে ফোন করছিলাম।'

'দুঃখিত, পিবিএক্সে একটু সমস্যা হয়েছে। তাই কলগুলো ম্যানুয়ালি সংযোগ দিতে হচ্ছে। টেকনিশিয়ান যেদিন কম থাকে সেদিনই এ সমস্যা হয়।'

'এরকম সমস্যা তো প্রায়ই হচ্ছে,' মন্তব্য করল দিনা।

'জ্বী, ঠিক বলেছেন। আপনি কত নাম্বার চাইছিলেন?'

'ফাইভ থ্রি ওয়ান।'

দিনার কানে যন্ত্রের শব্দটি বাজল, জবাব দিল জিমির সেক্রেটারি।

'মি. লোহনেসের অফিস।'

'হাই, এডেন, জিমি এখনও আসেনি?'

'ওহ, হাই, ডিনা। না, উনি ফোন করে বললেন অসুস্থ। ফ্লু হয়েছে নাকি। ওনাকে কিছু বলতে হবে?'

'ওর কাছে আজকের মিটিংয়ের এজেন্ডা কী জানতে চাইছিলাম। আমার টেবিলে এজেন্ডা দিয়ে যায়নি কেউ।'

'ও, ও,' বলল সেক্রেটারি। 'মেসেঞ্জার এখনও এসে পৌঁছায়নি। মেইন রুমে বোধকরি কোন সমস্যা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, এডেন। ধন্যবাদ।'

দিনা ফোন রেখে দিল। ক্যালেন্ডার প্যাডে হাবিজাবি আঁকতে লাগল। আজ হয়তো কোন এজেন্ডা ছাড়াই মিটিং হবে। তবে রুটিনের এই ছোট্ট হেরফেরে ও যে কেন বিচলিত বোধ করছে নিজেও জানে না। এ যেন শরীরের অসম্ভব কোন জায়গার চুলকানি যেখানে হাত পৌঁছায় না।

দিনা যার সঙ্গে ছোট অফিসটি শেয়ার করছে সেই ক্যারল ডেংকার এখনও আসে নি। ক্যারল কখনও দেরি করে না। জুনিয়র কর্মকর্তা বলে ক্যারলকে মিটিংয়ে যেতে হয় না তবে সে এবং দিনা কফি ব্রেকে একসঙ্গে কফি পান করে, কোম্পানি কফির স্বাদ যে কত জঘন্য তা নিয়ে সমালোচনা করে এবং মাথায় যা আসে তা নিয়ে আজাইরা প্যাঁচাল পাড়ে। দিনাকে এখন সকালের কফিটি একাই পান করতে হবে। এতেও ওর বিরক্ত লাগছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এল দিনা। চলল খোলা প্যাসেজে রাখা কফি মেশিনের দিকে। মেশিনে একটা মুদ্রা ফেলে, প্লাস্টিকের কাপে ধোঁয়া ওঠা কফি ভরে নিল। আজ অফিসটি অস্বাভাবিক নীরব। ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের টকটক শব্দ অন্য দিনের চেয়ে মৃদু এবং বায়োট্রনের তরুণ এমপ্লয়ীরা, যারা খোলা অফিসে বসে তারা ফিসফিস করে কথা বলছে।

দিনা নিজের অফিসে ফিরে এসে ওর ডেস্কে বসল। গরম কফিতে চুপচাপ চুমুক দিতে দিতে কাচের পার্টিশন দিয়ে অলস চোখে বাইরের ডেস্কগুলো দেখতে লাগল। ভুরু কুঁচকে গেল ওর, প্লাস্টিকের কফি কাপ নামিয়ে রেখে সামনে ঝুঁকল।

কোন সন্দেহ নেই আজ সবকিছু বড্ড বেশি চুপচাপ লাগছে। অনেকেই অফিসে আসেনি। চারজনের একটি ডেস্কও খালি দেখা যাচ্ছে।

একটা শীতল চিন্তা ওকে ধাক্কা দিল। ফোন তুলে পার্সোনেলের নাম্বারে ডায়াল করল। ম্যানুয়াল সুইচবোর্ডে যথারীতি দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ শেষে পার্সোনেল ম্যানেজার আয়ান ম্যাককুল নিজেই সাড়া দিল।

'হ্যালো, ম্যাককুল বলছি।'

'হাই, আমি দিনা আজাদ।'

'হাই। কেমন আছ তুমি? ফোন ধরতে দেরি হলো। কারণ আমি আজ একা অফিসে। আমার সেক্রেটারি এবং রিসেপশনিস্ট দু'জনেই অসুস্থ। কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

'আমিও তাই ভাবছি। আজ বোধহয় অনেকেই অফিসে আসেনি।'

'পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ অনুপস্থিত,' জানালো ম্যাককুল। 'প্রতিটি বিভাগেরই একই অবস্থা। সোমবারের মিটিং হচ্ছে কিনা জানো কিছু?'

'জানি না,' বলল দিনা। 'তুমি তোমার এজেন্ডা পেয়েছ?'

'না, পাইনি। ফোন করেছিলাম। কেউ ফোনও ধরল না। শোনো, আমাকে এখন ছাড়তে হবে। আমার সবগুলো লাইনের বাতি জ্বলতে শুরু করেছে।'

দিনা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রিসিভার। এখন ওর চিন্তা হচ্ছে। আজকের সকালের এই অস্বাভাবিক অনুপস্থিতি কাকতালীয়ও হতে পারে তবে ওর তা মনে হচ্ছে না। ড. কিজমিলারের সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার। এবারে ও ডক্টরকে তাঁর ট্র্যাকের বাইরে যেতে দেবে না।

আবার ফোন তুলল দিনা। ষাট সেকেন্ড ধরে খড়মড় আওয়াজ আর বিপবিপ শব্দ হলো। কোন সাড়া না পেয়ে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল ও। এরচেয়ে সামনাসামনি দেখা করাই ভালো। নিজের কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এল দিনা, বিল্ডিং ছেড়ে এগোল কিজমিলারের অফিসে। তাঁর 'ফ্রেন্ডলি' অফিস নয়, ল্যাবরেটরির কোয়ার্টাসে যাচ্ছে ও। ওখানেই মূলত: কাজ করেন কিজমিলার।

অফিসের দরজার বাইরে, রিসেপশন ডেস্কে বসা একজন নিরাপত্তা প্রহরী দিনাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল ওর দিকে।

'আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

'ড. কিজমিলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'দুঃখিত, ডক্টরের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

'তুমি কি তাকে বলবে ড. দিনা আজাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?'

'মাফ করবেন। ড. কে কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

বন্ধ দরজায় তাকাল দিনা, দৃষ্টি ফেরাল নির্বিকার চেহারার নিরাপত্তা কর্মীর দিকে। 'উনি কি আছেন ওখানে?'

'জী, আছেন। তবে বলে দিয়েছেন তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। আপনি ইচ্ছে করলে কোন মেসেজ রেখে যেতে পারেন। উনি হাওয়া খেতে বাইরে এলে দেব।'

ঠোঁট কামড়াল দিনা। 'এখানে যে রিসেপশনিস্ট বসে সে কোথায়?'

'শুনেছি সে অসুস্থ। ড. কে-কে কিছু বলতে হবে?'

'না,' বলুন দিনা। 'কিছু বলতে হবে না।'

নিজের অফিসে ফিরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল দিনা।

তারপর অফিস ত্যাগ করে চলল পার্কিং লট অভিমুখে।

গাড়ি চালিয়ে হুইলারের রেক্সাল স্টোরে চলে এল দিনা। কিছু মুদি সদয় কিনল। দোকানীর কাছ থেকে মুদি সদয়ের প্যাকেট নিচ্ছে দিনা, চোখ আটকে গেল কাউন্টারে রাখা খবরের কাগজে। *হেরাল্ড* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার তলার দিকে ছাপা হওয়া একটি ছোট হেডলাইন ওর নজর কাড়ল।

**উপকূলবর্তী শহরগুলোতে রহস্যময় রোগের হামলা**

দিনা কাগজের স্তূপের ওপর থেকে *হেরাল্ড* পত্রিকাটি নিয়ে এ প্রতিবেদনের রিপোর্টারের নামটি পড়ল। কোরি ম্যাকলিন। ও পত্রিকা এবং জিনিসের দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে এল গাড়িতে। পড়ল খবরের কাগজের লেখাটি। পড়ার পরে আবার একবার পড়ল। তারপর কাগজটি দুই সিটের মাঝখানে গুঁজে দিয়ে স্টার্ট দিল গাড়িতে। উঠে এল হাউওয়েতে। বাড়িতে থামল ছোট একটি ব্যাগ গুছিয়ে নিতে। তারপর রওনা হলো মিলওয়াকি অভিমুখে।

মিলওয়াকি হেরাল্ড পত্রিকার বেশিরভাগ সাংবাদিকের কাজ যখন শেষ ওই সময় কোরি ম্যাকলিন এবং ডা. ইঙ্গারসল ভয়ানক ব্যস্ত। কোরি তার ডেস্কে বসে আস্তিন গুটিয়ে ঝড়ের গতিতে টাইপ করে চলেছে। ডাক্তারের নিয়ে আসা তারবার্তার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন করে স্টোরি লিখছে সে। আর ডাক্তার সারা দেশ থেকে আসা ফোনগুলো রিসিভ করতে ব্যস্ত। হ্যাংক স্ট্রানস্কিকে নিয়ে লেখা অরিজিনাল স্টোরি এবং তার ফলোআপ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরে কোরি এখন যেন রহস্যময় রোগটির সহিংস হামলার বিষয়ে 'নেতা' হয়ে গেছে। অসংখ্য মানুষ এ বিষয়ে জানতে তাকে ফোন করছে। তবে বেশিরভাগকেই ছাড়াছাড়া জবাব দিচ্ছে কোরি। এটি তার গল্প এবং এ নিয়ে সে কারও সঙ্গে শেয়ার করতে রাজি নয়।

সিটি এডিটর পোর্টার উলাভার আরেকবার তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে কোরির ডেস্কের দিকে হাঁটা দিলেন। কিন্তু কোরিকে মহা ব্যস্ত দেখে মত বদলে আবার ফিরে গেলেন পেট ডলতে ডলতে।

'পোর্টারের বোধহয় বদহজম হয়েছে,' ধোঁয়ার মেঘের মাঝ দিয়ে মন্তব্য করলেন ডা. ইঙ্গারসল।

'বদহজম হয়েছে তার গল্পটি নিয়ে,' বলল কোরি। 'সে এ গল্প হত্যা করতে চায় কিন্তু এ মরবে না।'

'ড্রাকুলার মতো,' বললেন ডাক্তার।

'হুঁ। এখন মোট কেসের সংখ্যা কত?'

'চৌত্রিশ। আরও কিছু অথেনটিক রিপোর্ট আসছে বটে তবে মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলো ঘটেছে শুক্রবারেই।'

‘চৌত্রিশজন মানুষের মৃত্যু দেখেও হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের টনক না নড়লে কীভাবে তাদের চৈতন্যোদয় হবে বুঝতে পারছি না,’ বলল কোরি।

‘ভিক্টিমরা পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি গঠন না করা পর্যন্ত বোধহয় ওদের টনক নড়বে না,’ বললেন ডাক্তার।

কোরি ওর টেবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানচিত্র বিছিয়ে দিয়েছে। লাল কালির কলম দিয়ে যেসব জায়গায় নতুন নতুন সহিংস হামলার ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে সে সব জায়গায় টিক চিহ্ন দিয়ে রাখছে। ম্যাপের তিনটি জায়গা লাল কালিতে লাল হয়ে আছে– নিউইয়র্ক, মিলওয়াকি এবং সিয়াটল– তবে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা কানেক্টিকাট, নেভাডা, অরিগন এবং শিকাগোতেও ঘটেছে।

‘আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন,’ বলল কোরি, ‘তবে ভাবতেই রাগ হয় আমাদের গোটা সরকার ব্যবস্থা ওয়াশিংটনে যে হারামজাদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তার মতো লোক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।’

গরমের সময়ে হেরাল্ড পত্রিকায় যেসব হাইস্কুল পড়ুয়া তরুণ কাজ করে তাদের একজন কোরির সামনে এসে দাঁড়াল।

‘মি. ম্যাকলিন?’

‘বলো?’

‘একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।’

‘কে?’

‘উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।’

‘ওর নাম আর ফোন নাম্বারটা নিয়ে নাও।’

ইতস্তত: করল মেয়েটি। ‘ইয়ে মানে ওনাকে খুব আপসেট মনে হলো।’

‘আমিও অনেক আপসেট। গোটা পৃথিবীই আপসেট। ভদ্রমহিলাকে বলো আমি তাঁর সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব।’

মেয়েটি আরও কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু ডা. ইঙ্গারসনের মাথার আবছা ইঙ্গিতে সে চলে গেল।

কোরি ম্যাপের ওপর ঝুঁকল। ‘আপনি বলছেন নতুন আউট ব্রেকের সংখ্যা কমে আসছে?’

‘অবস্থাদৃষ্টে তো তাই মনে হয়। শুক্রবার মারা গেছে কুড়িজন, শনিবারে সাতজন, রোববারে পাঁচ এবং আজ মৃতের সংখ্যা দুই।’

কোরির কপালে ভাঁজ পড়ল। ‘ড্যাম। মহামারীটা এত্তো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল!’

‘মহমারী চলতে থাকলেই যেন তুমি খুশি হতে,’ বললেন ডক.।

‘আরে আমি তাই বলেছি নাকি? আমি তো আর মানুষ খুন করছি না। আমি শুধু স্টোরি লিখছি।’

হাই স্কুলের ছাত্রীটি আবার ফিরে এল। 'ভদ্রমহিলাটি বলছেন খুব জরুরি।'

'তাকে বলো আমি পোপের ইন্টারভিউ নিচ্ছি এখন যেতে পারব না,' বলল কোরি।

'উনি বলছেন উনি বায়োলজি না কেমিস্ট্রি কীসের যেন প্রফেসর। বায়োট্রেন থেকে এসেছেন।'

'আচ্ছা?' এই প্রথম আগ্রহী দেখাল কোরিকে।

'মানুষ যে বানর হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে উনি কথা বলতে চান। যে বিষয়টি নিয়ে আপনি লিখছেন।'

'ওনাকে বলো আমি এক্ষুনি আসছি।'

মেয়েটি চলে যেতে কোরি ইঙ্গারসলকে বলল, 'বায়োট্রেন– এটা ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট না?'

'ওরা কীটনাশকও তৈরি করে। গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রির একটি শাখা।'

'গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করে?'

'তাই তো জানি। কিছু গন্ধ পাচ্ছ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। চলুন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে আসি।'



সাংবাদিক হিসেবে কোরির অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে যাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি তাদের বিমূর্ত চিত্র তৈরিতে ভুল না করা। তবে ড. দিনা আজাদের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগল না। কেমিস্ট্রি বা বায়োলজির প্রফেসর হিসেবে সে কল্পনা করেছে লাবণ্যহীন, শুকনো খটখটা, খাড়া নাক, চোখে হাই পাওয়ারের চশমার কোন মহিলাকে। বদলে দেখল আউটার অফিসে অপেক্ষা করছে লাবণ্যে ঢলঢল, চমৎকার ফিগারের এক কৃষ্ণকেশী নারী যার চশমা ছাড়া চোখ জোড়া দীঘির জলের মতো কালো।

'আমি কোরি ম্যাকলিন,' তরুণীর আশ্চর্য সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে নিজের পরিচয় দিল ও। 'আর ইনি ডা. ইঙ্গারসল।

ছিপছিপে, কোমল একটি হাত বাড়িয়ে দিনা ওদের দু'জনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। ওর মুঠো শক্ত এবং শীতল।

'রহস্যময় রোগে মারা যাওয়া লোকদের নিয়ে আপনার লেখাগুলো আমি পড়েছি,' কোরিকে বলল দিনা।

'জী?'

বুক ভরে দম নিল দিনা। 'আমার ধারণা এসব কিছুর জন্য দায়ী দুই সপ্তাহ আগে বায়োট্রন ফ্যাসিলিটিতে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা।'

কোরি দীর্ঘক্ষণ দিনার আয়ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে বলল, 'চলুন, কোথাও বসে কথা বলি।'

ওরা অব্যবহৃত একটি কনফারেন্স রুমে গিয়ে বসল। টেবিলের একধারে কোরি এবং ডা. ইঙ্গারসল, অপর প্রান্তে দিনা। বায়োট্রনের ঘটনা সম্পর্কে যা জানে বলতে শুরু করল ও, দ্রুত নোট নিতে লাগল কোরি।

ডা. ইঙ্গারসল মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন।

দিনা ওদেরকে বলল স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের আকস্মিক অন্তর্ধানে সে কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এবং ড. কিজমিলার ওকে কীভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বলল প্রথম সিয়াটল ভিক্টিম আড্রিয়া ওলসন কিথের কথা। সন্দেহ প্রকাশ করল এর সঙ্গে বায়োট্রন হেলিকপ্টারের ছড়ানো স্প্রের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। কোরি এখানে যোগ করল হ্যাংক স্ট্রানস্কি এবং ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের কথা, এরা দু'জনেই একই সময় একই এলাকায় ছিল।

বর্ণনার উপসংহার টানল দিনা। রাতের বেলা ওর বাড়িতে লয়েড ব্রাজের অনুপ্রবেশের ঘটনা বয়ান করে। বায়োট্রন ইনফারমারিতে হতভাগ্য স্টুয়ার্টের নিয়তি এবং ড. কিজমিলারের ওকে চুপ করে থাকার অনুরোধের বিষয়টিও বাদ দিল না।

'আপনি এতো কিছুর পরেও যে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমি সত্যি খুশি হয়েছি,' বলল কোরি।

'আসলে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি বলা যায়।' বলল দিনা।

'আজ সকালে প্ল্যান্টে অনেক মানুষই কাজে যোগ দেয়নি। শুনলাম এরা সকলেই নাকি অসুস্থ। ড. কিজমিলারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলাম তিনি দেখাই করলেন না। কিছু একটা ঘটছে নিশ্চয়। কাগজে আপনার লেখাটা পড়লাম। ভাবলাম কী ঘটছে এখান থেকেই খোঁজ-খবর নেয়া যাক।'

ডা. জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি ধারণা বায়োট্রনের অনুপস্থিত অসুস্থ মানুষগুলোর সঙ্গে স্প্রে ছিটানোর ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকতেও পারে। খোঁজ-খবর নেয়া দরকার।'

আমেরিকার মানচিত্রের ওপর নিজের নোটগুলো ছড়িয়ে রাখল কোরি। তিনজন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কাগজগুলো পড়ল। তারপর একই সঙ্গে মুখ তুলে চাইল।

কোরি বলল, 'ডক্, আমি যা ভাবছি আপনি কি তাই ভাবছেন?'

প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি ধরিয়ে টান দিলেন ডা. ইঙ্গারসল। খকর খক

কাশলেন। তারপর হাতের তেলো দিয়ে মুছলেন মুখ। 'মনে হচ্ছে বায়োট্রন বিষাক্ত কোন পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ওই সময় ওই তিনজন লোক রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় সংক্রমিত হয়ে পড়ে। হ্যাংক স্ট্রানস্কি কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে গিয়ে বিষে আক্রান্ত হয়। ওই তিনজন প্লাস কপ্টারের আরেকজন পাইলট, দিনার গল্প অনুযায়ী (ওর নামটা ভুল উচ্চারিত হলো না দেখে চমৎকৃত হলো দিনা)। এই লোকগুলো আক্রান্ত হওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে উন্মাদের মতো আচরণ করেছে এবং পরবর্তীতে এদের কারণে আরও অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।'

'ওই লোকগুলো যদি অন্যদেরকে আক্রান্ত করে থাকে,' বলল কোরি, 'এবং তার সম্ভাবনা যথেষ্টই, সে ক্ষেত্রে এ মহামারী ছাড়া আর কী?'

'এক মিনিট,' বলল দিনা। 'একই সময় অন্যান্য মানুষও এক্সপোজড হয়েছে। লয়েড ব্রাজ হেলিকপ্টারে স্টুর সঙ্গে ছিল। হ্যাংক স্ট্রানস্কির সঙ্গে নিশ্চয় আরও লোকজন কাজ করছিল। আন্দ্রিয়া কিথ তার দাদুর সঙ্গে গাড়িতে ছিল, নিউইয়র্কের ওই ক্যাব ড্রাইভার উইলিয়ামসন, তার স্ত্রীর সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা যদ্দুর জানি এদের কেউই সংক্রমিত হয়নি। কেন?'

কোরি তাকাল ইঙ্গারসলের দিকে। 'ডক্?'

'বায়োট্রনের স্প্রে করা জিনিসটির কারণে যদি ইনিশিয়াল ইনফেকশন হয়ে থাকে, এর মানে হলো কিছু লোক সহজে প্রভাবিত হয়েছে, কিছু হয়নি। তবে কেন তা আমি জানি না।'

'তাহলে এখান থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

কোরি ওর কাগজপত্র গোছাতে শুরু করল। 'আপনি কী করবেন জানি না তবে আমি আমার ডেস্কে গিয়ে নতুন করে গল্পটি লিখতে শুরু করব। আমি এখন এমন কিছু পেয়ে গেছি যে নাথান ইকর্নও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন এটি প্রথম পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে ছাপার মতো জিনিস।'

'এক মিনিট,' বলল দিনা।

ওর গলার স্বরের তীক্ষ্ণতা বিস্মিত করল কোরিকে। চাইল মুখ তুলে।

'আপনার কাছে এই-ই সব... একটি নিউজ স্টোরি?'

'নিশ্চয়। আমি জানি মানুষ মারা যাচ্ছে তবে আমার কাজ হলো লোককে এটা জানিয়ে দেয়া।'

'এবং একই সঙ্গে বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করা?'

'শুনুন, লেডি, আমি একজন সাংবাদিক। আমি এ করেই খাই।'

'আমি আপনাকে প্রথম পৃষ্ঠার গল্প লেখার মাল মশলা জোগাতে এখানে আসিনি। এসেছিলাম এই ভেবে যে আপনি হয়তো এর আসল রহস্য উদ্ঘাটনে আমাকে সাহায্য করবেন এবং তাতে কিছু মানুষের জীবন রক্ষা পাবে।'

'আমি তো মানুষের জীবন রক্ষার কাজই করছি,' বলল কোরি। 'কিন্তু আপনি

আমার কাছ থেকে কী আশা করছেন বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি আমার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারেন, শুরু হিসেবে তা মন্দ নয়।'

'কোন কর্তৃপক্ষ? পুলিশ? তারা প্রথমেই জানতে চাইবে কী ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।'

'অন্যান্য এজেন্সিও আছে... সরকার,' মিনমিন করে বলল দিনা।

'হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের মতো? ওখানার কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা যদি আপনি শোনেন!'

ওয়াশিংটন বুরোক্রাটের সঙ্গে কথোপকথনের ঘটনাটা দিনাকে বলল কোরি। দিনাকে খুবই হতাশ দেখাল।

'অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত আমাদের, 'বলল ও।

কথা বলে উঠলেন ডা. ইঙ্গারসল। 'EPA -র সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?'

'যারা শামুক শিকারীদের জন্য আমাদের নদী-নালা কীভাবে সুরক্ষিত রাখবে তাদের কথা বলছেন?

'ক্ষতি কী? এটি তো এক ধরনের পরিবেশ রক্ষার ক্যাটাগরিতেই পড়ছে।'

'চেষ্টা করে দেখা যায়,' সায় দিল দিনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোরি। 'ঠিক আছে, তবে সরকারি সংস্থা নিয়ে আমি খুব বেশি আশাবাদী নই, ঘড়ি দেখল ও।

'আজ আর ওদেরকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আপনি কি কাল শহরে আসবেন?'

'প্রয়োজনে আজ থেকে যেতে পারি।'

'আমি আরেকজন বুরোক্রাট সামাল দিতে পারব না,' বলল কোরি।

'আপনার ডিগ্রির কথা শুনলে ওরা হয়তো পাত্তাও দিতে পারে।'

'আমি কাল সকাল আটটায় এখানে আসব,' বলল দিনা।

'আমার জন্য বড্ড তাড়াতাড়ি।'

'আমাদের আর নষ্ট করার সময় নেই। আপনার কী মনে হয়?'

'ঠিক আছে। আটটাই সই।'

দিনা ওদের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

কোরি ওর গমপথের দিকে তাকাল। মেয়েটা একটু কর্তৃত্বপরায়ণ তবে ভারি কিউট।

'তুমি কি গল্পটা রি-রাইট করবে?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্।

একটু ভেবে জবাব দিল কোরি। 'আগে কাল EPA -র সঙ্গে কথা বলি। ওরা আমাকে নতুন কোন অ্যাঙ্গেল দিতেও পারে।'



মোটেলের নাম বেডি-বাই। এ ধরনের সস্তা মোটেলে খুব কমই ওঠে দিনা। তবে আজ গ্রাহ্য করল না। মোটেলের নামও তেমন খেয়াল করল না সে। শুধু লাল সাইনে লেখা Vacancy শব্দটিই ওকে আকর্ষণ করল।

মোটেলগুলোর রুমের আসবাব বা সজ্জা যেমন হয়ে থাকে এটিও তেমনি: কুইন সাইজ বেড, ব্যুরো, লেখার টেবিল, বাথরুমের আয়না ঝাপসা, টয়লেট সিটের ওপর 'স্যানিটারি' পেপারের স্ট্রিপ, টিভি সেটের ওপর কাপড় পরানো। দেয়ালের অবস্থাও তাই। শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্য সংবলিত ওয়ালপেপার, কোন অখ্যাত শিল্পীর কল্পনায় আঁকা।

অ্যালুমিনিয়াম টিউব লাগেজ র‍্যাকে ব্যাগটা রেখে মোটেল ছেড়ে বেরুল দিনা কিছু খাবার মেলে কিনা দেখতে। অফিস সংলগ্ন কফিশপ রয়েছে একটি, তবে যে মোটেলের নাম বেডি-বাই সেখানে ওর কিছু খেতে রুচি হলো না।

হার্ভে'স নামে একটি রেস্টুরেন্টে চলে এল ও গাড়ি নিয়ে। পার্কিং লটে কোন পিকআপ ট্রাক চোখে পড়ল না। ভেতরটা নির্জন এবং সুন্দর, খাঁটি কাঠের কাজ, আধো আলো-আঁধারি। দিনা স্টেক আর কফির অর্ডার দিল। ওয়েট্রেস খাবার দিয়ে চলে গেল। খেতে খেতে দিনা তার পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল।

খাওয়া শেষ করার পরে ওর ঘুম পাচ্ছিল। তাই আর রেস্টুরেন্টে বসল না। আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড দিয়ে বিল মিটিয়ে ফিরে এল মোটেলে। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে শাওয়ার নিল, পাজামা পরে শরীর এলিয়ে দিল বিছানায়। কিন্তু ঘুমটা ততক্ষণে চড়ে গেছে।

টিভি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ঢেউ ঢেউ ছবি আসছে। টিভি বন্ধ করে দিল। পেপারব্যাক কোন গল্পের বই থাকলে এখন পড়া যেত।

কোন রহস্য উপন্যাস কিংবা হরর। কিন্তু হোটেল রুমে একটি বাইবেল ছাড়া আর কিছু নেই। আর বাইবেল পড়ার কোন ইচ্ছেই নেই দিনার।

বিছানায় শুয়ে ও আগডুম বাগডুম চিন্তা করতে লাগল। হাইওয়ে থেকে গাড়ি ঘোড়ার অস্পষ্ট শব্দ আসছে। 'আমি এখানে কেন মরতে এলাম' এ চিন্তাটি পেয়ে বসল ওকে। দিনা জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে ভাবতে লাগল ও কোরি

ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করতে কেন মিলওয়াকি ছুটে এসেছে। লোকটাকে তার খুব একটা নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। এ লোক হয়তো স্রেফ নিজের স্বার্থেই রহস্যময় রোগ নিয়ে লেখাগুলো লিখছে।

কিন্তু দিনা আর কার কাছে যেতে পারত? ড. কিজমিলার, যাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, তিনি নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। তিনি দিনাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। পুলিশও ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। তবে দিনা নিশ্চিত এ ঘটনায় কোথাও কোন অপরাধ অবশ্যই করা হচ্ছে কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে হলে তো নিরেট প্রমাণ থাকা চাই।

আসল কথা হলো ওকে সাহায্য করার কেউ নেই। সময় পেলে হয়তো বায়োট্রন প্ল্যান্ট থেকে সাহায্যকারী কাউকে খুঁজে বের করা যেত। কিন্তু ওর হাতে কতটুকু সময় আছে? দিনার মনে হচ্ছে বেশি সময় নেই। ওকে এখন অ্যাকশনে নামতে হবে, কথা বলে নষ্ট করা যাবে না সময়।

তাহলে কোরি ম্যাকলিন ছাড়া অন্য কারও কাছে সে এ মুহূর্তে যেতেও পারছে না। ওকে ঠিক নাইটের ভূমিকায় বসানো যাবে না। তবে প্রথম দর্শনে ওকে যতটা ফাঁপা মনে হচ্ছিল ততটা সে নাও হতে পারে। কলেজ ছাত্রসুলভ নৈরাশ্যের নিচে কোথাও হয়তো ওর পৌরুষ লুকিয়ে আছে।

দিনা এটুকু আশা অন্তত করছে। আগামীকাল একসঙ্গে EPA অফিসে যাওয়ার সময় এবং পরে লোকটাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে সে।

ঘুম আনার জন্য অটো রিলাক্সেশন টেকনিক ব্যবহার করল ও। ঘুম নিয়ে ওর খুব একটা সমস্যা হয়না। শুধু শিকাগোর ডাক্তারটির সঙ্গে সম্পর্ক করার পরে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী কেটেছিল ওর। তবে ওটা সিরিয়াস কিছু নয়। তবে গত দুই সপ্তাহ, স্টু অ্যান্ডারসন অদৃশ্য হওয়ার পরে এবং বিশেষ করে লয়েড ব্রাজ ওর বাড়িতে উদয় হওয়ার পরে বেশ কয়েকটি রাত ধরে ঘুমে ব্যঘাত ঘটছে ওর।

দিনা নিজের কাজের কথা ভাবতে লাগল। জিপসি মথ নিধনের জন্য যে কীটনাশক তৈরি করা হয়েছে তা নিয়ে ও গবেষণা করছিল। স্টু এবং রহস্যময় রোগে আক্রান্ত লোকজন নিয়ে ব্যস্ততার কারণে কয়েকদিন ধরে গবেষণায় যেতে পারেনি ও। জানে না এ মুহূর্তে কে জিপসি মথ নিয়ে কাজ করছে। হয়তো কেউ নয়। ও কল্পনায় দেখল জিসপি মথগুলো চোখের সামনে সবুজ গাছপালা যা পাচ্ছে সব সাবাড় করে এখন মানুষের ওপর হামলা চালাতে শুরু করেছে। কল্পনা করতে ওর ঘুম এসে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল দিনা।

দিনা যখন বেডি-বাই মোটেলে উঠছে ওই সময় কোরি ম্যাকলিন নাথান ইকর্নের প্রস্তাবিত হিউস্টন চাকরিটি কেন করবে না সে বিষয়ে বক্তৃতার একটি খসড়া প্রস্তুত করছিল। কিন্তু মি. ইকর্নকে চাকরি প্রত্যাখ্যানের জ্বালাময়ী বক্তব্যটি শোনাবার

সুযোগ পেল না কোরি। একটি ফোনে তাকে বলা হলো ব্যক্তিগত জরুরি কাজে মি. ইকর্ন হিউস্টন চলে গেছেন মি. ম্যাকলিনের সঙ্গে তিনি পরে কথা বলবেন।

কোরি স্বস্তির পরশ নিয়ে বাড়ি ফিরল। সে এই ভেবে সন্তুষ্ট হলো যে চাকরি করতে না চাওয়ার কারণগুলো খানিকটা স্বার্থপরতার মতো শোনালেও সে একটি মহৎ কাজের জন্যেই নিজেকে প্রস্তুত করছে।

স্যান ফ্রান্সিসকো হোটেলের দশ তলার সুইটে বসে আন্তন কুরাকিন লেখার টেবিলে বসে এক গাদা মার্কিন খবরের কাগজ খুঁটিয়ে দেখছিল। সে বেশকিছু প্রতিবেদনে কলমের দাগ দিয়ে রেখেছে। ভিক্তর রাসলভ ঘরের অন্যপ্রান্তে বসে ফোনে নিচু গলায় কথা বলছে। বিশালদেহী সেই লোক দুটি ছোট একটি টেবিলে বসে দাবা খেলছে।

রাসলভ ফোন রেখে কুরাকিনের কাছে চলে এল।

'খুব ব্যস্ত দেখছি, আন্তন?'

কুরাকিন তার সামনে খবরের কাগজগুলো ছড়িয়ে দিল। "এগুলো দ্যাখো,' বলল সে। 'এই স্টোরিগুলোতে আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। এটা... এটা... আর এটা। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত সহিংসতার খবর। হামলাগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।' রাসলভের দিকে তাকাল সে।

'কী ঘটছে তা নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

'গুড। এখানে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট তাহলে শেষ।'

'আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল এটা জানা যে মার্কিনীরা প্রজেক্ট রোমানভ-এর আমেরিকান ভার্সনে কী অগ্রগতি সাধন করেছে।'

'আমাদের কাজ কী তা তুমি ভালো করেই জানো, আন্তন। এবং আমি বলছি এখানে আমাদের কাজ শেষ। আমাদের লোকাল কনসুলেট এবং ওয়াশিংটনের দূতাবাস এ বিষয়ে একমত।'

'মানবতার প্রশ্নে আমাদের কি চুপ করে থাকা উচিত?'

'আমাদের নতুন অর্ডারে মানবতার কথা ছিল না।'

'নতুন অর্ডার কী?'

'গৃহ প্রত্যাবর্তন।'

'কমরেড, এখানে কী ঘটবে জানার পরও আমরা কীভাবে যাই?'

রাসলভ অপর লোকটির কাঁধে হাত রাখল। 'আন্তন, বন্ধু আমার, কী ঘটবে জানার পরেও আমরা কী করে থাকি?'

কুরাকিন একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে কখন যেতে হবে?'

'যত শীঘ্রি সম্ভব। সপ্তাহখানেকের মধ্যে। ওয়াশিংটনে এরোফ্লোত আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তোমাকে এ কথা নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওপর কঠোর নজর রাখা হবে।'

'না,' বলল কুরাকিন।' আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে না।'



পরদিন সকাল আটটা দশ মিনিটে *হেরাল্ড* অফিসে ঢুকল কোরি। দিনা আজাদকে দেখল ওর সিটে বসে আছে। চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ।

'আপনি দেরি করেছেন,' বলল ও।

'দশ মিনিট?'

'আমার কাছে আটটা মানে আটটা।'

'ঠিক আছে, এ অপরাধের জন্য আমার কান মুলে দিন।'

'তার দরকার হবে না।'

ডা. ইঙ্গারসল ক্যামেল ঠোঁটে ঝুলিয়ে কোরির ডেস্কের সামনে চলে এলেন। 'জোকস বলা হচ্ছে?'

'দশ মিনিট দেরি করার জন্য আমার কান মুলে দেয়া হচ্ছে।'

'আটটার সময় আসতে পারবেন না বললেই হতো,' বলল দিনা।

'তাতে সমস্যা কী? ব্যুরোক্রেটরা তাঁদের অফিসে ন'টার আগে আসেন না।'

'আমি ভেবেছিলাম লোকের সঙ্গে কথা বলার আগে দু'জনে মিলে চিন্তাটা শেয়ার করে নিলে ভালো হবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' ব্যঙ্গ করল কোরি। 'আপনার আসলে সমস্যাটা কী?'

'তোমরা ঝগড়া বন্ধ করবে?' বললেন ডক্। 'কাজের কথায় এসো।'

'কে ঝগড়া করছে?' বলল কোরি।

দিনা ওর দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, 'ডক্ ঠিকই বলেছেন। আমরা EPA-র কাছে কী বলব তা আগে ঠিক করে নিই। তারপর আপনি আপনার বীরত্ব দেখাবেন। আমরা সবাই হাততালি দেব।'

কোরি মুখ ভেংচাল, ফিরল ডা. ইঙ্গারসলের দিকে।

'তারবার্তায় কোন নতুন খবর এসেছে?'

'AMA অবশেষে স্বীকার করেছে কিছু একটা ঘটছে। বলছে এটা নতুন ধরনের ফ্লু হতে পারে।'

'ফ্লু!' চেঁচিয়ে উঠল কোরি। 'আরে, আমি নিজে দেখেছি হ্যাংক স্ট্রানস্কির অবস্থা। ওর যদি ফ্লু হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রিন্স চার্লস।'

'AMA বলছে,' বললেন ইঙ্গারসল। 'তারা নাকি এসব কেসের কিছু ক্ষেত্রে ফ্লু'র লক্ষণ পেয়েছে।'

দিনা বলল, 'ফ্লু হোক বা যা-ই হোক, এ কারণেই গতকাল বায়োট্রনের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী আসেনি।'

'লোকের যা ঘটছে তাদের কয়েকজনের নাম দেয়ার জন্য 'AMA'-র ওপর খুব চাপ আছে। তাহলে হয়তো তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবে। সবাইকে হয়তো অ্যাসপিরিন খেতে বলবে এবং সকাল বেলায় ফোন করবে। অবশ্য সকাল বেলায় সবাইকে যদি তারা ফোন করতে পারে তবেই।'

'আমরা কি রওনা হতে পারি?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'হতে পারি। ডক্, যাবেন না?'

'তোমরা দু'জনে মিলেই EPA কে সামলাতে পারবে,' বললেন ইঙ্গারসল। আমি তারবার্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তাছাড়া ফলোআপও করতে হবে। তোমরা ফিরতে ফিরতে কাজ সেরে ফেলব।'

কোরি তাকাল দিনার দিকে। 'আপনার গাড়িতে যাবেন নাকি আমারটাতে?'

'আমারটা পার্কিংলটে রেখে এসেছি। কাজেই আমারটাতে গেলেই ভালো। অবশ্য একজন মহিলার সঙ্গে গাড়ি চড়তে যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, কোরি ডাক্তারের দিকে ফিরে চোখ টিপল। 'তবুও কিউট।'

ওদেরকে চলে যেতে দেখলেন ডা. ইঙ্গারসল। তিনি জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেটটা প্রায় বাট পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেললেন। খকখক কাশলেন খানিকক্ষণ। তারপর রিসিভার তুলে মিলওয়াকিতে, তাঁর প্যাথলজিস্ট বন্ধু ডেক্সটার হর্নকে ফোন করলেন।

পৌনে ন'টার সময় ফেডেরাল ভবনে পৌঁছাল দিনা এবং কোরি। এনভায়ারোমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সির অফিস চারতলায়। ওরা বিনা বাক্যব্যয়ে এলিভেটরে উঠল।

রিসেপশনিস্টের বেড়াজাল পেরোতে পনেরো মিনিট সময় লাগল। বিশ্রী ওয়েটিং রুমে আরও পৌনে এক ঘণ্টা কাটানোর পরে কোরি যখন রাগে দাঁতে দাঁত ঘষছে এবং দিনা অটো এমিশন কন্ট্রোলের ওপর লেখা একটি প্যামফ্লেটের পাতা ওল্টাচ্ছে বিরক্তি নিয়ে, এমন সময় 'এক্সকিউজ মি' বলে এক রোগা মহিলা, চোখে ভারী চশমা, নি:শব্দে ঢুকল ঘরে। ওরা মুখ তুলে চাইল।

'মি. ম্যাকলিন?' বলল সে। 'ড. আজাদ?'

ওরা মাথা ঝাঁকাল।

'আমি মি. জ্যাচরির সেক্রেটারি। তিনি তাঁর অফিসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'অবশেষে সময় হলো,' বলে উঠে দাঁড়াল কোরি। 'পথ দেখান।'

'মি. জ্যাচরি নয় তলায় বসেন।' বলল মহিলা।

তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দিনা। 'উনি কি EPA এর সঙ্গে আছেন?'

'না... ঠিক সেভাবে নেই।'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল কোরি। 'তাহলে কে আছেন?'

'এবং আপনি আমাদের নাম জানলেন কী করে?' যোগ করল দিনা।

'মি. জ্যাচরি বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন,' বলল মহিলা। 'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ।'

কোরি এবং দিনা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল। মহিলার পেছন পেছন EPA অফিস থেকে বেরিয়ে এল। হলওয়ে ধরে চলল এলিভেটরে।

নবম তলায় এসে সেক্রেটারি ওদেরকে আবছা আলোর একটি করিডর ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। দু'পাশে অনেকগুলো দরজা। কিন্তু কোনটাতে নেমপ্লেট নেই। ওরা ছোট যে অফিসটিতে ঢুকল ওটা হালকা আসবাব দিয়ে সজ্জিত, ঘরে একটিমাত্র জানালা। খোলা জানালা দিয়ে পাশের দরজার নিস্প্রভ চেহারার ছাদ দেখা যাচ্ছে। শর্টস পরা এক সুন্দরী মহিলা এবং দশ বছরের সোনালি চুলের একটি মেয়ের রঙিন ছবি শোভা পাচ্ছে ডেস্কে রাখা প্লাস্টিকের একটি ফটো ফ্রেমে। তারা শহরতলী টাইপের একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, রোদ পড়ায় চোখ মুখ কুঞ্চিত।

ডেস্কের পেছনে যে লোকটি বসে আছেন তাঁর বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। কলেজ ফুটবল গার্ডের মতো শক্ত কাঠামো ধরে রেখেছেন এখনও। মাথায় হালকা চুলগুলো খাটো এবং পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ওরা ঢুকতেই তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে হ্যান্ডশেক করার জন্যে বাড়িয়ে দিলেন হাত।

'আমি লু জ্যাচরি,' বললেন তিনি। 'আসার জন্য ধন্যবাদ।'

প্রায় আসবাবপত্রহীন ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল কোরি।

'কিন্তু আপনি তো EPA এর সঙ্গে জড়িত নন,' বলল সে।

'তা নই বটে,' বললেন জ্যাচরি। দুটো চেয়ার টেনে আনলেন ডেস্কের সামনে। 'ধন্যবাদ, মিস পিটার্স।'

সেক্রেটারি সবার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

'আমি একটি এজেন্সির সঙ্গে আছি যার নাম সম্ভবত আপনারা শোনেননি।'

'বলুন শুনি,' বলল কোরি।

'iDi'

কোরি নামটা পুনরাবৃত্তি করে ডানে বামে মাথা নাড়ল। কাঁধ ঝাঁকাল দিনা।

'ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ইন্টিলিজেন্স,' বললেন জ্যাচরি।

বিরক্ত দেখাল কোরিকে। 'এ নামটি আমার কাছে কোন অর্থ বহন করছে না। আপনারা তো প্রতিদিনই নতুন নতুন সব নাম নিয়ে হাজির হন।'

দিনা বলল, 'আরেকটু খোলাসা করে বলবেন, প্লিজ?'

জ্যাচরি নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃদু হাসলেন। 'আমাদের নাম জানেন না বলে অবাক হচ্ছি না। আমরা আসলে পাবলিসিটি চাইও না।'

'আপনারা আসলে কী করেন?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'আপনারা সম্ভবতঃ গুজবটা শুনেছেন যে সরকারের আয়তন এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর এতগুলো বিভাগ যে একটি বিভাগ জানেনা অপর বিভাগটি কী করছে।'

'শুনেছি,' বলল কোরি।

'ওয়েল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কথা সত্যি। কিছু এজেন্সি এত বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করে যে এদের কারণে অনেক সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। iDi-র কাজ হলো কে কী করছে তার ওপর লক্ষ রাখা এবং সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করা।

'এতে আমাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল দিনা।

'আমরা কিছুদিন ধরে বায়োট্রনের কাজকর্ম লক্ষ করছি।' বললেন জ্যাচরি। 'বিশেষ করে কিছু সরকারি চুক্তির বিষয়ে যেগুলো নিয়ে লোকে কথা বলতে চাইছে না। আমাদের কারও কারও ধারণা অফিশিয়াল রিপোর্টের বাইরেও ওখানে কিছু একটা ঘটছে।'

'আমীন,' বলল দিনা।

'তো যখন শুনলাম আপনাদের কাছে কিছু খবর আছে, মিস পিটার্সকে বললাম উনি যেন আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসেন।'

'আমাদের কথা আপনারা জানলেন কী করে?' প্রশ্ন করল কোরি।

হাসলেন জ্যাচরি। 'বিল্ডিংয়ে মুখে মুখে ছড়ানো টেলিগ্রাম আছে এবং টেলিফোনের চেয়ে ও দিয়ে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে।'

'তাহলে হয়তো আপনি জানেন আমরা কেন এখানে এসেছি?' বলল দিনা।

'গুজব শুনেছি। কিন্তু আসল কথাটি আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

দিনা এবং কোরি মিলে ভাগাভাগি করে গত তিন হপ্তার ঘটনা বলল। মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনে গেলেন জ্যাচরি, মাঝেমধ্যে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। কথা শেষ হওয়ার পরে ওরা হেলান দিল চেয়ারে, তাকিয়ে রইল সরকারি কর্মকর্তাটির দিকে।

অবশেষে কোরি বলল, 'আশা করি আপনি আমাদেরকে কোন ফর্ম পূরণ করতে বলবেন না।'

'নাহ,' বললেন জ্যাচরি। 'তবে আমার সঙ্গে আপনাদের কাজ করতে বলব।'

'কী কাজ?' জানতে চাইল দিনা।

'আপনি, ড. আজাদ, ফিরে যাবেন বায়োট্রনে, চোখ-কান খোলা রাখবেন এবং যা দেখবেন সব আমাকে জানাবেন। বদলে অন্য সোর্স থেকে যেসব খবর আমি পাব

সব আপনাকে বলব। রাজি?'

'এখন পর্যন্ত,' বলল দিনা।

'আর আমাকে কী করতে হবে?' বলল কোরি।

'আপনি এরপরে কী করতে চাইছিলেন?'

'ভেবেছিলাম বায়োট্রনে যাবো, এই ড. কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলব। মনে হচ্ছে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু এই লোক।'

'হয়তো বা,' বললেন জ্যাচরি। 'তবে আপনি আপনার স্টোরি বর্তমানে যে ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে লিখছেন তা চালিয়ে যান। ভিক্টিমদের সাক্ষাৎকার নিন, এদের মধ্যেকার মিল-অমিলগুলো খুঁজে বের করুন। বায়োট্রনে এখন হামলা না করাই ভালো।'

'কেন?'

'ওরা যদি জানতে পারে ওদের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তাহলে সাবধান হয়ে যাবে। ড. আজাদ তো দৃশ্যপটে থাকবেনই। ওরা কী করছে তা ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারব এবং সময় বুঝে এগোব।'

'আমাদের হাতে বেশি সময় না-ও থাকতে পারে,' বলল কোরি। 'বায়োট্রন থেকে যদি কোন রোগ ছড়িয়ে পড়ে, আমরা যত দ্রুত এর সম্পর্কে জানতে পারব তত তাড়াতাড়ি একে থামাতে পারব।'

'তা বটে,' সায় দিলেন জ্যাচরি। 'আমি বলছি না যে খুব বেশি দেরি হবে। সবকিছু জেনে নিতে অল্পক'টা দিন সময় লাগবে। তারপর আমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমে যাবো।'

'মি. জ্যাচরি,' বলল দিনা। 'আপনার স্টাইলটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। যেহেতু দল বেঁধে একসঙ্গে কাজ করব এবং তোমরা আমার বয়সেও ছোট কাজেই তোমাদেরকে তুমি সম্বোধন করলে আপত্তি নেই তো? আমাকে লু বলে ডাকতে পারো?'

'আমার ডাক নাম দিনা,' বলল দিনা।

'আমি কোরি।'

'তোমরা কি একসঙ্গেই চলাফেরা করো নাকি?'

'এটা কি কোন অফিশিয়াল প্রশ্ন?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'নাহ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমার টিমমেটদের বিষয়ে কৌতূহল বলতে পারো।' জ্যাচরি টেবিলের ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'আমি ডিভোর্সি। আমার স্ত্রীর ওয়াশিংটন পছন্দ নয়। এজন্য অবশ্য তাকে দোষও দিই না। দশ বছর আগে সে আমার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।'

'আমরা একসঙ্গে চলাফেরা করি না,' বলল কোরি। 'এখন পর্যন্ত নয়।'

দিনা এমনভাবে তাকাল কোরির দিকে কোরি দেখেও না দেখার ভান করল।

'তোমাদের ব্যাপারে অবশ্য আমি নাক গলাচ্ছি না,' বললেন জ্যাচরি। তিনি দু'

টুকরো কাগজে একটি ফোন নম্বর লিখে ওদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'এ নাম্বারে তোমরা আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাবে। কোন খবর থাকলে জানাতে দ্বিধা কোরো না। যে কোন খবর।'

'আর আমাদের সঙ্গে যদি আপনার যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়?' বলল কোরি।

হাসলেন জ্যাচরি। 'আমি তো আর খামোকা ইন্টেলিজেন্সে কাজ করি না।'



মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে গাড়ি নিয়ে নিজের শহর হুইলারে রওনা দিল দিনা আজাদ। ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে, গতকাল মিলাউইকিতে যাদের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, তাদের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে মন। তিনজন লোককে নিয়ে ভাবছে ও, তৈরি করছে মানসিক মতামত।

ডা. ইঙ্গারসলকে ওর ভালোই লেগেছে। মানুষটা বুদ্ধিমান, বিবেকবোধ সম্পন্ন। তবে ডাক্তারের সমস্যা হলো তিনি বড্ড বেশি ধূমপায়ী, ফুসফুসে তামাকের অবিরত হামলা হয়তো লোকটিকে একেবারে ছারখার করে ফেলেছে।

লু জ্যাচরি, সরকারি কর্মকর্তা, ওদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আন্তরিকই মনে হলো। তবে সরকারি গুপ্তচর সংস্থাগুলো ওকে একদমই স্বস্তি দেয়নি। তাছাড়া জ্যাচরি ওরা এ পর্যন্ত যা জেনেছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে কেন দ্বিধা করছেন ভেবে অবাকই লেগেছে দিনার। এ বিষয়ে নিশ্চয় তাঁর ব্যাখ্যা আছে, সন্দেহ নেই, তবে ওদেরকে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কি? যেসব বুরোক্রাটকে দিনা চেনে জ্যাচরি তাদের থেকে খুব ব্যতিক্রম নন।

কোরি ম্যাকলিনকে সে রেখেছে তালিকার সব শেষে। অস্বীকার করা যাবে না ও বেশ ধারালো, করিৎকর্মা এবং কিছুটা আকর্ষণীয়ও বটে, যদি এ ধরনের পুরুষ দিনার রুচির সঙ্গে যায়। কিন্তু একে বিশ্বাস করা যাবে কিনা বুঝতে পারছে না দিনা। কোরির মধ্যে নিজেকে জাহির করার একটা ব্যাপার আছে। তবে ওটা সামাল দিতে পারবে দিনা। সমস্যা হবে কোরির সিনিসিজম এবং এক নম্বর হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ওরা সিনেমা বা টিভির এ টিম না হতে পারে, তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। দিনা চেষ্টা করবে এ দলে থেকেই ভালো কিছু করার।

বেডি-বাই মোটেলে প্রায় নিদ্রাহীন রাত কাটানোর পরে নিজের ছোট্ট বাড়িটিতে ফেরার পরে খুব ভালো লাগছে দিনার। সে প্রেশার কুকারে খিচুড়ি চড়িয়ে দিল। ফ্রিজে তাল বেগুন আর ডিম আছে। দ্রুত বেগুন কেটে, ডিম ফেটিয়ে ভিজিয়ে নিল। অল্পক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল খিচুড়ি। একটা বাটিতে খিচুড়ি নামিয়ে তার ওপর গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিল। শুকনো মরিচ মুচমুচে করে ভেজে রেখেছিল আগেই। তেল চুপচুপে বেগুন ভাজা, চারটা ডিমের ওমলেট আর খিছুড়ি দিয়ে জম্পেশ একটা নৈশভোজ হলো। ও সময় পেলেই বাঙালি রান্না করে। আর মিলাউইকিতে একটি বাংলাদেশি মুদি দোকান আছে যেখানে কাচামরিচ থেকে শুরু করে কচুর লতি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়।

খাওয়ার পরে শরীর ছেড়ে দিল দিনার। ও ঢুকে পড়ল বিছানায়। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত একটানা ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে গোসল সারল দিনা, ব্রেড, মাখন আর কলা দিয়ে নাস্তা সারল। শরীরটা বেশ ঝকঝকে লাগছে। তবে বায়োট্রনের পার্কিং লটে যখন গাড়ি নিয়ে ঢুকল, মনের ভেতরে দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধল। গত দু'বছর ধরে যেখানে ও কাজ করছে সে জায়গাটাই কেমন অচেনা লাগছে। সাদা ধবধবে ভবনগুলো কেমন অশুভ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবনের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে পিঠ কুঁজো করে যেসব মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে তাদেরকে মনে হলো কোন বদমতলব আঁটছে।

গাড়ি পার্ক করল দিনা। নিজেকে চোখ রাঙালো উল্টাপাল্টা চিন্তা না করতে। কাজ হলো না। গার্ড পোস্টে অচেনা লোক পাহারা দিচ্ছে। নিয়মিত প্রহরী র‍্যালফও প্ল্যান্টের অন্যান্য ভিক্টিমদের মতো 'ফ্লু' তে আক্রান্ত হলো কিনা কে জানে।

কী আশা করবে না জেনেই ভবনে প্রবেশ করল ও এবং সবকিছু প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দেখে স্বস্তি পেল মনে। আজ অল্প কয়েকটা ডেস্কই খালি, যন্ত্রের আওয়াজ ফিরে এসেছে এবং ছাড়াছাড়া কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ হাসির ধ্বনিও উঠছে। প্রায় স্বাভাবিক। তবু কোথাও যেন একটা বেতাল সুর বাজছে।

দিনাকে দেখে অন্তত: আধডজন লোক স্বাগত জানাল, এদের মধ্যে কয়েকজন সোমবারে অফিসে আসেনি। তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দিনা চেহারায় অসুস্থতার চিহ্ন আছে কিনা দেখতে। PRO চিফ জিমি লোনেসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। জিমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল। তাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে না।'

'ওয়েলকাম ব্যাক,' বলল দিনা।

'ধন্যবাদ। আমাকে ছাড়াই অফিস ভালোভাবে চলছে দেখতে পাচ্ছি।'

হাসল না দিনা। 'জিমি, সোমবারের ঘটনাটি তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?'

'অদ্ভুত? মানে?'

'অনেক লোকই অফিসে আসেনি।'

'অনেক লোক অফিসে আসেনি নাকি?'

ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে হাসল দিনা। 'হুঁ, তবে তুমি কী করে জানবে? তুমিও তো তাদেরই একজন।'

অপরাধ করে ফেলার ভঙ্গিতে মজা করে চারপাশে একবার চোখ বুলাল জিমি। 'প্ল্যান্ট তো আমাদেরকে ছাড়াই দিব্যি কাজ চালিয়ে গেছে দেখলাম। আবার এরকম কিছু ঘটলে ম্যানেজমেন্ট হয়তো সবার হাতে গোলাপি স্লিপ ধরিয়ে দেবে।'

'ইয়েস, ওয়েল, সো লং, জিমি,' হলওয়ে ধরে হাঁটা দিল দিনা।

ঢুকল নিজের ছোট্ট অফিসটিতে, বসল নিজের ডেস্কে, গ্লাস পার্টিশন দিয়ে তাকাল বাইরে। এখানে-ওখানে, খোলা বে-তে কেউ চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে, কেউ কাশছে তবে মোটামুটি সবাইকে সুস্থই লাগছে।

'হাই, ডিনা।'

ক্যারল ডেংকারকে অফিসে আসতে দেখেনি দিনা। ঘুরল ও। ওর অ্যাসিস্টেন্ট ঘরে ঢুকল, ঝুলিয়ে রাখল জ্যাকেট, ছোট অফিসারটি অপর ডেস্কটি দখল করল।

'হাই,' ডেস্কে ক্লিনেক্সের একটি বাক্স রাখল ক্যারল, একটি টিস্যু বের করে মুছল নাক। দিনা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর কাছে চলে এল।

'তোমাকেও তাহলে ধরেছে?' জিজ্ঞেস করল ক্যারল।

'কী ধরবে?'

'একদিনের অসুখ। আমি সোমবারে অফিসে আসিনি। তুমি মঙ্গলবারে অনুপস্থিত।'

'আমি মিলওয়াকিতে গিয়েছিলাম।'

'সে যাই হোক, তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। কফি ব্রেকে একা একা কফি খেতে ভালো লাগে না। সারাদিনে মাত্র দু'বার কফি খেয়েছি।'

'এখন কেমন বোধ করছ?' জানতে চাইল দিনা।

'ভালো। সোমবার তো অবস্থা খারাপই ছিল– গলা ব্যথা, শরীরের গিটে গিটে ব্যথা, পেট মোচড়। আজ সকালে একটু সর্দি হয়েছে। মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার কোন ভাইরাস।'

'তাই হবে,' বলল দিনা। 'প্লান্টের বেশিরভাগ মানুষই সোমবার অসুস্থ ছিল।'

'মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল দিনা।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, দিনা ভাবছিল হঠাৎ করে এতগুলো মানুষ অফিসে না আসার কারণটি হয়তো স্রেফ কাকতালীয়।

লয়েড ব্রাজের ভীতিকর গল্পটি হয়তো তার মনে এমন প্রভাব ফেলেছে যে চব্বিশ ঘণ্টার ফ্লুকে সে ভয়ংকর কিছু একটা ভেবে বসেছে। দিনা ফোন তুলে পার্সোনেল ডিরেক্টরের এক্সটেনশন নাম্বারে ডায়াল করল। এবারে আর সুইচ বোর্ডে গেল না কল, সরাসরি সাড়া দিল আয়ান ম্যাককুলুর সেক্রেটারি।

ম্যাককুলু লাইনে আসার পরে দিনা বলল, 'আজকেও অফিসে অনেককে অনুপস্থিত দেখলাম। তাই ভাবলাম তোমাকে একটা ফোন করি।'

'পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক,' বলল ম্যাককুলু।

'যে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সোমবারে আসেনি তারা গতকাল অফিস করেছে। আজ বেশিরভাগই এসেছে। আমার সেক্রেটারি আর রিসেপশনিস্ট ছাড়া কাজে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল।'

'ওরা দু'জনেই ফিরেছে?'

'ফিরেছে এবং দু'জনেই সুস্থ। তোমার সব খবর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালো।' বলল দিনা। 'এমনি কৌতূহলে তোমাকে ফোন করেছিলাম। রাখছি তাহলে।'

ক্যারলকে নিয়ে ও কফি পান করতে গেল। আবার হাঁচি দিল ক্যারল।

'অসুখ বাঁধালে কী করে?' প্রশ্ন করল দিনা।

'কী জানি! আমি তো অফিস আর বাড়ি ছাড়া কোথাও যাইনি।

'জন এবং আমার যমজ বাচ্চারাও সুস্থ আছে। শুধু আমার অসুখটা হয়েছিল। তবে অসুখটা ঝড়ের বেগে এসে আবার ঝড়ের গতিতেই চলে গেছে।'

ক্যারলের কব্জিতে বাঁধা অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডেজের দিকে ইঙ্গিত করল দিনা। 'কী ওটা?'

'বেড়ালটার সঙ্গে খেলতে গিয়ে খামচি খেয়েছিলাম। তেমন মারাত্মক কিছু নয় তবে শুক্রবার রাত থেকে জায়গাটা ভয়ানক চুলকাচ্ছিল। ব্যাকটিন মেপে ব্যান্ড এইড দিয়ে ব্যান্ডেজ করেছি। এখন সব ঠিক আছে। নো বিগ ডিল।'

'সব ঠিক থাকলেই ভালো।'

কাজে গেল দিনা, জিপসি মথের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর মনোযোগ বারবার চলে যাচ্ছে কাচের ওপারে ডেস্ক ভর্তি বড় ঘরখানায়। ওই ঘরের মানুষগুলোই কি ওর মনোযোগে বারবার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে? ক্যারল ওর পেছনের ডেস্কে বসে একটু পরপর নাক টানছে, হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করছে। দিনার চোখের সামনে কেন বারবার স্টুয়ার্ট অ্যান্ডারসনের মুখখানা ভেসে উঠছে?

ফোন বেজে ওঠার শব্দে লাফিয়ে উঠল দিনা। ক্যারলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। রিসিভার তুলল কানে। অপরপ্রান্তে ড. কিজমিলারের দীর্ঘদিনের রিসেপশনিস্ট।

'যদি সময় করতে পারেন ড. কিজমিলার আপনাকে তাঁর সঙ্গে দশটার সময় দেখা করতে বলেছেন,' বলল মহিলা।

'যাবো আমি। তোমার কী খবর?'

'ওহ্, আমি ঠিক আছি। সোমবার আর গতকাল একটু অসুস্থ বোধ করছিলাম। তাই ভাবলাম বাড়িতেই থাকি।'

'ভালোই করেছ,' চিন্তিত গলায় বলল দিনা। সবার অনুপস্থিতির কারণের মধ্যে একটা গা হিম করা সাযুজ্য রয়েছে। এরা সবাই সোমবার অসুস্থ বোধ করায় কাজে আসেনি তবে আজ সকলে সুস্থবোধ করছে। এ কী ধরনের 'ফ্লু?'

রিসেপশনিস্টের সঙ্গে আরও দু'একটি অর্থহীন কথাবার্তা বলে ফোন রেখে দিল দিনা।



কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ড. কিজমিলারের অফিসে হাজির হলো দিনা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ভেতরে যেতে দেয়া হলো। চিফ বায়োকেমিস্টের মুখ দিনাকে দেখে ভেংচির মতো বেঁকে গেল। দিনা জানে ওটাই কিজমিলারের হাসি। তিনি ওকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।'

'ওহ, ডিনা, তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে।'

কিজমিলারের মুখোমুখি একখানা চেয়ার দখল করল দিনা।

'শুনলাম তুমি সোমবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে।'

'জী। কিন্তু গেট থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল আপনাকে নাকি পাওয়া যাবে না।'

'ঠিকই বলেছে। ক্লান্তিকর মিটিং ছিল কয়েকজন কাস্টমারের সঙ্গে। এসব কাজ সাধারণত: সেলস ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু সেলসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বাইরে থাকায় বাধ্য হয়ে আমাকে মিটিং করতে হয়েছে। তুমি কি কোন সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলে?'

'ওই সময় সমস্যা মনে হয়েছিল কিন্তু এখন সমস্যা কিনা বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা?' ডক্টরের কৌতূহল নির্ভেজাল মনে হলো।

'সোমবার অফিসের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।'

'তাই নাকি? খেয়াল করিনি তো?'

'জী। যদিও বেশিরভাগ আজ অফিসে এসেছে।'

'গুড, গুড। সবাই মিলে একটা বড় ছুটি কাটাল বোধহয়, নাকি?'

'আমার তা মনে হয় না।'

'তোমার কাছে অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। সবারই মনে হলো ফ্লু হয়েছে, কিন্তু আজ সকলেই দিব্যি

সুস্থ। স্টু অ্যান্ডারসন আর লয়েড ব্রাজের যা ঘটেছে তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা ভেবে আমি চিন্তিত।'

বিকৃত দেখাল কিজমিলারের মুখ। 'হুট করে কোন উপসংহারে চলে আসা ঠিক না।'

'ভাবলাম কথাটা আপনাকে বলা দরকার,' বলল দিনা। 'যখন একটার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে, একজন বিজ্ঞানী এর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজবেন, এটাই স্বাভাবিক।

'আমি নিশ্চয় কাউকে দায়িত্ব দেব এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে,' বললেন কিজমিলার। 'তোমাকে বোধহয় বলেছিলাম আমরা পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছি।'

দিনা চুপচাপ বসে রইল। দু'জনের মধ্যে নেমে এল অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর ও চেয়ার ছাড়ল।

'শুনলাম সোমবার নাকি তুমি অফিস করোনি,' বললেন কিজমিলার। 'তুমিও নিশ্চয় অসুস্থ ছিলে না।'

'না। মিলওয়াকিতে আমার কিছু কাজ ছিল।'

'ওহ আচ্ছা?'

দিনা চেষ্টাকৃত বিনয়ী হাসি ফোটাল মুখে তবে কিছু বলল না।

'তোমার বোধহয় কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে,' সবশেষে বললেন কিজমিলার।

'তেমন জরুরি কাজ নেই।'

'ঠিক আছে। মনে কোন প্রশ্ন জাগলে আমার কাছে চলে এসো। আমি গতকাল এখানে ছিলাম না বলে দুঃখিত।'

ড. কিজমিলারের অফিস থেকে বেরিয়ে এল দিনা। ওর স্নায়ুগুলো লাফাচ্ছে। ওই মানুষটা কিছু একটা নিয়ে বেশ বিচলিত। কিন্তু কী সেটা?

দিনা আজাদ যখন ড. কিজমিলারের আচরণ নিয়ে চিন্তিত ওই সময় প্ল্যান্টের অন্য এক অংশে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এডি গল্ট।

সোমবার বায়োট্রনের অধিকাংশ পার্সোনেল যে কাজে আসেনি তা লক্ষ করেছে এডি। বেশিরভাগ ফিরেছে মঙ্গলবার এবং আজ। কয়েকজন এখনও নিখোঁজ। দুই হেলিকপ্টার পাইলটের কোন সন্ধান নেই। এ বিষয়গুলো খুব খোঁচাচ্ছে ওকে।

ক্যানিস্টার অদল-বদলের বিষয়টি নিয়ে ওকে জেরা করার পরে ড. কিজমিলারের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এডির। চিফ বায়োকেমিস্টের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য উদগ্রীবই নয় সে, খুব চিন্তিতও বটে। কারণ কেউ ওকে অনুসরণ করছে। ওর ওপর লক্ষ রাখছে। এডি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। ছুটির সময় হলে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখন সে রোয়ানের কাছে যাবে।

কাজ শেষে রোয়ান যথারীতি ভ্যানে বসে এডির জন্য অপেক্ষা করছিল। এবং যথারীতি দুধ সোনালি চুল এবং নীল চোখের হাসিতে তাকে অপূর্বসুন্দর লাগছিল। ওকে দেখে যথারীতি কুঁচকিতে সেই আনন্দায়ক ব্যথাটা অনুভব করল এডি।

ও ভ্যানে উঠে এসে রোয়ানের পাশে বসল। রোয়ান ওকে চুম্বন করল। ওর অধরজোড়া ভারী নরম আর ভেজা ভেজা। শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল এডির।

'কেমন কাটল সারাদিন?' জিজ্ঞেস করল রোয়ান।

'ধীরগতি। ওরা আপাতত: সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে। তাই আমার কাজও কমে গেছে।'

'তার মানে ওরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।' মন্তব্য করল রোয়ান।

'হয়তো বা। আমিও তাই।'

রোয়ানের চোখ জ্বলে উঠল। 'আমাদের চিন্তা করতে হবে না। হারামজাদাগুলো ওদের পাওনা পেয়ে যাচ্ছে।'

হাঁ হয়ে গেল এডির মুখ। এমন ব্যথিত নয়নে রোয়ানের দিকে তাকাল যেন ছোট বাচ্চাকে এই প্রথম তার মা চড় কষাল।

'ওহ্, বেবি। আয়াম সরি। তবে এসব নিয়ে চিন্তা কোরো নাতো। আমরা যা করেছি ঠিক করেছি। দেখো এতে অবশেষে সবার জীবন রক্ষা পাবে।'

'আশা করি।'

'আমাকে বিশ্বাস করো, বেবি। রোয়ানকে বিশ্বাস করো।'

'ভালো কথা– গতকাল যারা অসুস্থ ছিল তাদের বেশিরভাগ আজ অফিস করেছে।'

'দেখলে তো? বললাম না চিন্তার কিছু নেই।'

'ভাবছি ওরা অসুস্থ হলো কেন। ইনফারমারিতে তিল ধারনের ঠাঁই নেই আমি জানি। ওরা ওটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে পাহারা বসিয়েছে।'

'ও হলো টিপিকাল এস্টাবলিশমেন্ট চিন্তা,' রোয়ান তার টসটসে মুখখানা নিয়ে এল এডির মুখের কাছে। 'ওরা পরিস্থিতি গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু যখন সবকিছু নাগালের বাইরে চলে যাবে তখন বুঝবে মজা।'

এডি কনুইয়ের নরম মাংস চুলকাল। রোয়ান লালচে হয়ে ওঠা মাংসে আলতো হাত বুলাল। 'কী এটা?'

'কিছু না। গত সপ্তাহে গোলাপ ফুল ছিড়তে গিয়ে কাঁটার খোঁচা খেয়েছিলাম। সামান্য ছড়ে গেছে।'

রোয়ান ভ্যানের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। 'বাড়ি ফিরে ওতে কিছু লাগিয়ে দেবখন। তারপর একসঙ্গে গোসল করব, কেমন? খুব মজা হবে?'

এডি ওর দিকে তাকাল। রোয়ান ওর হাতটি নিয়ে নিজের উরুর ওপর রেখে মৃদু চাপ দিল।

'ইয়াহ্,' বলল এডি। 'খুব মজা হবে।'



মিলওয়াকি হেরাল্ড অফিসে কোরির টেবিলে মাথায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে কোরি ম্যাকলিন এবং ড. ইঙ্গারসল। ডক্টরের কথায় মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছিল কোরি। সেইসঙ্গে দেখছে বুড়োর ঠোঁটে ঝোলানো সিগারেটের ছাইয়ের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বড় হয়ে চলেছে।

'সেন্ট বার্থোলোমিউতে বেলা একটার সময় তুমি, আমি এবং একজন ফটোগ্রাফার যাচ্ছি,' বললেন ডাক্তার।

'প্রাইভেট হাসপাতালে কেন?' জিজ্ঞেস করল কোরি। 'কাউন্টি মর্গে নয় কেন?'

'কারণ তারা মর্গে ইতিমধ্যে কিছু লোকের কাটাছেড়া করেছে এবং এজন্য নার্ভাস হয়ে আছে। এই নার্ভাস হওয়ার কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ডেক্সটার হর্ন আমাকে তাই বললো।' মুখ থেকে সিগারেট নামালেন ডাক্তার। তিন ইঞ্চি পরিমাণ ছাই কোরির টেবিলে ঝরে পড়ল।

'উপস।' লাফিয়ে উঠল কোরি। সে কটমট করে তাকাল ডাক্তারের দিকে। তিনি ধূসর ছাইগুলো হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছেন। 'নেভার মাইন্ড। যাওয়ার আগে কি লাঞ্চ করে নেব?'

'তাই ভালো। ডেক্সটার আমাকে যা বলল তারপর আর খাওয়া দাওয়ায় রুচি থাকবে কিনা কে জানে।'

'আমি তাহলে জিম্বোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

লাউঞ্জে দাড়িঅলা তরুণ ফটোগ্রাফারকে দেখল কোরি ফাটা একটি চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। আধ বোজা চোখ, প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো।

'রেডি, জিম্বো?'

'রেডি। তবে আমি যাচ্ছি না।'

'মানে?'

'আমার আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। হট স্টোরি'

'কী?'

'ওরা সিটি কাউন্সিল লাঞ্চে সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে।'

'ফাজলামো হচ্ছে?'

'এটা কি ফাজলামো করার বিষয়? বস নিজে আমাকে ওখানে যেতে বলেছেন।'

বস মানে পিটার উলান্ডার। কোরির ইচ্ছে করল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে সিটি এডিটরকে জিজ্ঞেস করে তিনি ভেবেছেনটা কী। তবে এক্ষুনি ছুটে না যাওয়াই মনস্থ করল কোরি। নাথান ইকর্ন ওকে সাবধান করে দিয়েছেন সে তার স্বপ্ন নিয়ে গোঁ ধরলে সমস্যা হবে। মালিককে সে যতটুকু চেনে তাতে জিম্বোকে নতুন অ্যাসাইনমেন্ট চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি সেই সমস্যারাই ইঙ্গিত দেয়। লড়াইয়ের পরিধি বাড়িয়ে লাভ নেই। কোরি সিটি রুমে ফেরার সময় উলান্ডারের অফিসের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচাল।

'আমাদের সঙ্গে কোন ফটোগ্রাফার যাচ্ছে না,' ডা. ইঙ্গারসলকে বলল ও।

'যাচ্ছে না?'

'উলান্ডার জিম্বোকে সিটি কাউন্সিলের সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড কাভার করতে যেতে বলেছেন।'

'কী হাস্যকর।'

'ঠিক তাই।'

ডাক্তার কোরির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আইসি।'

কোরি বলল, 'উলান্ডার আবার না আমাদেরকে ক্যাপশন লিখতে বসিয়ে দেয়। তার আগেই কেটে পড়ি চলুন।'

ওরা হেইন্সকল ব্রাটওয়াস্ট গার্ডেনসে লাঞ্চ করে কোরির গাড়ি নিয়ে চলল ওয়াওয়াটোসায়, সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে।

বেসমেন্টে সেন্ট বার্থোলোমিউ'র প্যাথলজি ল্যাব ছোট হলেও বেশ সুসজ্জিত। জীবানু নিরোধক ওষুধের কড়া গন্ধ বাতাসে। একটিমাত্র শব ব্যবচ্ছেদ টেবিল, টেবিলের এক প্রান্তে একটি স্টেনলেস স্টিলের যন্ত্র। ওখানে বডি ফ্লুইড জমা হয়। অপর প্রান্তে একটি সিংক এবং ঝোলানো স্কেল।

টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে এক শ্বেতাঙ্গ নারীকে। তার শরীর থেকে ফ্লুইড বের করে ফেলা হয়েছে। পেটের থলথলে ধূসর চামড়ায় কয়েকটি ভাঁজ। তলপেট থেকে যোনি পর্যন্ত জরায়ুচ্ছেদের পুরানো কাটা দাগ। ডান উরুর ভেতর দিকে চার ইঞ্চি লম্বা জায়গার মাংস ফাঁক হয়ে আছে। শবের মুখ থেকে বেরিয়ে আছে রবারের মতো ধমনী।

মহিলার মাথা এবং যোনি কেশ কালো, কোঁকড়ানো। তার এক কানে একটা তিল। তবে তার মুখখানায় সবার আগে চোখ চলে যায়। মুখের চামড়া ঢেকে আছে কাঁচা দগদগে ঘায়ে। ফুসকুরি গলে গিয়ে এই কুৎসিত ঘা তৈরি হয়েছে। মহিলার চক্ষু বোজা।

দুই সাংবাদিক লাশ দেখছে, তাদের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্যাথলজিস্ট

ডেপুটার হর্ন। ছোটখাট মানুষটির এক হাতে লিনেনের একটি রুমাল। ওটা দিয়ে অল্প ক'গাছি কালো চুলের প্রায় টাক মাথার ঘাম মুছছে সে একটু পরপর। তাকে খুব নার্ভাস লাগছে।

ডা. ইঙ্গারসল কোরির সঙ্গে প্যাথলজিস্টের পরিচয় করিয়ে দিল।

'আমি হেরাল্ডে আপনার লেখা পড়ি তো,' বলল হর্ন।

'কেউ আমার লেখা পড়ে শুনে খুশি হলাম।'

'অনেকেই শীঘ্রি আপনার লেখা পড়তে শুরু করবে। আপনি বড়সড় কোন গল্প পেয়েও যেতে পারেন।'

কোরি মৃত মহিলার দিকে তাকাল। 'এর ইতিহাস কী?'

একটি ক্লিপবোর্ডে চোখ বুলাল হর্ন। 'এর নাম হেলেনা গচ, ককেশিয়ান নারী, বয়স চুয়ান্ন, বিবাহিত। নিবাস ওয়েস্ট অ্যালিস। শুক্রবার রাতে, রান্না করার সময় তিনি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে মাংস কাটার ভারী ছুরি নিয়ে তাঁর ভাইকে তাড়া করেন। ভাইটি ওই বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য এসেছিল কারণ তার আগের সপ্তাহে তার ভগ্নিপতি অকস্মাৎ উন্মত্ত হয়ে শাওয়ারে গরম পানি ঢেলে আত্মহত্যা করে।'

'যীশাস,' অস্ফুটে বলল কোরি।

'ঘর থেকে ছুটে বেরুবার সময় বোনের ছুরির কোপে ভাইটির একটা কান কেটে যায়। সে বাড়ির বেড়া দিয়ে লাফ মেরে জানে রক্ষা পায়। মহিলা চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটছিলেন। কয়েকজন ট্যুরিস্ট তাকে বিপদগ্রস্ত ভেবে সাহায্য করতে গিয়েছিল। মহিলা তাদের একজনের চোয়াল ভেঙে দেন, অপরজন অভ্যন্তরীণ ইনজুরির শিকার হয়। মহিলা একটি কাচের জানালা ভেঙে ছুটতে গিয়ে ফেমোরাল আর্টারি কেটে মৃত্যুবরণ করেন।'

'পায়ে সেই কাটার দাগ?'

'জী।'

'ওঁর মুখে কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ইঙ্গারসল।

'ভাই বলল হঠাৎ করেই তার বোনের মুখে এগুলো ফুটে উঠেছিল। ফুসকুরিগুলো ফুলে ওঠে এবং মহিলা চিৎকার করে দৌড়াদৌড়ি করার সময় ওগুলো ফেটে যায়। তাঁর স্বামীর মুখেও এরকম ফুসকুরি ছিল।'

ভিক মেজগারের ফোঁড়াভর্তি মুখখানা কোরির চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'মহিলার নাম গচ?'

'জী।'

'স্বামীর নাম কী?'

'দেখছি,' ক্লিপবোর্ডের একটি কাগজ উল্টাল ডেপুটির হর্ন।

'কার্ল গচ। শিট মেটাল ওয়ার্কার। বয়স পঞ্চান্ন।'

কার্ল গচ, বিয়ারপায়ী, বোলিং টিমের সদস্য এবং ভিকের ওল্ড মিলওয়াকি

ট্যাভার্নের পিনবল মেশিন খেলোয়াড়। সে পিনবল মেশিন একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলত। এখন ভিক এবং হ্যাংক স্ট্রানস্কির রোগের শিকার হয়ে নিজেই গুঁড়িয়ে গেছে। তার স্ত্রীরও একই দশা।

'স্বামীর অটোপসি করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে আরও আধডজনের।'

'কী দেখলেন?'

'আমার রিপোর্টের একটি কপি আপনাকে দেব। তবে আগে একে কাটাছেঁড়া করি। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

'আচ্ছা, চালিয়ে যান।'

ডেক্সটার হর্ন একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভ পরে নিল হাতে। টেবিলের পাশে রাখা ট্রে থেকে একটি ছুরি বেছে নিয়ে এক কান থেকে অপর কানের হেয়ার লাইন পর্যন্ত খুলির চামড়া কেটে ফেলল। বেদিং ক্যাপের মতো কাটা চামড়া ধরে মহিলার মুখের ওপর টেনে আনল। তারপর খুলি কাটার করাত দিয়ে খুলির ওপরের অংশটি কাটতে লাগল। খুলি কাটা হলে ভেতরের হলদে-ধূসর রঙের মগজ দেখা গেল। বাঁকানো একটি ছুরি দিয়ে সে মগজের সঙ্গে লেগে থাকা টিস্যু কেটে ফেলল, তারপর জেলির মতো থকথকে জিনিসটা খুলির ভেতর থেকে বের করে এনে চকচকে এনামেল টেবিলের ওপর ফেলে দিল।

'এদিকে আসুন,' ইশারা করল সে কোরিকে। 'দেখুন।'

কোরি এবং ডা. ইঙ্গারসল একসঙ্গে সামনে এগিয়ে এল হর্নের নির্দেশকৃত খোলা মগজ দেখতে। কোরির পেট গুলিয়ে উঠল। মনে হলো লাঞ্চের সব খাবার এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে।

'আমরা কী দেখব?'

হর্ন ছুরির ডগা দিয়ে মগজে খোঁচা মারল। 'এটা দেখুন।'

মরা মগজের ঢালু অংশে একটি গাঢ় ফুটকি দেখতে পেল কোরি। কেমন গা ঘিনঘিনে।

হর্ন আরেক জায়গায় স্পর্শ করল ছুরি। 'এই যে আরেকটা।'

কোরি ইস্পাতের ডগা লক্ষ করে আরেকটা ফুটকি দেখল।

'এবং এটা আরেকটা।'

'কী এগুলো, শুককীট?'

আপত্তি জানাল প্যাথলজিস্ট। 'অবশ্যই না। এ মহিলাকে এখানে আনার পর থেকে ফ্রিজারে রাখা হয়েছে। আর খুলির নিচে মাছি জন্মায় না।'

'তাহলে কী এগুলো।'

'মাইক্রোস্কোপে এগুলো ভালোভাবে দেখতে পাবেন,' বলল হর্ন। সে লঘু মস্তিষ্কের একটি অংশ কেটে নিল। পরীক্ষা করে হাসল। অন্যদেরকে দেখানোর জন্য

উঁচু করে ধরল মগজের কোষ। তারপর দেয়ালের ধারে একটি টেবিলে রাখা মাইক্রোস্কোপের কাছে গেল টিস্যু স্যাম্পলটি নিয়ে। দুটো কাচের স্লাইডের মধ্যে ওটা রাখল। যন্ত্র অ্যাডজাস্ট করার পরে ডাক্তার এবং কোরিকে ইশারা করল চলে আসতে।

আইপিসে চোখ ঢোকাল কোরি। ওর শিরদাঁড়ায় নামল হিমশীতল স্রোত। ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যা দেখছে তা একটি খণ্ডিত কীটের শরীর। পোকাটির আবার দাঁতও আছে। ওটা স্পঞ্জের মতো ব্রেন টিস্যুর টানেল থেকে যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ও মুখ তুলে তাকাল ডেস্কটার হর্নের দিকে। ডা. ইঙ্গারসল এই ফাঁকে মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখলেন।

'কী এটা?'

'আমার ধারণা এটা এক ধরনের প্যারাসাইট বা পরজীবী। এমন জিনিস জীবনেও দেখিনি। প্রথম মাথাটি কাটার পরে ভেতরে এ জিনিস অনেক দেখেছি। জিনিসটা কী বোঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি। আমার জানা কোন প্যারাসাইটের সঙ্গে এর মিল নেই।'

খাড়া হলেন ইঙ্গারসল, পিছিয়ে এলেন মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে। তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে। 'গড, কী কুৎসিত। ওটা কি জ্যান্ত?'

'এ মুহূর্তে নয়।' জবাব দিল হর্ন। 'তবে জ্যান্ত ছিল। দৃশ্যত: ওটা মগজের কোষ খেয়েই বেঁচে থাকে। মগজের মৃত্যু হলে ওটাও মারা যায়।'

কোরি আরেকবার চোখ রাখল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। 'এটার চারপাশে ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দুর মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছি। কী এগুলো?'

'ডিম,' জানালো হর্ন।

এবারে সত্যি সত্যি পেটের খাবার গলায় ঠেলে এল কোরির। বহু কষ্টে বমি দমন করল সে।

'আপনি বলছেন এ জিনিসগুলো মগজ খেয়ে বেঁচে থাকে এবং ওখানে ডিমও পাড়ে?'

'আমি তা-ই বলতে চাইছি।'

'এগুলো মগজে ঢুকল কী করে?'

'যেসব ভিক্টিম আমি পরীক্ষা করেছি, তাদের রক্তের ধমনীতে ডিমগুলো লক্ষ করেছি আমি– তবে খুবই ছোট বলে খালি চোখে দেখা যায় না– সার্কুলেটরি সিস্টেম বেয়ে ওগুলো ব্রেইনে পৌঁছেছে। ওখানে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। তারপর প্যারাসাইটগুলো সেরিব্রাল করটেক্স খেতে খেতে সামনে এগিয়েছে। সেরিব্রাল করটেক্স মানে মগজের বাইরের আস্তরণ... ধূসর পদার্থটি।'

'এ কারণে কী মাথা ব্যথা হতে পারে?' ফ্র্যাংক স্ট্রানস্কির জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে গেল কোরির।

‘ব্রেইনের নিজের কোন অনুভূতি হয় না,’ বলল হর্ন, ‘তবে যেহেতু এ জিনিসগুলো ব্লাড ভেসেল ধরে খেতে খেতে এগোয় এর ফলে মাল্টিপল সেরিব্রাল হেমোরেজ হয়- মানে এক ধরনের মাথা ব্যথার সৃষ্টি হয়।’

‘আর সহিংস আক্রমণের কারণ কী? এই লোকগুলো আশপাশে যাকে পাচ্ছে তার ওপরেই হামলা চালাচ্ছে।’

‘নার্ভাস সিস্টেম অ্যাফেক্টেড হওয়ার কারণে এরকম ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।’

ঢোক গিললেন ডা. ইঙ্গারসল। ‘এখানে সিগারেট খেলে কি সমস্যা হবে?’

‘খেতে পারেন,’ বলল প্যাথলজিস্ট। টেবিলে শোয়ানো মগজহীন লাশটির দিকে ইঙ্গিত করল সে। ‘ওর তো কোন সমস্যা হবে না। কাজেই চালিয়ে যান।’

কৃতজ্ঞচিত্তে একটি ক্যামেল ধরিয়ে সজোরে টান দিলেন ডাক্তার। লম্বা একটা ধোঁয়া ছাড়লেন তৃপ্তি নিয়ে।

হেলেনা গচের মগজের দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে কোরি। ‘এগুলো রক্তস্রোতে কীভাবে ঢোকে?’ প্রশ্ন করল ও হর্নের দিকে ফিরে।

‘আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণার সময় এখনও পাইনি,’ জবাব দিল প্যাথলজিস্ট। ‘তবে আমি কী ভাবছি তা দেখাচ্ছি।’

সে শব ব্যবচ্ছেদ টেবিলে ফিরে গেল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল কোরি এবং ডা. ইঙ্গারসল হর্নের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে। হর্ন মহিলার রক্তশূন্য জঙ্ঘার ওপরে অনেকগুলো খাঁজকাটা দাগ দেখাল। ওগুলোর চারপাশের চামড়ায় মামড়ির মতো চিহ্ন।

‘কামড়ের দাগ?’ জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

মাথা নাড়ল হর্ন। ‘ইনি পায়ের লোম কামানোর সময় চামড়ায় দু’এক জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল। তেমন দ্রষ্টব্য কিছু নয়। পোকায় কামড়ালেও এরকম হতে পারে। তবে ওটুকু কাটা বা ছড়ে যাওয়া চামড়াই ডিমগুলোর জন্য যথেষ্ট। ওই কাটা চামড়া দিয়ে ডিম ভেতরে ঢুকে রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে।’

‘কিন্তু ডিমগুলো এলো কোত্থেকে? কাটা চামড়ার ভেতরে ঢুকলই বা কী করে?’

‘হেই, আমি একজন প্যাথলজিস্ট, ডাক্তার নই। তবে এটুকু জানি ওই ডিমগুলো আবহমণ্ডলে স্বল্প দূরত্ব পার হতে পারে। তবে অন্যান্য প্যারাসাইটের মতোই এরা হোস্ট ছাড়া বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। আপনারা হয়তো ধারণা করতে পারবেন এগুলো কোত্থেকে এল।’

কোরি তাকাল ডা. ইঙ্গারসনের দিকে। ‘হয়তো পারব।’

‘মহিলার মুখের ফুসকুরিগুলো ফেটে গেল কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। ‘আপনি বললেন অন্যান্য ভিক্টিমদেরও একই অবস্থা দেখেছেন।’

‘অন্যান্য ভিক্টিমের কেসে ফেটে যাওয়া চামড়ার সঙ্গে আমি ডিম লেগে থাকতে দেখেছি। এ লাশটিতেও সম্ভবত: তা-ই আছে। এটিও অনুমান করেই বলছি,

ডিমগুলো মগজ বেয়ে রক্তস্রোত হয়ে মুখের ছোট ছোট কৈশিক নালীতে এসে হয়তো জমা হয়েছে। ওখানে কোন উত্তেজনা সৃষ্টির কারণে চামড়া ফুলে উঠে ওগুলোর বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

'সীডপডের মতো?'

'কমবেশি তাই।'

'ডিম ফেটে বাতাসে মিশে যাওয়ার পরে আশপাশের কাটাছেঁড়ায় আহত কোন লোকের ওপরে ওগুলো হামলা করেছে, তাইতো?'

'আমার ধারনা সেভাবেই ঘটেছে ঘটনা,' বলল হর্ন।

ডাক্তার বললেন, 'এত ঝামেলার কী দরকার? ওগুলো ব্রেইনে বাচ্চা ফোটালেই পাড়ে যেখানে খাবারের অভাব নেই।'

'একবার এরা খেতে শুরু করলে ব্রেইন এবং ব্রেইন মালিকরা খুব বেশিদিন টিকে থাকে না। প্যারাসাইটদের নতুন খাদ্যের সন্ধান করতে হয় নইলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ওরা তিনজন অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল, তাকিয়ে আছে কাটাছেঁড়া করা বীভৎস চেহারার লাশটির দিকে। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করল কোরি। 'এরকম একটা খবর কী করে কাগজে ছাপা হলো না?'

'প্রকাশ না করার জন্য চাপ আছে।'

'কোত্থেকে চাপ এসেছে?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে অনেক ওপর মহল থেকে নিশ্চয়। তবে এখন আর এটা চাপা রাখা যাবে না স্বয়ং ঈশ্বর চাপ দিলেও। আপনাদের কাগজ এটা নিয়ে ইতিমধ্যে লেখালেখি শুরু করেছে। তাই ভাবলাম আপনাদেরকে সবার আগে বিষয়টি জানাই। তাছাড়া ডাক্তারের কাছে আমার একটা ঋণও রয়ে গেছে।'

'ধরে নাও সে ঋণ পুরো শোধ হয়ে গেছে, বন্ধু,' বললেন ডাক্তার।

'আমি কি লাশটা পুরো কাটব?' জিজ্ঞেস করল হর্ন। 'দেখবেন আপনারা?'

'না, ধন্যবাদ,' দ্রুত বলল কোরি। 'আমরা এখন যাবো। কাজ আছে।'

বরফ শীতল বেসমেন্টের লিফটে ওঠার পরে ডাক্তার বললেন, 'ডেক্সটার হর্নের কথা যদি ঠিক হয়, আমরা এ নিয়ে বড় ধরনের চাপে পড়ে যাব। তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয়,' বলল কোরি, 'আমরা এ যাবত কালের শ্রেষ্ঠতম হেডলাইনটি পেয়ে গেছি।'

'হেডলাইন?'

কোরি দুই হাত ওপরে তুলে অদৃশ্য ব্যানার আঁকল। 'স্রেফ ছবিটি চিন্তা করুন, ডক্: ভয়ংকর মগজখেকোর হামলা?



হেরাল্ডের বৃহস্পতিবারের এডিশনের হেডলাইন ছাপা হলো SCIENCE BAFLLED BY BRAIN EATERS শিরোনামে। কোরি ম্যাকলিন যা আশা করেছিল তেমন ফলাফলই পেল। AP এবং UPI এ খবর প্রকাশ করল কোরির নামে। খবরের কাগজের কালি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তিনটে টিভি নেটওয়ার্কের সংবাদ বিভাগ ওর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

একটি শীর্ষস্থানীয় প্রকাশক কোরিকে এ বিষয়ে বই লেখার জন্য আগাম সম্মানী হিসেবে মোটা অংকের টাকা দিতে চাইল। কিন্তু কোরি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। উভয় উপকূলের এজেন্টরা হঠাৎ ওকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। কোরি তাদের ফোন ধরল না। হেরাল্ড পত্রিকায় সেলিব্রেটি থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তা সকলেই ফোন করতে লাগলেন। সবাই কোরির সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু কোরি কারও সঙ্গে কথা বলল না। অন্তত: এখনই সে কথা বলতে আগ্রহী নয়।

বুধবার রাতে, সেন্ট বার্থোলোমিউ'র অফিস থেকে ফেরার সময় কোরি ডা. ইঙ্গারসলকে প্রস্তাব দিয়েছিল লেখাটিতে ডাক্তারের নামও সে দিতে চায়। 'শত হলেও,' বলেছিল সে, 'আপনার সহযোগিতার কারণেই অটোপসিতে আমি যেতে পেরেছি। আর বেশিরভাগ ইনপুট তো আপনার কাছ থেকেই এসেছে।'

ডাক্তার তখন বেদম কাশছেন। কাশতে কাশতেই তিনি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান। পকেট থেকে ক্যামেলের নতুন প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

'নো, থ্যাংকস,' বলেছেন তিনি। 'যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক না। সত্যিকারের একটি গল্পে যে জড়িত হতে পেরেছি এই-ই ঢের। আমাকে যতদিন দরকার হবে তুমি পাবে। তবে স্টোরিতে আমার নাম দেয়ার দরকার নেই। আমি বিখ্যাত হতে চাইনে। তুমি বিখ্যাত হতে চলেছ, বন্ধু। সে তুমি পছন্দ কর আর নাই করো।'

'আমার মনে হয় আমি পছন্দ করব,' বলেছে কোরি।

ধোঁয়ার পর্দার আড়াল থেকে ওকে চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে ইঙ্গারসল মন্তব্য করেছেন, 'হয়তো বা।'

ডা. ইঙ্গারসলের ভবিষ্যদ্বানী মিলে গেল। বৃহস্পতিবারের মিলওয়াকি হেরাল্ডের এডিশন এবং তার বার্তার সার্ভিসগুলো ওর গল্পটি নেয়ার কারণে প্রায় বিখ্যাত হয়ে গেল কোরি ম্যাকলিন। তার উদ্ভাবিত নয়া শব্দ 'মগজখেকো' হয়ে উঠল ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ভয়ংকর পরজীবীটির অন্য নাম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পাঠকের 'মগজখেকো' নামটিই সবচেয়ে পছন্দ হলো। লোকে এত ফোন করতে লাগল হেরাল্ড পত্রিকা অফিসে যে ফোন লাইনে জ্যাম লেগে গেল। কোরি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল সবাই তাকে মগজখেকো বিষয়ে 'কর্তা' মানতে শুরু করেছে। ফোন কোম্পানির হেরাল্ড অফিসে লোকের ফোনের সংযোগ দিতে দিতে যখন নাভিশ্বাস অবস্থা, কোরি ও সিটি এডিটর পোর্টার উলান্ডার ওই সময় টপ ফ্লোরে, নাথান ইকর্নের মাঝে সাঝে ব্যবহৃত অফিসে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছে।

বেঁটেখাটো পাবলিশারটি বরাবরের মতো চৌকশ ও পরিপাটি অবস্থায় নেই। তাঁর কুমিরের চামড়ার জুতোর এক পাটিতে ভাঁজ পড়েছে, শার্টের কলার নুয়ে আছে, গালে না কামানো গিজগিজে দাড়ি।

মোটা কার্পেটে ঢাকা অফিসের মেঝেতে পায়চারি করতে করতে তিনি গলার টাই ঢিলে করে দিলেন, কলারের বোতাম খুললেন।

পায়চারি করছেন ইকর্ন তবে একটা চোখ দেয়ালের ফোঁকরে রাখা টেলিভিশনের দিকে। পর্দায় একটি টিভি নেটওয়ার্কের উপস্থাপক দেশের বিভিন্ন শহর থেকে আসা ফিল্ড রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলছে। টিভির ভল্যুম একদম কমিয়ে রাখা হলেও পর্দায় লোকের ছোটাছুটি দেখে তাদের উত্তেজনার মাত্রা বোঝা যায়।

পোর্টার উলান্ডার জানালার ধারের একটি আসনে বসে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছেন তাঁর বসকে, টিভির দিকে তাকাচ্ছেনই না। সিটি এডিটরের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তিনি যে কোন মুহূর্তে ডাবল সেফটি গ্লাসের জানালা ভেঙে বারো তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নিচের কংক্রিটে।

ঘরের তিনজন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত রয়েছে কোরি ম্যাকলিন। সে বুকে হাত বেঁধে পাবলিশারের ডেস্কের ধারে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে প্রায় নি:শব্দ টিভি পর্দায় তার নামটি প্রচার করে কিনা।

দুই/তিন পা এগিয়েই থেমে যাচ্ছে নাথান ইকর্নের পায়চারি, টিভির দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না, তাঁর ক্রুদ্ধ চাউনি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে উলান্ডার এবং কোরির প্রতি। তিনি মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত চেপে 'মগজখেকো' শব্দটি উচ্চারণ করছেন এবং মাথা নাড়তে নাড়তে শুরু করছেন পায়চারি। অবশেষে তিনি সিটি এডিটরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, অপেক্ষাকৃত লম্বা মানুষটির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রিত গলায় বললেন, 'ভয়ংকর মগজখেকো। তুমি কোন আন্দাজে এরকম একটা শিরোনাম আমাদের পত্রিকায় ছাপলে?'

'আমি জানতাম না,' হার স্বীকার করার ভঙ্গিতে বললেন উলান্ডার। 'আমার হাত দিয়ে শিরোনামটি যায়নি।'

'এজন্য আমিই দায়ী,' বলল কোরি। 'গতকাল শেষ বিকেলে স্টোরিটি আমার হাতে আসে এবং আমি সোজা ওটা কম্পোজ করে ফেলি। হেডলাইনটি আমার আইডিয়া।'

ঘুরলেন ইকর্ন। করুণ চোখে ওকে দেখলেন, 'ভয়ংকর মগজখেকো! আমি মানা করা সত্ত্বেও এ স্টোরি নিয়ে তুমি লেগে রইলে। অথচ এ ধরনের গল্প ন্যাশনাল ইনকুয়ারিতেই মানায়।'

'মি. ইকর্ন, গল্পটি আমি তৈরি করিনি। আমি না লিখলেও ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে চলছিল।' মুচকি না হেসে পারল না কোরি। 'আর 'ভয়ংকর মগজখেকো' শিরোনামের জন্য পত্রিকার কাটতিও হয়েছে বেশ। হুঁ হুঁ করে বিক্রি হচ্ছে পত্রিকা।'

'তা তো হবেই। তুমি পত্রিকায় 'ফাক' শব্দ দিয়ে হেডলাইন করলে তা-ও হুঁ হুঁ করে বিক্রি হবে।' পালিশ করা মেহগনি টেবিলের পেছনে রাখা লম্বা চেয়ারটিতে ধপ করে বসে পড়লেন ইকর্ন, যেন মহা বিপর্যস্ত। 'তুমি কি জানো নিচে শত শত মানুষ তোমাকে খুঁজছে? আর তোমার নামে কত ফোন যে আসছে তার হিসেব নেই।'

'আমাকে খুঁজছে নাকি?' আমোদটুকু লুকাতে পারল না কোরি।

'হ্যাঁ। বেশিরভাগ আশা করছে তুমি তাদেরকে বলবে কীভাবে ভয়ংকর মগজখেকোদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।'

'আরি, আমি কী করে তা জানব।'

'কেন জানবে না? ওরা জানে তুমিই ভয়ংকর মগজখেকোর আবিষ্কর্তা। কাজেই তোমাকেই ওদেরকে বোঝাতে হবে।'

'এতো পাগলামির কোন মানে হয়?'

'নিশ্চয় হয় না। কিন্তু পাবলিক তো তা বুঝবে না।'

এই প্রথম মেজাজ হারাল কোরি। 'আমি তো কেবল গল্পটা লিখেছি। এ ব্যাপারে আর কিছু জানি না।'

'আমি তা জানি, কোরি,' উঁচু পিঠের চেয়ারে পাবলিশারকে আরও ক্ষুদ্রকায় লাগল। 'তুমি একজন পেশাদার সাংবাদিক। হয়তো অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এখনও প্রফেশনাল। তোমাকে স্টোরিটি থেকে টেনে আনার চেষ্টাটা আমার ভুল ছিল। জানতাম না কীসের বিরুদ্ধে আমরা রয়েছি। আমার ওপরেও চাপ আসছে।'

'কোত্থেকে চাপ আসছে?' প্রশ্ন করল কোরি।

ইকর্ন তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালেন। 'এটা যেন অফ দা রেকর্ড থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল কোরি।

পাবলিশার শুকনো হাসলেন। 'আমি কখনও ভাবিনি এ ব্যাপারটি আমারই এক এমপ্লয়ীর কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে। চাপ আসছে ওয়াশিংটন থেকে। তুমি বোধহয়

জানো জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট গত দেড় বছর ধরে আমার বিরুদ্ধে অ্যান্টিট্রাস্ট কেস তৈরি করছে।'

'শুনেছি,' বলল কোরি।

'ওখানকার লোকজন বলেছিল *হেরাল্ড* যদি এ স্টোরি সম্পর্কিত কোন খবর না ছাপে তাহলে তারা আর আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা করবে না। যে স্টোরি তুমি ছাড়তে চাইছ না।'

'এতে ওদের লাভ?' জানতে চাইল কোরি।

'জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি। বহু পরিশ্রম করে আজকে আমার যা আছে তা তৈরি করেছি। কেউ যেন আমার অর্জন ছিনিয়ে নিতে না পারে সে জন্যও অনেক কষ্ট করেছি।' তিনি সুইভেল চেয়ারের নরম গদির মধ্যে আরও সেঁধিয়ে গেলেন। 'এখন আমি জানি না কী হবে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন পোর্টার উলাভার। 'এখন আমাদেরকে কী করতে বলেন, মি. ইকর্ন?'

শূন্যে হাত ছুড়লেন ছোট্ট মানুষটি। 'আমাদের কীই বা করার আছে? প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। বেরিয়ে গেছে গল্প। ওটা চালিয়ে যাও। আশা করি ভয়ংকর মগজখেকোরা একদিন আমাদেরকেও ধরে খেয়ে ফেলবে।'

হেরাল্ড পত্রিকার কাছে যখন ভয়ংকর মগজখেকোদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানার জন্য ভিড় করছে লোকে, ওই সময় অ্যাপলটন শহরের বায়োট্রন প্লান্টে আরেকটি সমস্যা শুরু হয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে ঘোষণা করা হলো শিফট শেষে সমস্ত ল্যাব এবং অফিস বন্ধ করা হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা খুলবে না। এর কোন ব্যাখ্যাও দেয়া হলো না।

বায়োট্রনে শ্রমিক ইউনিয়ন নেই তাই সম্মিলিত কোন প্রতিবাদ করা গেল না, কেবল বিমূঢ় হয়ে গেল প্ল্যান্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাদেরকে অবশ্য আশ্বস্ত করা হলো যত দ্রুত সম্ভব খুলে দেয়া হবে প্ল্যান্ট। কাজেই কাজে ফেরার জন্য তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

হেরাল্ডের বৃহস্পতিবারের সংস্করণে কোরির লেখা পড়ার পরে ডা. কিজমিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে দিনা। প্ল্যান্ট বন্ধের ঘোষণা শোনার পরে আবার চেষ্টা করল। কিন্তু ডক্টরের প্রাইভেট এক্সটেনশন নাম্বারের ফোন বেজেই চলল, ধরল না কেউ। দিনা নিজেই তার বসের অফিসে চলে এল। দেখল অফিস বন্ধ। কোম্পানির একজন নিরাপত্তা প্রহরী পাহারা দিচ্ছে বাইরে।

'ড. কিজমিলার কি ভেতরে আছেন?' গার্ডকে জিজ্ঞেস করল ও।

'দুঃখিত, মিস। আমি বলতে পারব না।'

'ওনার সঙ্গে কথা বলা খুবই জরুরী।'

'আপনি যদি কোন মেসেজ রেখে যেতে চান–'

দিনা গতানুগতিক কথাটার শেষ আর শুনতে চাইল না। চলল জিমি লোনেসের অফিসে। দেখল লোকটি কুঁজো হয়ে তার ডেস্কের পেছনে বসে একজোড়া ফোন নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে। ঝনঝন শব্দে ফোনগুলো বিরতিহীন বেজেই চলেছে। দিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল, ভেতরে ঢুকবে কিনা ভাবছে, জিমি ধাক্কা মেরে ফোন দুটো ফেলে দিল। ওগুলো উড়ে গিয়ে ধপ করে পড়ল কার্পেট মোড়ানো মেঝেয়। শেষবারের মতো বেজে উঠে নিরব হয়ে গেল।

'চমৎকার ব্যাকহ্যান্ড,' বলল দিনা।

জিমি লোনেস ওর দিকে ফিরে তাকাল। 'ওহ্, হাই, ডিনা। হারামজাদাগুলোর যন্ত্রণায় আমার মাথা ধরে গেছে। সবাই ভাবছে প্ল্যান্ট কেন বন্ধ হলো তার কারণ বুঝি একমাত্র আমিই জানি। সবার মতো আমিও একই সময় খবরটা পেয়েছি। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। তো তুমি কী মনে করে?'

দিনা বলল, 'আমিও আসলে এসেছিলাম জানতে প্ল্যান্ট কেন বন্ধ হলো।'

মাথার চাঁদি ঘষতে ঘষতে জিমি বলল, 'বাতাসে ছড়ানো খবর কী বলে?'

'বলে এর সঙ্গে মগজখেকোদের কোন সম্পর্ক আছে।'

'মন্দ বলে না। তবে এ ব্যাপারে আমি এখনও অন্ধকারেই আছি।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো বলতে পারবে।'

'আমি জানিনা এমন কিছু কি তুমি জানো, ডিনা?'

'তেমন কিছু জানি না।'

লোনেসের সেক্রেটারি এল ছুটতে ছুটতে। 'মাফ করবেন, মি. লোনেস, টেলিফোনে বোধহয় কোন সমস্যা– ওহ্!'

'ওগুলো মেঝেতে পড়ে গেছে,' বলল জিমি লোনেস।

পাবলিক রিলেশন্স চিফকে তার অফিসে রেখে নিজের কক্ষে ফিরে এল দিনা। ক্যারল ডেংকারকে দেখল ডেস্ক ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে।

'কিছু খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'অ্যাসপিরিন। এখানেই তো রেখেছিলাম। তুমি কি খেয়ে ফেলেছ?'

'কী বললে?'

'ধুত। কী আবোল তাবোল বকছি। আমার মাথায় যেন বল্লম দিয়ে কেউ আঘাত করছে। ওরা প্ল্যান্ট বন্ধ না করলেও এতক্ষণে আমি বাসায় চলে যেতাম।'

'মাইগ্রেন?'

'কী জানি। এমন ব্যথা জীবনে হয়নি।'

*মাথা ব্যথা*। কোরির লেখার কথা মনে পড়ল দিনার। মিলওয়াকির বারটেন্ডারেরও খুব মাথাব্যথা করছিল। দুইদিন মাথা যন্ত্রণায় কাতরানোর পরে সে নিজের শুঁড়িখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। হেরাল্ড পত্রিকায় লিখেছে ছোট ছোট'

প্যারাসাইট নাকি মগজ খেয়ে ফেলে। ও আর ক্যারল ডেংকারের দিকে তাকানোর সাহস করল না। অজানা ভয়ে শিউরে উঠল শরীর।

ক্যারল ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'কী হলো?'

মাথা নাড়ল দিনা। 'মনে হলো আমার কবরের ওপর থেকে এইমাত্র কে যেন হেঁটে গেল।' কুড়ি মিনিট পরে গম্ভীর মুখে সে গাড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু করল মিলওয়াকি অভিমুখে।



এডি গল্ট বৃহস্পতিবারে কাজে যায়নি। তাই হঠাৎ অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথাও সে জানতে পারল না। ওর ফ্লু হয়েছে। তার অন্তত: তাই ধারণা।

কম্বলের নিচে শুয়ে হিহি করে কাঁপছে এডি। রোয়ান টেসলা ওর জন্য সুপ নিয়ে এল। কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল তাপমাত্রা। ওকে মধু আর গমের মিশেল দেয়া খাবারটা খাইয়ে দিল। লিভিং রুমে ভলুম একদম কমিয়ে সে টিভি দেখতে লাগল। এডির যা অবস্থা তখন ভয়ংকর মগজখেকোদের কথা ওর কানে না যাওয়াই ভালো। এগুলোর কথা রোয়ান নিজেও তেমন ভাবতে চায় না। ওর ধারণা এটি জাতীয় উন্মাদনার আরেকটি উদাহরণমাত্র।

দুই হাজার মাইল দূরে, স্যান ফ্রান্সিসকোতে, সোভিয়েত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডেলিগেশন হিসেবে দাবি করা চারজন লোক এয়ারপোর্টের ম্যানেজারের সহকারীকে পারলে চক্ষু দিয়ে ভস্ম করে ফেলত। সহকারী, বয়সে তরুণ, নাম হেন্ডারসন, সে ভয়ানক ঘামছে। কারণ তার বস অনুপস্থিত এবং বিপজ্জনক চেহারার এই রাশানগুলোকে তার নির্দেশ জানিয়ে দিতে হয়েছে।

'এ খুবই জঘন্য!' রাগে ফেটে পড়ল ভিক্তর রাসলভ। 'আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দূত, কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভ্রমণ করছি।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার, কিন্তু আপনাদের ফ্লাইট আসতে দেরি হবে।'

'দেরি? কী ধরনের দেরি?'

'আ, ইয়ে, মেকানিকাল, আমার ধারণা,' হেন্ডারসন গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। সে শুধু জানে রাশানদের ফ্লাইট দেরি হওয়ার কারণ স্যানফ্রান্সিসকোর

এফবিআই অফিস থেকে আসা একটি ফোন। হেন্ডারসন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে লোকার এজেন্টরা যেন তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হয়ে যায় এবং সে বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

'আমি সোভিয়েত কনসালের সঙ্গে কথা বলব,' বলল রাসলভ।

'জ্বী, স্যার,' স্বস্তি পেল হেন্ডারসন। 'আমার সঙ্গে আসুন। আমার অফিস থেকে ফোন করতে পারবেন।'

মগজখেকোর ভীতি জনসনকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। লোকে হয় শহর থেকে চলে যাচ্ছে কিংবা অন্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে তারা এয়ারপোর্টে এসেছে। হেন্ডারসন যখন দলটিকে নিয়ে ভিড় ঠেলে তার অফিসে নিয়ে এল, জানা গেল চারজনের মধ্যে একজন নিখোঁজ। আন্তন কুরাকিন ওদের সঙ্গে নেই।

শুক্রবার রাত নাগাদ ভয়ংকর মগজখেকোদের নিয়ে কেউ আর ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিল না। বৃহস্পতিবারে হামলার যে নতুন ঢেউ শুরু হয়েছিল শুক্রবারে তা ঢল বা বন্যায় রূপান্তরিত হলো। হাসপাতালগুলোতে প্যারাসাইট আক্রান্ত রোগীরাই শুধু এলো না, যাদের মাথা ব্যথা করছিল কিংবা ভাবছিল মাথায় যন্ত্রণা করছে, তারাও দলে দলে এসে ভর্তি হতে লাগল। মগজখেকোদের সংক্রমণের প্রকৃতি জেনে কিছু কিছু হাসপাতাল রোগীদের ভর্তি করতেও অস্বীকৃতি জানাল।

জনতা, এখন ভীত ও বিভ্রান্ত, অ্যাকশন নেয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিছু করার জন্য উদগ্রীব কিন্তু কোত্থেকে শুরু করবে নিজেরাই জানে না। নিউইয়র্ক, মিলওয়াকি এবং সিয়াটলে হামলার উৎপত্তিস্থল হলেও এটা এখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। কর্তৃপক্ষ মানুষজনকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেও কেউ শান্ত রইল না।

শীঘ্রি প্রমাণিত হলো প্যারাসাইটগুলো যে কোন বয়স, নারী-পুরুষ, জাতি এবং অঞ্চলে হামলা করতে পারে। তবু স্রেফ গুজবের কারণে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সহিংসতা। একটি হোমোসেক্সুয়াল কমিউনিটি সবার আগে আক্রান্ত হলো। সমকামীরা এইডস রোগের বাহক এ কথা স্মরণে রেখে একদল লোক বন্দুক, গদা, কুঠার এবং মশাল নিয়ে সমকামীদের বার এবং কম্যুনিটিগুলোতে চড়াও হলো। তাদের মাথায় একবারও এ চিন্তাটা এলো না যে স্বল্প কয়েকজন সমকামীকে পিটিয়ে তক্তা বানালেই আর মগজ ধ্বংসকারী পরজীবীর কবল থেকে রক্ষা মিলবে না।

ডেট্রয়েটে কালোরা দোষারোপ করল ইহুদিদেরকে। লসএঞ্জেলেস ইহুদিরা এ ঘটনার জন্য দায়ী করল আরবদের। সেন্ট লুইসে কনজারভেটিভরা দোষ দিল লিবারেলদের। মিয়ামিতে ইহুদি, কৃষ্ণাঙ্গ, কিউবান, হাইতিয়ানরা একে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে লাগল। এবং এ নিয়ে মারামারি, হতাহতও হলো প্রচুর।

আর সারা সপ্তাহজুড়ে আতংক সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো ঘটে চলল।

নিউ হ্যাম্পাশায়ারের ম্যানচেস্টারে পড়ানোর সময় একটি সানডে স্কুলের শিক্ষক

হঠাৎ কাঠের চেয়ারের পায়া ভেঙে নিয়ে তাঁর ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুই ছাত্র নিহত, ছ'জন হলো মারাত্মক আহত। পাশের শ্রেণীকক্ষ থেকে অর্ধডজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এসে বহু কষ্টে ওই শিক্ষককে সামাল দিতে সমর্থ হলো।

সান্তা মোনিকায় এক বডি বিল্ডার অকস্মাৎ চিৎকার করতে করতে চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের ডাম্বেল দিয়ে ব্যায়ামাগারের মানুষজনের ওপর চড়াও হলো। সে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং জিমনাশিয়ামের মালিকের খুলি ফাটিয়ে দিল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়েতে। সেখানে গ্রে নাইন ট্যুর বাসের চাকার নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

নিউ অর্লিন্সে এক কাস্টমার বার টেন্ডারকে অভিযোগ করল মিউজিকের চড়া সুর তার সহ্য হচ্ছে না এবং জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই লাফিয়ে উঠল ব্যান্ডস্ট্যান্ডে এবং নিজের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে সত্তর বছরের এক বুড়ো ট্রাম্পেট বাদককে সবার চোখের সামনে হত্যা করল।

লসএঞ্জেলেসে দামী পোশাক পরা এক মহিলা ব্রোঞ্জ রঙের একটি মার্সিডিস চালাচ্ছিল। সে হারবার এবং সান্তামোনিকার ফ্রিওয়ের সংযোগস্থলের কাছে ব্রডসাইডে অকস্মাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করলে কমপক্ষে দুশো গাড়ি এ দুর্ঘটনায় পড়ে যায় এবং মাইলের পর মাইল ট্রাফিক জ্যাম বেঁধে যায়। উদ্ধারকারীরা তাকে উদ্ধার করতে এসে দেখে তার মুখখানা পুঁজভরা ফোঁড়ার মুখোশে পরিণত হয়েছে এবং সে নিজেই নিজের গলার নলী টেনে ছিড়ে ফেলেছে।

ওই একই সময় একটি ক্যারিবিয়ান ক্রুইজ শিপের ক্যাপ্টেন, দু'জন ক্রু এবং এক মহিলা যাত্রী বলা নেই কওয়া নেই, উন্মাদ হয়ে উঠলেন এবং চিৎকার করে ছুটতে লাগলেন। ছোটার পথে সামনে যাকে পেলেন তাকেই তাঁরা হামলা করলেন। রেডিও অপারেটর একটি SOS পাঠিয়েছিল কিন্তু তার পরপরই তার ঘাড়টি ভেঙে দেয়া হলো। এবং জাহাজে লাগিয়ে দেয়া হলো আগুন। একটি লাইবেরিয়ান ট্যাংকার অকুস্থলে পৌঁছে দেখল জাহাজটি দাউ দাউ করে জ্বলছে, শতাধিক মানুষ এ ঘটনায় পুড়ে মারা গেল।

রোববার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট টিভি ও রেডিওতে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। যারা এখনও এই ভয়ংকর মহামারীটির কবল থেকে মুক্ত ছিল তারা টিভির সামনে বসল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কিছু আশার বাণী শোনার আশায়।

প্রেসিডেন্ট শুরু করলেন এই বলে, 'মাই ফেলো আমেরিকানস... আমাদের দেশ অকস্মাৎ এক অশুভ এবং অদৃশ্য শত্রুর হামলার কবলে পড়েছে। অতীতে আমেরিকান জনগণ যখনই হুমকির মুখোমুখি হয়েছে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যারা তাদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তাদেরকেই উল্টো ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ রাতে এই নতুন ভয়ংকর সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি...'

তবে প্রেসিডেন্ট কোন আশার বাণী শোনাতে পারলেন না। তিনি তাঁর বক্তৃতায়

সযতনে 'মগজখেকো' শব্দটি এড়িয়ে গেলেন এবং জনগণকে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। যেমন ভিড়ভাট্টা থেকে যেন তারা দূরে থাকে, পপুলেশন সেন্টার থেকে যেন কোথাও না যায়। আইন রক্ষাকারীদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে ইত্যাদি। তিনি শেষ করলেন এই বলে 'সাহায্য আসবে। ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখুন।'

মিলওয়াকির একটি বারে বসে আরও পঞ্চাশজন মানুষের সঙ্গে টিভিতে প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেখছিল কোরি ম্যাকলিন, দিনা আজাদ এবং সরকারি কর্মকর্তা লু জ্যাচরি। বক্তৃতা শেষে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। কোরি জানাল সে পরেরদিন বায়েট্রনে যাবে বিখ্যাত ড. কিজমিলারের সঙ্গে দেখা করতে।

মুখভঙ্গি করল দিনা। 'ড. কে যদি দেখা দিতে না চান তো কারও সাধ্য নেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে।'

'উনি তো আর জানেন না আমি কী চিজ,' বলল কোরি।

'আপনি কী করবেন, লু? যাবেন আমার সাথে?'

মাথা নাড়লেন জ্যাচরি। 'আমার এখানে অনেক কাজ। তুমি ফিরে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

ঘড়ি দেখল কোরি। 'আমি বরং এখন একবার সিটি রুমে যাই। দেখি ডাক্তার আমার জন্য কী তারবার্তা রেখেছেন। কালকের এডিশনে আমি একটি ফ্রেশ স্টোরি দিতে চাই।'

'তুমি কিছু মনে না করলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই,' বলল দিনা। 'কারণ এই মুহূর্তে রাস্তায় একা একা হাঁটতে আমার সাহস হচ্ছে না।'



হেরাল্ড-এর তারবার্তা কক্ষে বসে আছেন ডা. ইঙ্গারসল। তাঁর ডেস্কের ওপর স্তূপ করা তারবার্তা, অ্যাশট্রে উপচে পড়ছে ক্যামেল সিগারেটের বাট। ডাক্তার কপি পেপার প্যাডের ওপর ঝুঁকে নোট নিচ্ছেন, ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচাতে কাত করে রেখেছেন মাথা।

কোরি এবং দিনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন তিনি।

'জ্যাচরির কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল?'

'তেমন কিছু না,' বলল কোরি। 'আপনার কী খবর?'

ছেঁড়া তারবার্তার স্তূপের দিকে হাত নাড়লেন ইঙ্গারসল।

'প্রচুর এসেছে। হাবিজাবি জিনিসগুলো পড়তে গিয়ে চোখ এবং মাথা দুটোই ধরে গেছে।'

দিনা কয়েকটি তারবার্তায় চোখ বুলাল। ডেটলাইন পড়ল।

'দেশের সব জায়গা থেকে এসেছে মনে হচ্ছে।'

'হুমম।' বললেন ডাক্তার। 'দেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এ রোগ ছড়ায়নি। ঈশ্বর জানেন কত ঘটনা চক্ষুর আড়ালেই হয়ে গেছে।'

'ওয়াশিংটন থেকে কোন খবর?'

'প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার ট্রান্সক্রিপ্ট আছে।'

'শুনেছি আমরা বক্তৃতা।'

'আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার কথা শুনছি। অন্যান্য দেশ আমাদের মগজখেকোদের চায় না।'

দিনা ডাক্তারের লেখা একটি নোটের দিকে ইঙ্গিত করল।

'কী এটা?'

'যে সব স্টোরি আসছে সেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মগজখেকোদের একটা প্রোফাইল তৈরির চেষ্টা করছি। লক্ষণ, স্থায়িত্বকাল, টিকে থাকার সম্ভাবনা– এইসব আর কী।'

'তো কী পেলেন?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'একটিও ভালো খবর নয়,' কাগজের রাজ্য হাতড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি বের করে আনলেন ইঙ্গারসল। 'প্রথম লক্ষণ হলো চামড়ায় চুলকানি, জ্বালাপোড়ার ভাব। ডেক্সটার হর্ন আমাদেরকে অটোপসিতে দেখিয়েছে কীভাবে প্যারাসাইটগুলো চামড়ার ছোটখাটো ক্ষত দিয়ে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। আজ রাতে যেসব রিপোর্ট আমি পড়েছি তাতে অসংখ্য ভিক্টিম বলেছে তাদের শরীর কেটেছিড়ে যাওয়ার পরে চুলকানি কিংবা র‍্যাশ উঠেছে চামড়ায়।'

কোরির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'ডুবোয়াস উইলিয়ামসনের বউ বলেছিল তারা বায়োট্রনের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার খানিক আগে তার স্বামীকে একটি বোলতা কামড়ে দেয়। পরে ক্ষতস্থান ফুলে উঠলে মহিলা ভেবেছিল ওটা হয়তো অ্যালার্জির কারণে হয়েছে।'

'এই তো মিলে গেল,' বলল ডাক্তার। 'যেসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো সনাক্ত করা গেছে তাদের সবারই চামড়ায় চুলকানি হয়েছে।'

'আর কী?'

'ফ্লু'র মতো সর্দি লেগেছে, জ্বর হয়েছে। দু'একদিন থাকার পরে আবার চলে গেছে।'

'বায়োট্রনে গত সপ্তাহে যেরকম দেখেছিলাম,' মন্তব্য করল দিনা।

'সেইরকমই,' সায় দিলেন ডাক্তার।

'ত্বকের চুলকানির ব্যাপারটি না হয় বুঝলাম,' বলল কোরি, 'কিন্তু ভুয়া ফ্লুর কারণ কী?'

'আরে ধুর আমি তা জানি নাকি?' বললেন ডাক্তার। 'হতে পারে প্যারাসাইট তার সঙ্গে কোন ধরনের ভাইরাস বহন করে। ক্লিনিকাল ব্যাখ্যা চাইলে অন্য কারও কাছে যাও। আমি শুধু টেবুলেশন করছি, প্যাটার্ন খুঁজছি।'

'আচ্ছা, বলতে থাকুন।'

'উন্মাদনা শুরু হওয়ার আগের শেষ অধ্যায়টি সম্ভবতঃ মাথা ধরা। অটোপসি থেকে এটাও আমরা জানি।'

'এর প্রভাব আমি দেখেছি,' গম্ভীর মুখে বলল কোরি।

'মাথা ধরা বা মাথা ব্যথা কতক্ষণ থাকে?' জানতে চাইল দিনা।

'এক, দুই, তিন দিন। কখনও বা তারও বেশি। ক্রমে চড়া হয়ে ওঠে মাথায় যন্ত্রণা। কোন ওষুধেই কাজ হয় না।'

'এবং মাথা যন্ত্রণায় তারা পাগল হয়ে যায়?' বলল কোরি।

'অনেকটা সেরকমই। ভিক্টিম একবার সহিংস হয়ে উঠলে আর তাকে ঠেকানোর উপায় থাকে না। সে তার চারপাশে যাকে পায় তার ওপরেই হামলা চালিয়ে বসে। এরপরে মুখভর্তি ফোঁড়া ফেটে যায় যা আমরা ওই মহিলার লাশে দেখেছি। এরপরে তার ভয়ংকর মৃত্যু ঘটে– কখনও কখনও ভিক্টিম নিজেই নিজেকে হত্যা করে।'

'তারা সবাই মারা যায়?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল দিনা।

'দৃশ্যত। রিপোর্টে লিখেছে ভিক্টিমদেরকে কব্জা করার চেষ্টা করেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়নি। ভিক্টিমদের শরীরে অমানুষিক শক্তি ভর করে। তারা সাধারণ মানুষের বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে যায় এবং কেউ তাদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত উন্মত্ততা চালিয়ে যায়। ভাগ্যবানরা সেরিব্রাল হোমারেজে আগেই মৃত্যুবরণ করে।'

'পুরো জিনিসটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়?' জানতে চাইল কোরি।

'রক্তস্রোতে প্যারাসাইট ঢোকা থেকে একদম শেষ পর্যন্ত।'

ডা. ইঙ্গারসল আরেকটি গ্রাফ বের করলেন। 'আমার হিসেব মতে, গড়পড়তা ডিউরেশন সাতদিন।'

তিনি গ্রাফের তরঙ্গায়িত রেখার দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'শুরুটা হয়েছে এখান থেকে, ১ জুন, যেদিন বায়োট্রানের হেলিকপ্টার স্প্রে করেছে। আর এখানে, সাতদিন বাদে, আমরা জানি স্ট্রানস্কি, উইলিয়ামসন এবং সিয়াটলের মেয়েটা মারা গেছে।'

'হেলিকপ্টারের পাইলট স্টু অ্যান্ডারসনও,' যোগ করল দিনা।

'পরবর্তী এক সপ্তাহ আর কোন ঘটনা ঘটেনি,' বলে চললেন ইঙ্গারসল। 'এক

সপ্তাহ পরে ওই প্রথম তিনজনের লোকেশনে এ ধরনের সহিংসতার খবর আমরা পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে এবারের উইকএন্ডে। শুরু হয়েছে বিষ্যুদবার, শুক্রবারে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে, শনিবার এবং রোববার একটু কম। এখন তোমরা গ্রাফে ঢেউ খেলানো দেখতে পেলেও কয়েক সপ্তাহ পরে আর কোন ঢেউ দেখতে পাবে না। লাইনগুলো সব সমান হয়ে যাবে।'

'তার মানে সহিংসতা ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাবে?' বলল কোরি।

ইঙ্গারসল শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

কোরি গ্রাফটা এক মিনিট দেখল। তারপর ওটা একপাশে সরিয়ে রাখল। তার বার্তার দঙ্গল খুঁজে কয়েকটি স্টোরি বাছাই করে ওগুলো পকেটে ঢোকাল। 'আমি কেয়ামতের রিপোর্টটি এখনই লিখছি না। কয়েকদিন স্থগিত রাখব।'

'তাছাড়া পরিসংখ্যান গল্পকে নিস্প্রভ করে তোলে,' বললেন ডাক্তার।

'ঠিক বলেছেন,' কোরি পকেট থেকে একটি তারবার্তা বের করল। 'এতে লিখেছে বোস্টনে, নার্সারি স্কুলের একটি বাচ্চা শুকনো সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা গেছে। হাজার মৃত্যুর পরিসংখ্যানের চেয়ে এ ঘটনা দিয়ে অনেক ভালো হেড লাইন করা যায়।'

'দ্যাটস আ ফ্যাক্ট,' সায় দিলেন ইঙ্গারসল।

'তোমাদের কথা শুনে আমার অসুস্থ লাগছে,' বলল দিনা।

'সরি। এমনি বললাম। চলো, সবাই মিলে বাইরে থেকে ডিনার করে আসি।'

'আমি যেতে পারব না,' বললেন ডাক্তার। 'তারবার্তার ওপর চোখ রাখতে হবে। আমার কাছে ক্যান্ডিবার আর মেশিনে কফি আছে। ও দিয়েই চলে যাবে।'

'শুধু এসব খাবার খেলে বেশিদিন কিন্তু বাঁচবেন না,' হুঁশিয়ার করল দিনা।

ডাক্তার সিগারেটটি এক ঠোঁট থেকে সরিয়ে আরেক ঠোঁটে নিয়ে ওর দিকে তাকালেন। 'আমরা কেউই চিরকাল বাঁচব না, হানি।'

কোরি এবং দিনা বিল্ডিং থেকে বের হয়ে হেঁটে চলে এল পার্কিং লটে। কোরির গাড়িতে উঠে বসল দু'জনে। প্রায় জনশূন্য রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

'লোকজনই তো নেই দেখছি,' বলল কোরি।

'এজন্য ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না,' বলল দিনা।

'তা বটে। তুমি কোথায় খেতে যেতে চাও?'

'তোমাকে সত্যি বলি, কোরি, খুব প্রয়োজন না হলে রেস্টুরেন্টে খেতে আমি তেমন পছন্দ করি না। তোমার বাসায় কী খাবার আছে?'

'অনেক খাবার আছে। বরফঠাণ্ডা পিজ্জা। চিকেন পটপাই। হট ডগ বান। আধ ডজন ডিম। খানিক দুধ, যদি এখনও টকে গিয়ে না থাকে। পর্ক এবং বীনস। বিয়ার?'

মুখ বাঁকাল দিনা। 'তুমি এসব খাও নাকি?'

'ফ্রিজে বোধহয় এসব খাবারই আছে।'

'তোমার বাসার আশাপাশে কোন মার্কেট নেই।'

'আছে।'

'তাহলে ওখানে চলো। ওখান থেকে কিছু নেবো।'

খাবার জিনিস পছন্দ করল দিনা, জিনিসপত্রের কার্ট ঠেলল কোরি। ওরা গরুর মাংস, চাল, আলু, মাখন, ক্রিম, অ্যাসপারাগাস, লেটুস, পেয়াঁজ, টমেটো এবং সালাদ ড্রেসিং কিনল। লিকার ডিপার্টমেন্ট থেকে কোরি এক বোতল ক্যালিফোর্নিয়া বার্গান্ডি নিল। দু' বোতলই কিনতে চেয়েছিল। দিনা মদ্যপান করে না শুনে এক লিটার কোক কিনল।

কোরি বাসায় ফিরে জিনিসপত্রগুলো ব্যাগ থেকে বের করে কিচেনে রাখল। দিনা বলল ও গরুর ঝাল মাংস আর ভাত রান্না করবে। কোরিকে বলল সালাদ বানাতে।

দিনা রান্না করতে বেশি সময় নিল না। গরুর মাংস নাজিরশাইল চালের ভাত দিয়ে মেখে খেয়ে খুব মজা পেল কোরি। তবে ঝালের চোটে সে 'উস, আস্' করতে লাগল।

অ্যাসপারাগাস এবং লেটুস দিয়ে সে চমৎকার সালাদ বানিয়েছে। এত মজার সালাদ খুব কমই খেয়েছে দিনা।

ওরা খাওয়া দাওয়া সেরে লিভিংরুমে এসে বসল। কোরির হাতে মদের গ্লাস, দিনার হাতে কোকের গ্লাস।

দিনা কোরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বোধহয় বিয়ে করোনি না?'

'করেছিলাম। তেইশ বছর বয়সে, আমার বউ ছিল ককটেল ওয়েট্রেস। ব্ল্যাক নেট স্টকিংয়ে ওকে দারুণ লাগলত। ছয় মাস পরে আমি আহত হয়ে যখন হাসপাতালে, ওইসময় ওর কাছ থেকে ডিভোর্স লেটার পাই আমি।'

'খুব খারাপ লেগেছিল, না?'

'নাহ। বরং মনে হয়েছে সহজেই মুক্তি পেয়েছি। ওই বিয়েটা আমার জন্য একটা ভুল ছিল।'

'তারপর আর কারও সঙ্গে জড়াওনি?' কোকের গ্লাসে চুমুক দিল দিনা। 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি বলে কিছু মনে করছ নাতো?'

'আরে নাহ। সানফ্রান্সিসকোতে কাজ করার সময় বারবারা নামে এক নর্তকীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এক হটশট রিপোর্টারের সঙ্গে বসবাস করাটা তার কাছে ওইসময় বেশ রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল। ও-ই আমাকে 'হটশট' বলে সম্বোধন করত। কিন্তু তার হটশট স্বামীর যখন চাকরি চলে গেল তখন বেচারী কতটা হতাশ হয়েছিল চিন্তা করো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার সঙ্গে মিলওয়াকিতে আসবে কিনা। সোজা মুখের ওপর 'না' বলে দিল।'

'কিন্তু তুমি এখানে এসে টিকে গেলে?'

'হু। এবার তোমার কথা বলো।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে প্রেম করব না,' হাসল দিনা। 'কিন্তু শিকাগোর এক ডাক্তারকে দেখে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যাই। তাকে বিয়েও করব ভেবেছিলাম। কিন্তু সমস্যা হলো ডাক্তারের বউ ছিল। আমি যে ব্যাপারটা জানতাম না তা নয়। ভেবেছিলাম ডাক্তার তার বউকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবে।'

'কিন্তু ওরা তা কখনোই করে না,' বলল কোরি।

'তাইতো দেখলাম।'

'আর কপ্টার পাইলটটির ব্যাপারটা?'

'স্টু? ওকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তবে আমাদের মধ্যে কোন কমিটমেন্ট ছিল না। কমিটমেন্ট আমরা চাইওনি। প্রেম করার চেয়ে যে যার কাজের প্রতিই বেশি মনোযোগ দিয়েছি।'

'তুমি যে কাজ করছ তা কি তোমার পছন্দ?'

'বায়োকেমিস্ট্রি? নিশ্চয়। কেন?'

'এমনিই জানতে চাইলাম। অনেক লোককেই দেখেছি তাদের কাজ পছন্দ নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাকরি করে। ভালো না লাগলে ছেড়ে দে না বাপু। ঘ্যানঘ্যান করিস কেন?'

'তুমি তোমার কাজটি পছন্দ করো, কোরি?'

'অবশ্যই। তবে এখনও তেমন সফল হতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে নিজের ওপরই বিরক্তি লাগে।'

'হয়ে যাবে। হাতে সময় আছে যথেষ্ট।'

'হয়তো বা,' কাঁধ ঝাঁকাল কোরি।

ওরা দু'জনেই এরপর চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ পান করল। যে যার হাতের গ্লাসের পানীয়। তারপর কোকের গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিল দিনা। সিধে হলো। বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। এখন যাই?'

বিস্মিত দেখাল কোরিকে। 'এত রাতে কোথায় যাবে? তুমি আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও।'

'হোটেলে উঠব। অসুবিধে হবে না,' বলল দিনা।

'পাগল নাকি! রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো না। কী হয় বলা যায় না। তুমি আমার বেডরুম ব্যবহার করো। আমি এ ঘরের সোফায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব।'

'তারপর মাঝ রাত্তিরে যদি তোমার মাথায় কোন দুষ্টামি জাগে?'

মিটিমিটি হাসল দিনা।

'দুষ্টামি জাগবে না। প্রমিজ।' কোরিও হাসল। 'প্লিজ, থেকে যাও।'

'আচ্ছা,' রাজি হলো দিনা। 'চলো, তোমার বেডরুমটা দেখে আসি।'

মদের গ্লাস টেবিলে রেখে খাড়া হলো কোরি। 'এসো,' বলল ও। ওর পেছন পেছন বেডরুমে রওয়ানা হলো দিনা।



খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কোরির। সেনাবাহিনীর দিনগুলোর সেই অভ্যাস আজও পরিবর্তন হয়নি। ও গা চুলকোতে গিয়ে দেখল নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। পাজামা না পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল কোরি।

কপালে ভাঁজ পড়ল ওর, এখনও অর্ধজাগ্রত, মনে করার চেষ্টা করল পাজামা না পরে ঘুমাতে যাওয়ার কারণ কী। এক সেকেণ্ড পরে আবিষ্কার করল ও একা নয়।

ওর পাশে শুয়ে আছে দিনা। ওর দিকে মুখ করে। দিনা কখন এল? দিনাকে তো কোরি ওর বেডরুম শেয়ার করতে দিয়েছে। নিজে লিভিংরুমের মেঝেয় তোষক আর চাদর পেতে শুয়েছে। দিনার ঝলমলে কালো চুল ছড়িয়ে আছে বালিশে। কোরি জানে না মাঝরাতে, যখন ঘুম আসছিল না দিনার, বালিশ নিয়ে চুপিচুপি এসে শুয়ে পড়েছে ওর পাশে। অনেক দিন পুরুষের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত দিনা। আর কোরিকে ওর ভালোও লেগেছে বেশ। কোরির উষ্ণ স্পর্শ পেতে চাইছিল দেহ-মন। কিন্তু মাঝরাত্তিরে কোরির কাছে এসে দিনা দেখে সে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে। তাই ওকে আর বিরক্ত করেনি দিনা। ওর পাশে শুয়ে পড়েছে। দুষ্টামি করার ইচ্ছা জাগলেও কোরির ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা করেনি। একটু পরে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে এখন, এই সদ্য ভোরে, কোরি যখন ওর বুকের ওপর হাত রাখল, ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল দিনা, কোরির কাছে ঘন হয়ে এল। টের পেল ওর বুক থেকে পিঠের দিকে চলে যাচ্ছে কোরির হাত, খুঁজছে দিনার ব্রা'র স্ট্যাপ। তারপর বন্ধনমুক্ত হলো দিনার আশ্চর্য সুন্দর দুই ক্রিমরঙা বুক। চোখ বুজে রইল দিনা। চোখ বুজে কোরির আদর খাচ্ছে। ওর শরীর জুড়ে তৃষ্ণা। এই বিপুল তৃষ্ণা কোরি মিটিয়ে দিক, আধোঘুম আধো জাগরণে তা-ই কামনা করছে দিনা। টের পেল ওর ঘাড়ে মুখ ঘষছে কোরি, আঙুল খেলা করছে ওর উন্মুক্ত বাদামী স্তনে। আদরে আদরে স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে গেল দিনার। ওর স্তন মুখে পুরে নিল কোরি।

সুখের আতিশয্যে গুঙিয়ে উঠল দিনা 'আহ।' বলে। এবং এই প্রথম চোখ মেলে চাইল। সে চোখের ভাষা বুঝতে একটুও সময় লাগল না কোরির। টানা টানা কাজল কালো ও চোখে প্রেম-ভালোবাসা-কামনা-বাসনা সব ফুটে আছে একসঙ্গে। একই সঙ্গে আর্ত আহ্বান জানাচ্ছে 'আমাকে নাও! আমাকে নাও!'

কোরি দিনার শরীরের ওপর উঠে এল। এবং দিনার ৩৬-২৬-৩৬ ফিগারের দুর্দান্ত শরীরটি আবিষ্কারের অনাবিল আনন্দে মেতে রইল পরবর্তী একঘণ্টা।

সকাল আটটায় কোরির ডাকে ঘুম ভাঙল দিনার। জানালো সে ব্রেকফাস্ট রেডি করেছে। এখন মহারানীর উঠতে আজ্ঞা হয়। কোরির চোখে চোখ পড়তে লাজুক হাসল দিনা। দারুণ এক মুখে এখনও বিভোর তনুলতা। ও 'এক মিনিট' বলে বাথরুমে ঢুকল। বাথরুম সেরে দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল। কোরি ওর জন্য কিচেন টেবিলে বসে আছে স্ক্রাম্বলড এগ আর গরম কফি নিয়ে। নাশতা খেতে বসে গেল দিনা।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে, দিনাকে একটা চুমু খেয়ে লিভিংরুমে ঢুকল রেডিও অন করতে।

'কোরি?'

ঘুরল কোরি। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দিনা। সিধে হলো সে।

'সময়টা আমি খুব উপভোগ করেছি,' বলল দিনা।

'আমিও।'

'তবে আমার মনে হয় এরকম আবার কিছু করা আমাদের উচিত হবে না।'

'কেন?'

'কারণ বাইরে যা ঘটছে তার জন্য। মগজখেকোদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে আমরা হেরেও যেতে পারি।'

ওরদিকে এক কদম এগিয়ে এল কোরি। জড়িয়ে ধরল ওকে।

'আমরা তো জিততেও পারি।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'নিরাশ হয়ে গেলেই তো আমরা শেষ হয়ে যাবো। তাছাড়া, আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

'সত্যি?'

'তুমি ভালো করেই জানো তা সত্যি। এবং তুমি জানো প্রথম দেখাতেই আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

ওকে অনেকক্ষণ চুম্বন করল কোরি। এবং দিনা বুঝতে পারল ও যা বলছে মন থেকেই বলছে।

কোরি রেডিও অন করল এবং যে খবর শুনল তা ওদের শরীর ঠান্ডা করে দিল।

ভয়ংকর মগজখেকোদের হামলায় দেশজুড়ে প্রবল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। তবে শুক্রবারের চেয়ে এ সংখ্যা কম। এটি সুখের বিষয় হলেও সুখি হতে পারল না কোরি। কারণ ডা. ইঙ্গারসলের কথা মনে পড়ে গেছে। উনি বলেছিলেন গ্রাফে অঙ্কিত রেখা ক্রমে উঁচুতে উঠতে উঠতে একদম ছাত ছুঁয়ে যাবে।

খবরে বলা হলো ওয়েস্ট হলিউডে সমকামীরা তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে, ডেট্রয়েটে ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। ব্রনস্কে হয়েছে লুটতরাজ, আটলান্টায় দস্যুতা। বোস্টনের একজন সমাজ বিজ্ঞানী বলেছেন অস্থিরতা তৈরির জন্য মগজখেকোরা একটি অজুহাত মাত্র। কিছু লোক আছে যারা সবসময়ই লুটতরাজ করার জন্য যে কোন কারণ খোঁজে।

দ্রুত কীভাবে শহর খালি করে দেয়া যায় তা নিয়ে মেয়রদের সভা হয়েছে। সমস্যা হলো যাওয়ার মতো নিরাপদ স্থান কোথাও নেই। গ্রাম এবং শহরতলীতেও মগজখেকোদের হামলা চলছে।

তবে একটি জায়গা আছে যেখানে এখনও মগজখেকোদের হামলা হয়নি তা হলো জেলখানা। জেলখানার কয়েদীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নতুন কোন কয়েদী যাতে কারাগারে ঢুকতে না পারে সেজন্য আন্দোলন শুরু করেছে। তারা ভিক্টিমদেরকেও আসতে দিতে রাজি নয়।

নবাগতরা শুধু জেলখানাতেই ঢোকার জন্য বাধা পেল না, সর্বত্রই অচেনা মানুষকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। যেন অচেনা মানুষরা সবাই মগজখেকো পরজীবী বহন করছে। অবশ্য বন্ধু-বান্ধব, পড়শী, পারিবারিক সদস্য সবাই যেহারে আক্রান্ত হচ্ছে তাতে এ ভয়ংকর সত্যটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে- যে কেউ এ রোগের বহনকারী হতে পারে। দেশজুড়ে আতংক ক্রমে বেড়েই চলেছে।

সবগুলো রেডিও স্টেশনে একই খবর। কোরি রেডিও বন্ধ করে দিল।

'বায়োট্রন পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তিনঘণ্টা। এর কম বেশিও হতে পারে তবে নির্ভর করবে ট্রাফিকের ওপর।'

'এখন বাজে নয়টা। আমাদের রওনা হওয়া উচিত।'

'আমি আমার গাড়িটা হেরাল্ড পার্কিং লটে রেখে এসেছি।'

'থাকুক ওখানে। আমরা আমার গাড়িটা নেবো।'

'আর আমার ব্যাগ পড়ে আছে বেডি-বাই মোটেলে।'

'যাওয়ার পথে তোমার ব্যাগ নিয়ে নেব।'

ওরা রাস্তায় বেরুতেই দেখল গোটা শহরের ওপর ঝুলে আছে শংকা আর ভয়। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নেই বললেই চলে। পথচারীর সংখ্যাও স্বল্প। ক্ষুদ্র দল বেঁধে চলছে লোকজন।

ছোট ছোট দোকানপাট বন্ধ। গাড়িতে গ্যাস লাগবে। পরপর তিনটা গ্যাস স্টেশন বন্ধ পেল ওরা। চতুর্থটি খোলা। কোরিকে ক্রেডিট বের করতে দেখে মাথা নাড়ল তরুণ অ্যাটেনডেন্ট।

'আমরা শুধু ক্যাশ নিই,' বলল সে।

'কবে থেকে?'

'এখন থেকে। কে বলতে পারে আপনি ক্রেডিট কার্ড বিল যদি শোধ না করতে পারেন?'

কোরি তর্ক করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল দেখে তরুণ চিবুকের নিচে একটা র‍্যাশ খচরমচড় করে চুলকাচ্ছে। সে গ্যাসের মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করে দ্রুত ফিরে এল গাড়িতে। চলল উত্তরে, হাইওয়ে ৪১-এ।

গাড়ি চালাতে চালাতে রেডিওর সুইচ অন করে দিল কোরি। মগজখেকোদের বিষয়ে ভীতিকর সব সংবাদ পরিবেশন করতে লাগল সংবাদ পাঠকরা। তবে নতুন কোন খবর নেই।

ওরা অ্যাপলটন শহর হয়ে এক সরু হাইওয়ে ধরে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে চলল।

'কিজমিলারকে অফিসে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'সম্ভাবনা যথেষ্টই,' জবাব দিল দিনা। 'উনি প্ল্যান্ট ছেড়ে অন্য কোথাও গেছেন কোনদিন শুনিনি। তিনি বায়োকেম ল্যাব বিল্ডিং-এর কোয়ার্টার্সেই থাকেন। তবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। বললাম না শেষবার ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছি।'

'আমি ঠিকই ওকে পাকড়াও করব,' বলল কোরি।

'মাই হিরো।'

দিনা ওকে চিমটি দিল। কোরি ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল সে।



বায়োট্রেন প্ল্যান্টের মূল ফটক বন্ধ। কোম্পানির উর্দিপরা এক গার্ড দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে। কোমরের হোলস্টারে ঝুলছে হেভি ক্যালিবারের রিভলভার।

ওরা গাড়ি নিয়ে গেটের কাছে এসেছে, গার্ড হেঁটে এসে ড্রাইভারের দিকের জানালায় দাঁড়াল। কোরি জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল। দিনা সামনে ঝুঁকে ওর পরিচয়পত্র দেখাল।

'আমি ড. আজাদ, বলল সে।' ড. কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে যাবো।

'সরি; মিস... আ ইয়ে, ডক্টর, কিন্তু প্ল্যান্ট তো বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ ভেতরে যেতে পারবে না।'

'আমি একজন সাংবাদিক,' কোরি পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর পরিচয়পত্র হাতড়াল।

'সাংবাদিকদের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য।' বলল গার্ড।

'ইনি কোরি ম্যাকলিন,' বলল দিনা। 'মগজখেকোদের ওপরে স্টোরিগুলো ইনিই লিখছেন। তুমি হয়তো ওর নাম শুনেছ।'

শীতল চোখে কোরিকে নিরীক্ষণ করল গার্ড। 'আপনার নাম আমি শুনেছি, কিন্তু আমার ওপর হুকুম আছে—'

তাকে বাধা দিল দিনা। 'ড. কিজমিলার কি ভেতরে আছেন?' তার কণ্ঠে ফুটল কর্তৃত্বের সুর।

'তিনি, ইয়ে মানে...'

'ওকে ফোন করো। বলো দিনা আজাদ এসেছে মগজখেকোদের ওপরে স্টোরি লেখা সাংবাদিক নিয়ে। এখনই করো।'

'সেটা হয়তো করতে পারব,' এখনও ইতস্তত: করছে গার্ড।

'ধন্যবাদ।' বলে বুকে হাত বেঁধে বসে রইল দিনা যেন বিষয়টির নিস্পত্তি হয়ে গেছে।

ফটকের পাশের কাঠের ভবনে ঢুকল গার্ড। দিনাদের ওপর চোখ রেখে সে ফোন তুলল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে গাড়ির কাছে ফিরে এল রিসিভার ক্রেডলে না রেখেই।

'আপনাদের যে কোন একজন যেতে পারবেন,' বলল সে। 'দু'জন নয়।'

'গেলে আমরা দু'জনই যাবো।' বলল কোরি।

ওর বাহু স্পর্শ করল দিনা। 'তুমি যাও, কোরি। ড. কে-র সঙ্গে নতুন বাতচিত করার কিছু নেই আমার।'

'তুমি কী করবে, এখানে বসে থাকবে?'

'তোমার গাড়িটা নিয়ে আমার বাসায় যাবো। কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসব।'

ভুরু কোঁচকাল কোরি। 'তুমি সাবধানে থাকবে তো?'

'ওটা আমার নিজের বাসা। ওখানে আমার কী হবে?'

'জানি না। তবে নিজের ওপর খেয়াল রেখো, কেমন?'

ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দিনা তারপর হাসল। 'আচ্ছা।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল কোরি। দিনা বসল হুইলে। কোরি জানালা দিয়ে ওর হাতে মৃদু চাপ দিল তারপর কাঠের ভবনের দিকে এগুলো। ওখানে আবার কথা বলতে শুরু করেছে গার্ড।

'আপনাকে একজন ভেতরে নিয়ে যাবে,' জানালো গার্ড।

'ধন্যবাদ।' কোরি দেখল দিনা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে। দিনাকে যেতে দেয়া

উচিত হয়নি ভেবে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে ওর।

যে লোকটি কোরিকে ভেতরে নিয়ে যেতে এগিয়ে এল সে বেশ লম্বা, একহারা গড়ন। ১৯৫০-এর দশকের আইভি লিগ ছাঁটের সুট পরনে, মাথার চুলের ছাঁটও সেরকমই। কোরির দিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল। সংক্ষিপ্ত, শুকনো হ্যান্ডশেক সেরে নিল।

'আমি বল্ডইন এজ। ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস।'

ওরা কটেজের ভেতরে ঢুকলে গেট আবার বন্ধ করে দিল গার্ড। সুসজ্জিত পার্কিং এরিয়া ধরে মূল ভবনের দিকে হেঁটে চলল দু'জনে।

'আপনি কি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত?' প্রশ্ন করল কোরি।

'না। মানে অফিশিয়ালি নয়। গত সপ্তাহের শেষের দিকে, প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়ার সময় আমাকে এখানে পাঠানো হয়। আমি আপনার স্টোরিগুলো পড়েছি।'

জনশূন্য লবি ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা রিসেপশস্টিহীন রিসেপশন এলাকা পার হলো। শূন্য বিল্ডিংয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পদশব্দ।

'ওরা আমাকে এখানে অস্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য একটি অফিসের ব্যবস্থা করেছে, 'একটি খোলা দরজায় ইঙ্গিত করল এজ। আসুন। ভেতরে বসে কথা বলবেন চলুন...'

খালি অফিসের দিকে তাকাল কোরি। 'আমি আসলে ড. কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম।'

'সে ঠিক আছে। তবে কিছু মনে না করলে আগে কিছু বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তার অফিসে ঢুকল কোরি। বসে পড়ল একটি চেয়ারে। এজ বসল একটি টেবিলের পেছনে।

'গত কয়েকদিনের মধ্যে আপনি খুব বিখ্যাত হয়ে গেছেন।'

'এই আর কী।' বলল কোরি, অপেক্ষা করছে লোকটি কখন কাজের কথায় আসবে।

'এবং– এই মগজখেকোদেরকেও বিখ্যাত করে তুলেছেন।'

'ওরা আমাকে ছাড়াই বিখ্যাত হতে পারত।'

'হয়তো বা। তবে সত্য এটাই লোকে এই প্যারাসাইটগুলোর বিষয়ে আপনার লেখার ওপরেই ভরসা করে।'

'বরং বলুন স্বাস্থ্য বিভাগের ওপরে?' বলল কোরি।

শীতল হাসল এজ। 'সেটি আমার দু'একজন সহকর্মীর উদ্বেগের বিষয় ছিল।'

'শুনে খুশি হলাম আপনার সহকর্মীরা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। সাত/আটদিন আগে এদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি। সিরিজ মৃত্যুর কথা তাঁকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বিষয়টি গণ-উন্মাদনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'জানি আমি সে কথা,' বলল বাল্ডউইন এজ। 'বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। এরপরে ওই লোককে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।'

'তাহলে আপনারা এখন স্বীকার করতে প্রস্তুত যে মগজখেকোদের সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে?'

'মনে হচ্ছে স্বীকার না করা ছাড়া আমাদের গতি নেই।'

'মনে হচ্ছে তাহলে,' বলল কোরি। 'তো আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'বরং উল্টো। আপনাকে আমাদের তরফ থেকে সহযোগিতা করতে চাই।'

'কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন।'

এজের মুখভাব শীতল হলো। 'এজন্যে ইতিমধ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি আমি।'

'ক্ষমা করা গেল।'

'আপনাকে নিশ্চয় বলতে হবে না যে সাধারণ জনগণের ওপর আপনার গল্পগুলো বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে।'

'না,' বলল কোরি, 'তার প্রয়োজন হবে না।'

'আমাদের বিভাগে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন যাদের কাজ গণ সাইকোলজিতে মিডিয়ার ব্যবহার। তবে ব্যবহারটি ভ্রান্তভাবে করা হলে তার ফলাফল হয় মারাত্মক।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।' বলল কোরি।

'কোন ডিজিজ স্টোরিতে বিশেষ কিছু শব্দের প্রয়োগ জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন এপিডেমিক, প্লেগ ইত্যাদি। আর আপনার ক্ষেত্রে ভয়ংকর মগজখেকো শব্দটির উদাহরণ দেয়া যায়। লোকে গল্প পড়ছে আর কল্পনায় দেখছে ছোট ছোট কীটেরা তাদের মগজ খেয়ে ফেলছে।'

'গল্পগুলো পড়ে তারা খাঁটি একটি ছবি পাচ্ছে।'

'মি. ম্যাকলিন, আপনি আসলে আমার কথা বুঝতে পারেননি। আমি বলতে চাইছি আপনি যদি এরকম ভীতিকর ভঙ্গিতে গল্প লিখতে থাকেন তাহলে জাতীয় একটা আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আপনাকে হয়তো দায়ী করা হবে। অবশ্য আপনার লেখা সেন্সর করা হবে তাও আমি বলছি না। তবে আমাদের মিডিয়ার লোকজন আপনার গদ্যের ভীতিকর কিছু শব্দ হয়তো বাদ দিতে পারে।'

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করল কোরি। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মি. এজ। আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি চাইছেন আমার লেখা ছাপা হওয়ার আগে যেন একবার আপনাকে দেখিয়ে নিই। সেন্সর হবে না তবে কী যেন শব্দটি- গদ্যের ভীতিকর শব্দ বাদ দেয়া হবে।'

'ঠিক তাই।'

'আপনার গুষ্টি আমি কিলাই।'

থমথমে হয়ে গেল বল্ডউইন এজের চেহারা। মুষ্টিবদ্ধ হলো হাত। কোরি

ভেবেছিল লোকটা বোধহয় ওকে ঘুসিই মেরে বসবে। তবে নিজেকে সামলে নিল এজ, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে '

'এখন আমাকে ড. কিজমিলারের কাছে নিয়ে চলুন,' বলল কোরি। 'আশা করি উনি এখানে আছেন।'

'উনি এখানেই আছেন,' দাঁতে দাঁত ঘষল এজ।

আর কিছু না বলে সে চেয়ার ছাড়ল, গটগট করে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। সানন্দচিত্তে তার পিছ কারি ম্যাকলিন।



স্বস্তি নিয়ে বায়োট্রন প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে এল দিনা। জনশূন্য ভবনটা দেখে ওর গা ছমছম করছিল। খালি ডেস্কের পেছনে এবং ছায়াছায়া কিনারাগুলোয় যেন ওঁৎ পেতে আছে ভূত-প্রেত। সেই লোকগুলোর আত্মা যারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে কাজ করেছে। নিজের ছোট্ট বাড়িটির সামনে গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল দিনা। বাড়িটি একা এবং নির্জন। ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, সংক্ষিপ্ত পথটুকু হেঁটে চলে এল সদর দরজায়, তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। মাত্র তিনদিন ও বাড়িতে নেই কিন্তু এখনই কেমন গুমোট লাগছে চারপাশ। শক্ত কাঠের মেঝেতে মিহি ধুলোর স্তর। ম্যান্টেলের ধারে জাল বুনতে শুরু করেছে মাকড়সা। ওটাকে তাড়িয়ে দিল না দিনা। বাসা বাঁধছে বাধুক।

সাবলীল দক্ষতায় বড় একটি সুটকেসে কাপড় চোপড় এবং এক সপ্তাহ চলে যাওয়ার মতো ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পুরে নিল দিনা। মনে মনে চিন্তা করছে ও ছুটিতে যাচ্ছে কিন্তু একই সঙ্গে আশংকা জাগছে এ বাড়িতে হয়তো আর ফিরে আসা হবে না।

দরজা দিয়ে বেরুবার সময় শেষবারের মতো পেছন ফিরে দেখল দিনা। এখানে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর। দুই বছর বেশ আরামেই কেটেছে এখানে। ভালো সময় যেমন ছিল, একাকীত্বও ওকে গ্রাস করেছে বহুবার।

পেছনে দরজাটি বন্ধ করে দিল দিনা। তালা মারল। দ্রুত পদক্ষেপে চলে এল গাড়িতে। কোরির গাড়িতে চাবি ঢোকাতেই গর্জে উঠে জীবন ফিরে পেল ইঞ্জিন। চুপচাপ, গাছের ছায়া বিছানো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল দিনা।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটি বলছে বায়েট্রনে কোরিকে রেখে এখানে আসার পরে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় কেটেছে। ড. কিজমিলারের কাছ থেকে কিছু জানার সময় হয়তো এখনও করে উঠতে পারেনি কোরি।

দিনা ফটকের সামনে অপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় পার করতে চায় না। নিরাপত্তা প্রহরীর শীতল চোখের সামনে গাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

একবার ভাবল নিজের ছোট্ট বাড়িটিতে আবার ফিরে যায়। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তা। হঠাৎ আবিষ্কার করল সে ক্যারল ডেংকারের বাড়ি থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। ক্যারল কেমন আছে দেখতে যাওয়া যায়। তাতে সময়ও কিছুক্ষণ কাটবে।

ছোট রাস্তাটিতে মোড় নিল দিনা। এ রাস্তা ক্যারলের বাড়ি বরাবর চলে গেছে। যেতে যেতে ক্যারলের কথা ভাবছিল ও। শেষবার যখন ক্যারলের সঙ্গে দেখা হলো ওর মাথা ব্যথা করছিল। এখন দেখতে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?

নিজেকে ভর্ৎসনা করল দিনা। ও নিজেই দেখছি প্যারানোইয়ার রোগী হয়ে যাচ্ছে যারা কিনা সারাক্ষণ ঘরে নিজেদেরকে আটকে রাখে, পড়শী এলে দেখা করে না, ফোন ধরে না এ ভয়ে যে টেলিফোনের তার বেয়ে যদি ভাইরাস চলে আসে! ক্যারল তার বন্ধু। তাছাড়া খারাপ কিছু দেখলে গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা কোরির কাছে চলে যাবে দিনা।

হুইলারের মতো ছোট শহরে বেশিরভাগ বাড়ির মতো ক্যারলদের আবাসস্থানটিও ষাট বছরের বেশি পুরানো। বাক্স আকৃতির দোতলা ভবন, সামনে চওড়া বারান্দা, এক দেয়ালে ইটের ফায়ারপ্লেস চিমনি। ক্যারল, তার স্বামী এবং দুটি ছোট বাচ্চার জন্য বাড়িটি যথেষ্টই বড়। তাছাড়া মিলওয়াকির তুলনায় ভাড়াও অর্ধেক। ক্যারলের স্বামী কেন মিলওয়াকিতে ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করছে। ক্যারল যখন বায়েট্রনে কাজে ব্যস্ত, ওই সময় কেন হুইলারে ফিরে বাচ্চাদেরকে দেখে যায়।

মাথার ওপরে সবুজ গাছের ঘন চাঁদোয়া রাস্তাটিকে নির্জনতার চাদরে যেন ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নেই। হুইলারের সমস্ত রাস্তাঘাটই সবসময় এমন নির্জন, চুপচাপ। ড্রাইভওয়েতে কেনের পিকআপটি দেখে একটু আশ্চর্যই হলো দিনা। ওর তো এখন ইউনিভার্সিটিতে থাকার কথা। গ্যারেজে ক্যারেলের ফোর্ড গাড়িটি দেখতে পেল দিনা। ঘটনা কী?

রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে প্রকাণ্ড বাড়িটির দিকে এগোল দিনা। বারান্দার সিঁড়িতে একটা ট্রাইসাইকেল উপুর হয়ে পড়ে আছে। ডেংকারদের বাচ্চাদের জিনিস নিশ্চয়। ছেলেটারই হবে। ওর বয়স পাঁচ। আর মেয়েটির বয়স যেন কত? দুই? আচ্ছা, ওদের নাম যেন কী? অবশ্য নাম মনে থাকলেই কী আর না থাকলেই কী। দিনা তো আর বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেনি।

ডেংকারদের সঙ্গে ওর তেমন মাখামাখি নেই; ক্যারলের সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ

হয় তা কেবল অফিসেই। ওদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে স্রেফ পেশার খাতিরে। দিনাকে মাঝেমধ্যে ওরা ডিনারে আমন্ত্রণ করেছে। বিনিময়ে ও-ও ক্যারলদেরকে নৈশভোজের দাওয়াত দিয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। কেন চুপচাপ স্বভাবের একজন ভালো মানুষ, রবার্ট রেডফোর্ডের মতো চেহারা। তবে দিনা কেনের সঙ্গে সিরিয়াস কোন বিষয় নিয়ে কখনও কথা বলেনি। ওদের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে দিনা ভাবছিল এই পরিবারটা সম্পর্কে ও কত কম জানে!

ক্যারেলের বাচ্চাগুলোকে ওর ভালোই লাগে। গোলগাল, নাদুসনুদুস বাচ্চাগুলোকে দেখলে কখনও সখনও মা হওয়ার সাধও জেগেছে।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল দিনা। বেল বাজাল। অপেক্ষা করছে কেউ এসে দরজা খুলে দেবে।

নীরবতা।

লিভিংরুমের ফিতার মতো পর্দার পেছনে উইন্ডো শেডগুলো ফেলে রাখা বলে ভেতরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না দিনা। এটি আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের এই সময় তো শেড কখনও ফেলা থাকে না। দিনার গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে।

আবার বেল টিপল ও। এবারেও সাড়া না পেয়ে ঘুরল ও, সিঁড়ি বেয়ে নামতে গেল।

চিৎকার।

বরফের মতো জমে গেল দিনা, সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে পা।

অবশ্যই ওটা একটা চিৎকার ছিল। তীক্ষ্ণ গলার আতংকিত আর্তনাদ। আর চিৎকারটা ভেসে আসছে ডিংকারদের বাড়ির ভেতর থেকে।

আবার।

প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করছে কোন বাচ্চা।

এখান থেকে ভেগে পড়ো, দিনার মন বলল ওকে। তুমি জানো না ওখানে কী ঘটছে। তাছাড়া তোমার জানার দরকারও নেই। হয়তো ক্যারলরা তাদের কোন বাচ্চাকে ধরে তার পিটুনি দিচ্ছে।

তবু নড়তে পারল না দিনা।

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

না, পিটুনি খেয়ে কাঁদছে না কোন শিশু। ভীষণ ভয়ে চিৎকার করছে।

এখন আর চলে যেতে পারবে না দিনা। একটি বাচ্চার সাহায্য দরকার। দিনা চট করে একবার ক্যারলদের পড়শীদের বাড়িতে তাকাল। এক উঠোন পরেই বাড়িটা ওখানেও কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। রাস্তার ওপারের বাড়িটিতে চোখ বুলাল দিনা। চুপচাপ, নিষ্প্রাণ। ছোট্ট বাচ্চাটি মরিয়া কণ্ঠে যেভাবে সাহায্য চাইছে, ওই বাড়িগুলোর কোনটিতে ছুটে গিয়ে কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে গেলে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

ঘুরল দিনা। বারান্দা ধরে হেঁটে চলল। ওর পদক্ষেপগুলো আড়ষ্ট, যেন স্বপ্নের

মধ্য দিয়ে কদম ফেলছে। কিন্তু এটা কোন স্বপ্ন নয়, পেটের মধ্যে ভয়ের শিরশিরানি ওকে মনে করিয়ে দিল। ও ভারী সদর দরজার সামনে চলে এল। অলংকৃত পুরানো ডোরনব খোলার চেষ্টা করল। হাতের তালুতে শীতল ঠেকল গোলাকার হাতল।

ঘুরল নব।

খুলে গেল দরজা।

খোলা দরজা এবং ফ্যান আকারের জানালা দিয়ে আলো আসা সত্ত্বেও হলওয়েটি প্রায় অন্ধকার। দরজা খোলা রেখেই সাবধানে লিভিংরুমে প্রবেশ করল দিনা। আসবাবগুলো হালকা কাঠ এবং ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি, বাড়িটির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে, কালো কাঠ আর কালো ওয়ালপেপার দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি।

লিভিংরুমে আলো জ্বলছে তবে দেয়ালে কিছু ভৌতিক ছায়া খেলা করছে। যদিও কোন ছায়া থাকারই কথা নয়। দিনা চারপাশে চোখ বুলাতেই কারণ বুঝতে পারল। একটা ফ্লোর ল্যাম্প উল্টে আছে, কাত হয়ে আছে এর শেড। ফলে বাতির আলো মেঝে থেঁকে সোজা ওপরের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মারামারি হয়েছে? কোনও অনুপ্রবেশকারী? আমি এখানে কী করছি?

'বাঁচাও!'

ওপর থেকে ভেসে এল কান্না, ভোঁতা তবে অভ্রান্ত। দিনা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

লিভিংরুমের আর্কওয়ে থেকে ও পা ফেলেছে, হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করে থেমে গেল অকস্মাৎ। সিঁড়ির নিচে, দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে আছে কেন ডেংকার। তার চমৎকার সোনালি চুলগুলো এলোমেলো। চশমাটি ঝুলছে এক কানের ওপর। পেটে ঢুকে আছে মাংস কাটার মস্ত ছুরি।

উদগত চিৎকার ঠেকাতে মুখে হাত চাপা দিল দিনা। গুলিয়ে উঠল পেট। ওপর থেকে আবার ভেসে এল চিৎকার।

তারপর দুড়ুম করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। বাচ্চাগুলোকে নিশ্চয় ওখানে আটকে রাখা হয়েছে, ভাবল দিনা। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

জানালার খড়খড়ি ভেদ করে যেটুকু আলো আসছে, এ ছাড়া দোতলাটি অন্ধকারই বলা চলে। সুইচ খুঁজে বাতি জ্বালানোর জন্য সময় নষ্ট না করে বাচ্চাদের চিৎকার যেদিক থেকে আসছে সেদিকে এগুতে লাগল দিনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন হলওয়ে ধরে সাবধানে হাঁটছে ও, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওখানে কেউ আছে।

একটি বন্ধ দরজার বাইরে, দিনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া কালো কালো একটি মূর্তি। দরজার বিভিন্ন জায়গায় কাঠ ছিলকা উঠে গেছে। দণ্ডায়মান মূর্তিটির হাত থেকে রক্ত ঝরছে। মুখ ভর্তি লাল লাল বড় বড় ফুসকুরি। ক্যতসিৎ দর্শন ফোঁড়াগুলোর কারণে মূর্তিটির চেহারা বিকৃত হয়ে গেলেও তাকে চিনতে পারল দিনা। ও ক্যারল ডিংকার।



দিনা ঘুরল। পা বাড়াল সিঁড়িতে। বিপদে পড়া একটি বাচ্চাকে ঘর থেকে বের করে আনা এক জিনিস আর এই ভয়ংকর মহিলার মুখোমুখি হওয়া ভিন্ন জিনিস। সাহস, কাপুরুষতা এসব অর্থহীন শব্দ। দিনার মাথায় এখন একটিই চিন্তা– এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

তবে সে পালাতে পারল না। ভাঙা, ক্ষত বিক্ষত দরজার সামনে থেকে যেন বিস্ফোরিত হলো ক্যারল, তারদিকে ছুটে গেল একটি দুঃস্বপ্নের মতো। হাঁ করা মুখ, গলা দিয়ে ভয়ংকর গর্জন বেরিয়ে আসছে। দিনা সিঁড়ির রেইলিং আঁকড়ে ধরতে গেল। কিন্তু পেছন থেকে প্রবল ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল দূরপ্রান্তের দেয়ালে। মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল দিনা। চোখে ফুটল সর্ষেফুল।

দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসার পরে দেখতে পেল দু'হাত সামনে বাড়িয়ে, থাবার মতো বাঁকানো আঙুল, হাঁ হাঁ করে ওর দিকে ছুটে আসছে ক্যারল। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল, গালে সরু সুতোর মতো ঝুলছে।

'না!' চেঁচাল দিনা। 'ক্যারল, না! আমি দিনা!'

উন্মাদ চেহারায় ওকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ ফুটল না। সে এগিয়ে আসতেই লাগল।

যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে সিধে হলো দিনা, পিট ঠেকাল প্লাস্টার দেয়ালে। পতনের ফলে একটি কনুইয়ের চামড়া ছিলে গেছে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখের সামনে চলে এল হাত, জানে ম্যানিয়াক এ মহিলার শক্তির বিরুদ্ধে সে টিকতে পারবে না।

এত কাছে চলে এল ক্যারল যে তার শন্‌শন্‌ নি:শ্বাসের শব্দ সে শুনতে পেল, ঘামের বোটকা গন্ধ বাড়ি মারল নাকে। এমন সময় সিড়ির মাথায় ক্যারলের পেছনে উদয় হলো এক ছায়ামূর্তি। দিনা ক্যারলের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। চমকে গেল ওর পেছনে কেন ডেংকারকে দেখে।

কেনের পেটে এখনও গেঁথে আছে ছুরি। প্যান্টের সামনেটা রক্তে ভিজে চকচক করছে। স্ত্রীর পেছনে টলতে টলতে সিঁড়ি বাইছে সে। ক্যারল এখনও থাবা বাগিয়ে দিনাকে ধরতে আসছে।

'ক্যারল!' ঘরঘরে শোনাল কেনের গলা, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল ক্যারল। কেন হাঁপাতে হাঁপাতে তার দিকে এগোল।

ক্যারল হঠাৎ দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে চিৎকার দিল। নখ বসে গেল মাংসে, টান মেরে রক্তাক্ত চামড়া ছিলে ফেলল ও। ওর চিৎকারটা বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ এবং কর্নবিদারী, কোন মানুষের গলা থেকে অমন আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে পারে না। চিৎকার দিতে দিতে সে তার স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দু'জনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। ক্যারলের শরীরের চাপে কেনের পেটের ভেতরে ছুরিটা আরও কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গেল। ওরা একে অন্যকে শেষ রক্তাক্ত আলিঙ্গনে জাপটে ধরল, তারপর গড়িয়ে পড়ল সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটিতে। তারপর স্লোমোশনে ওদের পতন শুরু হলো। একেকটা সিঁড়ির ধাপে ডিগবাজি খেতে-খেতে পড়তে লাগল দু'জন। পতন শেষ হলো নিচে, শক্ত কাঠের মেঝেতে ছিটকে যাওয়ার পরে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দিনা। নিচতলায় কোন সাড়াশব্দ নেই শুধু দরজার পেছন থেকে খুনখুন শব্দে শিশু কণ্ঠের কান্না।

হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এল দিনার, দম ফিরে পেল ও, সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগল। একেকবারে একেকটি সতর্ক পদক্ষেপ। ক্যারল এবং কেন নিচে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ক্যারলের মুখখানা অন্যদিকে। ঘোরানো বলে বিকটদর্শন ফুসকুরিগুলো দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ভেঙে মরেছে সে।

কেন ডেংকারের চোখ খোলা। নিস্পলক চাউনি। যেন ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। তার একটা হাত স্ত্রীর পিঠে।

দ্রুত আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দিনা। দরজার ভাঙা প্যানেলগুলো ছুটিয়ে এনে বেডরুমের দরজা খুলতে অনেক সময় লাগল ওর। ভেতরে বাচ্চা দুটোকে দেখতে পেল। বিছানার ওপর গুটিশুটি মেরে বসে আছে। ছোট মেয়েটি তার ভাইয়ের পেছনে লুকিয়েছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ছেলেটি চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে। তার ছোট্ট বুকটি কান্নার দমকে বারবার ফুলে উঠছে।

'সব ঠিক আছে,' নরম গলায় বলল দিনা। 'আমাকে ভয় পেয়ো না।'

ওকে এগোতে দেখে বিছানার কিনারে সরে গেল দুই ভাইবোন।

'তোমাদেরকে আমি মারব না,'

'মাম্মি মারবে,' বলল ছেলেটি। 'ড্যাডিকে মেরেছে।'

'এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। চলো, তোমাদেরকে বাইরে নিয়ে যাই।'

'মাম্মি আমাদেরকেও মারতে চেয়েছে,' বলল ছেলেটি। 'আমরা মাম্মিকে ঘরে ঢুকতে দিইনি।'

ধীর গতিতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল দিনা। বাড়িয়ে দিল হাত। খানিক ইতস্তত করে ওর হাত ধরল ছেলেটি। দেখাদেখি ওর বোনও। ওদেরকে নিয়ে হলঘর দিয়ে হাঁটার সময় ভীত চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল ছেলেটি। মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদছে।

দিনা পেছনের সিড়ি বেয়ে ওদেরকে নিয়ে কিচেনে চলে এল।

'মাম্মি-ড্যাডি কোথায়?' চারপাশে চোখ বুলিয়ে জানতে চাইল ছেলেটি।

গলা বুজে এল দিনার, জবাব দিতে পারল না। খিড়কির দোর দিয়ে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বাড়ির সামনে চলে এল ও। ছেলেটি বারবার জানালা আর বাড়ির খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছে। বাচ্চা মেয়েটা কোনদিকেই তাকাচ্ছে না।

হট্টগোলের শব্দে অবশেষে এক পড়শীর মনে কৌতূহল জন্মেছে। গাট্টাগোট্টা, ধূসরচুলো মহিলা, গায়ে অ্যাপ্রন, ভীত গলায় জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'আপনি বাচ্চাগুলোকে একটু আপনার ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'নিশ্চয়। ওদের বাবা-মা কোথায়?'

'ভেতরে,' দিনা চট করে একবার তাকাল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি ওর দিকে চেয়ে আছে। 'প্লিজ, শেরিফকে ফোন করুন।'

'শেরিফকে? কেন?'

'প্লিজ,' অনুনয় করল দিনা।

মহিলা বাচ্চাগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে খোলা দরজায় তাকাল, তারপর চাউনি ফিরে এল দিনার ওপর। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'এসো, বাচ্চারা,' বলল সে। 'আমার বাসায় গরম বিস্কিট আছে। খাবে চলো।'

দিনা মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিয়ে ঝড়ের গতিতে বায়োট্রন অফিসে ছুটল। এ মুহূর্তে কোরি ম্যাকলিনের সঙ্গ তার বড্ড প্রয়োজন।



বল্ডউইন এজ কোরিকে এমন একটি অফিসে নিয়ে এল যেটিকে আরামদায়ক করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করা হলেও তাতে প্রাণহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। নরম পশমি কাপড়ের সোফা, দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকলা, আয়নাসহ অ্যান্টিক হ্যাট রক, নিচু টেবিলের ওপর রাখা ফুল, সব কিছুতেই কৃত্রিমতার ছোঁয়া। ডেস্কের পেছনে রোগা পটকা, হাড্ডিসার চেহারার যে মানুষটি বসে আছেন তাঁকেও বড্ড বেমানান লাগছে। লোকটির মধ্যে কোমল কোন ব্যাপার একেবারেই অনুপস্থিত।

'হ্যালো,' চেয়ারে বসে রইলেন তিনি। 'আমি ড. ফ্রেডেরিক কিজমিলার।' উচ্চারণে জার্মান টান।

ডেস্কে এগিয়ে গেল কোরি। 'কোরি ম্যাকলিন। মিলওয়াকি হেরাল্ড।'

'জানি আমি,' বললেন কিজমিলার।

স্বাস্থ্য বিভাগের লোকটি কোরির পেছনে অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনার এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই, মি. এজ,' বললেন কিজমিলার।

'কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সেটা আমার জানা থাকা দরকার,' আড়ষ্ট গলায় বলল এজ।

'আপনাকে সে বিষয়ে জানানো হবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার অন্য কিছু কাজও আছে,' বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল বল্ডউইন এজ পেছনে দরজাটি বন্ধ করে।

'আমি সরকারি লোকদের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করি না,' বললেন কিজমিলার। 'কিন্তু এদেরকে অনেক সময় এড়ানোও যায় না। সরকারের সঙ্গে আপনারও নিশ্চয় কখনও না কখনও কোন সমস্যা হয়েছে বলে অনুমান করছি, মি. ম্যাকলিন।

'জী, হয়েছে। এর মধ্যে আপনার বন্ধু মি. এজও আছেন।'

'কীরকম?'

'তিনি আমার স্টোরিতে কাঁচি চালাতে চান।'

'তাই নাকি? কখন বললেন তিনি একথা?'

'এইতো একটু আগেই।'

'আপনি কী বললেন?'

'বললাম অমন চিন্তা যেন তিনি ভুলেও না করেন।'

চোখ থেকে চশমা খুললেন কিজমিলার, মুখের তাপ দিলেন, তারপর কাচজোড়া মুছে নিয়ে ওটা ডেস্কের ওপর রাখলেন।

'আমি মি. এজকে কোনরকম আলোচনার অনুমতি দিইনি। আপনাকে সরাসরি আমার কাছে তাঁর নিয়ে আসার কথা ছিল।'

'যাকগে ওতে কিছু আসে যায় না,' বলল কোরি। 'আমি তো এসেছি।'

'হুম এসেছেন। তাহলে আমরা সরাসরি কাজের কথায় চলে যেতে পারি, মি. ম্যাকলিন, কী বলেন? আপনার ভয়ংকর মগজখেকোদের নিয়ে কথা বলতেই আপনি এখানে এসেছেন বলে ধারণা করছি?'

'ওরা আমার মগজখেকো নয়। তবে হ্যাঁ, এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেই আমি এসেছি।'

কিজমিলার নির্বিকার ভঙ্গিতে ওকে লক্ষ করছেন। তাঁর নীল চোখ জোড়া উজ্জ্বল এবং শীতল।

'আমার কাছে প্রমাণ আছে ওগুলোর উৎপত্তি ঠিক এই বায়োট্রন থেকে,' বলল কোরি।

'কীরকম প্রমাণ?'

'প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য।'

'কিন্তু আপনার গল্পে তো বায়োট্রনের কোন লোকের উল্লেখ আমার চোখে পড়েনি।'

'আমরা অনুমতি ছাড়া কারও নাম ছাপতে পারি না। এজন্য সবার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

বরফ শীতল চোখে কোরিকে নিরীক্ষণ করছেন কিজমিলার।

'আপনার সঙ্গে কি আমি অফ দা রেকর্ড কথা বলতে পারি?'

'দুঃখিত, তা পারেন না। আপনার কথা যদি ছাপতে না পারি তাহলে অন্য কোন সোর্সের কাছে আমাকে যেতে হবে।'

'আই সি। তো, বেশ, আপনি কী জানতে চান শুনি?'

কোরি জ্যাকেটের পকেট থেকে কপি পেপার এবং পেন্সিল বের করল।

'এই প্যারাসাইটগুলো, যেগুলো মানুষের মস্তিষ্কে হামলা চালাচ্ছে, এগুলো কি বায়োট্রনে উৎপন্ন হয়েছে?'

'হুঁ।'

সরাসরি জবাবে চোখ পিটপিট করল কোরি।

'তবে স্বেচ্ছায় নয়,' বলে চললেন কিজমিলার। 'ওগুলো ছিল একটা দুর্ঘটনা। কীটনাশক একটি প্রজেক্ট নিয়ে গবেষণার দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল ছিল ওটা। এর আমরা নামকরণ করেছিলাম ইন হাউজ TCH-nine।'

শর্টহ্যান্ডে দ্রুত নোট নিচ্ছে কোরি। 'এ প্রজেক্টের শুরু কবে, ডক্টর?

'বছরখানেক আগে।'

'এই TCH-nine কি এখনও উৎপাদিত হচ্ছে?

'না। এটি কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এর বিপদের মাত্রা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে গোটা প্রজেক্ট বাতিল করা হয়।'

'সেটা কবে?'

'মাস দুই আগে।

'আর যা উৎপাদন করা হয়েছে তা দিয়ে কী করা হয়েছে?'

ধূর্তচোখে কোরির দিকে তাকালেন কিজমিলার। 'আপনি তো সে গল্প জানেনই।'

'তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।'

'TCH-nine যেটুকু ছিল, প্রেশারাইজড একটি ক্যানিস্টারে, দুই লিটারের বেশি হবে না, এনভায়রোমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সীর পরামর্শ অনুযায়ী ডিসপোজাল করার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে... একটি দুর্ঘটনা ঘটে।'

লেখা বন্ধ করে কিজমিলারের দিকে তাকাল কোরি। 'দুর্ঘটনা, ডক্টর? একটি ভয়ংকর পদার্থ ছড়িয়ে দেয়া স্রেফ দুর্ঘটনা? ওটি প্রিভেন্ট করার কোন ব্যবস্থা আপনাদের ছিল না?'

'আমাদের যথেষ্ট কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে।'

'তাই কি?'

'মি. ম্যাকলিন, আপনি এখানে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন নাকি তর্ক করতে?'

'মাঝে মাঝে একটি চমৎকার রেখা দুটিকে বিভাজিত করে তোলে,' বলল কোরি। 'আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাই না, ড. কিজমিলার, কিন্তু লোকে জানতে চায় মগজখেকোরা কীভাবে মুক্ত হয়ে গেল এবং এজন্য কে বা কারা দায়ী। সত্যি বলতে কী, এটি যে একটি দুর্ঘটনা ছিল তা বিশ্বাস করতে আমার কষ্টই হচ্ছে।'

'আমারও,' বললেন কিজমিলার।

একটু থমকে গেল কোরি। 'বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন কী?'

'আমার তত্ত্ব খুব জনপ্রিয় কিছু নয়।'

'মগজখেকোতেও জনপ্রিয়তার কিছু নেই।'

'আপনার খবরের কাগজ আমাকে অ্যালার্মিস্ট বলে সম্বোধন করতে পারে।'

'সে আমরা দেখব।'

'বেশ,' চেয়ারে শিরদাঁড়া টানটান করলেন কিজমিলার।

'ক্যানিস্টার এক্সচেঞ্জ করার সপ্তাহখানেক আগে আমাদের কাছে কয়েকজন লোক এসেছিলেন।'

'বায়োট্রনে?'

'জী। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ট্যুরটির আয়োজন করে।' তিনি এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন জিভে ছ্যাঁকা লেগেছে। 'ভিজিটররা সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডেলিগেশন হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করছিলেন।'

'তো?'

'রাশান।'

'সে আমি বুঝতে পারছি। আপনি বললেন ওরা নিজেদেরকে 'প্রতিনিধি' হিসেবে 'দাবি' করছিলেন। আপনার কি মনে হয়নি তারা সত্যিকারের কৃষিবিদ হতে পারেন?'

'আমি জানি তাঁরা তা ছিলেন না,' তিনি আঙুলের কড় গুণে তাদের নামগুলো বলতে লাগলেন। 'এদের একজন ছিলেন ভিক্তর রাসলভ, কমিউনিস্ট পার্টির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অপরজন আন্তন কুরাকিন, নিজের দেশের খ্যাতিমান একজন বায়োকেমিস্ট। অপর দু'জনের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ওরা কেজিবির লোক। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

'স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ ব্যাপারে কিছু জানত না?'

'অবশ্যই জানত। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা না জানার ভান করাটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছে। এ মাসটাতে তো আমরা বন্ধু।'

কোরি স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কিজমিলারের দিকে। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি কিনা দেখি। আপনি বলতে চাইছেন এই রাশানরা, যারা আপনার প্ল্যান্টে ঘুরতে এসেছিল তারা মগজখেকোদের মুক্ত করে দেয়ার জন্য কোন

না কোনভাবে দায়ী?'

ঘৃণার মুখভঙ্গি করলেন কিজমিলার। 'জানতাম আপনি এরকম প্রতিক্রিয়াই দেখাবেন। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম রাশানদেরকে রাস্কি, কোমি ইত্যাদি কত কিছু বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত প্রকৃতি যারা জানে এবং যারা দেশটি শাসন করছে তাদেরকে কেউ এরকম হাল্কাভাবে দেখে না।'

'ডক্টর, তাহলে আপনার মতে, ওই রাশানরা, ওরা যে-ই হোক না কেন, আপনার প্ল্যান্টে ভিজিট করার সময় অক্ষতিকর কোন ক্যানিস্টারের সঙ্গে মগজখেকোদের ক্যানিস্টারটি যেভাবেই হোক অদল বদল করে ফেলেছিল? যদি তাই হয় তবে ধরে নিতে হয় রাশানরা এখানে আপনাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত আছে এবং ধরে নেব যে আপনার প্ল্যান্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।'

'আমি তা বলিনি,' বললেন কিজমিলার। 'যদিও এ অসম্ভব নয় যে আমরা কী করছি তা ওরা জানত, তবে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ফাঁকফোকর নেই।'

'তাহলে কাকে দোষ দেবেন?'

'এখানকার কেউ ওদের হয়ে কাজ করছে। ওরা ইন্সপেকশন ট্যুরের সুযোগে ক্যানিস্টার রদবদলের হুকুম দিয়েছে।'

'বায়োট্রনে গুপ্তচর?' চেষ্টা করেও গলা থেকে অবিশ্বাসের সুর লুকাতে পারল না কোরি। তবে ব্যাপারটা কিজমিলার খেয়াল করেছেন বলে মনে হলো না।

'এরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের চেয়েও সুরক্ষিত ফ্যাসিলিটিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। আপনি নিশ্চয় ক্যালিফোর্নিয়ায় TRW ঘটনার কথা জানেন।'

দ্রুত নোট নিচ্ছে কোরি। 'গুপ্তচরটি কে হতে পারে সে বিষয়ে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'না, নেই। একজনকে সন্দেহ করেছিলাম কিন্তু তাকে এখন আর গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে না।'

'কে সে?'

'তার দায়িত্ব ছিল TCH-Nine ক্যানিস্টার ডিস্পোজাল করা। তাকে আমরা জেরাও করেছি। তবে রাশানদের মতো প্রখর বুদ্ধি তার নেই।'

'কী নাম তার?'

একটু ইতস্তত করলেন কিজমিলার। 'আপনি কি তার নামটা কাগজে ছাপবেন?'

'খুব প্রয়োজন না হলে ছাপব না।'

'অবশ্য এখন আপনাকে বললেও কোন ক্ষতি নেই। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে সে নজরবন্দী হয়ে আছে। তার নাম এডওয়ার্ড গল্ট।'

কোরি কপি পেপারে নামটি টুকে নিল। 'আর কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?'

'আমাদের তদন্ত মাত্র শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ ঘটনার জন্য−' তিনি খালি প্ল্যান্টের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন−। 'আমাদেরকে স্থগিত করতে

হয়েছে তদন্ত।'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যজনকই বটে,' শুকনো গলায় বলল কোরি।

ও নোট থেকে মুখ তুলে কিজমিলারের দিকে তাকাল। তিনি হ্যাট র‍্যাকের আয়নায় তাকিয়ে আছেন। কাচের প্রতিবিম্ব বড় বেশি গাঢ় মনে হলো কোরির কাছে। সে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে বাধা পেল অফিসের বাইরে ছুটন্ত পদশব্দে।

নক না করেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তরুণ এক নিরাপত্তা প্রহরী।

'মাফ করবেন, ড. কিজমিলার, ফটকে একটা ঝামেলা হয়েছে। আপনার এক্ষুনি প্ল্যান্ট থেকে চলে যাওয়া উচিত।'

'ঝামেলা! কী ঝামেলা?'

'কয়েকজন লোক গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে।'

চেয়ার ছাড়ল কোরি, পা বাড়াল দরজায়। গার্ড ওর সামনে এসে দাঁড়াল। তাকাল ড. কিজমিলারের দিকে।

'ওনাকে যেতে দাও,' বললেন কিজমিলার। 'মি. ম্যাকলিন সাংবাদিক। কী ঘটছে উনি দেখতে চাইছেন। আমিও দেখব।'

ডেস্ক ঘুরে এলেন তিনি, কোরি এবং গার্ডের সঙ্গে দ্রুত কদমে লবি পার হয়ে এক্সিকিউটিভ পার্কিং এরিয়ায় চলে এলেন। বিপর্যস্ত চেহারার বল্ডউইন এজ তার আপাত ব্যবহার করা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল।'

বেড়ার ওপাশে, বন্ধ গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে বয়সী প্রহরীটি, ডজনখানেক লোক ভেতরে ঢোকার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করছে। তাদের মুখগুলো যন্ত্রণাকাতর মুখোশে পরিণত হয়েছে, বিস্ফারিত চোখ বনবন করে ঘুরছে কোটরের মধ্যে। হাঁ হয়ে আছে মুখ। অনেকেরই মুখের চামড়ায় ফুসকুরি ফুটতে শুরু করেছে, কারও ফোস্কার মতো জিনিসটা ফেটে পুঁজ বেরুচ্ছে।

কোরি অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল। 'মাইগড! কারা এরা?'

'এদের কয়েকজনকে আমি চিনি,' বললেন কিজমিলার। 'ওরা এখানেই কাজ করে।'

'ওদেরকে দেখুন,' বলল বল্ডউইন এজ। 'সবাইকে... সবাইকে বুনো জন্তুর মতো লাগছে।'

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, একটি গাড়ি এসে স্কিড করে থামল গেটের সামনে, বিস্ফারিত চোখের দুই লোক টলতে টলতে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। এরপরে এলো একটি পিকআপ। তারপর আরেকটি গাড়ি। এটি পিক আপের গায়ে আছড়ে পড়ল। তবে বাহনের মালিকরা ওদিকে ফিরেও তাকাল না। তারা হেঁটে যেতে যেতে ফটকের দিকে এগোচ্ছে। রাস্তার দু'দিক থেকেই আরও লোকজন পায়ে হেঁটে আসছে। মাঠ ধরেও এলো কেউ কেউ। রাস্তার পাশের বীচ গাছের সারির আড়াল থেকেও বেরিয়ে এল অনেকে।

'এরা চায় কী?' বলল এজ। আশঙ্কায় তার গলা কেঁপে গেল।

'কোন ইন্সটিংক্টের কারণে ওরা এখানে চলে এসেছে,' বললেন কিজমিলার। 'নিজেদের আচরণের ওপর ওদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

ফটকের প্রহরীটি হাতে রিভলবার নিয়ে শূন্যে তাক করল। তরুণ গার্ডটি হোলস্টার থেকে তার আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে করতে প্রহরীকে সাহায্য করতে ছুটল।

গেটের বাইরে এখন কুড়িজনেরও বেশি উন্মাদ জড়ো হয়েছে। তারা চিৎকার চেঁচামেচি এবং হট্টগোল করছে। বাঁকানো থাবা দিয়ে তারা তারের জালি খামচে ধরেছে, বীভৎস মুখগুলো ঠেসে ধরেছে ওগুলোর গায়ে। একসঙ্গে সবাই মিলে গায়ের ওজন চাপিয়ে দিয়েছে গেটের ওপর, ঠেলাধাক্কা মারছে। গেট ভেতরের দিকে বেঁকে যেতে লাগল।

বয়সী গার্ডটি শূন্যে পিস্তল ছুড়ল। কিন্তু গুলির শব্দে গেটের বাইরের লোকগুলোর কোন ভাবান্তর হলো না। এখন কুড়িজনেরও বেশি মানুষ, গেটের কাছে পৌঁছানোর জন্য একজন আরেকজনের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, ধাক্কা দিচ্ছে।

বল্ডউইন এজের মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরুতে লাগল। কোরি তার দিকে তাকাল এবং দেখে বিস্মিত হলো লোকটা কাঁদছে।

'আমরা পেছন দিকে চলে যাই চলুন,' বললেন কিজমিলার।

'ওখানে একটা এক্সিট ডোর আছে। ওটা দিয়ে ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যাবে।'

কিন্তু ওরা যাওয়ার আগেই ইস্পাতের ফটকের হুড়কো বিকট শব্দে ভেঙে গেল। দুই গার্ড পিছিয়ে গেল, ভাঙা ফটক দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়া লোকগুলোর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করার ভয় দেখাতে লাগল। এক অল্প বয়েসী নারী বয়সী গার্ডটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার নখ বসে গেল লোকটির মুখে। যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, কোরি এবং অন্য দু'জন দেখতে পেল মহিলার হাত রক্তে ভিজে গেছে এবং গার্ড তারস্বরে চিৎকার করছে। তার পিস্তল ছিটকে পড়ল মাটিতে।

তরুণ গার্ডটা গুলি করল। তরুণীটি পড়ে গেল। রক্তাক্ত মুখ দু'হাত ঢেকে বয়সী গার্ডটি টলতে টলতে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, একজন তাকে প্রবল মুষ্ঠাঘাত করল। তরুণ গার্ড আবারও ফায়ার করল। যে লোকটি ঘুসি মেরেছিল সে তার পেট চেপে ধরল।

এজ একটা আর্তচিৎকার দিয়ে গেটের দিকে দৌড় দিল। তরুণ গার্ডটি এখন জনতার ওপর এলোপাতারি গুলি চালাচ্ছে।

'থামো!' হাঁক ছাড়ল এজ। 'থামো! এ লোকগুলোর কোন দোষ নেই। তুমি ওদেরকে মেরো না।'

গার্ডের রিভলভারের হ্যামার খালি চেম্বারে পড়ে ক্লিক শব্দ হলো। ফুরিয়ে গেছে গুলি। গেটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া দুই লোক তাকে আঘাত হানল। পড়ে গেল সে জমিনে। তারা গার্ডের মাথা এবং পেটে দমাদম লাথি মারতে লাগল।

মাটিতে পড়ে থাকা গার্ডের দিকে ছুটে গেল বল্ডউইন এজ, যারা ওকে লাথি মারছে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু এজ পরক্ষণে নিজেই আক্রান্ত

হলো। ঘুসি খেয়ে প্রপাত ধরণীতল হলো। এক মধ্যবয়স্ক লোক দু'হাতে ওর গলার নলী টেনে ছিড়ে ফেলল।

'আমরা কি কিছু করতে পারি না?' বলল কোরি।

'বোকার মতো কথা বলবেন না,' বললেন কিজমিলার। 'আসুন।'

কোরির হাত ধরে তিনি বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানের সাদা ওভারঅল পরা দুই পুরুষ এবং এক নারী লবি দিয়ে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের মুখে লাল টকটকে ফোড়া ফুটে আছে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।

কোরি এবং ডক্টর ঘুরলেন। গেটের গার্ডদের ছেড়ে লোকগুলো এবারে ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

'এই হলো আপনার গল্প, মি. ম্যাকলিন,' নিষ্প্রাণ হেসে বললেন কিজমিলার। 'তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এ গল্প লেখার সুযোগ আপনি না-ও পেতে পারেন।'

একটি অটোমোবাইলের গর্জন শুনে উন্মাদ লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাল কোরি। একটি কালো বুইকু রাস্তা ছেড়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে ভাঙা গেট লক্ষ্য করে।

'ওরা আরও আসছে,' বললেন কিজমিলার।

'না,' বলল কোরি। 'ওটা আমার গাড়ি।'

সে হুইলে বসা দিনাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। চেহারা থমথমে, সামনের দৃশ্যপটে স্থির চক্ষু। গেটের গায়ে ধাক্কা মারল কাটলাস, ভেঙে গেল একটা হেডলাইট, কব্জা থেকে পুরোপুরি ছুটিয়ে আনল ফটক। লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি ছোটাল দিনা। ভাঙা গেট সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

এঁকেবেঁকে জনতাকে পাশ কাটিয়ে পার্কিং এরিয়ায়, কোরি এবং কিজমিলারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দিনা। প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে কিজমিলারকে ধাক্কা মেরে গাড়িতে তুলে দিল কোরি। সে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন খামচে ধরল ওর জ্যাকেট। মাথা ঘুরিয়ে একজন ল্যাব টেকনিশিয়ানের ফোস্কা ভরা বীভৎস মুখটা দেখতে পেল। কোরির জ্যাকেট খামচে ধরেছে একহাতে, অন্যহাতে ভাঙা ল্যাবরেটরি ফ্লাস্কের কাচ। ভাঙা ফলাটা সে কোরির মুখে ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছে, কোরি চট করে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল, লাফ মেরে উঠে পড়ল গাড়িতে এবং দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। ভাঙা ফলাটা সাইড উইন্ডোর সেফটি গ্লাসে বাড়ি লেগে টুকরো হয়ে গেল।

পা দিয়ে অ্যাকসিলেটরে দাবিয়ে ধরল দিনা, গাড়িটা মুহূর্তে চরকির মতো গেট অভিমুখে ঘুরিয়ে দিল। কিছু একটার সঙ্গে বাড়ি খেল গাড়ি, নরম কোন শরীর, ধপাশ করে পড়ল অ্যাসফল্টের ওপর। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গাড়ির গতি তুলল দিনা। স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল গেট থেকে, উঠে এল রাস্তায়, পেছনে ফেলে এল বায়োট্রনে জড়ো হওয়া কতগুলো উন্মাদ মানুষকে।



মিলওয়াকি যাওয়ার পথে শহরতলী জার্মান টাউন এবং মেনোমনি ফলস-এর কাছাকাছি এসে বুইকের গতি কমাল দিনা। মাঝেমধ্যে দু'একটা গাড়ির দেখা মিলছে। কোরি দিনার পাশে বসে আছে। সামনে ঝুঁকল সে।

'আমি গাড়ি চালাই?' বলল ও।

'না, ঠিক আছে।'

ড. কিজমিলার পেছনের আসনে জবুথবু হয়ে বসে আছেন। কিছু বলছেন না। তবে কোরি যখন বলল এখন কোন হোটেলে গিয়ে উঠবে ওরা, আপত্তি জানালেন তিনি।

'হোটেল আমার মোটেই পছন্দ নয়,' বললেন কিজমিলার।

'অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার তো,' বলল কোরি। 'দেশে কী ঘটছে একটু বুঝে নিই।'

খুশি হলেন না কিজমিলার। 'আমার ল্যাবরেটরিতে যাওয়া দরকার। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'শীঘ্রি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল কোরি। 'কী ঘটনার মধ্য দিয়ে এসেছি ভুলে গেলেন? ভাগ্য ভালো বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'

'পুলিশ হয়তো এতক্ষণে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।'

'পুলিশের ওপর ভরসা করা যায় না,' বলল দিনা। 'বায়োট্রনের এমপ্লয়ীদের মতো তারাও যে কোন সময় মগজখেকোদের হামলার শিকার হতে পারে।'

পেছনের আসনে বসে গুঙিয়ে উঠলেন কিজমিলার।

'ওই শব্দটি ব্যবহার করবেন না।'

'ওদেরকে যা খুশি আপনি সম্বোধন করতে পারেন, ডক্টর, তবে জনতার স্মৃতিতে তারা সারাজীবন ভয়ংকর মগজখেকো হিসেবেই থাকবে।' বলল দিনা।

কিজমিলার ভুরু কুঁচকে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর মন্তব্য করলেন, 'নামে কী আসে যায়? আসল সত্য হলো ওদের অস্তিত্ব রয়েছে।'

'এমনকী সার্জন জেনারেল পর্যন্ত এখন কথাটা স্বীকার করবেন,' বিদ্রুপের গলায় বলল কোরি।

'এর কোন প্রতিষেধক নিশ্চয় আছে,' বললেন কিজমিলার। 'ওদেরকে ধ্বংস করার কোন উপায় অবশ্যই আছে। আমি সেই প্রতিষেধক নিয়ে কাজ করব। আমার সমস্ত কাগজপত্র বায়োট্রনে পড়ে আছে। হোটেলে গিয়ে কোন লাভ হবে না।'

'অন্ততঃ প্রাথমিক কিছু পরিকল্পনা তো করতে পারি,' বলল দিনা।

'আমি আপনার সঙ্গে কাজ করব আর কোরি দেখবে কোন অফিশিয়াল মুভ করতে পারে কিনা।'

'হোটেল আমার বিশ্রী লাগে,' আবার ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন কিজমিলার।

'হলিডে ইন খুব ভালো হোটেল,' সামনে হোটেলটির সাইনবোর্ড দেখে বলল দিনা।

'এবং মাত্র ক'দিনের জন্য আমরা ওখানে উঠব,' পুনরাবৃত্তি করল কোরি।

'পড়েছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে,' মুখ অন্ধকার করে বললেন কিজমিলার। 'তবে আপনাদের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন, মি. কোরি। নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না হাতে সময় খুব কম।'

থমথমে হয়ে আছে হেরাল্ড ভবনের পরিবেশও। সেই চিরাচরিত হাসিঠাট্টার রেশটা অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কোরি ভবনে ঢুকেই আবিষ্কার করল বেসমেন্টে প্রেস মেশিন চলছে না। বারো তলা বিল্ডিংটির প্রতিটি তলায় যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিত প্রেস যন্ত্রের গুমগুম আওয়াজ আজ তা অনুপস্থিত। কোন কাগজ ছাপা হচ্ছে না।

সিটি রুমের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন সাগরে ডুবতে বসার শেষ ধাপটিতে রয়েছে। ক্রুদের অর্ধেকেরও কম এসেছে অফিসে। তারা কাগজপত্র গোছাচ্ছে এবং সবাই যে যার চিন্তায় মগ্ন। কোরিকে দেখে তারা অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল মাত্র।

কোরি দ্রুত পোর্টার উলাভারের অফিসে ঢুকে পড়ল। সিটি এডিটর তাঁর টেবিলে বসে আছেন, হাত বাঁধা পেটের ওপর, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'ঘটনা কী? এডিটরের সামনে হেঁটে এসে প্রশ্ন করল কোরি। 'সিটিরুমের অর্ধেক মানুষই দেখছি অনুপস্থিত। বাকিরা কাগজপত্র গোছাচ্ছে।'

উলাভার ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'এবং প্রেসও চলছে না।'

উলাভার বললেন, 'তুমি তাহলে ব্যাপারটা লক্ষ করেছ। হেরাল্ড প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে যতদিন পর্যন্ত না...' তিনি কথা অসমাপ্ত রেখে ছাতের দিকে তাকালেন।

অপেক্ষা করছে কোরি, শেষে ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'যতদিন পর্যন্ত না কি, পোর্টার?'

'যতদিন পর্যন্ত না এই ভয়ংকর মগজখেকোরা দূর হয় কিংবা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে

না যায়– সে যেটা খুশি আগে ঘটুক।' খ্যাঁকখ্যাঁক হাসলেন এডিটর।

'মি. ইকর্ন কি এখনও আছেন?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'না।' জবাব দিলেন পোর্টার। 'তিনি হিউস্টন ফিরে গেছেন, তাঁর কন্যা নাকি অসুস্থ। ইক ভয় পেয়েছেন ভেবে– 'কপালে টোকা দিলেন তিনি–' তুমি তো বুঝতেই পারছ।'

এডিটর কোরির পেছনে কাকে যেন দেখে হাত নাড়লেন।

'আসুন, আসুন। লোক যত বেশি হবে আড্ডা তত জমবে।'

কোরি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ডা. ইঙ্গারসল এডিটরের অফিসের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। তাঁকে সবসময়ই বিধ্বস্ত দেখায়। এখন আরও বেশি লাগছে। শার্ট দোমড়ানো মোচড়ানো, সুটের সামনে সিগারেটের ছাই লেগে আছে।

'যাক, তবু আপনাকে পাওয়া গেল যিনি অন্ততঃ বাজে বকবেন না।' বলল কোরি। 'আচ্ছা, প্রেস বন্ধ হওয়ার কারণ কী?'

'ওয়াশিংটনের হুকুম। অন্যদের মতো আমরাও এখন মিডিয়াপুলের অংশ হিসেবে কাজ করছি। প্রতিটি পপুলেশন সেন্টার শুধু একটি করে খবরের কাগজ প্রকাশিত হবে, থাকবে একটি রেডিও এবং টিভি স্টেশন। তবে মিলওয়াকির খবরের কাগজটি আমাদের নয় তা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'পুল? এর কারণ কী?'

'একটি হলো অ্যাট্রিশন বা শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ। সব কিছু ঠিকঠাক মতো চালানোর লোকবলের অভাব দেখা দিয়েছে।'

'যীশাস! অবস্থা এতোই খারাপ?'

'তারচেয়েও বেশি। আমার গ্রাফটির কথা তোমার মনে আছে? যেখানে আমি দেখিয়েছিলাম জ্যামিতিকহারে মগজখেকোদের হামলা বেড়ে চলছে? আমার মনে হয় আমি একটু বেশি অপটিমিস্টিক হয়ে পড়েছিলাম।'

'হুকুম কে দিচ্ছে?'

'জার্নাল পত্রিকার হার্ভ গারম্যানকে পুল ক্যাপ্টেন বসানো হয়েছে।'

'তবু অন্ততঃ একজন সাংবাদিককে ওরা দায়িত্বটা দিয়েছে।'

'অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ো না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে একজন লোক আসছে দায়িত্ব বুঝে নিতে।'

গুঙিয়ে উঠল কোরি। 'আগে যদি জানতাম।'

এই সময় কথা বলে উঠলেন পিটার উলান্ডার। 'তোমরা আজকের দিনটা ছুটি নিতে পারো। এনজয় ইয়োরসেলফ। এখানে তো করার মতো কোন কাজ নেই।'

'ধন্যবাদ, চিফ,' বলল কোরি।

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই।'

ওরা দু'জনে মিলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন

পোর্টার উলান্ডার।

'শুনলাম বায়োট্রনে নাকি গণ্ডগোল হয়েছে,' বললেন ইঙ্গারসল।

'কোত্থেকে শুনলেন?'

'ইউপিআই।'

'তারবার্তা তাহলে এখনও চালু আছে?'

'ট্রাই স্টেট বন্ধ হয়ে গেছে তবে এপি এবং ইউপিআই থেকে আমরা এখনও খবর পাচ্ছি, সঙ্গে রয়টার্স এবং তাস থেকেও।'

'চলুন দেখি ওরা কী খবর পাঠালো। যেতে যেতে আপনাকে বায়োট্রনের গণ্ডগোলের কথা বলছি।'



তার বার্তার রিপোর্টে মন্দ খবর ছাড়া কোন ভালো খবর নেই।

মগজখেকোদের হামলার শিকারের সংখ্যা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসপাতালে জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। কারণ সামান্য সর্দিজ্বর কিংবা মাথায় যন্ত্রণা হলেই লোকে ছুটে আসছে এখানে। মগজখেকোদের লক্ষণ সম্পর্কে পড়ে পড়ে তাদের মাথা গেছে নষ্ট হয়ে। স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। আর যারা প্যারাসাইটগুলো দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তারা উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে, চিৎকার করছে, তবে মৃত্যুর সময় স্বীকার করছে না তারা মগজখেকোর শিকার।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্জন জেনারেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন দুশ্চিন্তা করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বৈকি। তিনি ডাক্তারদের নিয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন যাতে এ সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া যায়। যেহেতু ভিক্টিমদের এখন পর্যন্ত কোন ফলদায়ক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি তাই এ খবর জনতার অশান্ত মন শান্ত করতে ব্যর্থই হলো।

বায়োট্রনের ঘটনাকে এখন অভিহিত করা হচ্ছে বায়োট্রন ম্যাসাকার বলে। বায়োট্রন এমপ্লয়ীরা বলছে স্টেট পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ডম্যানরা উদ্ধারের হুকুম পাবার আগেই বায়োট্রনে দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী, স্বাস্থ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা এবং বেশ কয়েকজন মগজখেকো ভিক্টিম প্রাণ হারিয়েছেন।

বড় বড় শহরগুলো যেখানে আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে লুটপাট সেখানে

গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে। গুজব শোনা যাচ্ছে মার্শাল জারি হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

দেশজুড়ে বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ লোকে কাজে যেতে চাইছে না।

বেসবল কমিশনার পরবর্তী কোন নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত খেলা বন্ধ ঘোষণা করলেন। কনসার্ট হল, স্কুল, চার্চ যেসব জায়গায় মানুষের ভিড় হয় বেশি– সব বন্ধ ঘোষিত হলো। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল পণ্যের অভাবে। ওয়াশিংটনে ইমার্জেন্সি রেশনিং দেয়া হবে শোনা গেল।

বিভিন্ন দেশ এ ক্রাইসিস তাদের নানান প্রতিক্রিয়া জানাল।

ডাক্তার এবং ওষুধপত্র দিয়ে সাহায্য করতে চাইল গ্রেট ব্রিটেন।

সোভিয়েত রাশিয়া মন্তব্য করল পশ্চিমা জীবন যাত্রার অবক্ষয়ই এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী।

ফ্রান্স বলল আমেরিকানদের মস্তিষ্ক অনেক আগে থেকেই ক্ষয় হতে শুরু করেছে।

মেক্সিকো তাদের সীমান্তে সেনা মোতায়েন করল যাতে কোন অভিবাসী তাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে।

কিউবা হুমকি দিল মগজখেকোদের হাভানায় ছড়ানোর চেষ্টা করলে তারা মিসাইল হামলা করবে।

কানাডা মার্কিন নাগরিকদের সহযোগিতার আশ্বাস দিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত না তারা ওই দেশে প্রবেশের চেষ্টা করে।

দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য তাদের দেশের যুদ্ধ এবং বিপ্লব নিয়ে ব্যস্ততার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে মাথা ঘামাল না।

আর সারা দেশ থেকে প্যারসাইট হামলার শিকারদের অগুনতি খবর তো আছেই। পড়তে পড়তে হাঁপ ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা।

কোরির মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটালেন লু জ্যাচরি। তিনি হঠাৎ এসে হাজির হলেন তারবার্তা কক্ষে। ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন, 'কিজমিলারের সঙ্গে কী কথা হলো?'

'তেমন কোন কথা হয়নি,' বলল কোরি। 'তাঁকে হলিডে ইন-এ রেখে এসেছি। দিনা তাঁর সঙ্গে আছে। আপনার খবর কী?'

'শুনেছ বোধহয় মগজখেকোদের বিরুদ্ধে টাস্ক ফোর্স গঠন করছেন প্রেসিডেন্ট।'

'শুনেছি।'

'আমি স্থানীয় বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পেয়েছি।'

'আপনি? ওরা আপনার এজেন্সি থেকে কেন লোক বাছাই করতে গেল? কী যেন নাম আপনার এজেন্সির?'

'IDI- ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ইন্টেলিজেন্স।'

'রাইট। কিন্তু মগজখেকো টাস্ক ফোর্সে আপনি কী করবেন?'

'এ ধরনের ইমার্জেন্সিতে সব সময়ই ডিপার্টমেন্টাল ক্রসওভার থাকে। আমি দৃশ্যপটে ছিলাম এবং ইতোমধ্যে তোমার কাজে নাক গলিয়ে ফেলেছি। সে যাই হোক, আমি এখন এর মধ্যে ঢুকে গেছি। সরকারি অনেক সিদ্ধান্তের মতোই এখানে যুক্তি কাজ করে না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি আমার কাছে কী চান?'

'তোমার জন্য আমার একটা কাজ আছে। 'শুনলাম এখান থেকে ণাকি আর কাগজ বেরুচ্ছে না।'

ওরা আমাকে তা-ই বলল। এখন আমরা সবাই পুলের অংশ।

'তুমি নও। তুমি টাস্কফোর্স প্রেস লিয়াজোঁ।'

'বেশ বেশ। তা আমাকে কী করতে হবে?'

'ডা. কিজমিলারের কাছে যেন মিডিয়া ঘেঁষতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমি তাঁকে রিমিডিয়াল রিসার্চে পাঠাবো।

'সে ঠিক আছে,' ঘড়ি দেখল কেরি। 'তাহলে চলুন তাঁর কাছে যাই। উনি আবার হোটেলে থাকতে একদমই পছন্দ করেন না।'

'চলো তাহলে,' বললেন জ্যাচরি।

'আপনি যাবেন, ডক?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'না, ধন্যবাদ।' বললেন ইঙ্গারসল। 'ঘুমে আমার দুচোখ বুজে আসছে। আমি এখন একটু চোখ বুজব।'

লু জ্যাচরিকে নিয়ে বিল্ডিং ত্যাগ করল কোরি।

হলিডে ইন-এ মাত্র ঢুকেছে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কোরির পথরোধ করে দাঁড়াল একজন সাংবাদিক এবং আরেকজন নারী ক্যামেরাম্যান। এরা সেন্টিনেল পত্রিকা থেকে এসেছে। এদেরকে কোরি চেনে।

সাংবাদিকটি কোরিকে বলল, 'কোরি, তুমি ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

'কাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কোরি।

'পথে আসো, হটশট। এ স্টোরিতে কোন এক্সক্লুসিভ নেই। আমরা শুনেছি আজ দুপুরে তুমি ড. কিজমিলারকে বায়োট্রন থেকে এখানে নিয়ে এসেছ। বায়োট্রনে আজ কী ঘটেছে আমরা সবাই জানি, এবং এর সঙ্গে যে মগজখেকোর বিষয়টি সম্পৃক্ত তা অনুমান করতেও কষ্ট হয় না। আমি এখানে ডেজিগনেটেড পুল রিপোর্টার, লিসা আমার ক্যামেরাম্যান। কাজেই রুম নাম্বারটা আমাদেরকে বলে দাও।'

'সে কথা আগে বললেই পারতে?' বলল কোরি। 'উনি ১১২১ নাম্বার রুমে আছেন।'

'ধন্যবাদ,' সেন্টিনেল– এর জুটিটি এলিভেটরে পা বাড়াল। কোরি ফিরে গেল

জ্যাচরির কাছে।

'আশা করি ওদেরকে রুম নাম্বারটা দাওনি,' বললেন জ্যাচরি।

'ওরা ড. কিজমিলারকে মিডিয়া ইভেন্ট বানানোর আগে আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কে বলেছে ওদেরকে সঠিক রুম নাম্বার দিয়েছি?' বলল কোরি। 'কিজমিলার আছেন ২০৫ নাম্বার রুমে।'

মুচকি হাসলেন জ্যাচরি। 'প্রেস রিলেশনের জন্য ঠিক মানুষটিকেই বাছাই করেছি দেখছি। চলো ওনার সঙ্গে কথা বলি।'

ড. কিজমিলার বললেন, 'আমি যত তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরিতে ফিরতে পারব ততো তাড়াতাড়ি প্রতিষেধক নিয়ে কাজ শুরু করতে পারব।'

'নিশ্চয়,' কিজমিলারকে সায় দিলেন জ্যাচরি। 'আগামীকাল থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্ল্যান্ট পাহারায় থাকবে। আপনি তখন নিশ্চিন্তে ওখানে যেতে পারবেন। আপনার ক'জন স্টাফ লাগবে?'

'যেহেতু ড. ডিনা আমার সঙ্গে এ মুহূর্তে আছে কাজে ওকে দিয়েই কাজ চালাতে পারব। তারপর আমার মেডিকেল পার্সোনেলের দরকার হবে– কেমিস্ট, বায়োলজিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং ক্লারিকাল হেল্প।'

'সবকিছুই আপনি পাবেন। বায়োট্রনে কি আমরা চারজন থাকার মতো জায়গা আছে? আমি ওটাকে আমাদের নার্ভ সেন্টার বানাতে চাই।'

'ব্রেনইটার কন্ট্রোল,' বলল কোরি।

অন্যরা ওর দিকে তাকাল। কিন্তু হাসল না কেউ।

'আপনারা হয়তো থাকতে পারবেন,' নিরুৎসাহিত গলায় বললেন কিজমিলার। 'তবে থাকার জায়গাটি খুব বেশি আরামপ্রদ নয়।'

'তাতে আমাদের খুব বেশি অসুবিধা হবে না।' বললেন জ্যাচরি।

'আজ রাতের কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন কিজমিলার। 'আপনারা বললেন সাংবাদিকরা এখানে আমাকে খুঁজছে।'

'হুঁ, তবে ওদের মতো আমারও আপনাকে অনেক প্রশ্ন করার আছে।'

'আমার কিন্তু হোটেল একদমই পছন্দ নয়,' ওদেরকে মনে করিয়ে দিলেন কিজমিলার।

'আজ রাতটা আপনি আমার বাসায় থাকতে পারবেন,' বলল কোরি। 'সোফায় ঘুমাতে পারবেন।'

'আমি সোফায় ঘুমাই না, 'বললেন কিজমিলার।

'তাহলে বেডরুমে ঘুমাবেন।'

'তাহলে ঠিক আছে।'

'বেশ,' বললেন জ্যাচরি। 'কাল দুপুর একটায় আমরা সবাই কোরির অ্যাপার্টমেন্টে মিলিত হবো এবং সেখান থেকে বায়োট্রন যাবো।'

'তুমি কী করবে?' দিনাকে প্রশ্ন করল কোরি।

'আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি বেডি-বাই মোটেলে দিব্যি থাকতে পারব।' জ্যাচরির উদ্দেশে সে ঠকাশ করে স্যালুট তুলল। 'তাহলে তেরোশ ঘণ্টায় আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'



স্যানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের তরুণ সহকারী নিল হ্যান্ডারসনের কাছ থেকে রিসিভার নেয়ার সময় ভিক্তর রাসলভ লক্ষ করল তাদের সঙ্গে কুরাকিন নেই। অ্যাক্সিডেন্ট? ভুল রাস্তায় চলে গেছে? নাকি সেই ঘৃণিত শব্দটি– দলত্যাগ করেছে?

তরুণ সহকারীকে বলেছে বলে অ্যাম্বাসির সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত বদলাল না রাসলভ। তবে খুব বেশি দরকার না হলে সে কুরাকিনের অনুপস্থিতি নিয়েও কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় না। বিষয়টি খুবই বিব্রতকর হতে পারে। নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকে ডেলিগেশন প্রধান, তার সদস্যদের আনুগত্যের জন্যও সে সবরকম দায়ী থাকবে।

কেজিবি'র দুই লোককে চোখ দিয়ে ইশারা করল রাসলভ। এদের একজন অফিস থেকে আলগোছে বেরিয়ে পড়ল টার্মিনালে খোঁজ নিতে। হেন্ডারসন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে, রাসলভ সোভিয়েত কনসুলেটরের নাম্বার টিপল। নিজের পরিচয় দেয়ার পরে কয়েক সেকেণ্ড তাকে অপেক্ষা করতে হলো চিফ কনসালের জন্য।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাসলভ খবর কী?' পার্টিতে রাসলভের চেয়ে সিনিয়র চিফ কনসাল এবং তাই তাঁর বিনীত ভাব দেখানোর প্রয়োজন নেই।

'আমাদের ফ্লাইট আসতে দেরি হচ্ছে,' রুশ ভাষায় বলল রাসলভ। 'তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, তবু ভাবলাম আপনাকে জানানো দরকার।'

'সিরিয়াস না হলে আমাকে ফোন করলে কেন? তুমি নিশ্চয় শুনেছ এখানে তথাকথিত ভয়ংকর মগজখেকোদের জন্য একদল ডানপন্থী প্রতিবাদী দল আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। পুলিশ তাদেরকে হটানোর কোন চেষ্টাই করছে না।'

'না, আমি শুনিনি,' বলল রাসলভ।

'এখনে মস্ত ভজকট লেগে গেছে,' বললেন চিফ কনসাল। 'তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারব না।'

'বুঝতে পারছি,' বলল রাসলভ। 'ঠিক আছে, আপনি এতো চিন্তা করবেন না।'

ফোন রেখে সে তরুণ হেন্ডারসনকে বলল, 'কনসাল বললেন আমাদের ফ্লাইট আসতে যদি আরও দেরি করে তাহলে তিনি তোমাদের সুপিরিয়রের কাছ থেকে ফুল রিপোর্ট আশা করছেন।'

'আমার মনে হয় না খুব বেশি দেরি হবে,' বলল হেন্ডারসন।

'আপনারা কি ভিআইপি লাউঞ্জে বসবেন?'

'ভিআইপি?'

'ওটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত পর্যটকদের জন্য।'

'আমরা ওখানে অপেক্ষা করব,' টার্মিনালে আঙুল দিয়ে দেখাল রাসলভ। 'যেখানে লোকে অপেক্ষা করে।'

'জী, নিশ্চয়, তবু...' রাশানটির মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে মাঝপথে থেমে গেল হেন্ডারসন।

কেজিবি'র লোকটি ফিরে এল অফিসে। মৃদু মাথা নাড়ল। দাঁতে দাঁত চাপল রাসলভ, পা বাড়াল দরজায়। তাকে অনুসরণ করল কেজিবি'র দুই গোয়েন্দা।

'আমরা আপনাকে পেজ করব,' পেছন থেকে বলল হেন্ডারসন। 'কোন খবর পাওয়া মাত্র।'

'কুরাকিনকে কোথাও পেলে না?' কেজিবির যে লোকটি অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করল রাসলভ।

'না, স্যার।'

'ল্যাভেটরিতে দেখেছিলে?'

'না।'

'তাহলে গিয়ে দ্যাখো।' অপরজনকে উদ্দেশ্য করে সে বলল। 'অন্য টার্মিনালগুলো পরীক্ষা করো। কুরাকিনকে দেখামাত্র আটকাবে। কী বললাম বুঝতে পেরেছ?'

'নিশ্চয়।'

কেজিবির দুই গোয়েন্দার সঙ্গে চোখাচোখি হলো রাসলভের। তারা নিজেদের লোক ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে হুকুম পেতে অভ্যস্ত নয়। এমনকী কোন পার্টি কর্মকর্তার কাছ থেকেও নয়। রাসলভকে আরও ডিপ্লোমেটিক হতে হবে। কেজিবিকে চটিয়ে দেয়া মোটেই ঠিক হবে না।



স্যানফ্রান্সিসকো বিমান বন্দরের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয়ার প্রাণপন চেষ্টা করল আন্তন কুরাকিন। ভিক্তর রাসলভ এবং মোটা গর্দানের দুই

কেজিবি অফিসারের কাছ থেকে সটকে এসে আন্তর্জাতিক টার্মিনালে এ কাজটি করা খুব একটা কঠিন হলো না। এখানে ইংরেজির চেয়ে বিদেশি ভাষাগুলোর চেঁচামেচিই বেশি শোনা যাচ্ছে এবং লোকজন নানান পোশাকে সজ্জিত। কালো কনজারভেটিভ সুট এবং ভোঁতা কৃষক মার্কা চেহারায় কুরাকিনকে বরং ল্যাটিন ও এশিয়ানদের মাঝে অনেক বেশি আমেরিকান বলে মনে হচ্ছিল।

অন্য টার্মিনালগুলো দিয়ে হাঁটার সময় কুরাকিনের মনে হচ্ছিল তাকে বুঝি সবাই লক্ষ করছে। আমেরিকানদের মধ্যে সে এই প্রথম একা। তাকে বিদেশি হিসেবে সবাই চিনতে পারবে। কিন্তু আসলে কেউই তাকে লক্ষ করছিল না।

এ দেশের মানুষজন কত রঙচঙে পোশাক পরে, ভাবছিল কুরাকিন। এবং এদের মধ্যে ফর্মালিটির লেশমাত্র নেই। মহিলাদের বেশিরভাগের পরনে প্যান্ট-শার্ট। পুরুষদের কারও মাথায় হ্যাট নেই। কুরাকিনের মাথাতেও অবশ্য হ্যাট নেই। মালপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। এজন্য অবশ্য সে এখন মনে মনে খুশিই হলো। অল্প কয়েকজনের ঘাড়ে নেকটাই দেখতে পেল সে। নিজের নেকটাইটি খুলে ফেলবে ভেবেছিল সে। কিন্তু সুট আর কড়া মারের সাদা শার্টে তাহলে আরও বেশি দর্শনযোগ্য হয়ে উঠবে ভেবে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তা। তাছাড়া নেকটাই না থাকলে নিজেকে কেমন ন্যাংটো লাগবে।

এয়ারপোর্ট বোঝাই অসংখ্য দোকানপাট এবং সার্ভিস সেন্টার। এগুলোর সঙ্গে আকাশ ভ্রমণের কী সম্পর্ক বুঝে পেল না কুরাকিন। মস্কোর সঙ্গে তুলনায় এটাকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর মনে হয়। আর মস্কো এয়ারপোর্টকে সত্যিকারের বিমানবন্দরের মতোই লাগে।

এখানে রেস্টুরেন্ট, বার, কাপড়ের দোকান, নাপিতের দোকান, বিউটি পার্লার, মেডিকেল ক্লিনিক, ফুলের দোকান, রুটির দোকান কী নেই? একজন লোককে তার আসল কাজ ভুলিয়ে দেয়ার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। টাকা থাকলেই যে কেউ যে কোন জিনিস কিনতে পারে এ বিমানবন্দর থেকে। কুরাকিনেরও যে লোভ হচ্ছিল না তা নয়, তবে নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে একটি কাজে এসেছে এবং জানে শীঘ্রি তাকে রাসলভ ও তার লোকেরা খুঁজতে বেরুবে।

এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে কুরাকিনকে। কোন এয়ারলাইনের প্লেনে চড়বে সে? সে আমেরিকান নামধারী এয়ারলাইনগুলো বাদ দিল এগুলোতে চড়লে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ভেবে। কন্টিনেন্টাল নামটি তার পছন্দ হলো। নাম শুনে মনে হচ্ছে এটা ইউরোপীয় কোন এয়ারলাইন। ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড নামটি মন্দ নয়। তবে রাশিয়ায় এয়ারলাইন নির্বাচন কত সহজ। ওখানে তো একটা জোকই চালু আছে– যখন তুমি উড়তে চাইবে হয় এরোফ্লোতে যাও নতুবা নিজের পাখা গজাও।

অবশেষে, ম্যাপ বোর্ডে এয়ারলাইনগুলোর চলাচলের পথ দেখে ইউনাইটেড এয়ারলাইনটি নির্বাচন করল কুরাকিন। কাউন্টারের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। একবার

পেছন ফিরে দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা। মগজখেকোদের নিয়ে ঘটনায় উত্তেজিত পাবলিক কেউই ওর দিকে তাকিয়ে নেই। কুরাকিনের পেশীতে ঢিল পড়ল, সে সারির সঙ্গে ধীরগতিতে সামনে বাড়তে লাগল।

দশ মিনিট পরে সে কাউন্টারে পৌঁছাল। ওখানে শুঁটকা চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ সারির লোকজনকে ব্যাখ্যা করছে এ লাইনটি তাদের জন্য যারা ইতিমধ্যে টিকেট কিনেছে এবং তাদেরকে যে যার লাগেজ চেক করতে বলল। কুরাকিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এল লাইন থেকে। মস্কোতেও এরকম ঘটনা ঘটে।

সতর্ক নজর বুলিয়ে অবশেষে সঠিক লাইনটি পেয়ে গেল সে। এখানে লোকজন টিকেট কিনছে। কুরাকিন এক ল্যাটিনা মহিলার পেছনে এসে দাঁড়াল। মহিলার সঙ্গে ছিচকাঁদুনে একটি বাচ্চা। এ লাইনটা আগেরটার চেয়ে অনেক মন্থরগতিতে আগে বাড়ছে। কুরাকিন অবশেষে কাউন্টারের সামনে চলে এল।

'আমাকে মিলওয়াকির একটা টিকেট দিন,' বলল সে। ও ইংরেজি ভালোই বোঝে কিন্তু বলতে কেমন অস্বস্তিবোধ করে।

'সব আসন পূর্ণ,' ক্লার্ক বলল ওকে। 'তবে আপনি শিকাগোগামী স্ট্যান্ডবাই ফ্লাইটের টিকেট নিতে পারেন। নাম্বার এইটি-ফিফটি-নাইন।'

'শিকাগো... ওটা কি মিলওয়াকির কাছে?'

'বলতে পারেন পাশের শহর। প্রতি ঘণ্টায় শাটল ফ্লাইট আছে। মানে থাকে। হয়তো ওরা এখনও অপারেট করছে তবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবো না। সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে আছে।'

'জী, বিশ্রী রকম তালগোল পাকিয়ে আছে। আমাকে একটা 'বাইস্টান্ড' টিকেট দিন।'

'স্টান্ডবাই।'

'জী, ওটাতেই যেতে চাই আমি।'

টিকেট পেয়ে দাম পরিশোধ করল কুরাকিন। ওর হাতে এখন আর বেশি টাকা নেই। তবে যেখানে যেতে চাইছে সেখানে যেতে পারলেই হলো।

স্ট্যান্ডবাই ফ্লাইটের অপেক্ষমান যাত্রীদের সঙ্গে মস্কোর ফ্লাইটের মিল পেল কুরাকিন। সবার জন্য আলাদা গদি বসানো চেয়ার, বিশাল একটি আয়না দিয়ে বাইরের প্লেনের ওঠানামা দেখা যায়। আর রয়েছে সুপরিসর পাবলিক রেস্ট রুম।

স্পিকারে ফ্লাইট এইট-ফিফটি-নাইনের নাম ঘোষণা করা হলো। শিকাগোগামী যাত্রীদেরকে একুশ নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকতে বলা হলো। কুরাকিন যাত্রীদের সঙ্গে ওই গেটে ছুটল।

শিকাগোগামী প্লেনটির ক্রুদের জরুরি অবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত শান্তই মনে হলো। কুরাকিন ভেবেছিল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে মানুষ নিজেদেরকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত, এই আকস্মিক বিপর্যয় তাদেরকে হয়তো ভেঙে টুকরো করে

ফেলবে। কারণ পশ্চিমাদেরকে তার মনে হয় দুর্বল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারদর্শী। তবে সেরকম কোন আলামত এখনও দেখছে না কুরাকিন।

এক মহিলা অ্যাটেনডেন্ট এমনভাবে ওর দিকে ঝুঁকে এল, কুরাকিনের মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে বুঝি ধরা পড়ে গেছে।

'আপনি কিছু পড়বেন, মি. কারলফ?' মেয়েটি তার সামনে কতগুলো আমেরিকান ম্যাগাজিন তুলে ধরল।

কারলফ নামটি শুনে চমকে গিয়েছিল কুরাকিন। পরক্ষণে মনে পড়ল প্লেনের টিকেট কেনার সময় আত্মপরিচয় লুকাতে এ নামটিই সে কাউন্টারের ক্লার্ককে বলেছিল। ড্রাকুলার ভূমিকায় অভিনয় করা বরিস কারলফ তার প্রিয় মার্কিন অভিনেতা। আর এই সময় এ নামটিই তার মনে পড়ে গিয়েছিল।

যে অ্যাটেনডেন্টটি কুরাকিনকে পত্রিকা পড়বে কিনা জানতে চাইছে সে অল্পবয়েসি এক সুন্দরী তরুণী, গলার স্বর খসখসে। কুরাকিনের মেয়ে নাটালিয়ার মতো। মেয়ে মস্কো থাকে। নাটালিয়া এবং বাড়ির কথা মনে পড়তে এক মুহূর্তের জন্য গলার কাছটায় যেন ডেলা বাঁধল তার। কথা বলতে কষ্ট হলো।

'স্যার?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল সে, 'কিছুই পড়ব না।' ফ্লাইটের সময়টাতে সে নিজের চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকতে চায়, অন্য কিছুতে মনোযোগ দিতে চায় না।

'রওনা হওয়ার পরে আমরা স্যান্ডউইচ পরিবেশন করব,' বলল তরুণী। 'তবে ইমার্জেন্সির কারণে কোন গরম খাবার দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'ঠিক আছে,' বলল কুরাকিন।

'তবে আপনি কিছু পান করতে চাইলে নিয়ে আসতে পারি। ড্রিংক ফ্রি।'

'গুড,' মুখে হাসি ফোটাল কুরাকিন। সে লক্ষ করেছে আমেরিকানরা কোন কারণ ছাড়াই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসে।

ইউনাইটেড ফ্লাইট টেক অফ করল আধঘণ্টা বিলম্বে। এ সময়টা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল কুরাকিন, প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছিল এই বুঝি শক্ত কোন হাত ওকে ধরে টেনে হিচড়ে প্লেন থেকে নামিয়ে আনে। তার কাছে অবাক লাগছে ভেবে এ দেশে কত সহজে ভ্রমণ করা যায়, কেউ কাগজপত্র দেখতে চায় না।

রাসলভকে ফাঁকি দিয়ে আসার জন্য বিবেক দংশন হচ্ছে কুরাকিনের। তার এ অন্তর্ধানের জন্য ভিক্তরকে কঠিন জেরার মুখোমুখি হতে হবে। কুরাকিন অত্যন্ত খুশিই হতো যদি রাসলভ আর দুই মোটা গর্দানের কেজিবি তার পরিকল্পনার সঙ্গী হতো। কিন্তু এরা তো তার কথাই শুনতে চাইত না। ও অবশ্য নিজেও জানে তার চিন্তাভাবনা ওদের সঙ্গে মিলবে না, ফলে ওদের কাছ থেকে কোন সমর্থনও পাবে না। তাই এ বিষয়টি সে ওই তিনজনকে কিছুই বলেনি।

প্লেন আসতে দেরি হচ্ছে দেখে হঠাৎই পরিকল্পনাটি কাজে লাগানোর সুযোগটা

পেয়ে যায় কুরাকিন। আর সে যখন একবার সিদ্ধান্ত নেয় কী করবে, কোথায় যেতে হবে তা তার ভালোই জানা আছে। আমেরিকান অথরিটির কাছে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। সে জেলখানার কথা শুনেছে যেখানে তার মতো লোকজনকে ছুড়ে ফেলা হয়। রাশিয়ার মতো এ দেশেরও কোন রাজনীতিবিদকে বিশ্বাস করার জো নেই। তারা পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর মতোই বাজে।

সে একমাত্র বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষজনের সঙ্গেই মুক্তভাবে কথা বলতে পারবে। এদেরকে বিশ্বাস করা যায়। তবে এও সত্যি যে কিছু বিজ্ঞানী আছে খারাপ। নাৎসী জার্মানী এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। হয়তো কোন ভুলই করছে কুরাকিন, কিন্তু সে যখন কাজে নেমে পড়েছে আর ফেরার পথ নেই।

আকাশে ওড়ার পরে অল্পবয়সী অ্যাটেনডেন্টটি কার্টে করে মদ নিয়ে এল। কুরাকিন ভোদকার ছোট একটি বোতল নিল। নামটি রাশান হলেও প্রোডাক্ট আমেরিকান। তবু রাশান নামের জিনিস তো অন্তত: পান করছে কুরাকিন।



এডি গল্ট ঘুম থেকে জেগে দেখল তার শরীরটা বেশ ভালো লাগছে। ফ্লু'র লক্ষণই নেই একদম।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে, গায়ে জড়াল বাথরোব, রোয়ানের খোঁজে গেল। সে লিভিংরুমে বসে ভল্যুম কমিয়ে টিভি দেখছে। এডিকে ঘরে ঢুকতে দেখে টিভি বন্ধ করে দিল লোয়ান।

'তোমাকে তো আজ বেশ ঝরঝরে লাগছে,' বলল ও।

'শরীর ভালোই লাগছে,' টিভির দিকে ইঙ্গিত করল এডি। 'খবরে কী বলল?'

'সেই একই পুরানো খবর।'

'প্লান্টের কী খবর?' জিজ্ঞেস করল এডি। 'খুলেছে?'

রোয়ান অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'নাহ। প্ল্যান্ট মনে হয় অনেক দিনের জন্য বন্ধ থাকবে।'

'ওরা কি সবকিছু বন্ধ করে দিচ্ছে?'

'প্রায়। বলছে কিজমিলার ফিরে এসেছেন। তিনিসহ কয়েকজন ওখানে ল্যাবরেটরিতে বসে কী যেন করছেন। 'প্ল্যান্টে সিকিউরিটির লোকজন ছাড়া আর কেউ থাকে না।'

'ওখানে উনি কী করছেন?– ড. কিজমিলার?'

'টিভির খবরে বলল উনি নাকি মগজখেকোদের জন্য প্রতিষেধক তৈরির চেষ্টা করছেন।'

'মগজখেকো? ওহ্, গড,' গুঙিয়ে উঠে একটি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল এডি। 'আমি তো কয়েকদিনের জন্য ওগুলোর কথা ভুলেই গেছিলাম। মনে হচ্ছিল এটা জ্বরের ঘোরে দেখা কোন স্বপ্ন।'

'ওটা কোন স্বপ্ন নয়, এডি।'

'ওহ গড, গড।'

'গড গড বলে চিৎকার করে কী লাভ? যা গেছে গেছে।'

'গত ক'দিনে কী ঘটেছে? অসুস্থতার কারণে কোনদিকে খেয়ালই করতে পারিনি।'

'প্ল্যান্টে কয়েকজন মানুষ নিহত হয়েছে।'

'যীশাস! কীভাবে ঘটল ঘটনা?'

গলার স্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে এডিকে বায়োট্রেন ম্যাসাকারের ঘটনাটি বলল রোয়ান। তবে এর কারণ যে মগজখেকোরা সে বিষয়টি উহ্য রাখল।

কথা বলার সময় এডিকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করছিল রোয়ান।

এডি তার বুড়ো আঙুলের একটি কাঁচা ক্ষত চুষছিল।

'তুমি সত্যি ঠিক আছো, এডি?'

'বললাম না আমি ঠিক আছি। আমাকে ভাবতে দাও। আমাকে কিছু করতেই হবে।'

'ভেবে ভেবে মাথা ব্যথা করে ফেলবে,' রোয়নের অভিব্যক্তি মুহূর্তে বদলে গেল। 'তোমার নিশ্চয় মাথায় কোন যন্ত্রণা নেই?'

'না,' ওকে সন্দেহের চোখে দেখল এডি। 'এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তাই।'

'তোমার কি ধারণা ওই জিনিসগুলো, ওই মগজখেকোরা আমাকেও হামলা করেছে?'

'না, অবশ্যই না।'

'হামলা করলে ঠিক কাজটিই করেছে।'

'ওভাবে বোলো না।'

'ঠিকই বলছি। আমিই তো ওগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দায়ী। ওরা আমার ব্রেইনে ঢুকে পড়লে উচিত সাজাই পাবো আমি।'

একটা কঠিন কথা জিভের ডগায় চলে এলেও আত্মসংবরণ করল রোয়ান। সে এডির চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। গলায় আদর মাখিয়ে বলল, 'বেবি, আমি তোমার মুখ থেকে ওরকম কথা আর শুনতে চাই না। তুমি আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাই কী?' নিরস গলায় বলল এডি।

'তুমি জানো তুমি তাই।'

রোয়ান আরও কাছিয়ে এল, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

'আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও,' বলল এডি।

'চিন্তা করার অনেক সময় পাবে,' বলল রোয়ান।

'মানুষ মারা যাচ্ছে। অনেক অনেক মানুষ। আর এ জন্য আমি দায়ী।'

'সবাই মারা যায়, এডি,' প্রসঙ্গ হালকা করার চেষ্টা করল রোয়ান। 'তাছাড়া সামান্য জনসংখ্যা হ্রাসে এ দেশের কোনই ক্ষতি হবে না।' আমরা তো এনিয়ে কথাও বলেছি।'

'যা বলেছি বলেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাজটা ভুল করে ফেলেছি।'

ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল রোয়ান। 'তুমি এখন কিছু করতে পারবে না, বেবি। কিছুই না।'

'যা করেছি তার দায়ভারটুকু অন্ততঃ নিতে পারব।'

'তাতে কারও কোন সাহায্য হবে না, ওরা শুধু তোমাকে আঘাত করবে, আমাকেও।'

দক্ষ আঙুলে এডির বেল্টের বাকল খুলতে লাগল রোয়ান।

এডি ওর হাত চেপে ধরল। 'এখন না।'

রোয়ান ওর দিকে তাকাল, নীল চোখ আধবোজা, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে টসটসে অধর। অন্যসময় হলে এই চাউনিটাই উত্তেজিত করে তুলত এডিকে। কিন্তু আজ সে ডানে বামে মাথা নাড়ল।

'না, রোয়ান, আমার ইচ্ছে করছে না। আমাকে ভাবতে দাও।'

সিধে হলো এডি, খালি চেয়ারের সামনে রোয়ানকে একা রেখে চলে গেল কিচেনে। ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল রোয়ান।



সানফ্রান্সিসকো টার্মিনালে খোঁজাখোঁজি মাত্র শুরু করেছে ভিক্তর রাসলভ, পেছনে বিনীত কণ্ঠের ডাক শুনে বরফের মতো জমে গেল।

'মি. রাসলভ?'

ঘুরল সে। মসৃণ চেহারার এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে প্রাচীন মানুষের দৃষ্টি।

'বলনু?'

'আমি কাইলি টেলর, স্যার। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে আছি।'

বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল রাসলভ।

'তো?'

'আমার সঙ্গে একটু আসবেন দয়া করে?'

যদি না যাই? ভাবছে রাসলভ। এজেন্ট টেলর কি এতগুলো মানুষের সামনে তাকে গুলি করার সাহস পাবে? না, আমেরিকানরা অনেক চালাক। হয়তো লোকের ভিড়ে ঘাপটি মেরে আছে সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দারা। তারা তাকে ধরে নির্জন কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে। সতর্কতা। আমেরিকানরা খুব বেশি সতর্ক।

রাসলভ চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আমি একজন রুশ নাগরিক।'

'এটা একটা রুটিন কাজ, স্যার,' বলল এজেন্ট টেলর। তরুণ মুখে বৃদ্ধলোকের চাউনি নিরীক্ষণ করল জনতা। 'এবং আপনি কি আপনার সঙ্গীদেরকেও সঙ্গে আসতে বলবেন?'

রাসলভ কেজিবির দুই লোককে ইশারা করল ওদের সঙ্গে যেতে।

ওরা নিল হেন্ডারসনের অফিসে ফিরে এল। তরুণ সহকারী এয়ারপোর্ট ম্যানেজারটি অনুপস্থিত।

'আমি আসলে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি,' মুখে কষ্টার্জিত হাসি ফোটাল এজেন্ট টেলর, 'আপনাদের ফ্লাইটি দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতে।'

'শুনলাম কী নাকি যান্ত্রিক ক্রুটির জন্য দেরি হচ্ছে,' বলল রাসলভ।

'আপনাদের অফিস আজকাল এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্সের দেখভালও করে নাকি?'

শীতল হাসিতে জোটবদ্ধ হলো টেলরের ওষ্ঠ। 'কোন যান্ত্রিক ক্রুটি এজন্য দায়ী নয়।'

'তাহলে?'

'ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। যা ঘটেছে তা হলো ওয়াশিংটন থেকে আমরা বিভ্রান্তিমূলক নির্দেশ পেয়েছি। আপনাদের ফ্লাইট অপ্রয়োজনে বন্ধ রাখা হয়েছিল। একটি আমলাতান্ত্রিক ভুল। আপনি হয়তো জানেন এ ধরনের ভুল কীভাবে হয়।'

রাসলভ চুপ করে রই। এফবিআইয়ের তরুণকে আরও কিছুক্ষণ বকবক করার সুযোগ দিল।

টেলর দ্রুত বলে চলল, 'এটা হলো দু:সংবাদ। আর সুসংবাদ হলো আপনাদের প্লেন দ্রুত ছাড়ার জন্য তৈরি রয়েছে।'

এই বাচাল তরুণটি খেয়াল করেনি যে আমাদের দলের একজন সদস্য নিখোঁজ, মনে মনে বলল রাসলভ। কুরাকিন নেই, আমেরিকানরা হঠাৎ আমাদেরকে তাড়িয়ে

দিতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন?

সে বলল, 'আমার হুকুমও কাকতালীয়ভাবে বদলে গেছে। যে প্লেনটি দ্রুত ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ওটিতে আমরা এ মুহূর্তে উঠতে পারছি না।'

'আচ্ছা?' চেহারা থেকে হতাশা লুকাতে পারল না টেলর। আপনারা তাহলে কখন যাচ্ছেন?

'এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এজন্য নিশ্চয় আপনার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে না?'

এফবিআই এজেন্টটি আর কিছু বলতে পারল না। সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল। রাসলভ এবং তার লোকেরা কুরাকিনের জন্য আবার পাত্তা লাগাল। কিন্তু হেন্ডারসনের অফিসে দেরি হওয়ার সুযোগে কুরাকিন ইতিমধ্যে লাপাত্তা। রাসলভ রাগে গরগর করছে, তার এক লোক ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের কাউন্টার থেকে তাকে ইশারা করতে লাগল।

মহারথীরা জড়িত থাকার কারণে বায়োট্রন প্ল্যান্টের মগজখেকো টাস্কফোর্সের কাজ অতি দ্রুত শুরু হয়ে গেল। অপারেশনের চার্জে থাকা ড. কিজমিলার প্রতিষেধক তৈরির জন্য দেশের সেরা সেরা সব অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে চাইলেন। লু জ্যাচরি দ্রুতই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কিজমিলারের চেনা জানা স্পেশালিস্টদের অনেকেই প্যারাসাইটের হামলায় বিপর্যস্ত বলে বাইরে থেকে লোক আনা হলো।

ডেনভার থেকে উড়ে এলেন মস্তিষ্ক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. জেসন এভারেট। বোস্টন থেকে এলেন ভারতীয় প্যারাসাইটোলজিস্ট ড. অশোক শর্মা। হনলুলু থেকে নিয়ে আসা হলো এপিডেমিওলজিস্ট ড. লিউফ চিনকে। স্যান দিয়েগো থেকে এলেন বিখ্যাত বাংলাদেশি ডা. নিশাত হায়দার। ইনি ব্লাড ডিজিজ বিশেষজ্ঞ। ড. কিজমিলারের নেতৃত্বে এবং দিনা আজাদের তত্ত্বাবধানে এই সাময়িক বিশেষজ্ঞরা একটি দল গঠন করে কাজ করতে সম্মত হলেন।

ল্যাবরেটরি সংলগ্ন একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে কোরি ম্যাকলিনকে। সে বিশেষজ্ঞদের কাজ দেখছে আর গুমরাচ্ছে তাকে বেকার বসে থাকতে হচ্ছে বলে।

'তুমি তো বেকার বসে নেই, কোরি,' লু জ্যাচরি বললেন ওকে।

'তুমি না থাকলে এ জায়গা মিডিয়ার লোকজনে ভরে যেত। আমরা শান্তিতে কাজই করতে পারতাম না।'

'আমি একজন সাংবাদিক, গণসংযোগ প্রতিনিধি নই,' অভিযোগের সুরে বলল কোরি। 'এ গল্পটি আমার নিজে লেখার কথা, তথাকথিত মিডিয়াপুলের হয়ে সো কল্ড রিপোর্টারদের তাড়ানোর দায়িত্ব আমার নয়।'

'আমরা যখন প্রতিষেধকের বিষয়টি প্রকাশ করব তখন তুমি সেরা গল্পটি পেয়ে

যাবে,' ওকে বোঝালেন জ্যাচরি। 'কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখলে তো তুমি কিছুই পাচ্ছ না।'

ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে লু জ্যাচরির যুক্তি মেনে নিল কোরি। পুল রিপোর্টাররা কোরি ম্যাকলিন ছাড়া কিজমিলার এবং অন্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি পায়নি। এজন্য টিভির লোকজন সবচেয়ে অসন্তুষ্ট। তাদের রিপোর্ট নির্ভর করে ছবির ওপর এবং এখানে ছবি তোলার মতো কিছুই নেই।

'বিশ্বাস করুন,' কোরি তাদেরকে বলল, 'আমি যদি মগজখেকোদেরকে খুদে হাতকড়া লাগিয়ে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসতে পারতাম তবে তাই করতাম।'

কোরি মজা করে কথাটা বললেও কেউ হাসল না।

'আমি মিলওয়াকি যাবো,' একদিন সকালের ব্রিফিং শেষে জ্যাচরিকে বলল কোরি।

'কেন? গল্প তো তোমার এখানেই।'

'গল্প ছড়িয়ে রয়েছে গোটা দেশজুড়ে,' বলল কোরি। 'আমি ওখান থেকে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করব।

'কিন্তু তোমার এখানকার কাজটিও তো গুরুত্বপূর্ণ।' বললেন জ্যাচরি।

'আমি মিলওয়াকি যাচ্ছি,' একগুঁয়ে সুরে বলল কেরি।

মুখে হাসি ধরে রাখলেও চাউনি কঠোর হলো জ্যাচরির। 'আমি মনে করি না এখান থেকে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে।'

'আপনার মনে করা না করায় আমার কিছু আসে যায় না।' বলল কোরি। 'আমি যাবো যখন বলেছি যাবোই। যদি না আপনি আমাকে গ্রেফতার করেন।'

'না, না, সেরকম কিছু আমি করব না। তবে বিষয়টি নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখলে ভালো হতো না?'

'ভেবে দেখেছি। আমি একদিনের ছুটি চাই। আজ বিকেলে পুল রিপোর্টাররা একে অন্যের ইন্টারভ্যু করুক।'

লু জ্যাচরির চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কোরির সিদ্ধান্তে তিনি মোটেই খুশি হতে পারেননি। হয়তো এ নিয়ে তিনি এখন একটা ঝগড়াই বাধিয়ে দেবেন।

কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাটি মুচকি হেসে ওর কাঁধে মৃদু খোঁচা দিলেন। 'ঠিক আছে, যাও তাহলে। বাট ডোন্ট প্লে কার্ডস উইথ স্ট্রেঞ্জার্স।'

কোরিও হাসল। 'ডোন্ট ওরি, মম,' বলল সে। 'আমি ঠিক থাকবো।'



বায়োট্রেন প্ল্যান্ট থেকে মিলওয়াকি যাত্রা মাসখানেক আগের মতো রুটিন ট্রিপ আর নয়। আতঙ্কের দিনগুলোর প্রথম দিকে লোকে তাদের গাড়িতে পাগলের মতো ছুটত, তাদের মনে শুধু একটাই চিন্তা থাকত- ভয়ংকর মগজখেকোদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। উল্টোপাল্টা ড্রাইভিংয়ের কারণে রাস্তায় দুর্ঘটনা ছিল তখন নৈমিত্তিক ঘটনা। রাস্তায় ভাঙা গাড়ি পড়ে থাকত। শীঘ্রি এসব গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখন লোকে ধীরে এবং সতর্ক ভঙ্গিতে গাড়ি চালায় যাতে রাস্তায় পড়ে থাকা ধাতব আবর্জনার স্তূপের সঙ্গে ধাক্কা বা বাড়ি খেতে না হয়।

রাস্তার ধারে সদ্য রঙ করা কিছু খামারবাড়ি জনশূন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আহত গরু কিংবা কুকুরগুলোকে পড়শীরা নিয়ে গেলেও মুরগীগুলো বড্ড যন্ত্রণা করছে। পরিত্যক্ত এই প্রাণীগুলো প্রায়ই হাইওয়ের মধ্যখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকে।

গাড়ি চালানোর আরেকটি সমস্যা গ্যাসোলিন ষ্টেশনে লোকের অভাব। বেশিরভাগ গ্যাস স্টেশনের অপারেটররা বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসার কারণে মগজখেকোদের শিকার হয়েছে সর্বাগ্রে। অন্যরা সাপ্লাইয়ের অভাবে গ্যাস স্টেশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। উইসকনসিনের নয়নাভিরাম গ্রামাঞ্চল, যার বুক চিরে চলে গেছে হাইওয়ে ৪১, এটি এখন নো-ম্যানসল্যাণ্ডে পরিণত হয়েছে।

অসুস্থতা, মৃত্যু এবং ভীতি থাকা সত্বেও মিলওয়াকির রাস্তাঘাট এখনও জীবন্ত, তবে এটিকে খুব বেশি সুখবর বলা যাবে না। কারণ গাড়ি চালাতে চালাতে কোরি লক্ষ করেছে রাস্তার পাশের বাড়িঘরগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। একদল ছোকরাকে দেখল বন্ধ জানালা ভেঙে ভেতরের মালপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অবিরাম বেজেই চলেছে সাইরেন। রাস্তায় কেউ একা হাঁটছে না। চোর চোর চেহারা নিয়ে ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে মানুষের মুখ। পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ডরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু নিজেদের লোকজনই প্যারাসাইটের কবলে পড়ে মারা যাওয়ার কারণে তাদের সংখ্যাও আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। তারা হেরে যাওয়া একটি যুদ্ধে লড়াই করছে।

মগজখেকোদের হামলা ভীতিকরভাবে বৃদ্ধির কারণে দেশজুড়ে মার্শাল ল জারীর দাবি উঠেছে। তবু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব প্রেসিডেন্ট। গুজব শোনা যায়, তিনিসহ বহুসংখ্যক কেবিনেট সদস্য মগজখেকোদের বলি হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্শাল ল জারী করে কী লাভ হবে যেখানে সেনাবাহিনী নিজেই প্যারাসাইটের কাছে পরাজিত?

*হেরাল্ড* বিল্ডিংটি লাগল ভুতের মতো– শীতল, খালি এবং নীরব। এক লোক হাঁটুতে হাত রেখে ফুটপাতে বসে আছে। তাকে *হেরাল্ডের* একজন সাংবাদিক হিসেবে চিনতে পারল কোরি। গাড়ি থামিয়ে সে লোকটির কাছে যাবে ভেবেছিল কিন্তু লোকটির প্রবল যন্ত্রণাকাতর মুখ এবং চোখে উন্মাদনার ছাপ ফুটতে দেখে আর দাঁড়াল না ও। গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলে গেল। চলল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং অভিমুখে যেখানে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বাস করছেন ডা. ইঙ্গারসল।

ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্ট, ডাউনটাউনের প্রান্তিক এলাকায়, বিশ শতকের প্রথমভাগে এক সার বেঁধে নির্মাণ করা হয়েছিল। ইটের ভবনগুলো ঝড়-জল-বৃষ্টি সয়ে এখনও দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার অধিবাসীরা ভবনের মতোই স্থায়ী বলা যায়। কেউ মারা গেলে তবেই খালি হয় ঘর।

এ মুহূর্তে ভবনটিতে খালি ঘরের সংখ্যা প্রচুর।

ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্টে নিরাপত্তা প্রহরীর কোন বালাই নেই। যখন এটি তৈরি করা হয়েছিল তখন দোরগোড়ায় কোন খুনী বা ধর্ষণকারী এসে হাজির হতো না।

বিল্ডিং-এ প্রবেশ করল কোরি। একেকবারে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ বাইছে। একটা হলওয়েতে ঢুকল। রঙ ওঠা দরজা, বাতাসে মাকড়সার জালের মতো ভেসে আছে খাবারের গন্ধ। ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্ট নম্বরটি খুঁজে পেল কোরি, বাদামী রঙের প্যানেলে আঙুল ঠুকল। ভেতর থেকে দুড়ুম করে একটা শব্দ হলো, তারপর কেউ গালি দিয়ে উঠল, এরপর দরজার দিকে পা ঘষটে আসার আওয়াজ।

দরজা খুললেন ডা. ইঙ্গারসল, ধোঁয়ার পর্দার ভেতর থেকে চোখ কুঁচকে তাকালেন। পরনে ডার্ক গ্রে সুট আর আন্ডারশর্ট। পায়ে ছাল ওঠা চামড়ার চপ্পল। মুখভর্তি গিজগিজে দাড়ি।

'কোরি?'

'এ ছাড়া আর কে? আপনাকে তো ভয়ংকর দেখাচ্ছে।'

ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টে লিভিংরুম, বেডরুম আর ছোট একটি রান্নাঘর। দীর্ঘদিন ধরে বাস করার কারণে একটা আরামদায়ক ভাব রয়েছে ঘরগুলোতে। সিংকের ওপর বাসনকোসন স্তূপ করা, অ্যাশট্রেগুলো যথারীতি পোড়া সিগারেটের বাটে উপচে পড়ছে। তবে ঘরদোর বেশ পরিষ্কার।

ক্লান্ত স্বরে ডাক্তার বললেন, 'তুমি শহরে কী করছ?'

'আজ ছুটি নিয়েছি। ভাবলাম বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে একটু ঘুরে দেখে আসি।'

'আমি তো ভাবলাম যা ঘটার ঘটছে বায়োট্রনে। কাগজে পড়লাম তোমরা প্রতিষেধক আবিষ্কারে ব্যস্ত। যে কোনদিন নাকি তৈরি হয়ে যাবে অ্যান্টিডোট।'

'আরে ওসব ফালতু কথা। পুল রিপোর্টারদেরকে আমিই বলেছি।'

'তাহলে আসল কথা কী?' অগোছালো বিছানায় এসে বসলেন ইঙ্গারসল।'

'তেমন কিছু বলার মতো খবর নেই। ওরা নাকি ব্লাড টেস্ট আবিষ্কার করেছেন তা দিয়ে জানা যাবে মগজখেকোরা আপনার শরীরে আছে কী নেই।'

'ব্লাড টেস্টের কথা তো পড়িনি।'

নাক সিঁটকাল কোরি। 'নিশ্চিত না হওয়ার আগে এ খবর প্রকাশ করতে চান না ড. কিজমিলার। লোককে মিথ্যা আশা দাও কিংবা কিছু একটা করো। আমি মনে করি নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।'

'হুঁ,' খকর খক কাশতে লাগলেন ডাক্তার। অজান্তেই হাত বাড়িয়ে দিলেন নতুন একটি সিগারেটের জন্য।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' বলল কোরি। 'চেহারা দেখে তো সুস্থ মনে হচ্ছে না?'

'আমাকে কবেই বা সুস্থ মনে হয়েছে?' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন ডাক্তার। নতুন একটি সিগারেট ধরিয়ে টান মারলেন এবং কেশে উঠলেন।

'আপনার কাছে কি বিয়ার টিয়ার আছে?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'ওখানে দ্যাখো,' হাত বাড়িয়ে পুরাতন ফিলকো রেফ্রিজারেটরে ইঙ্গিত কররেন ইঙ্গারসন।

কোরি ফ্রিজ খুলে হেইলম্যানের একটি বিয়ার নিল। আরেকটি এগিয়ে দিল ডাক্তারের দিকে। তিনি মাথা নাড়লেন। খাবেন না। কোরি দ্বিতীয় ক্যানটি ফ্রিজে রেখে বিছানার ধারের একটি বহুল ব্যবহৃত চেয়ারে এসে বসল।

'তো আজকাল কী নিয়ে আপনি ব্যস্ত? হেরাল্ড তো বন্ধ।'

'প্রেস পুলে আছি। তেমন কোন কাজ নেই তবু অন্তত: অ্যাকশনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারছি আর কী।'

'অ্যাকশনটা কী, ডক? আমি তো প্রেসপুলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'আসার সময় শহরের অবস্থা লক্ষ্য করেছ?'

'হুঁ। খুবই হতাশাজনক।'

'এরকম চিত্র সর্বত্র। প্রধান প্রধান সার্ভিসগুলো এখনও কাজ করছে তবে কতদিন চালাতে পারবে কেউ জানে না। অল্প কিছু দোকনপাট কেবল খোলা। ইমার্জেন্সি রেশনিং প্রোগ্রাম চলছে। মাংস সরবরাহে টান পড়ে গেছে। গ্যাসোলিন সমস্যা এখন সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ তুমি কী করে এলে?'

'বায়োট্রনে নিজেদের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক আছে।'

'তোমরা ভাগ্যবান, বাডি। নিজস্ব গ্যাস সাপ্লাই আছে, খাওয়া দাওয়া অঢেল পাচ্ছ, চিকিৎসার কোন অভাব নেই, সরকার তোমাদের দেখভাল করছে... সে যাকগে, তুমি এখানে কী করছ?'

'আমার ওটা কাজের জায়গা নয়, ডক। জ্যাচরি আমাকে ওদের গবেষণা থেকে

দূরে রাখার জন্যেই এ কাজটা দিয়েছেন।'

'আচ্ছা, তুমি কি জানো ইকর্ন মারা গেছেন?'

'নাতো! কীভাবে?'

'হিউস্টনে নিজের বাড়িতে পুড়ে মরেছেন। তাঁর মেয়ে নাকি মগজখেকোদের শিকার হয়েছিল। সে উন্মাদ হয়ে একটা ছোট কুড়াল নিয়ে পরিবারের ওপর হামলা চালায়। তারপর বাড়িতে আগুন দেয়। ইকর্ন নাকি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন।'

'যীশাস!' অস্ফুটে বলল কোরি।

'পোর্টার উলান্ডার এখন মাছ ধরছে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'নাহ। সে মাছ ধরার সরঞ্জাম আর প্রচুর ভ্যালিয়াম ট্যাবলেট নিয়ে পেলিক্যান লেকের কেবিনে চলে গেছে।'

'এমন হাস্যকর কথা জীবনে শুনিনি।' বলল কোরি। 'আচ্ছা আপনি পুল হেডকোয়ার্টার্স যাবেন? আমি তাহলে অপারেশনটা দেখতাম।'

'না, আমাকে ওদের ওখানে দরকার নেই। তুমি ইচ্ছে করলে যাও। অনেক হাসির খোরাক পাবে।'

কোরি বুড়ো সাংবাদিকের দিকে একবার তাকাল। তারপর কিছু না বলে সিধে হলো। পা বাড়াল দরজায়। 'শহর ছাড়ার আগে আপনাকে আমি ফোন করব।'

'আচ্ছা,' বললেন ইঙ্গারসল। বিছানা থেকে নামলেন না।

কোরি পেছনে দরজা বন্ধ করে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল। হতাশ হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দোতলায়, পেছনের একটি দরজা দিয়ে এক নারী কণ্ঠের ফোঁপানি শুনতে পেল।



মিডিয়া পুলের সদর দপ্তর বানানো হয়েছে সিভিক অডিটরিয়ামে। এখানে মানুষের হাউকাউ লেগে আছে। কোরি কিছু তারবার্তায় চোখ বুলাল। ইউপিআই'র একটি তারবার্তা ওর নজর কাড়ল। রাশান এগ্রিকালচারাল এক্সপার্টদের একটি ডেলিগেশনের স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে তাদের দেশে ফেরার ফ্লাইট আকস্মিক কারণে বিলম্বিত রয়েছে। এটি কোরির দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ কিজমিলার অভিযোগ করেছিলেন এই একই ব্যক্তিরা মগজখেকোদের রিলিজ করার জন্য দায়ী। ভবিষ্যতে

কাজে লাগতে পারে ভেবে সে তার বার্তাটি সরিয়ে রাখল।

পুল সদর দপ্তরে অহেতুক কর্মব্যস্ত শীঘ্রি ক্লান্ত করে তুলল কোরিকে। ডা. ইঙ্গারসল কেন এখানে আসতে চাননি তার কারণ এখন বুঝতে পারছে ও। রওনা হওয়ার পথে সে একটি টেলিফোন বুথে ঢুকে ডাক্তারের নাম্বারে ফোন করল।

অপরপ্রান্তে রিং হওয়ার শব্দ শুনল কোরি কিন্তু কোন সাড়া পেল না। বার দশেক রিং হওয়ার পরে সে ফোন রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল বুথ থেকে। অজানা আশংকায় দুরুদুরু করছে বুকটা। হতে পারে ঠিক মতো কাজ করছেনা ফোন। ও ঠিক করল ডাক্তারের বাড়িতে আবার যাবে।

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং অগ্নিশলাকার মতো যেন আঘাত হানল ডাক্তারের মাথায়। তিনি দুই হাতে চেপে ধরলেন কান, বাথরুমের সিংকের সামনে কুঁজো হয় দাঁড়ালেন। ফোনের রিং বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। ক্রিং ক্রিং বন্ধ হলেও মাথা ব্যথাটা কিন্তু গেল না। দাগ পড়া আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেন তিনি।

কোরি ঠিকই বলেছে। তাঁকে মোটেই সুস্থ লাগছে না। কোরি থাকাকালীন ভয়ংকর মাথা যন্ত্রণার কথা তিনি প্রাণপণে চেপে রেখেছেন। সকাল থেকে কম করে হলেও শ খানেক অ্যাসপিরিন গিলেছেন ইঙ্গারসল। কিন্তু লাভ হয়নি। আর কোন লাভ হবেও না।

ডাক্তার জানেন তিনি কী দ্বারা আক্রান্ত। কল্পনায় দেখলেন কুৎসিত ছোট ছোট প্রাণীগুলো ব্রেইন টিস্যুগুলো চিবুতে চিবুতে এগিয়ে চলেছে, তাদের যাত্রাপথে রক্তের ধমনীতে ফটফট শব্দ হচ্ছে, খুলির নিচে তৈরি করছে অসহনীয় চাপ। তিনি জানেন এ অবস্থা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবেন না; তারপর পাগলের মতো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করবেন, আশপাশে যাকে বা যা কিছু পাবেন সবকিছুর ওপর হামলা চালাবেন। তাঁর মুখে গজিয়ে উঠবে পুঁজভরা দানাগুলো, ফেটে যাবে, বাতাসে ছড়িয়ে দেবে ভয়ংকর জীবাণু।

বিছানার কাছে হেঁটে এলেন ডা. ইঙ্গারসল। নাইটস্ট্যান্ডের ড্রয়ার খুললেন। ভেতরে, জন. ডি. ম্যাকডোনাল্ডের উপন্যাসে ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে একটি স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন . ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার। তেলমাখা এবং গুলিভরা। আগ্নেয়াস্ত্রটি তুলে নিলেন ডাক্তার, নল ঢুকিয়ে দিলেন মুখের মধ্যে। তেলের স্বাদ এবং গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল তাঁর। ট্রিগার টিপে দিলেন ডা. ইঙ্গারসল।



আবর্জনাভরা রাস্তা দিয়ে ডরচেস্টার অ্যাপার্টমেন্ট অভিমুখে গাড়ি চালাতে চালাতে সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি আর অশুভ চিন্তা ঘিরে থাকল কোরিকে। ডাক্তার ফোন না ধরার হাজারটা কারণ থাকতে পারে, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ও মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার জন্য। কিন্তু শংকাটা দূর হলো না কিছুতেই।

নো পার্কিং জোনে, বিল্ডিং-এর সামনে কাটলাস দাঁড়া করাল কোরি। তারপর ঢুকে পড়ল ভবনে। এক তলার সেই মহিলা এখনও গুনগুনিয়ে কেঁদে চলেছে। এ কান্না বোধহয় থামবার নয়।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে কোরি, রান্নার ঘ্রাণের সঙ্গে আরেকটা গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল। বারুদের গন্ধ।

হলওয়ে পার হলো ও দ্রুত পদক্ষেপে। ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করল। সাড়া নেই। কোরির মন বলছে কোন সাড়া সে পাবে না। দরজায় ঠেলা দিল ও। তালা মারা নেই। ওর মন বলছিল দরজা খোলাই থাকবে।

ভেতরে পা রাখল কোরি। সিগারেটের গন্ধ ছাড়িয়ে এখানে বারুদের গন্ধটা প্রকট হয়ে বিঁধল নাসারন্ধ্রে। একটা নীল ধোঁয়ার আস্তরণ আটকে গেল চোখ বরাবর।

বিছানার ওপর ডাক্তার ইঙ্গারসলের অর্ধেক দেহ পড়ে আছে, বাকি অংশ মেঝেতে। তাঁর মাথার নিচের কার্পেট রক্তে লাল।

বন্ধুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কোরি। ডাক্তারের মুঠো এখনও ধরে আছে রিভলভার। তাঁর মুখে ফুটে আছে লাল লাল ফুসকুরি। তবে ওই ফুসকুরি ফেটে এখন আর মগজখেকোদের ডিম বেরিয়ে আসবে না।

দ্রুত সিধে হলো কোরি, বাথরুমে গেল। পোর্সেলিন সিঙ্কের দুইপাশ হাত দিয়ে চেপে ধরে সামনে ঝুঁকল। বমি করে দিল হড়হড় করে। সিঙ্কের ওপরের আয়নায় তাকাল ও। ভাবল গুলি খাওয়ার আগে ডাক্তার এই আয়নায় তাকিয়ে কী দেখছিলেন?

ও ফিরে এল বেডরুমে। ডাক্তারের পা ধরে শরীরটা নামিয়ে দিল মেঝেয়। তারপর গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে রেফ্রিজাটেরের সামনে গেল। ফ্রিজ খুলে হেইলম্যান বিয়ার বের করে লাশটির উদ্দেশে ওটা তুলল।

'সো লং, ডক।' বলল ও। 'শান্তিতে ঘুমান।'

এক চুমুকে আধ ক্যান বিয়ার শেষ করল কোরি, বাকিটুকু টেবিলে রেখে বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। নিচতলায় মহিলাটির খুনখুনে কান্নায় এখনও বিরতি নেই।

'তোমার সঙ্গে বসে যদি আমিও কাঁদতে পারতাম, লেডি,' ফিসফিস করে বলল কোরি। বেরিয়ে এল বিল্ডিং থেকে।

রাস্তায় এক কিশোরকে দেখল ওর গাড়ি চুরির মতলব করছে।

'অ্যাই করছ কী তুমি?' চেঁচাল কোরি।

'ফাক ইউ, ওল্ড ম্যান।'

ঠিক এটাই দরকার ছিল কোরির। মনের ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্রোধ চিৎকারের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল গলা চিরে। ও ছুটল ছোকরার দিকে। গাড়ি চোর বিস্ফারিত চোখে ওকে এক নজর দেখল, তারপর পালাবার চেষ্টা করল। কোরি ছোড়ার হাঁটুতে প্রবল লাথি মেরে ফেলে দিল ফুটপাতে।

'প্লিজ, মারবেন না, মিস্টার...' অনুনয় করল কিশোর।

কিন্তু তার অনুনয় শুনল না কোরি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। দমাদম ঘুসি মারতে লাগল ভীত মুখে। ছেলেটার নাক ভেঙে গেল, পাটি থেকে খসল দাঁত, মুখ ভরে গেল রক্তে।

আরও প্রচণ্ড একটি মুষ্ঠাঘাত করতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল কোরি। ভয়ঙ্কর ক্রোধটার অবসান ঘটেছে, ওর শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল, খুলল মুঠো। ছেলেটাকে ছেড়ে দিল ও, হাঁটা দিল গাড়ির দিকে। পেছনে ছেলেটা উঁ উঁ করে কাঁদছে, এখনও চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। তার দিকে আর ফিরেও তাকাল না কোরি। গাড়িতে স্টার্ট দিল সে, চলল উত্তরে। ওর মনটা ভীষণ বিষণ্ন তবে তীব্র রাগটা চলে গেছে।

ল্যাবরেটরি সংলগ্ন সাদামাটা অফিসে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন ড. কিজমিলার। তার চাপা ভেঙে গেছে, চোখের নিচে কালি। ক্লান্তি বিষম পেয়ে বসেছে তাঁকে, তবে নীল চোখ জোড়া বুনসেন বার্নারের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

'আমি ভান করতে করতে ক্লান্ত,' ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে বললেন তিনি। 'প্রতিষেধক তৈরিতে সময় এবং শক্তি দুটোই দরকার।'

'আপনাকে বিধ্বস্ত লাগছে,' বলল অপর লোকটি। 'আপনার একটু ঘুমের প্রয়োজন।'

'এখানে ডাক্তারীটা করছে কে?' গম্ভীর গলায় বললেন কিজমিলার।

'আপনার চেহারা দেখেই তো বোঝা যায়।'

'এর কারণ আপনি এত কাছ থেকে দেখে অভ্যস্ত নন,' বললেন কিজমিলার। 'আপনি তো শুধু আয়নায় আমাকে দেখেছেন।'

'ওয়ান-ওয়ে মিররটি একটি প্রয়োজনীয় ডিভাইস ছিল। ঘরে আমার উপস্থিতি

ব্যাখ্যা করা আপনাকে একটু বেকায়দায় ফেলে দিত।'

'তা বটে।'

'আপনার সত্যি ঘুমানো দরকার।' লোকটি আবার বললেন।

'সময় নেই। আমি শুয়ে থাকলেও বিশ্রাম নিতে পারি না। ভুলতে পারি না কী করেছি। খবরের কাগজের লোকেরা আমাকে কী বলে সম্বোধন করে জানেন? 'ভয়ংকর মগজখেকোদের বাপ।' এ সহ্য করা যায়?'

'আপনি বড্ড সমালোচনাকাতর হয়ে পড়ছেন। মগজখেকোরা ছিল একটি দুর্ঘটনা।'

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন কিজমিলার। 'তাই নাকি? ওরা সত্যি দুর্ঘটনা ছিল?'

'আপনি জানেন ওরা তাই ছিল।'

'আমি জানি মানুষকে আমরা কী বলছি। বলছি পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটি গবেষণামূলক কীটনাশকের দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল যা ভুল করে ঠিকভাবে ডিসপোজ করা হয়নি। এটি তো পুরো সত্য নয়, অর্ধ-সত্য। কিন্তু এ অর্ধ সত্য আমার মনকে শান্ত করতে পারছে না।'

'আপনি বলছেন আপনি বিবেক দংশনে জর্জরিত হচ্ছেন?'

কিজমিলারের গলার স্বর নেমে গেল। 'এখন বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়েই বা কী লাভ? তবে এ মিথ্যা সহ্য করা দিনদিন আমার জন্য কঠিনতর হয়ে উঠছে।'

'এ নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

'জানি আমি। কোরি ম্যাকলিন আমার হয়ে কথা বলছে। তবু রিপোর্টাররা এখানে আসছে। ওদেরকে আমি বেড়ার বাইরে দেখতে পাই। ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারি আমরা যা বলছি তা ওরা বিশ্বাস করছে না।

'ওদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। আপনি জানেন কোন গুজব ছড়িয়ে না পড়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ।'

'গুজব মানে মগজখেকোদের নিয়ে সত্যিকারের কাহিনী? এদের আসল বাপটি কে?' বিদ্রুপাত্মক হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল কিজমিলারের।

'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,' পুনরাবৃত্তি করলেন লোকটি।

'আপনি যা বলেন,' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন কিজমিলার। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'বেশ। আমি এখন কিছুই বলব না।'

চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন। 'আমি ল্যাবরেটরিতে যাবো।'

অপর লোকটি তাঁর চেয়ারে বসে রইলেন, ভুরু কুঁচকে কিজমিলারের প্রস্থান দেখলেন।



মিলওয়াকি থেকে বায়েট্রন ফেরার পথে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কোরি। সে আর পুল সার্ভিসে থাকবে না। যেখানে সামনে কী ঘটবে নিজেই জানে না সেখানে ভবিষ্যতে বিখ্যাত হওয়ার আশা করা বাতুলতামাত্র। কাজেই এ লাইনটি ছেড়ে দেয়াই ভালো। সিদ্ধান্তটি নেয়ার পর থেকে ওর মন ভালো হয়ে গেল।

ফটকে পরিচয়পত্র দেখালে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী ওকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। এক্সিকিউটিভ পার্কিং লটে মাত্র আধডজন গাড়ি। সে নিজের গাড়ি পার্ক করে ভবনে প্রবেশ করল। গেল লু জ্যাচরির অফিসে। সরকরি কর্মকর্তাটি ফোনে কথা বলছেন। তিনি কোরিকে হাত তুলে অপেক্ষা করার ইশারা করলেন।

'তুমি ঠিক জানো তোমার তথ্য সঠিক?' ফোনে বলতে লাগলেন জ্যাচরি। কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী করে বুঝলে কারলফ আমাদের লোক?... বর্ণনা মিলে যায়, না?... এবং রাসলভ জানে ব্যাপারটা?... আই সি। ওনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে।'

ক্লান্ত চেহারায় রিসিভার রেখে দিলেন লু, দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন।

'লু,' শুরু করল কোরি। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বসো। মিলওয়াকির কী অবস্থা?'

দাঁড়িয়েই রইল কোরি।' মিলওয়াকির অবস্থা খুব খারাপ। লু, আমি এর মধ্যে আর থাকতে চাই না।'

'হুঁ, আমরা কেউই তা চাইনা। তুমি ছিলে না বলে আজ বিকেলের প্রেস কনফারেন্সে একটু ভজকট লেগে গিয়েছিল। আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে তোমার মতো করে তো আর বলতে পারি না। পরেরবারে ভালো করার চেষ্টা করব।'

'লু, আমার কথা শুনুন। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাই, এক্ষুনি।'

জ্যাচরি ওর দিকে তাকালেন। চৌকোনা মুখে ফুটেছে ক্লান্তি।

'তুমি নিশ্চয় মন থেকে কথাটা বলোনি। কোনো কারণে বোধহয় আপসেট হয়ে আছ।'

'হ্যাঁ, আমি আপসেট হয়ে আছি। তবে কথাটা আমি মন থেকেই বলেছি। আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এই ফালতু কাজ আমি আর করতে চাই না।'

'তুমি চলে গেলে আমি কী ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাব তা জানো?'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু—'

'এ কাজটা এমন নয় যে চাইলেই কাউকে ভাড়া করে নিয়ে আসব। আমরা এখানে কিছুদিন কাজ করব বলেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম।'

'আমি কোন চুক্তি করেছি বলে মনে পড়ছে না,' বলল কোরি।

'কথার কথা বললাম আর কী।'

'কথার কথায় কিছু আসে যায় না।'

জ্যাচরি চোখ বুজে বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে ম্যাসাজ করতে লাগলেন। 'না, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। তুমি থাকতে না চাইলে তোমাকে আটকে রাখার কোন অধিকার আমার নেই।'

'লু, এখানকার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তো ল্যাবরেটরিতেই হচ্ছে। আমি এখান থেকে কতগুলো সাংবাদিক সামলাই বা না সামলাই ওই গবেষণা কিন্তু আটকে থাকবে না। আমি আসলে আর ভুয়া প্রেস রিলিজ করতে পারব না।'

জ্যাচরি চোখ সরু করে ওর দিকে তাকালেন। 'মিলওয়াকিতে আসলে কী ঘটেছে বলো তো? বই লেখার চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ নাকি?'

'আরে, না। মগজখেকোদের নিয়ে স্টোরি লেখার কোন আগ্রহই আর আমার নেই। হয়তো কিছুদিন পরে এ লেখার পড়ার জন্য কেউ বেঁচেও থাকবে না।'

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাচরি। 'জানি এখানকার ভূমিকা নিয়ে তুমি হতাশ, কিন্তু—'

'ব্যাপারটা তারচেয়েও বেশি, লু। আমি জানি না আমার কী হয়েছে। হয়তো ধর্মকর্ম নিয়ে একটু ভাবতে শুরু করেছি।'

চেয়ারে হেলান দিলেন লু জ্যাচরি। 'ঠিক আছে। তোমার মন যা বলবে তুমি তাই করবে। আই উইশ ইয়োর লাক। এখানে আমার জন্য বড় একটি সাহায্য ছিলে তুমি। আমাকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে। তবে কাজটা সহজ হবে না। বিশেষ করে এ মুহূর্তে।' তিনি ফোনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'কীসের ফোন এসেছিল জানো?'

মাথা নাড়ল কোরি।

'সেই রাশানরা, যারা গত মাসে এখানে এসেছিল-তথাকথিত অ্যাগ্রিকালচারাল ডেলিগেশন— এদের একজন স্যানফ্রান্সিসকোতে নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ মানে?'

'এফবিআই যেমন তেমন রুটিন সার্ভিলেন্সের ব্যবস্থা করেছিল। ভেবেছিল লোকগুলোকে আটকে রাখবে। কিন্তু সব গুবলেট হয়ে যায় এবং পরে জানা যায়

ওদের এক লোক আন্তন কুরাকিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কে?'

'কুরাকিন সম্ভবত: বায়োকেমিস্ট্রিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেরা বিজ্ঞানী। ওরা জেনেছে লোকটি স্যানফ্রান্সিসকো থেকে শিকাগোগামী বিমানে উঠেছে। তারমানে সে এখানে আসছে।'

'কথাটা একটু বেশি প্রত্যয় নিয়ে বলা হলো না?'

'না। এ লোক হলো কিজমিলারের আয়রন কার্টেল ভার্সন। এখানে যখন সে ছিল তখন কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তুমি তো জানো আমাদের ড. কে কীরকম কোমিফিবিয়া। কম্যুনিস্টদেরকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।'

'কথা শুনে মনে হয় আপনি নিজেও কম কম্যুনিস্টবিরোধী নন।'

'হতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত ওই কুরাকিন এখানেই আসছে। তারচেয়েও খারাপ খবর, ভিক্তর রাসলভ এবং তার দুই গুণ্ডাও বেশি দূরে নেই। তবে একটি জিনিস নিয়েই আমি বড্ড চিন্তায় আছি–' একটু বিরতি নিলেন তিনি–' মিডিয়া পুলের জন্য আবার হ্যান্ডআউট লিখতে হবে। কীভাবে যে লিখব বুঝতে পারছি না।' কোরির দিকে তাকালেন তিনি। 'অবশ্য এসব তোমাকে বলেই বা কী লাভ? তুমি তো আর থাকছ না।'

'আপনি ওই ফালতু হ্যান্ডআউটগুলো লেখার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' বলল কোরি।

'তুমি থাকছ?'

'না থেকে উপায় কী, বস? আপনাকে বিপদে ফেলে যেতে মন চাইল না।'

জ্যাচরি ডেস্ক ঘুরে এসে কোরির হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। 'তুমি যে আমার কী উপকার করলে, ভাই।' ঘড়ি দেখলেন। 'এদিকে সময়ও হয়ে এসেছে। আমি পুলকে বলেছি তুমি মিলওয়াকি থেকে ফিরলেই আজ সন্ধ্যায় একটা এক্সট্রা ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করব। বলেছি তুমি কিছু জরুরি লিড নিউজ চেক করতে বাইরে গেছ।

'আপনি দেখছি একটা মস্ত হারামজাদা। আমাকে ফাঁসিয়েছেন!' বলল কোরি।

'কাজটা নোংরা, তবু কাউকে না কাউকে তো করতেই হবে,' বলে হাসলেন লু জ্যাচরি।'

ড. কিজমিলারকে তাঁর সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে পেয়ে গেল কোরি। দিনা ডক্টরের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওকে 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব' চাউনি দিয়ে ডক্টরকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে এল কোরি।

'একটু পরেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার একটি ব্রিফিং শিডুল আছে,' বলল ও। 'এবং আপনার সাহায্য দরকার।'

'ওদেরকে আপনি যা মন চায় বলুন গে, মি. ম্যাকলিন। শুধু ওরা আমার কাছে যেন ঘেঁষতে না পারে।'

'ড. কিজমিলার, একই মধু ওদেরকে বারবার আমি খাওয়াতে পারব না। এরা নির্বোধ নয়। এরা কৌতূহলী হয়ে উঠতেই পারে। এটাই তাদের কাজ। আমাদের দেশে এখন ভয়ংকর একটি সময় যাচ্ছে, কী ঘটছে তা জানার অধিকার রাখে মানুষ। এবং ওদেরকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য।'

'আপনি কী বলতে বলেন?'

'আমি ওদেরকে জীবাণু সনাক্তকরণের জন্য রক্ত পরীক্ষার বিষয়টি জানিয়ে দিতে চাই।'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এ বিষয়ে আমাদের কাছে শুধু প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত আছে। এক্ষুনি কোন ঘোষণা দেয়া ঠিক হবে না।'

'পুরানো আইন আর প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন না, ডক্টর।' ক্ষেপে গেল কোরি। 'ওখানে মানুষজন অপেক্ষা করছে শুনতে তাদেরকে রক্ষার জন্য আমরা কী করছি। আমি ওদেরকে বলে দিতে চাই।'

কিজমিলার এক কদম পিছু হঠলেন যেন কোরিকে আরেকটু ভালো করে দেখবেন। 'আপনার কথাবার্তা একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে, ইয়ংম্যান।'

'হয়তো আমি একটু অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করছি।'

'বেশ। বেশ। আপনি যদি বিষয়টি খুব জরুরি মনে করেন তাহলে ওদেরকে ব্লাড টেস্টের কথা বলে দিতে পারেন। তবে সঙ্গে এ কথাটিও স্পষ্ট বলবেন রক্ত পরীক্ষা মানে রোগ সুস্থ করার উপায় নয় এবং এদিয়ে অসুখ সারানোও যাবে না।'

'আমি চাই বিশেষজ্ঞরা সাংবাদিকদেরকে এ কথা বলুন। ড. অশোক শর্মা এবং ও নিশিতা হায়দার টেস্টটি আবিষ্কার করেছেন, না?'

'হুঁ। কিন্তু ওঁদেরকে আমি এখন–'

'মাত্র আধঘণ্টার জন্য,' বলল কোরি। 'পুল রিপোর্টাররা স্বয়ং ডাক্তারদের মুখ থেকে রিপোর্ট শুনতে পেলে কথাটা অনেক বেশি বিশ্বাস করবে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন কিজমিলার। 'আজ দেখছি সবাই আমার সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করেছে। ঠিক আছে, আমার ডাক্তারদেরকে নিয়ে যান, তবে আধ ঘণ্টার এক মিনিটও বেশি যেন দেরি না হয়। তাহলে কিন্তু আপনাকে আমি আর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দেব না।'

'আধঘণ্টা মানে ত্রিশ মিনিটই।'

কোরি একটি হাত বাড়িয়ে দিল কিন্তু কিজমিলার ওকে অগ্রাহ্য করে দ্রুত টিমমেটদের কাছে ফিরে গেলেন।

ড. অশোক শর্মা এবং ড. নিশিতা হায়দারকে পেয়ে সাংবাদিকরা যেন ওদের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ড. অশোক শর্মা বয়সী হলেও খুব চনমনে স্বভাবের আর নিশিতা খুব সুন্দরী বলেই অহংকারী এবং গম্ভীর। মূলত: সাংবাদিকদের জবাবগুলো প্রায় একাই দিয়ে গেলেন ড. শর্মা। যদিও টিভি ক্যামেরা ড. নিশিতা হায়দারের অনিন্দ্য সুন্দর মুখ আর অ্যাপ্রন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া উদ্ধত পয়োধরেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল।

ব্রিফিং শেষে কোরি দুই ডাক্তারকে কিজমিলারের জিম্মায় রেখে নিজের ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকল। দেয়ালে ঝোলানো বাতি জ্বালিয়ে বসল বিছানায়। খুলল জুতো। তারপর মাথার পেছনে হাতের তালু মেলে শুয়ে পড়ল। চোখ ছাদের দিকে। কীভাবে যেন একটা মাকড়সা কীটনাশক তৈরির ওই প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে, দেয়ালের এক কোনে জাল বুনতে শুরু করেছে। কোরির চোখ মাকড়সার জাল বোনা দেখলেও মন চলে গেছে অন্যত্র।

নক্ হলো দরজায়।

'ভেতরে আসুন।'

খুলে গেল দরজা। দিনা আজাদ। ওর দীঘির মতো রেশম কালো চুলে দেয়ালের আলো পড়ে চিকচিক করছে।

'হাই।' বলল ও।

'এসো, ভেতরে এসো।'

ঘরে ঢুকল দিনা। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। বিছানায় উঠে বসল কোরি। ওর পাশে এসে বসল দিনা।

'তোমার কি মন খারাপ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হুঁ,' বলল কোরি। 'ডা. ইঙ্গারসল মারা গেছেন।'

চমকে গেল দিনা। চেহারায় ব্যথার ছাপ ফুটল। কোরির একটা হাতে হাত রাখল ও।

'উনি আত্মহত্যা করেছেন। বুঝতে পেরেছিলেন মগজখেকোদের হামলার শিকার হতে যাচ্ছেন।'

'ওহ, কোরি। আয়াম সো সরি।'

'আজ সকালে আমি ওনার সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন নিশ্চয় খুদে হারামীগুলো ওনাকে খেয়ে ফেলছিল। উনি নিশ্চয় ভয়ানক ব্যথা সহ্য করছিলেন। অথচ আমি খেয়াল পর্যন্ত করিনি,' চুপ করে গেল কোরি। কিছুক্ষণ বিরতির পরে আপন মনেই যেন বলতে লাগল, 'আসলে আমি এরকমই। সারাজীবন একটা বিগস্টোরির পেছনে ছুটেছি। ভেবেছি এমন কোন প্রতিবেদন লিখব যা আমাকে ধনী এবং খ্যাতিমান করে তুলবে। একজন সেলিব্রেটি হবো। ডাক্তার বলতেন আমি সেলেব্রিটি হবো। মগজখেকোরা হয়ে উঠেছিল আমার বিগ স্টোরি। কত লোক মারা গেল অথচ এখনও আমি এ গল্পের পেছনে ছুটেছি। তারপর ডাক্তার

মারা গেলেন। এ পৃথিবীতে যিনি ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু। আমার চোখের সামনেই মারা গেলেন। অথচ আমি বুঝতেই পারিনি। কতবড় নির্বোধ আমি।' অশ্রুসজল হয়ে উঠল কোরির চোখ।

ওর কাঁধে হাত রাখল দিনা। 'আচ্ছা, বুঝলাম তুমি অনেক বড় নির্বোধ। কিন্তু এখন তুমি কী করবে?'

'আমি এখানে ফিরে এসে চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাইছিলাম।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না।'

'ঠিক করেছি আর বিগ স্টোরির পেছনে ছুটব না। দেখি অন্য কোনভাবে লোকের উপকার করতে পারি কিনা। কে জানে এ জিনিসটাকে হয়তো আমরা পরাজিত করতে পারব।'

'তাই তো কে জানে?' হাসল দিনা।

'ঠাট্টা করছ?' আহত দেখাল কোরিকে।

'আরে না, সোনা,' আদর করে কোরির থুতনি নেড়ে দিল দিনা।

'তোমাকে কখন ফিরতে হবে?'

দুষ্ট হাসি ফুটল দিনার মুখে। 'আজ রাতে কেউ আমার ঘর পরীক্ষা করতে আসবে না।'

দিনার হাসি সংক্রামিত হলো কোরির মাঝে। ও দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বঙ্গ ললনাটিকে।



আন্তন কুরাকিন গভীর করুণা নিয়ে চারপাশে তাকাল। একটা বিরাট দেশের এখন হাঁটু ভেঙে পড়ার দশা। শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে আছে পরিত্যক্ত গাড়ি আর ময়লা আবর্জনা। দোকানপাট বন্ধ এবং ভাঙা। কিছু দোকানের জানালার কাঁচ ভাঙা, মরা জানোয়ারের মত হাঁ করে আছে মুখ।

মৃতপ্রায় রাস্তায় লোকজনের চলাচল নেই বললেই চলে। যারা বেরিয়েছে, তারা দল বেঁধে দ্রুত কদমে হাঁটছে, অন্যদের সঙ্গে যাতে চোখাচুখি না হয়ে যায় সে চেষ্টা করছে। অনেক লোকের চোখের চাউনিতেই ভাষা নেই। প্রাণহীন।

সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা মগজখেকোদের যারা শিকার হয়েছে তারা। তাদের

চিৎকার কানে সহ্য হয় না। তারা পাগলের মতো রাস্তা দিয়ে ছুটছে, প্রবল যন্ত্রণায় মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছে। এদেরকে দেখলেই এখন লোকে চিনতে পারে। জানে এরা কী রকম সহিংস আচরণ করে। তাই মগজখেকোদের শিকারদের লোকে কুষ্ঠরোগীদের মতো সভয়ে এড়িয়ে চলে।

মিশিগান এভিন্যু এবং মিলওয়াকির একটি জয়েন্ট সেকশনে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্তর কুরাকিন। চেহারা করুণ করে চারপাশের মরতে বসা শহরটি দেখছে। সে সবসময় বিশ্বাস করত সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠত্বই একদিন পশ্চিমা গণতন্ত্রকে পরাজিত করবে। কিন্তু পুরানো শত্রুর এরকম পরাজয় দেখে তার মোটেই আনন্দ হচ্ছে না।

স্যানফ্রান্সিসকো থেকে বিমান আকাশে উড়াল দেয়ার সময়টুকু সবকিছু স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল কুরাকিনের। তবে যাত্রীদের চেহারা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থমথম করছিল। ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় তারা অন্তত: জমিনের নোংরা বাস্তবতা থেকে দূরে ছিল। কিন্তু ভূমিতে অবতরণ করার পরে স্বাভাবিক থাকার উপলব্ধিটুকু ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

তারপর থেকে কুরাকিন পরিস্থিতি ক্রমশঃ খারাপের দিকে ধাবিত হতেই দেখেছে। শিকাগোর ও হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের অবস্থা তো চরম বিশৃঙ্খল। সব জায়গার ফ্লাইট ক্যান্সেল। লোকে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি করে প্লেনের সিটে বসলেও ওই প্লেন কখন, কবে ছাড়বে তার কোন ঠিক নেই। কী ঘটতে যাচ্ছে তার কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই এবং টেনশনে মলিন চেহারাগুলো দেখতে সত্যি খুব খারাপ লাগে।

লোকে যখন উন্মাদের মতো এক কাউন্টার থেকে আরেক কাউন্টারে ছোটাছুটি করছে, কুরাকিন তখন অবিচল ভঙ্গিতে শাটল ফ্লাইট বোর্ডিং গেটে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে সে অবশেষে মিলওয়াকিগামী একটি শেষ ফ্লাইটের টিকেট পেয়ে গেল।

মিচেল ফিল্ড এয়ারপোর্ট যেন ও হেয়ারের ক্ষুদে সংস্করণ। সবাই আতংকে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কেউ জানে না কোথায় যাবে। অন্যান্য দেশগুলো সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ায় আমেরিকানরা ভয়ংকর মগজখেকোদের ফাঁদে পড়ে গেছে।

এয়ারপোর্ট থেকে মিলওয়াকির ডাউনটাউনে আসতে কোন ঝামেলাই হলো না কুরাকিনের। এক ট্যাক্সিওয়ালা ওকে পৌঁছে দিল গন্তব্যে। সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল,' 'তুমি কি আমাকে বায়োট্রন ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতে পারবে?'

'সেটা আবার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। কম দামী পোশাক পরা, খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের যাত্রীটিকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে।

'হুইলার নামে একটি গ্রামের ধারে।'

ড্রাইভারের চেহারা ভোঁতা হয়ে রইল। মনে হয় হুইলারের নামই সে শোনেনি।

'ওটা অ্যাপলটন নামে একটি বড় শহরের ধারে।'

'অ্যাপলটন? আপনি পাগল হয়েছেন?'

'পাগল হইনি। ওটাই শহরটার নাম। ওটা কোথায় চেনো না?'

'নিশ্চয় চিনি। বায়োট্রন ফ্যাক্টরি– টিভিতে দেখাল ওখানে নাকি ডাক্তাররা মগজখেকোদের থামাতে কীসের গবেষণা করছেন। ওই জায়গাই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই জায়গায়। আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'ওটা কতদূরে জানা আছে আপনার?'

'না, জানি না।'

মাথা কাত করল ড্রাইভার। 'আপনার কাছে কত টাকা আছে?'

'আমেরিকান টাকা?'

'আরে বাবা, হ্যাঁ। তবে কি পেসোর কথা জিজ্ঞেস করছি?'

কুরাকিন তার জরাজীর্ণ চামড়ার ওয়ালেট বের করে ভেতরের নোটগুলো সতর্কতার সাথে গণনা করল। 'পঁয়ত্রিশ ডলার এবং কিছু কয়েন আছে।'

'দুরো। আর এই টাকা দিয়ে আপনি আমাকে অ্যাপলটন পৌঁছে দিতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, প্লিজ।'

'মিস্টার, এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার ভাড়াই হয়েছে কুড়ি ডলার। আপনার কাছে বাকি যে টাকা আছে তা দিয়ে শহর থেকেই বেরুতে পারবেন না, অ্যাপলটন দূরে থাক।'

কুরাকিন লোকটিকে কুড়ি ডলারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। বকশিস দিল না বলে সে ঘোঁত ঘোঁত করে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তা গায়ে মাখল না কুরাকিন।

মিলওয়াকিতে কোন বাস যাচ্ছে না। ট্রেনও নেই। কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্টই নেই। কুরাকিন একটি জনশূন্য বাসস্ট্যান্ডের বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগল। তার মনে আছে মিলওয়াকি থেকে বায়োট্রন পৌঁছাতে দুই/তিন ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের সরবরাহকৃত একটি গাড়ির পেছনের আসনে বসে ছিল, ড্রাইভার কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তেমন খেয়াল করেনি। তবে কুরাকিন খুব ভালো ম্যাপ পড়তে পারে। এখানকার হাইওয়ের যদি একটি ম্যাপ পেত সে, হুইলার শহরটির লোকেশন খুঁজে পেতে তার মোটেই কষ্ট হতো না। আর ওখানে একবার পৌঁছাতে পারলে বায়োট্রন খুঁজে পাওয়া কোন ব্যাপারই না।

রাস্তায় পুলিশ এবং সৈনিকদের অস্বাভাবিক বিচরণ লক্ষ করল কুরাকিন। তবে তারা কুরাকিনকে লক্ষ করছে না। এরা মগজখেকো সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। কুরাকিন জানে স্বাভাবিক অবস্থায় বহু আগেই সে গ্রেপ্তার হয়ে যেত এবং এতক্ষণে তার জায়গা হতো কোন গোপন পুলিশ কারাগারে যেখানে তাকে কঠোর জেরা করা হতো। সে শুনেছে নিষ্ঠুরভাবে জেরা করতে আমেরিকান পুলিশদের তুলনা নেই। নিজেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করলেও ওই লোকগুলোর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে

নিজের পরিচয় ফাঁস করে দেয়ার ঝুঁকিতে যাবে না কুরাকিন। যেখানে যেতে চাইছে সেখানে যাওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় তাকে অবলম্বন করতে হবে।

কুরাকিন বসে বসে তার পরিকল্পনা সাজাচ্ছে, এমন সময় একটি বড়সড় আমেরিকান গাড়ি এসে ফুটপাতের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে থেমে গেল। ওটার সামনের অংশ ভেঙে তুবড়ে গেছে। ড্রাইভারের আসনের দিককার দরজা খুলে গেল দড়াম করে এবং টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক লোক। তার পরনের টি শার্টে একটি জনপ্রিয় বিয়ারের নাম খোদাই করা। লোকটার চোখ কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসছে, চিৎকার দেয়ার ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে মুখ। তার মুখ ভর্তি লাল লাল ফোসকা। ফোসকাগুলোর নিচে যেন ছোট ছোট ইঁদুর মুখের চামড়া খেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কুরাকিন দেখেই বুঝল এ হলো মগজখেকোদের হামলার লক্ষণ।

লোকটি সাইনডওয়াক ধরে মাতালের মতো এগোতে লাগল, গাড়ির জানালার কাঁচে ঘুসি মারল।

রাস্তার ওপার থেকে আর্মি ইউনিফর্মধারী দুই লোক তার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল। লোকটি ওদের দিকে ফিরে তাকাল। যন্ত্রণা এবং উন্মাদনায় তার গলা চিরে বেরিয়ে এল গর্জন। সে ইউনিফর্মধারীদের দিকে এগোল।

'হল্ট!'

প্রায় জনশূন্য রাস্তায় চিৎকার পরিষ্কার শোনা গেল। রাস্তার ধারের বাড়ির লোকজন কৌতূহলি হয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল। রাস্তার মোড় থেকে উদয় হলো আরও কয়েকজন ইউনিফর্মধারী।

মগজখেকোর হামলার শিকার লোকটি দুই সৈনিককে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। সামনে থাবার মতো বাগিয়ে ধরা হাত। এক সৈনিক তার অটোমেটিক রাইফেল তুলে ফাঁকা গুলি করল। কিন্তু লোকটির ছোটায় বিরাম ঘটল না। দুই সৈনিকই রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে ফায়ার করল। ঝাঁকি খেল লোকটির শরীর, বুলেটের আঘাতে পেছন দিকে ছিটকে গেল। কিন্তু পরক্ষণে শরীরটাকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে টেনে তুলল সে এবং নাছোড়বান্দার মতো আরও কয়েক কদম সামনে এগোবার পরে পড়ে গেল।

অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল দুই সৈনিক। অন্য সৈনিকরা, যারা চিৎকার এবং গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়েছে, এদের সঙ্গে যোগ দিল। কয়েকজন বেসামরিক লোক বেরিয়ে এল ভবন থেকে। রাস্তার নিশ্চল লোকটিকে সতর্ক বৃত্তে ঘিরে নিয়ে দেখতে লাগল তারা।

কুরাকিন দৃশ্যপট থেকে ঘুরিয়ে নিল চোখ। তাকাল গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটির যান্ত্রিক বাহনের দিকে। সামনের তুবড়ে যাওয়া বনেট নিয়ে, দরজা খোলা অবস্থায় ওটা এখনও ফুটপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বেঞ্চি ছাড়ল কুরাকিন। হেঁটে গেল গাড়িটির দিকে। একটা হেডলাইট ভেঙে

চুরমার, এছাড়া আর তেমন কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না। গাড়ির নিচ থেকে কোন তরল ঝরে পড়ছে না। সে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে উঠে বসল। বন্ধ করে দিল দরজা।

কুরাকিন জানে ড্যাশ প্যানেলের ডান দিকের কম্পার্টমেন্টে সাধারণত ম্যাপ রাখা হয়। সে ক্যাচ রিলিজ করতেই টুপ করে খুলে গেল দরজা। কম্পার্টমেন্টের ভেতরে গ্যাসোলিন কেনার রশিদ, অ্যাসপিরিনের বোতল, একজোড়া সানগ্লাস, মুখ মোছার এক বাক্স টিস্যু, একটি ক্যান ওপেনার, একটি উডম্যান কমপ্যাক্ট চিরুনি, ব্রিথ মিন্ট, দুটি বলপয়েন্ট পেন, অনেকগুরো আলগা চাবি, স্ক্রু এবং তিনটে ম্যাপ।

একটি মানচিত্রে মিলওয়াকির রাস্তাঘাটের বিস্তারিত বর্ণনা। অন্য দুটি উইসকনসিন এবং ইলিনয়ের। ইলিনয়ের ম্যাপটি ফেলে দিয়ে বাকি মানচিত্র দুটি পাশের সিটে বিছাল কুরাকিন। তার বর্তমান লোকেশন মিলওয়াকি ম্যাপে খুঁজে পেল রাস্তার নামসহ। স্টেট ম্যাপটিতে হুইলার শহরটি সে সনাক্ত করতে পারল, কীভাবে ওখানে যাবে তা-ও মাথায় গেঁথে রাখল।

মৃত লোকটিকে ঘিরে থাকা মানুষজন কুরাকিন কিংবা গাড়িটির দিকে নজর দিচ্ছে না। রাস্তায় এখন শত শত গাড়ি পরিত্যক্ত পড়ে থাকে। কেউ খেয়াল করে না। আর অদ্ভুত পোশাক পরা কোন লোক কোন গাড়িতে উঠল সেদিকে খেয়াল করতেও লোকের বয়ে গেছে।

গাড়ি চালাতে পটু কুরাকিন। এটি আমেরিকান গাড়ি হলেও চালাতে সমস্যা হবে না বলেই তার ধারণা। সে জানে এ ধরনের গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে হয় ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে। আর এ গাড়ির চাবিটি চকচকে লেদার কেসে পাওয়া গেল। স্টিয়ারিং পোস্টে ঝুলছে। কুরাকিন আমেরিকান ড্রাইভারদেরকে যেভাবে দেখেছে, সেভাবে ইগনিশন কি ধরে একটা মোচড় দিল।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

ভুরু কুঁচকে কন্ট্রোলে তাকাল কুরাকিন। সে নিশ্চয় কিছু ভুলে গেছে।

হুঁ, গিয়ার লেভেল। পয়েন্টারটি একটি বিশেষ লোকেশনে ঢোকাতে হবে যাতে চাবি ইগনিশনকে চালু করতে পারে। কুরাকিন আবার চেষ্টা করল। এবারে চালু হলো ইঞ্জিন। রাস্তায় তাকাল সে। লোকে এ গাড়ির সাবেক মালিকের লাশ নিয়েই ব্যস্ত। কুরাকিন অত্যন্ত সাবধানে গাড়ির লিভার R পজিশনে টেনে দিল এবং প্রকাণ্ড গাড়িটিকে নামিয়ে আনল রাস্তায়। সে লিভার শিফট করল D তে এবং জনতার ভিড়ের পাশ দিয়ে একটা মোড় ঘুরে এগিয়ে চলল হাইওয়ে ৪৫ অভিমুখে।



মিলওয়াকির আবর্জনায় ভরা রাস্তা দিয়ে আন্তন কুরাকিন যখন সাবধানে গাড়ি চালিয়ে হাইওয়ের দিকে চলেছে, এডি গল্ট ওইসময় বিছানায় বাংলা 'দ'-এর মতো জবুথবু ভঙ্গিতে শুয়ে আছে।

এডির মাথার ভেতরে যেন আগুন লেগেছে। মনে হচ্ছে ভেতর থেকে কেউ ঠেলে ওর চোখ দুটো বের করে দিতে চাইছে। অথচ দুইদিন আগেও রোয়ানকে বলেছিল সে ঠিক আছে।

এডির ধারণা ছিল সে ব্যথা কী জিনিস জানে, পারে ব্যথা সহ্য করতে। কয়েক বছর আগে তার আক্কেল দাঁত উঠেছিল। সে ব্যথা সয়েছে এডি। ছেলেবেলায় চাচার খামার বাড়িতে পায়ের ওপর লাকড়ি পড়ে একটা আঙুল ভয়ানক থেতলে গিয়েছিল। সে ব্যথাও পাত্তা দেয়নি ও। হাইস্কুলে রাগবি খেলতে গিয়ে অণ্ডকোষে যে বিশ্রী ব্যথা পেয়েছিল তা-ও সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। কিন্তু এখন যে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। এ ভয়াবহ ব্যথা আর সইতে পারছে না এডি।

লিভিংরুমে টিভির শব্দ। রোয়ান নিশ্চয় টিভি দেখছে। ওরও তো একটু বিনোদন দরকার। এডি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে রোয়ান ওর সেবা শুশ্রুষা করে চলেছে। একবার ফ্লু হলো এখন আবার এই মাথা ব্যথা। সেদিন অবশ্য রোয়ান ওর দিকে সরু চোখে তাকাচ্ছিল। এ চাউনির মানে জানে এডি।

গায়ের ওপর থেকে কাঁথা-কম্বল ছুঁড়ে ফেলল এডি। বিছানা থেকে পা নামাল। এক মিনিট বসে থাকার পরে উঠে দাঁড়াল। প্রতিটি পদক্ষেপে ওর মাথায় হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না বন্ধ রেখেছে এডি, টলমল পায়ে লিভিংরুমের দরজায় পা বাড়াল।

টেলিভিশনের পর্দায় সাদা কোট পরা দুই ডাক্তার এক সুদর্শন টিভি রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলছেন। একজনকে দেখে বোঝা যায় ভারতীয়, বয়সী। অপরজন ভারী সুন্দরী এক নারী ডাক্তার। ওর চেহারাও ভারতীয়দের মতো। এডি ওদের কথা এক মিনিট শুনে বুঝতে পারল এরা বায়োট্রনে মগজখেকোদের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক তৈরির

কাজ করছেন। তাঁরা একটি টেস্ট আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্য লোকের রক্ত পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে তার ভেতরে মগজখেকোর জীবাণু আছে কিনা।

ব্যথা সইতে না পেরে গোঙানি বেরিয়ে এল এডির মুখ থেকে।

ওর দিকে ফিরে চাইল রোয়ান। এডিকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে বন্ধ করে দিল টিভি। তবে এডির কাছে এল না।

'তুমি টিভি বন্ধ করলে কেন?' বলল এডি।

'ভাবলাম টিভির শব্দে তুমি বিরক্ত হচ্ছো।'

'ওই ডাক্তাররা বলছিলেন তারা মগজখেকোদের সনাক্ত করতে একটি টেস্ট আবিষ্কার করেছেন।'

'ডাক্তাররা কেমন হয় জানোই তো। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন বিরাট কিছু করে ফেলেছে। তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, বেবি?'

'আমার মনে হয় আমি আক্রান্ত হয়েছি, রোয়ান। মনে হচ্ছে মগজখেকোরা আমার ওপর হামলা চালিয়েছে।'

রোয়ান সান্ত্বনার ভঙ্গিতে একটি হাত তুলল তবে কাছে এল না। 'ও কথা বোলো না, এডি। এ স্রেফ তোমার স্নায়বিক সমস্যা।'

দু'হাতে কপাল চেপে ধরল এডি। 'না, আমার মাথায় কিছু হয়েছে। ভয়ানক ব্যথা করছে। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'শুয়ে পড়ো, বেবি। আমি তোমার মাথায় পুলটিস লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'কোন লাভ হবে না। কোন কিছুতেই আর কিছু লাভ হবে না। ওগুলো আমাকে ধরেছে।'

রোয়ান নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে ব্যাপারটি অস্বীকার করার ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়তে লাগল।

'আমি প্ল্যান্টে যাবো।'

'না, এডি।'

'আমি ওই ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করব। ওরা হয়তো আমার জন্য কিছু করতে পারবেন।'

'ওরা কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। গেটে গার্ড আছে।'

'ওরা আমাকে ঢুকতে দেবে। দেবে কারণ আমিই ভয়ংকর মগজখেকোদের মুক্ত করে দিয়েছি।'

'ওরা জানে এটা একটা দুর্ঘটনা।'

'আমি ওদেরকে বলব ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না।'

'তুমি তা করতে পারো না,' বলল রোয়ান।

'আমাকে যেতেই হবে। তাহলে ওরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে। আমার

ওদের সাহায্য দরকার।'

'ওরা তোমাকে গারদে পুরে দেবে।'

'আমি যাচ্ছি,' একগুঁয়ে স্বরে বলল এডি।

'ওরা তোমাকে গারদে পুরবে তারপর আমাকে এসে ধরবে।'

বিবর্ণ চোখ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে রোয়ানের দিকে তাকিয়ে রইল এডি। তার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। 'তুমি এ ভয়টাই আসলে পাচ্ছ তাই না? ওরা জানতে পারবে তুমি আমাকে দিয়ে কী কাজ করিয়েছ। তুমি আসলে আমাকে মোটেই ভালোবাস না।'

'ভুল কথা, এডি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'তাহলে আমাকে যেতে দিচ্ছ না কেন?'

'আ-আমি তোমাকে কখনও এরকম করতে দেখিনি। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

এডির মাথায় দ্রিম দ্রিম বাড়ি পড়ছে। সে দু'হাতে চুল খামচে ধরে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগল। 'আমি ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না।'

টলতে টলতে সে রোয়ানের পাশ কাটাল। রোয়ান সভয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রইল। এডি দরজার নব হাতড়াচ্ছে। অবশেষে দরজা খুলতে পারল।

বাড়ির সামনে যেখানে গাড়ি দাঁড়া করিয়ে রেখেছে ওরা সেখানে পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে গেল এডি। রোয়ান দেখল গাড়িতে উঠে পড়েছে এডি। এবারে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠতে গিয়ে ধাক্কা মেরে মেইল বক্সটা ফেলে দিল, চলল বায়োট্রন প্ল্যান্ট অভিমুখে।

এডি গাড়ি নিয়ে চোখের আড়াল হতে জানালার সামনে দিয়ে সরে এল রোয়ান। একটি খবরের কাগজ তুলে নিল। তিনদিনের পুরানো সংবাদপত্র। সে কাগজের ছবি এবং বক্স করা ক্যাপশনটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফোন তুলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পরিচিত ডায়াল টোনটি শুনতে পেল রোয়ান। অ্যাটোমেটেড টেলিফোন কোম্পানিটির প্রশংসা করতেই হয়। এখনও কাজ করছে। একটি নাম্বারে ডায়াল করল রোয়ান, অপরপ্রান্তে সাড়া দেয়া কণ্ঠের মালিকের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে নিল। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে গেল জানালায়।

আকাশে মেঘ জমেছে। ঝড়ের পূর্বাভাস।



অ্যালার্ম বাজছে।

কোরি দিনার শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে এক থাবড়া মেরে ঘড়ির অ্যালার্ম বন্ধ করে দিল। চোখ এখনও বুজেই আছে। পুরোপুরি জেগে ওঠেনি। ঘুমঘুম ভাবটা তাড়িয়ে দিতে মিনিটখানেক শুয়ে থাকল চিত হয়ে। দিনা ওর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। অ্যালার্মের আওয়াজ ওর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। কোরি দিনার দিকে এগিয়ে নিল শরীর। আজ বেশ গরম পড়েছে। দিনার ত্বক খুব উষ্ণ, ভিজে আছে ঘামে।

দিনার ওল্টানো তানপুরার মতো নিতম্বে একটা হাত রাখল কোরি। মাখন কোমল ত্বকের স্পর্শ ওকে আবার জাগিয়ে তুলল। দিনা নড়াচড়া করছে না। বেচারী ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। হয়তো গত কয়েক দিনে রাতের বেলা টানা ঘুমানোর সুযোগই পায়নি।

কিন্তু দিনাকে ঘুম থেকে তোলা দরকার। দু'জনেরই কাজ আছে। অথবা, মুচকি হেসে ভাবল কোরি, সকাল বেলা একটু সেক্স করতে দিনা হয়তো আপত্তি করবে না।

দিনার সুডৌল নিতম্ব থেকে কোরির হাতটি উঠে গেল ওর নগ্ন, মসৃণ কাঁধে। হাতের তালু দিয়ে জায়গাটা আস্তে আস্তে ডলতে লাগল। দিনা উঁ করে উঠল তবে ভাঙল না ঘুম।

'দিনা,' নরম গলায় ডাকল কোরি, 'ঘুম থেকে ওঠার সময় হলো।'

আবার গোঙাল দিনা, তবে এবারে একটু জোরে।

'ওঠো, সোনা।'

গড়ান দিয়ে চিৎ হলো দিনা। ঘন কালো চুলের ফ্রেমে বন্দি অপূর্ব সুন্দর একখানা মুখ। তাকাল। কী উজ্জ্বল চোখ!

'হাই,' ঘুমঘুম চোখে হাসল দিনা, আবার এগিয়ে যেতে লাগল ঘুমের রাজ্যে। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে ডিজিটাল ঘড়ির টকটকে লাল নাম্বারগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল।

'ওহ্, গড। এত বেলা হয়ে গেছে! তোমার উচিত ছিল আমাকে জাগিয়ে দেয়া।'

'দিলাম তো,' বলল কোরি।

ওর দিকে মাথা ঘোরাল দিনা। হাসল আবার। এবারের হাসিটি আগেরটির চেয়েও মধুর।

'রাইট,' বলল দিনা, চট করে কোরির নাকে একটা চুমু খেল। তারপর গা থেকে চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসল। লম্বা সুঠাম পদযুগল ঝোলাল বিছানার পাশে। 'আমার জামা কাপড় কই রেখেছ?'

'ওই তো চেয়ারের ওপর। গত রাতে তুমিই ওখানে রেখেছ।'

বিছানা ছাড়ল দিনা, শরীরের দু'পাশে ছড়িয়ে দিল ফর্সা দুই ডানা, হেঁটে গেল চেয়ারে। ওখানে জামাকাপড়গুলো সুন্দরভাবে ভাঁজ করা।

'তুমি সবসময় খুব গোছানো স্বভাবের, না?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'অভ্যাস। আমি গোসল করব।'

'নিশ্চয়।' বিছানা থেকে নেমে পড়ল কোরি। ক্লজিটের তাক থেকে একটি বাথ তোয়ালে দিল দিনাকে। দিনা ওর হাত ধরে শিউরে উঠল। 'এখানে খুব ঠাণ্ডা,'

কোরি অবাক গলায় বলল, 'কই নাতো! বরং আজ আমার গরমই লাগছে।'

'তাহলে আমি নিশ্চয় ঠাণ্ডা বাঁধিয়ে বসেছি,' সিধে হলো দিনা, তোয়ালেটা আরংয়ের মতো পেঁচালো গায়ে। ওর দিকে লোভাতুর চোখে তাকাল কোরি। 'তোমার অনেক তাড়া আছে?'

'কেন, কোন মতলব আছে নাকি?' দিনা কোরির শরীরের নিচের অংশে তাকাল।

'হুঁ, দেখেই বুঝতে পারছি বদমতলব আছে। কিন্তু আমার এখন কাজে যেতে হবে। তোমার মতলব পরে পূরণ করব।'

নিতম্বে ঢেউ তুলে বাথরুমে ঢুকে গেল দিনা। একটু পরে শাওয়ার ছাড়ার শব্দ হলো। ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কোরি। বাঙালি এই মেয়েটিকে ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। মগজখেকো নিয়ে ঝামেলাটা যদি চুকে বুকে যায়, সাহস করে দিনাকে ও বিয়ের প্রস্তাব দেবে।

জিনস প্যান্ট পরে বিছানা গোছগাছ করতে লাগল কোরি। দিনার বালিশে নাক ঠেকাল। মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। দিনার চুলের গন্ধ। ও কী শ্যাম্পু ব্যবহার করে কে জানে। গন্ধটিতে মাদকতা মেশানো।

শাওয়ারের শব্দ থেমে গেল। একটু পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল দিনা। পরনে সাদা প্যান্ট এবং শর্ট স্লিভ ব্লাউজ।

'নাহ্, তোমার এখানে সত্যি ঠাণ্ডা,' মন্তব্য করল ও। 'তোমার বাসায় হিটার নেই?'

'না,' বলল কোরি। 'বাইরে তো আশি ডিগ্রি তাপমাত্রা।' সে কাছিয়ে এসে দিনার একটি হাত ধরল। 'একী?'

কনুইয়ের কাছটার চামড়া ছিলে গেছে। লাল হয়ে সামান্য ফুলে উঠেছে মাংস। দিনা বলল, 'সেদিন আমার কনুই ছিলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে অল্প ইনফেকশন হয়েছে। ল্যাবে গিয়ে ওষুধ-টষুধ লাগিয়ে নেবখন।'

কোরি ওর হাত ছাড়ল না। 'এ ঘটনা কোথায় ঘটেছে, দিনা?'

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল দিনা। 'ক্যারল ডেংকারদের বাড়িতে।'

'মগজখেকোর হামলায় যেদিন মারা গেল ক্যারল?' জিজ্ঞেস করল কোরি। ওর পেটের ভেতরটা কে যেন খামচে ধরেছে।

'হুঁ,' হালকা গলায় জবাব দিল দিনা। 'তবে এর মানে এই নয় যে–'

'এবং তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে,' বাধা দিল কোরি।

মাথা দোলাল দিনা।

'ওহ্, যীশাস!' অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল কেরি।

'এতো চটজলদি কোন উপসংহারে পৌঁছাতে হবে না,' বলল দিনা।

'আমার হয়তো এমনি ঠাণ্ডা লেগেছে কিংবা ফ্লু–'

ওদের চারটি চোখ মিলিত হলো, দিনার বাক্য সমাপ্ত হলো না।

'আর তুমি যা সন্দেহ করছ তা যদি সত্যিও হয় এখানে দাঁড়িয়ে দুশ্চিন্তা করলে তো কোন লাভ হবে না,' বলল দিনা। 'আমি অন্ততঃ তাঁদের সঙ্গে আছি যারা এর প্রতিষেধক তৈরির চেষ্টা করছেন। আগেই হতাশ হওয়ার কী আছে?'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল কোরি। সে দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল যাতে দিনা ওর চোখ দেখতে না পায়।

বায়োট্রনের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল কালো লিমুজিনটা। উর্দিপরা নিরাপত্তা প্রহরীরা সতর্ক ভঙ্গিতে ওটার সামনে চলে এল। এরা বায়োট্রনের কর্মচারী নয়। বায়োট্রনের নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই মগজখেকোদের হামলায় মারা গেছে। তাদের জায়গায় এসেছে ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের এজেন্ট এবং ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স আর্মের লোকজন। বেশ গরম পড়া সত্ত্বেও তারা ফুল ইউনিফর্ম পরে আছে জ্যাকেট এবং টাইসহ।

নিরাপত্তা কর্মীদের দু'জন এসে দাঁড়াল গাড়িটির দুই পাশে। হাত তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর আলগাভাবে রাখা। তৃতীয়জন গেল ড্রাইভারের জানালায়।

ড. কিজমিলার এবং ব্রেইন ইটার টাস্ক ফোর্স হাজির হওয়ায় পর থেকে গার্ডরা কোন ভিজিটরকে প্ল্যান্টের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তবে এ গাড়িটি কোন হোমড়াচোমড়ার বলেই মনে হচ্ছে। কারণ ইমার্জেন্সির এই সময়ে কোন গাড়ি পাওয়াই যেখানে মুশকিল সেখানে এত দামী বাহন নিশ্চয় কোন ভিআইপি ব্যবহার করছেন। টিনটেড গ্লাসের আড়ালে, চওড়া ব্যাক সিটে তিনজন লোক বসে আছেন। তাদের পরনে গাড়ির রঙের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই বুঝি ডার্ক কালারের হেভি স্যুট।

সিনিয়র সিকিউরিটি লোকটা ঝুঁকল, ড্রাইভার সাইড উইন্ডো নামিয়ে দিল। ব্যাক সিটে বসা তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রকায় মানুষটি সামনে ঝুঁকে এলেন।

'আমার নাম ভিক্তর রাসলভ। আমি সোভিয়েত অ্যাগ্রিকালচারাল ডেলিগেশনের নেতা। এখানকার দায়িত্বে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি লেফটেন্যান্ট প্রুডো। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি গার্ডদের কমান্ডের কথা বলিনি,' বিরক্ত গলায় বলল রাসলভ। 'অপারেশন চার্জে যিনি আছেন তার সঙ্গে কথা বলব।'

'তিনি ড. ফ্রেডেরিক কিজমিলার।' বলল লেফটেন্যান্ট। 'উনি কি আপনাকে আশা করেছেন?'

'না। গেটটা খোলো, প্লিজ।'

'আগে ড. কিজমিলারের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।'

মুখের পেশী শক্ত হয়ে গেল রাসলভের। 'তাহলে তাই করো।'

গার্ডদের কুটিরে ফিরে গেল লেফটেন্যান্ট প্রুডো। লু জ্যাচরির এক্সটেনশন নাম্বারে ফোন করল। জানাল তিনজন লোক এসেছে একটা লিমুজিনে চড়ে। তাদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে কেজিবি'র লোক।

এ নিশ্চয় রাসলভ, অনুমান করলেন জ্যাচরি। বরলেন, 'ওকে আটকে রাখো। আগে ড. কে'র সঙ্গে কথা বলে দেখি উনি ওদেরকে ঢুকতে দেবেন কিনা?'

'আচ্ছা, স্যার।'

ফোন রেখে ডেস্ক ছেড়ে খাড়া হলেন লু জ্যাচরি। শার্টের কলারের বোতাম আটকে নেকটাই ঠিকঠাক করে নিলেন। তারপর পা বাড়ালেন ল্যাবরেটরির দিকে।



'প্রশ্নই ওঠে না!' ক্ষেপে গেলেন কিজমিলার। 'কোন দুমুখো গুপ্তচর শুয়োর রাশানের সঙ্গে আমার কথা বলার সময় নেই। প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে সে সঙ্গে মারা যাচ্ছে মানুষ। এখন আমার স্টাফরা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।'

'শুধু যদি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতেন–'

'না! রাসলভ এবং আপনি কারও জন্যেই আমার সময় নেই! প্লিজ, এখন যান। আমাকে কাজ করতে দিন।'

জ্যাচরি শেষবারের মতো চেষ্টা করলেন। 'ডক্টর–'

'আউট!'

জ্যাচরি ল্যাবরেটরির অন্যান্য ডাক্তারদের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারা সবাই কাজে ব্যস্ত। তিনি ভাবছেন এদের মধ্যে কে মগজখেকো দ্বারা আক্রান্ত এবং দলের বাকি সদস্যদের জন্য সেটি কতটা হুমকিস্বরূপ। কিন্তু কিজমিলারের যে মেজাজ তাঁকে এ ব্যাপারে আর প্রশ্ন করার সাহস হলো না জ্যাচরির। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ল্যাবরেটরির দরজায় দেখা হয়ে গেল কেরি ম্যাকলিনের সঙ্গে। সে এদিকেই আসছে। চেহারা থমথমে। চোখের সেই সচরাচর হিউমারটুকু উধাও।

'কোরি,' শুরু করলেন জ্যাচরি,' একটা ঝামেলা হয়েছে–'

তাঁকে বাধা দিল কোরি। 'এখন নয়, লু।'

ঘুরলেন জ্যাচরি। যুবকটির চোখে চোখ রাখলেন, 'কী হয়েছে?' কোন সমস্যা?'

'অনেক,'বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে ড. কিজমিলারের দিকে এগোল কোরি।

জ্যাচরি ওকে এক মুহূর্ত লক্ষ করলেন, পরক্ষণে বুঝতে পারলেন কিজমিলারের কোন্ স্টাফটি অসুস্থ্ হয়ে পড়েছে। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

ড. কিজমিলার জ্বলন্ত চক্ষে তাকালেন কোরির দিকে।

'আমি এখানে যে কাজ করতে এসেছি সেজন্য কি আপনারা পাঁচ মিনিট সময়ও দেবেন না, মি. ম্যাকলিন? আপনি কেন এসেছেন?'

'দিনা– ড. আজাদ– ব্লাড টেস্ট করিয়েছে।'

'হুঁ। ড. শর্মা আজ সকালে ওর টেস্ট করিয়েছেন।'

'রেজাল্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

কোরি অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইল, তারপর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'রেজাল্ট কী?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কিজমিলার। 'রেজাল্ট পজেটিভ। ড. আজাদের রক্তে প্যারাসাইট পাওয়া গেছে।'

'ওওওওহ্ শিট।'

'আমরা আজ সমস্যাটা নিয়ে নতুনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব।

'রোগের পূর্বাভাস কী?'

'আশা করি আশাব্যঞ্জক কিছু পাবো।' বললেন কিজমিলার।

'এখন আপনি দয়া করে বিদায় নিলে আমি আমার কাজে যোগ দিতে পারি। প্রতিষেধক যত দ্রুত তৈরি করতে পারব ততই মঙ্গল।'

'জী, জী, নিশ্চয়!' বলল কোর। 'ধন্যবাদ।'

দিনা একটি কাউন্টারে বসে কাজ করছে। তার সঙ্গে চোখাচুখি হলো কোরির। হাসল দিনা। তারপর আবার নোটবুকে ঝুঁকে কিছু লিখতে লাগল। ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কোরি।

তিন রাশান তাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, উলেন স্যুটের ভেতরে দরদর করে ঘামছে। এমন সময় হাজির হলেন লু জ্যাচরি। ভিক্তর রাসলভ, হালকা পাতলা, টাক মাথা, চোখে স্টিল রিমের চশমা, দুই সঙ্গীর মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। কেজিবির দুই গোয়েন্দা তার পাশে যমজ দুর্গকূটের মতো দণ্ডায়মান। রাগে লাল হয়ে আছে রাসলভের চেহারা। জ্যাচরি সৌহার্দপূর্ণ হাসি ফোটালেন ঠোঁটে।

'মি. রাসলভ, ইটস আ প্লেজার টু–'

'বাদ দিন,' খেঁকিয়ে উঠল রাশান। 'আমি ভেতরে যেতে পারব কি পারব না?'

'ঘটনা হলো ড. কিজমিলার কারও সঙ্গেই দেখা করতে চাইছেন না। ভেতর এবং বাহিরের প্রটেকশনের বিষয়টি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।'

'আমি বুঝতে পারছি এটি আমার দেশের জন্য চরম অপমান।

লু জ্যাচরির অবয়ব কঠোর হলো। 'আমি মনে করি, মি. রাসলভ, ওই কূটনৈতিক অপমান বর্তমানে ড. কিজমিলার এবং অন্যান্য সকলের জন্য লো প্রায়োরিটির বিষয়। আপনারা কেন এসেছেন যদি বলতেন–'

'এখানে আপনার পজিশন কী?'

'আমি মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি।'

রাসলভ একটু চিন্তা করে বলল, 'আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে আমার দেশের একজন লোক আপনাদের এখানে এসেছে এবং সে সম্ভবত ভেতরে। তার নাম আন্তন কুরাকিন।'

'তিনি এখানে কেন আসবেন?'

'সেটি জানার আপনার দরকার নেই। সে এসেছে কি?'

'না।'

'আপনার মুখের কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'এছাড়া আপনার উপায়ও নেই।'

'সে এখানে এলে আমি কি আপনার ওপর ভরসা করতে পারি যে তার আগমন সংবাদ আমাকে জানানো হবে?'

'এ বিষয়ে আমি কোন কথা দিতে পারব না।'

রাসলভ তাঁর দিকে অনেকক্ষণ বরফশীতল চোখে তাকিয়ে থাকল।

'এবং আপনি আমাদেরকে ভেতরে যেতেও দেবেন না?'

'আমার সে অনুমতি নেই,' বললেন জ্যাচরি।

'সেক্ষেত্রে আমার দেশের মঙ্গলের জন্য আমাকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া আপনার সরকারকে এ জন্য প্রবল প্রতিবাদ শুনতে হবে।'

জ্যাচরি গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন। দেখছেন তিন রুশ তাদের ভাড়া করা গাড়িতে উঠে পড়ল। কিছুদূর যাওয়ার পরে তারা হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তোমরা ওখানে যতক্ষণ ইচ্ছা দাঁড়িয়ে থাকো আর তামাক চিবাও, মনে মনে বললেন জ্যাচরি। আমার কিছু আসে যায় না। তিনি গার্ডের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন সিকিউরিটি ঠিকঠাক গেট বন্ধ করেছে কিনা।

আন্তন কুরাকিন হরটনভিল পৌঁছার পরে গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিলওয়াকিতে ফুটপাতের সঙ্গে সংঘর্ষে সেডান গাড়িটির রেডিয়েটরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সে সেডান থেকে নেমে মাইলখানেক হেঁটে কাছের একটি খামার বাড়িতে পৌঁছায়। দরজায় কড়া নাড়ার পরেও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে সে দোর খোলে। দেখে পরিবারের চারজন সদস্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে মরে পড়ে আছে। বীভৎস তাদের চেহারা। কমপক্ষে দু'দিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। গায়ের ওপর মাছি উড়ছিল। কুরাকিন ঘরের কর্তার ওভারঅলের পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে বাড়ির

সামনে পার্ক করা একটি পিকআপ ট্রাকে উঠে পড়ে। তারপর ওটা নিয়ে রওনা দেয়।

আকাশে মেঘ জমেছে। সীসার মতো আকাশ। ভীষণ গরম। কুরাকিন গাড়ির দু'পাশের কাচই নামিয়ে দিল। খুলে ফেলল গায়ের ভারি সুট কোট। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল। ওর পাশের সিটে একটা হলুদ ক্যাপ পড়ে আছে। ক্যাপটি সে মাথায় চাপিয়ে রিয়ারভিউ মিররে নিজেকে একবার দেখে নিল। খারাপ লাগছে না দেখতে।

ক্যাপে চোখ বুলিয়ে হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল কুরাকিন। বায়োট্রনের কাছাকাছি আসতে মন্থর করল গতি। পরিচিত কোন চিহ্ন দেখার জন্য ডানে বাঁয়ে তাকাতে লাগল। সবকিছু একই রকম– খামার বাড়ি, বিল্ডিং, ঘন জঙ্গল।

হঠাৎ ডানদিকে লম্বা লোহার বেড়া ওর নজর কাড়ল। অনুপ্রবেশকারীদেরকে ভেতরে যেতে নিরুৎসাহিত করতে দীর্ঘ এ বেড়া তৈরি করা হয়েছে। ম্যাপল গাছের একটি সারি পার হওয়ার পরে সামনে গার্ডদের কুটির এবং বায়োট্রন প্ল্যান্টের ফটক দেখতে পেল কুরাকিন।

তবে তার উল্লাসের পারদ ঝট করে নেমে গেল গেটের বাইরে পার্ক করা লিমুজিনটি দেখে। কয়েকজন লোক গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এদের একজন ভিক্তর রাসলভ, অপর দু'জন কেজিবি'র গোয়েন্দা। কুরাকিন রাস্তায় চোখ রেখে, হুইলে হাত রেখে, স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলল গেটের দিকে। মনে মনে ধন্যবাদ দিল হলুদ ক্যাপ আর আস্তিন গোটানো শার্টকে। সে যে ধরনের পিকআপ ট্রাক চালাচ্ছে, উইসকনসিনের রাস্তারয় এ ধরনের গাড়ি হামেশাই চলে। তবু কেউ ড্রাইভারের দিকে তাকালে আমেরিকান কৃষক বলেই মনে হবে কুরাকিনকে।

তবে সমস্যা হলো তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এবং ফ্রেডেরিক কিজমিলারের মতো আন্তন কুরাকিনও জানে একেকটি মিনিট অতিক্রান্ত হওয়া মানে আরও অনেক মানুষের মৃত্যু।



পুরানো ভ্যানটি টেনে নিয়ে বায়োট্রনের রাস্তায় চলেছে এডি গল্ট, ব্যথার একেকটা ঢেউ ওর মাথায় গড়িয়ে পড়ছিল। ভয়ানক ব্যথাটা হাতুড়ির বাড়ি হানছে, দৃষ্টিসীমা করে তুলছে ঝাপসা। ফলে ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে হচ্ছে এডিকে। ব্যথাটাকে ভুলে থাকতে বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে ও।

কিন্তু আপনমনে যাই বলুক না কেন এডির বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে রোয়ান টেসলার কথা। শুরু থেকেই তার মনে প্রশ্ন জাগছিল রোয়ানের মতো এত সুন্দরী

এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে কেন তার প্রেমে পড়বে। রোয়ানের সঙ্গ উপভোগ করার সময় এ সন্দেহটি ও ঠেলে সরিয়ে রাখলেও পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত কখনোই হতে পারেনি। এখন এডি পরিষ্কার বুঝতে পারছে তাকে আসলে ব্যবহার করা হয়েছে। এ উপলব্ধি তাকে ক্রোধান্বিত করে তুলল এবং রাগটা যন্ত্রণাটাকে সহ্য করতে সাহায্য করল।

রোয়ান প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশুদ্ধতার কথা বলত, বড় বড় কোম্পানিগুলোর লোভের বর্ণনা দিত। এসব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত এডি। এসব বিষয়ে নিজের কোন জোরালো মতামত ছিল না তার এবং রোয়ান তাকে যে অনির্বচনীয় শারীরিক সুখ দিত তার বিনিময়ে এ কথাগুলো শুনতে তার কোনই আপত্তি ছিল না। এখন এডির মনে হচ্ছে তার আসলে রোয়ানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়াই উচিত ছিল। বদলে সে সারাক্ষণ রোয়ানের নরম শরীর আবিষ্কারের নেশায় মেতে ছিল।

বায়োট্রনের গেটের কাছাকাছি এসেছে এডি, মাথার ভেতরের শয়তানগুলো এমন জোরে মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় কামড় বসাল যে ও চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখল। ড. কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে এডি। কাজেই এই প্যারাসাইটের ভয়াবহ কামড় ওকে অনেকক্ষণ সহ্য করে থাকতে হবে।

রাস্তার ওপাশে কালো লিমুজিনটিকে পার্ক করে থাকতে দেখল এডি তবে ওদিকে নজর দিল না। স্মোকড গ্লাসের পেছনে মুখগুলো দেখা গেলেও ওগুলো এডির কাছে সাদা বুদ্বুদ ছাড়া কিছু নয়। সে লিমুজিনের পাশ কাটিয়ে গেটের সামনে চলে এল।

গার্ডের কুটির থেকে সাদা পোশাক পরা দুই লোক বেরিয়ে এল এডির সঙ্গে কথা বলতে। ইউনিফর্মধারীরা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'এডি গল্ট?' জিজ্ঞেস করল একজন। সে তার সঙ্গীর চেয়ে লম্বায় বড়, ঠোঁটের ওপর সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ। দু'জনেরই বয়স ত্রিশের কোঠায় এবং উভয়েই সুঠামদেহী।

মাথা দোলাল এডি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিজের পরিচয় দিতে হলো না বলে। এরা কেন ওকে প্রত্যাশা করছিল চিন্তাটা হালকাভাবে মাথায় এলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

'আমাদের সঙ্গে আসুন,' কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বলল লোকটি।

ভ্যান থেকে নামল এডি, অ্যাসফল্টে পা পড়তে মাথায় সামান্য ঝাঁকুনিতেই যেন আগুন ধরে গেছে। সে গুঙিয়ে উঠল।

'এদিকে, প্লিজ,' দ্বিতীয়জন, ক্লিন শেভড, এডির হাত ধরে গার্ডদের কুটিরের ধারে দাঁড় করানো হলুদ রঙের একটি প্লিমাউথের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

'ড. কিজমিলার,' বহুকষ্টে বলল এডি। 'আমি ড. কিজমিলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমরা আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো,' বলল প্রথমজন। 'গাড়িতে উঠুন প্লিজ।'

ক্লিনশেভড লোকটির সঙ্গে প্লিমাউথের পেছনের সিটে বসল এডি। গোঁফঅলা বসল হুইলে। গাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় তবু তারা জানালা খুলে দিল না। সিকি

মাইল না যেতেই এডি ঘেমে অস্থির।

'কোথায়... আমরা কোথায় যাচ্ছি?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ও। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় মনে হলো ওর মগজ টেনে বের করে আনা হচ্ছে।

'ড. কিজমিলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।' ওর দিকে না তাকিয়েই বলল ড্রাইভার।

'উনি তো.. প্ল্যান্টে,' থেমে থেমে বলল এডি। 'ওনাকে টিভিতে দেখলাম।'

এডির পাশে বসা লোকটির দিকে তাকাল ড্রাইভার। সে বলল, 'উনি কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যান্ট থেকে আরেক জায়গায় গেছেন। আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

জঙ্গলজীর্ণ একটি কাদামাটির রাস্তায় মোড় নিল প্লিমাউথ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে এডির স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল।

'থামুন,' বলল সে। 'আমি এখান থেকে আর কোথাও যাব না।'

'এই তো আরেকটু সামনে,' বলল এডির পাশে বসা লোকটি।

'না, আপনারা মিথ্যা কথা বলছেন।'

এডির পাশে বসা লোকটির শরীর শক্ত হয়ে গেল। সে সামনে ঝুঁকে ড্রাইভারকে ফিসফিস করে কিছু বলল।

'আমাকে বেরুতে দিন,' বলল এডি। 'কিজমিলার এখানে নেই।'

'আমার ভীষণ মাথা ব্যথা করছে।'

রাস্তার ধারে একটি ফাঁকা জায়গায় থেমে গেল প্লিমাউথ।

'এই তো এসে গেছি,' বলল ড্রাইভার।

'চলে এসেছি, এডি,' বলল ব্যাকসিটের লোকটি। 'নামবে তুমি?'

হাত দিয়ে চোখ ঘষল এডি, তাকিয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাইরে কাদামাটির রাস্তা, ফাঁকা এই জায়গা আর গাছপালার ঘন একটা জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। কোন বিল্ডিং, গাড়ি চলার রাস্তা কিংবা লোকজন কিছু নেই।

'এখানে তো কাউকে দেখছি না,' আপত্তির সুরে বলল এডি।

গোঁফঅলা লোকটি ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। এডির দিকের দরজা টেনে মেলে ধরল। 'নামো, প্লিজ।'

ব্যথা এবং সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন মানুষের হুকুম তামিল করে অভ্যস্ত এডি টেনে হিঁচড়ে নিজের শরীরটাকে গাড়ি থেকে নামাল। ওর মুখের চামড়ার নিচে কী যেন শিরশিরিয়ে চলতে শুরু করেছে।

'ওদিকে যাও, প্লিজ,' ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে আঙুল তুলে দেখাল গোঁফঅলা। ওখানে গায়ে গা লাগানো বৃক্ষসারি একটি ঘন বেষ্টনি তৈরি করেছে।

'কেন?'

লোক দুটি ওর দুই পাশে এসে দাঁড়াল। চেহারা গম্ভীর।

'হাঁটো,' হুকুম করল একজন। নির্দেশটা কে দিয়েছে বুঝতে পারল না এডি।

ঘুরল ও, পাতা বেছানো পথে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল।

মাতালের মতো কয়েক কদম এগোনোর পরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। আর নড়তে

পারছে না। 'হাঁটো।'

এডির শরীর শক্ত হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা যেন গলানো সীসার মতো টগবগ করে ফুটছে। মুখটাকে মনে হলো চোখ, নাক এবং চেহারা আঁকা বেলুনের মতো। সে লোকগুলোর দিকে ফিরল।

'ওহ, শিট, ওর চেহারা কী হয়েছে দ্যাখো!' বলল একজন।

তারপর ওরা হাতে তুলে নিল অস্ত্র।

এডি হাউমাউ একটা কণ্ঠ শুনতে পেল কানে, আবছাভাবে বুঝতে পারল ওটা ওর নিজের গলা। সে লোক দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মুভমেন্ট এখন আর মন্থর না। ব্যথাটা এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে যে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। ওর সেনসরি সিস্টেম যেটুকু পারে সহ্য করেছে এখন ওটা ওভারলোডেড সার্কিটের মতো বিস্ফোরিত হলো।

বন্দুকের গুলির আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল দূরবর্তী বজ্রপাতের শব্দ। বুলেটের আঘাতে কিছুই হলো না এডির। সে হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে কাছের লোকটিকে ধরে ফেলেছে– যে লোকটি গাড়িতে ওর পাশে বসেছিল। লোকটির গলায় ধাতব থাবার মতো বসে গেল এডির আঙুল, কণ্ঠার হাড় এবং শ্বাসনালী চেপে ধরল প্রচণ্ড শক্তিতে। দমকা একটা বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল লোকটির মরণ চিৎকার– এডি একটানে তার শ্বাসনালী ছিঁড়ে ফেলেছে।

গোঁফঅলা লোকটা উন্মত্তের মতো তার পিস্তল চালাতে লাগল। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে, বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের আতংক।

শ্বাসনালী ছেঁড়া লোকটির গায়ে পা রেখে দাঁড়াল এডি। তার মুখের সদ্যোজাত ফুসকুড়িগুলো ফাটতে শুরু করেছে। পিস্তল হাতে লোকটির দিকে সে হাত বাড়াল। ধরে ফেলল বাহু। সজোরে টান মারতেই পিস্তল ছিটকে পড়ল মাটিতে। সে সঙ্গে মট করে একটা শব্দ হলো। কাঁধের কাছ থেকে হাড় ভেঙে গেছে।

আহত লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। পিস্তল পড়ে রইল মরা পাতার বিছানায়, এক হাতে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে শরীরের পাশে, সে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। লোকটাকে ধাওয়া করল এডি। জীবন ফিরে পেয়েছে ইঞ্জিন, ড্রাইভার পাগলের মতো ছুটল হাইওয়ের দিকে। এক হাত দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা, প্লিমাউথ দড়াম করে বাড়ি খেল একটা গাছের গায়ে। পরক্ষণে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল বাঁধানো রাস্তায়।

পলায়নপর গাড়িটি ধাওয়া করেছিল এডি। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে রণে ভঙ্গ দিল। তার মুখের জিনিসগুলো একটার পর একটা ফেটে যাচ্ছে সে সঙ্গে বিপুল যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখ বেয়ে গরম রস ঝরে পড়ছে। এডি জানে সে মারা যাচ্ছে।

তবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্থন করার আগে একটা কাজ করতে হবে ওকে। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। ওই সময়টুকু পর্যন্ত ওকে বেঁচে থাকতেই হবে।

আবার গুরুগুরু শব্দে ডাকল মেঘ। মাটির রাস্তা ধরে টলতে টলতে এগোল এডি।



বাইরের থমথমে আকাশের মতোই থম মেরে আছেন লু জ্যাচরি। বায়োট্রেন প্ল্যান্টে, নিজের ডেস্কের পেছনে চেয়ারে অলস ভঙ্গিতে বসে আছেন তিনি, ভাবছেন এমন কোন ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত কি নেয়া যেত যাতে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যেত।

এ স্রেফ কল্পনা, মনে মনে বললেন তিনি। উইশফুল থিংকিং। লু জ্যাচরির স্টাইল এটা নয়। কিছুক্ষণ আগে কোরি ম্যাকলিনের মিডিয়া ব্রিফিং থেকে এসেছেন তিনি। খুবই বিরক্তিকর একটি কাজ সাংবাদিকদের সামনে এই ব্রিফিং। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা ড. কিজমিলার এবং তাঁর টাস্ক ফোর্সকে বিরক্ত করবে না। বদলে তাদেরকে প্রতিদিন দুবেলা ব্রিফ করতে হবে।

আজ দুপুরের ব্রিফিং-এ কোরির মাঝে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল অনুপস্থিত। অবশ্য এ জন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। দিনাকে নিয়ে ও ভীষণ চিন্তায় আছে। দিনা মগজখেকোদের দ্বারা সত্যি আক্রান্ত হলে এমনটি আশা করা যাবে না যে কোরি সাংবাদিকদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবে।

কিন্তু এখন তো প্রতিদিনই কেউ না কেউ তার স্বজনদের হারাচ্ছে। মনে কষ্ট বেদনা থাকলেও তো কাজ চালিয়ে যেতে হবে। লু এ নীতিতেই বিশ্বাসী এবং আশা করেন তাঁর আশপাশের মানুষজনও এটি মেনে চলবে।

তারপর আছে ওই নাছোড়বান্দা রাশানদের দল। রাস্তার ওপারে এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ি নিয়ে বসে আছে। এরা কি ইংরেজি পড়তে পারে না? টিভি দেখে না? যা ঘটছে তা যদি তারা জানেই তাহলে তাদের লোক দলত্যাগ করল, না বিয়ে করল, না যা খুশি করল তাতে কী এসে যায়?

আছেন আরেক যন্ত্রণা কিজমিলার। ইনি রাশানদের দুচোখে দেখতে পারেন না। রাসলভ আর তার গুণ্ডাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেই যেখানে ওরা বিদায় হয়ে যেত সেখানে তিনি পুরানো গোঁ ধরে রয়েছেন।

এসব নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে তাঁর কাছে আবার এক মহিলা ফোন করে বলেছে এডি গল্ট মগজখেকোদের ভিক্টিম হয়েছে এবং বায়োট্রেনে আসছে কোন ভয়ানক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এ মহিলা খবরের কাগজে জ্যাচরির নাম্বার পেয়েছে। কিন্তু সে নিজের নাম বলেনি। তরুণ কণ্ঠটি কেমন চেনা চেনা লাগছিল বলেই একটু অস্বস্তি বোধ করছেন জ্যাচরি।

এডি গল্ট মুখ খুললে তার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন তিনি। আর আরমাগেড্ডনের জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন না জ্যাচরি। এডি গল্টকে মরতে হবে।

সত্যি বলতে কী, যে মুহূর্তে মগজখেকোরা এডির রক্তস্রোতে প্রবেশ করেছে সে মুহূর্ত থেকে সে মরা মানুষে পরিণত হয়েছে। টাস্কফোর্সের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে জ্যাচরি জেনে নিয়েছেন ক্ষুদে প্যারাসাইটগুলো মানুষের মস্তিষ্কের কী ক্ষতি করতে পারে। এডি গল্টকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি কুইক এবং ভলনিকে পাঠিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন। এতে বরং এডির উপকারই করা হলো।

কুইক এবং ভলনির কথা মনে পড়তে জ্যাচরি ভাবলেন ওরা কোথায়? এখনও আসছে না কেন? একটা মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে এত সময় লাগে?

জ্যাচরি ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ধরতে যাচ্ছেন, ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠতে রিফ্লেক্সের কারণে হাতটা ঝটিতে সরিয়ে নিলেন। তারপর রিসিভার তুলে কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলা।

'জ্যাচরি বলছি।'

'গেট থেকে লেফটেনেন্ট প্রুডো বলছি, স্যার। এজেন্ট ভলনি এখানে এসেছেন।'

'ভলনি? কুইক কোথায়?'

'উনি একা এসেছেন, স্যার। এবং উনি... উনি আহত।'

'ফর ক্রাইস্ট শেক। শিগগির ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

জ্যাচরি ঠাস করে ফোন রেখে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। প্ল্যান্টের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের দিকে চললেন। দরজা দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন এজেন্ট ডোনাল্ড ভলনি পার্কিং এরিয়ার অ্যাসফল্টের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। বাম হাতখানা শরীরের পাশে নি:সার ঝুলছে। ডানহাত দিয়ে সে চেপে রেখেছে কাঁধ।

ভবনের সামনে, ওয়াকওয়ের ধারে ভলনির সঙ্গে মিলিত হলেন জ্যাচরি। ওকে নিচু চেইন ডিঙ্গাতে সাহায্য করলেন।

'আমি দুঃখিত, স্যার,' ক্লান্ত গলায় বলল ভলনি।

'কী হয়েছে?'

'ও পাগল হয়ে গেছে। মেরে ফেলেছে সেথকে।'

'এডিগল্ট একজন ট্রেইনড এজেন্টকে মেরে ফেলেছে?'

'জী, স্যার। ও আর মানুষ ছিল না।'

ভলনির পা কাঁপছে, কোটরে ঘুরছে চক্ষু। জ্যাচরি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের অফিসে নিয়ে এলেন। একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল এজেন্ট।

'আমাকে সব কথা বলো,' বললেন জ্যাচরি।

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল ভলনি। তারপর রুদ্ধ গলায় বিকেলের ঘটনা

খুলে বলল জ্যাচরিকে। 'সবকিছু শেডুল অনুসারে হচ্ছিল। আমরা সাবজেক্টকে গেটের সামনে থেকে পাকড়াও করি, তাকে গাড়িতে তুলে নিই এবং যেখানে ওকে হত্যা করার কথা সেখানে নিয়ে যাই।'

'তোমরা যখন নিয়ে গেলে তখন গল্টের অবস্থা কী রকম ছিল?'

'ও বোধহয় কোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছিল।'

'আচ্ছা, বলে যাও।'

'নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছানোর পরে আমরা গাড়ি থেকে বের হই। সাবজেক্টকে গাছের ঘন একটা সারির দিকে এগোতে বলি। সে ওদিকে রওনাও হয়েছিল কিন্তু মাঝপথে ঘুরে দাঁড়ায় এবং... গর্জন শুরু করে।'

'গর্জন?' প্রশ্ন করলেন জ্যাচরি।

'জী, স্যার। পশুর মতো হুংকার দিচ্ছিল সে।'

কথা বলার সময় ভলনির গলা কাঁপতে লাগল। 'তার মুখ.. লোকটার চেহারা...অমন জিনিস জীবনে দেখিনি আমি। যেন বোলতার ঝাঁক তাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। সারা মুখজুড়ে বড়বড় ফুসকুরি, আমাদের চোখের সামনে ওগুলো ফেটে যাচ্ছিল। বিরতি দিয়ে ঢোক গিলল সে। 'টাশ্‌শ্‌ টাশ্‌শ্‌ শব্দে ওগুলো ফাটছিল এবং গলগল করে পুঁজ বেরিয়ে আসছিল।'

জ্যাচরি তার এজেন্টকে সামলে উঠতে এক মিনিট সময় দিলেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'সেথ কুইকের কী হলো?'

ভলনি নিজেকে সামলে নিয়ে রিপোর্টিংয়ের যান্ত্রিক গলায় বলতে লাগল, 'সাবজেক্ট হিংস্র হয়ে উঠে আমার এক কুইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা দু'জনেই অস্ত্র চালিয়েছিলাম। তার গায়ে অনেকগুলো বুলেটও বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সাবজেক্ট সেসব মোটেই গ্রাহ্য করছিল না। সে এজেন্ট কুইকের গলা টিপে ধরে এবং তাকে– তাকে হত্যা করে। আমি কুইককে সাহায্য করতে গেলে সাবজেক্ট আমার হাত চেপে ধরে, অস্ত্র ছুড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। তার হামলায় আমার কাঁধের হার ভেঙে গেছে। আমি কোনমতে গাড়িতে উঠে এখানে চলে আসি।'

'তার মানে গল্ট পালিয়ে গেছে,' গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন জ্যাচরি।

'জী, স্যার। আমরা– আমরা সবকিছু ভণ্ডুল করে ফেলেছি।'

'এখন আর ও নিয়ে কিছুই করার নেই।' বললেন জ্যাচরি। 'ল্যাবরেটরিতে যাও। কোন ডাক্তার দেখাও।'

'জী, স্যার,' ভলনি চেয়ার ছাড়ল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছু বলবে। কিন্তু মত বদলে চলে গেল।

'ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম!' খালি অফিসকে উদ্দেশ্য করে গজগজ করলেন জ্যাচরি। জঙ্গলে এখন প্রতিহিংসাপরায়ণ এক মগজখেকো ভিক্টিম ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে সে যদি এখানে চলেও আসে ফটকের গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে এখানে ঢুকতে পারবে না।

কিন্তু ও কোথায় যেতে পারে? ওই মহিলার কাছে নিশ্চয়। যে মহিলা ফোন

করেছিল এখন তাকে চিনতে পেরেছেন জ্যাচরি। রোয়ান টেলসা। সে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কপালে চাপড় দিলেন জ্যাচরি। এখন তাঁর কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি নিশ্চিত মগজখেকোদের পেছনে মূল কলকাঠি নেড়েছে এই রোয়ান। রোয়ান সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানেন এ হলো সাইকো টাইপের মেয়ে। সে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের নামে অতীতেও অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে মানুষের কারণে কাজেই মানুষই প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু এবং এ শত্রুর ধরিত্রীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার নেই–এমনটাই ভাবে রোয়ান।

জ্যাচরি ফাইল কেবিনেট ঘেঁটে *এডোয়ার্ড গল্ট* শিরোনামের একটি ফোল্ডার বের করলেন। ওটার পাতা উল্টে দেখে নিলেন এডি তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কোন বাড়িতে বাস করে। তারপর লাফ মেরে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বিল্ডিং থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়েছেন, শীতল হাওয়ার ঝাপটা লাগল তাঁর ক্রুকাট চুলে। দিগন্তে আকাশের বুক ফালাফালা করে ঝিমিয়ে উঠল বিদ্যুৎ, পরক্ষণে বজ্র নির্ঘোষে বজ্রপাতের ঘোষণা হলো। শিউরে উঠলেন লু জ্যাচরি। গাড়ি লক্ষ্য করে বাড়িয়ে দিলেন দৌড়ের গতি।



বায়োট্রন ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সের সবগুলো আলো জ্বলছে। ল্যাবের লাগোয়া এমপ্লয়ীদের ছোট লাউঞ্জটিতে আলোকিত। এতে অবশ্য বাইরের আকাশটি আরও কালো দেখাচ্ছে।

লাউঞ্জে একটি ফরমিকা টেবিলে দিনা আজাদের সঙ্গে বসে আছে কোরি ম্যাকলিন। তাদের সামনে, টেবিলের ওপর দুটো স্টাইরোফোম কফি কাপ। ওরা অন্যমনস্কভাবে কাপ দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে,' বলল কোরি।

'সারাদিন কাজ করেছি,' ক্লান্ত হাসল দিনা। 'রাতেও অনেক কাজ করতে হবে। ড. কে নিজে ঘুমান না তাই ভাবেন তাঁর দলের লোকদেরও ঘুমের প্রয়োজন নেই।'

'তোমরা একটা দল করলেই পারো।'

'আমাদের আগামী মিটিংয়ে তোমার এ প্রস্তাব আমি উত্থাপন করব।'

দু'জনেই হাসল তবে জোর করা হাসি। কোরি জানালার বাইরে তাকাল। গাঢ়

কালো কালো গাছগুলো বিপুল বেগে মাথা নাড়ছে, ঝুঁকে আসছে সামনে যেন ওদের জায়গা দখল করা বিল্ডিংগুলোকে হটিয়ে ওখানে জায়গা করে নিতে চায়।

'ঝড় আসছে,' মন্তব্য করল সে।

'দেখে তো তাই মনে হয়,' দিনা তার ক্ষতস্থান চুলকাল। তবে কনুইয়ের ওপরের ব্যাণ্ডেজে যেন হাত না লাগে সেদিকে লক্ষ থাকল।

কোরির চেহারায় বেদনা ফুটল।

'অ্যাই, আমি ঠিক আছি তো,' বলল দিনা। 'আমার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে এই যা।' সে কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল তারপর তাকাল বড় দেয়াল ঘড়িটির দিকে, 'এখন উঠতে হয়।'

'আচ্ছা,'

ওরা দু'জনে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কোরি বলল, 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক আছে।'

ঘুরল দিনা, কোরির কাছ থেকে কয়েক কদম সামনে বাড়ল তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরল। কফি পান করার সময় ওর ঠোঁটে যে অস্বস্তির হাসিটি ফুটে ছিল সেটি চলে গেছে। ওর চাউনিতে মরিয়া দৃষ্টি। সে এবং কোরি দু'জনেই দ্রুত পদক্ষেপে পরস্পরের কাছে চলে এল। দিনা ধরা পড়ল কোরির আলিঙ্গনে, মুখ চেপে ধরল ওর বুকে।

'আমার ভয় লাগছে, কোরি,' ক্ষুদ্র এবং ভোঁতা শোনাল দিনার কণ্ঠ।

ওকে শক্ত করে ধরে থাকল কোরি। 'আরে, ভয় পাবে না কেন? আমি নিজেও তো ডরে মরে যাচ্ছি।'

'আমি মরতে চাই না,' বলল দিনা, 'এভাবে নয়।'

কেরির গলা বুজে এল, অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

'তোমার কিছু হবে না,' অবশেষে বলল কোরি। 'তুমিই না বললে তোমার কিছু হয়নি।'

গভীর দম নিল দিনা, তারপর কোরিকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল। আবার ওর মুখে ফিরে এসেছে হাসি। 'আশা করি আমার কিছু হয়নি। আমার এই গল্প পরে হয়তো রিডার্স ডাইজেস্টে ছাপতে দেব।'

'হ্যাঁ,' বলল কোরি। 'পরে।'

আবার ঘুরল দিনা, লাউঞ্জ ধরে দৃঢ় পায়ে হেঁটে সুইং ডোর ঠেলে চলল ল্যাবরেটরি অভিমুখে। এবারে আর সে ফিরে তাকাল না।

কোরি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল সে এত জোরে মুঠো চেপে রেখেছে যে রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে আঙুলের গাঁটগুলো। দিনাকে তার কাজের জায়গায় যাওয়ার সময় দিল কোরি তারপর ল্যাবের দিকে সে-ও এগুলো।



ড. কিজমিলারের মেজাজ এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। কোরিকে দেখে তিনি নিজের

ছোট শীতল অফিস রুমে নিয়ে গেলেন।

'কোন খবর আছে?' কণ্ঠে উদাস ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল কোরি।

'আপনার না আজকের ব্রিফিং শেষ?'

'এমনিই জানতে চাইলাম,' বলল কোরি।

'আমরা কিছুটা উন্নতি করেছি বলা যায়।'

সামনে ঝুঁকল কোরি।

'তবে বিরাট কিছু নয়,' দ্রুত বললেন কিজমিলার। 'দু'দিক থেকে আমরা সমস্যাটির দিকে এগোচ্ছি। যারা এখনও আক্রান্ত হয়নি তাদেরকে প্রটেকশন দেয়ার চেষ্টা করছি এবং যাদের রক্তে ইতিমধ্যে প্যারাসাইট ঢুকে পড়েছে কিন্তু তারা সাহায্য নেয়ার মতো অবস্থায় আছে, এরকম স্বল্প অসুস্থদেরকে সুস্থ করার প্রয়াস চলছে।'

'স্বল্প অসুখ মানে কী যারা খুব বেশি এখনও অসুস্থ হয়ে পড়েনি তারা?' জিজ্ঞেস করল কোরি।

'ব্রেন স্পেশালিস্ট ড. এভারেন্টের মতে, রক্তস্রোতে ঢুকে পড়া প্যারাসাইট যদি একবার মগজের কোষে প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে, তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না।'

'এবং জীবাণুগুলো শরীরে প্রবেশ করার পরে মস্তিষ্কে পৌঁছাতে এক সপ্তাহ সময় নেয়।'

'এটি এখন আর কোন সুস্পষ্ট অনুমান নয়। আমাদের রিপোর্ট দেখিয়েছে কেসগুলো যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্রেইনে প্যারাসাইট পৌঁছানোর সময় এতেই হ্রাস পেয়েছে।'

'কতদিন লাগছে?' কোরির তালু শুকিয়ে গেল।

'তিন, বড় জোর চারদিন।'

'যীশাস, কিন্তু আপনি না বললেন রোগ মুক্তিতে আপনারা উন্নতি করেছেন?'

'বলেছি এক ধরনের উন্নতি করছি। যারা এখনও আক্রান্ত হয়নি তাদেরকে প্রতিষেধক দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।'

'যাদের রক্তে মগজখেকোর জীবাণু ঢুকে গেছে তাদের জন্য তো এটি ঠিক কাজ হলো না। তাদেরকে এখনও বাঁচানো যায়।'

'লাইফ, মি. ম্যাকলিন, ইজ নট ফেয়ার। এখন আমাকে ছাড়ুন।'

কোরি বরফঠাণ্ডা অফিস কক্ষটিতে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর বেরিয়ে এল। জ্যাচরির খোঁজে চলল। কারও সঙ্গে ওর কথা বলা দরকার।

জ্যাচরির অফিসে কেউ নেই। এন্ট্রান্সে এসে পার্কিং এরিয়ায় তাকাল কোরি। জ্যাচরির গাড়িটিও দেখা যাচ্ছে না। স্লেটরঙের আকাশের বুক চিরে দিল বিদ্যুতের রেখা, খোল-করতালের শব্দে বাজ পড়ল।

বায়োট্রনের এন্ট্রান্সের সামনে, কংক্রিটের একটি বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল কোরি। শীতল বাতাসে কেঁপে উঠল গা। তবে ও পাত্তা দিল না। ফাঁকা চোখে গেটের

দিকে তাকিয়ে রইল, কালো আকাশের চেয়েও অন্ধকার ওর চেহারা। ওর পাশে, বেঞ্চির ওপর টপ করে বৃষ্টির ভারী একটি ফোঁটা পড়ল।

আন্তন কুরাকিন তার পিকআপ ট্রাকে বসে আছে। বায়েট্রনের গেট থেকে দূরে একটি মেঠোপথে তার অবস্থান। রাস্তার পাশে এখনও রাসলভ এবং তার লোকেরা তাদের গাড়িতে আছে। অপেক্ষা করছে তার জন্য। লক্ষ্য রাখছে রাস্তার ওপর। কুরাকিনকে দেখতে পেলেই ক্যাঁক করে ধরে ফেলবে। আজ সময় তাদের পক্ষে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কুরাকিন। আর দেরি করা যায় না। সে পিকআপের গিয়ার রিভার্সে দিয়ে গাড়ি নিয়ে উঠে এল হাইওয়েতে। তারপর সোজা চলল বায়েট্রনের ফটক অভিমুখে।

শিকলের বেড়ার শেষ মাথায় চলে এসেছে কুরাকিন, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। গেটে থেমে গার্ডদের কাছে অতশত ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই। ওকে দেখলেই ঝটিতে ছুটে আসবে রাসলভ তার লোকজন নিয়ে এবং ওকে আর ভেতরেই যেতে দেবে না।

যখন সামনে গেট এবং ডান দিকে গার্ডদের কুটির দেখতে পেল কুরাকিন, অ্যাকসিলেটটরের পেডাল পায়ের চাপে প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল। রাস্তার দূর প্রান্তে নিয়ে এসেছে সে ট্রাক যাতে সামনের ফটকটি পরিষ্কার দেখা যায়। সামনে থেকে যে গাড়ি আসতে পারে তা নিয়ে সে ভীত নয়। কারণ এ রাস্তায় গাড়ি নেই বললেই চলে।

মোটা এবং ভারী ফোঁটা নিয়ে উইণ্ডশিল্ডে আছড়ে পড়তে লাগল বৃষ্টির ধারা। ওয়াইপার কন্ট্রোল চালু করার সময় নেই কুরাকিনের। তার সমস্ত মনোযোগ গাড়ি চালানোর প্রতি।

রাস্তার ধারে পার্ক করা লিমুজিনের পাশ দিয়ে সগর্জনে ছুটে যাওয়ার সময় কুরাকিন চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল গাড়িটির স্মোকড গ্লাসের পেছনে বসা মানুষগুলো নড়চড়ে উঠেছে। সামনে গার্ডদের কুটিরের দরজা খুলে গেল, ইউনিফর্ম পরা এক লোক বেরিয়ে এল। সে দেখল কুরাকিন হুইলের পেছনে যুদ্ধ করছে এবং তার গাড়ি টায়ারের বিশ্রী শব্দ তুলে রাস্তার এক পাশে ঘুরে গিয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে গেটের দিকে।

গেটের ইস্পাতের ভারী তারের জালির ওপর আছড়ে পড়ল পিকআপ। বিকট একটা শব্দ হলো। ঝাঁকির চোটে স্টিয়ারিং হুইলার সামনে ঝুঁকে গেল কুরাকিন। মুখ দিয়ে ফোঁস করে বাতাস বেরিয়ে এল তার। ট্রাকের ধাক্কায় ইস্পাতের গেট বেঁকে গেছে ভেতরের দিকে, দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি।

বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে কুরাকিন। আমি হেরে গেলাম, গার্ডদের কুটির থেকে নিরাপত্তা প্রহরীদের ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে মনে মনে বলল ও। রিয়ারভিউ মিররে লক্ষ্য করল রাস্তার ওপারের লিমুজিনটি স্টার্ট নিয়েছে এবং এগিয়ে আসছে

এদিকেই।

অ্যাকসিলেটরে পায়ের চাপ দিল কুরাকিন। ট্রাকের পেছনের চাকাগুলো ঘুরল বনবন করে। পোড়া রাবারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। একজন গার্ড এসে হাজির হলো পিকআপের জানালায়। সে চিৎকার করে কী যেন বলছে বুঝতে পারছে না কুরাকিন।

মাথার ওপর চোখ অন্ধ করা আলোর ঝলকানি দেখা গেল, একই সঙ্গে ফটকটি ধাতব আর্তনাদ করে উঠল। ভেঙে গেছে গেট। পিকআপের ঘুরন্ত চাকা অবশ্য ভেজা অ্যাসফল্টের পরশ পেল, ট্রাকটি ঢুকে গেল পার্কিং এরিয়ায়, ওটাকে থামানোর আগেই মস্ত একটা বাঁক নিয়ে ফেলল যন্ত্রদানব।

ট্রাক থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামার পরে প্রথম যে মানুষটির মুখোমুখি হলো কুরাকিন, সে কোরি ম্যাকলিন।

'আমি আন্তন কুরাকিন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ড. কিজমিলারের সঙ্গে কথা বলব।'

সিকিউরিটি ফোর্সের তিনজন লোক অস্ত্র বাগিয়ে ধরে বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে ট্রাকটির দিকে আসছিল। অন্যরা লিমুজিনের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। ওটা ভাঙা ফটক দিয়ে কুরাকিনের পেছন পেছন আসার মতলব করেছিল।

কুরাকিন পড়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে ফেলল কোরি। ইতমধ্যে অকুস্থলে লেফটেনেন্ট প্রুডো তার দুই লোকসহ হাজির হয়ে গেছে।

'আমাদের ওপর ওকে ছেড়ে দিন, মি. ম্যাকলিন,' বলল সিকিউরিটি প্রধান।

আপত্তি জানালো কোরি। 'ইনি আন্তন কুরাকনি। এখানে অফিশিয়াল কাজে এসেছেন।'

'ওনাকে আমরা প্রটেকটিভ কাস্টডিতে নিয়ে যাবো,' বলল প্রুডো।

'প্লিজ, কিজমিলারের সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই হবে,' বলল রাশান। 'আপনাদের দেশ এবং জনগণের দোহাই, আমাকে আটকাবেন না।'

ফটকের দুই প্রহরীর প্রহরায় এমন সময় হাজির হয়ে গেল ভিক্তর রাসলভ। ভাঙা গেটের সামনে, লিমুজিনে তার দুই কেজিবি সহচর বসে আছে। তাদেরকে আসতে দেয়া হয়নি।

'এ লোকটি সোভিয়েত নাগরিক,' বলল রাসলভ। 'ইনি কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভ্রমণ করছেন। তোমরা ওনাকে আটকে রাখতে পারো না।'

'এক মিনিট,' বলল কোরি। 'এখানে কেউ কাউকে আটকে রাখছে না।' সে কুরাকিনের দিকে ফিরল। 'ড. কিজমিলারের সঙ্গে আপনার কী কাজ?'

'বিষয়টি গোপনীয়।'

কোরি লেফটেনেন্ট প্রুডো, সিকিউরিটি গার্ড এবং ভিক্তর রাসলভের দিকে তাকাল। তারপর আবার ফিরল কুরাকিনের দিকে। 'আপনি কেন এসেছেন তা না বললে আপনাকে ভেতরে যেতে দেয়া হবে না।

'এ চরম অপমান,' অভিযোগের সুরে বলল রাসলভ। 'এ মানুষটি আমাদের পার্টির।

লেফটেনেন্ট প্রুডো রাসলভকে বলল, 'স্যার, আপনারা দু'জনেই সরকারি রিজার্ভেশনে অনুপ্রবেশের দায়ে অপরাধী। আর আপনি, জোর করে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। আমি আপনাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার—'

'এক মিনিট,' বাধা দিল কোরি। 'উনি কী বলেন আগে শুনি।'

কুরাকিন সবার দিকে একে একে তাকিয়ে শেষে কোরির সঙ্গে কথা বলল, 'আপনাদের আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমে ড. কিজমিলারকে 'ফাদার অব ব্রেইন ইটার্স' সম্বোধন করা হয়, না?'

মাথা ঝাঁকাল কোরি। 'ওই সম্বোধনের জন্য আমিই দায়ী।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কথাটি সত্য নয়,' বলল কুরাকিন। 'আপনার ড. কিজমিলার মগজখেকোদের জনক নন।'

অন্যরা সবাই চোখ বড় বড় করে তাকাল কুরাকিনের দিকে।

কোরি বলল, 'মানে?'

'উনি জনক হতে পারেন না,' মসৃণ গলায় বলল কুরাকিন। 'কারণ আমিই হলাম এর জনক।'



ফ্রেডরিক কিজমিলারের সরু, থমথমে মুখটি বাইরের ঝড়ের চেয়েও অন্ধকার। ল্যাবরেটরির বাইরে, নিজের অফিসে দাঁড়িয়ে কোরি ম্যাকলিনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'অবশ্যই না!' রাগে ফেটে পড়লেন কিজমিলার। 'যেটুকু সময় দেয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি সময় আমি আপনাকে দিয়েছি স্রেফ সহানুভূতির কারণে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। আমি কোন শুয়োর কম্যুনিস্টের জন্য আর একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করতে রাজি নই।'

'উনি একজন বৈজ্ঞানিক,' আপত্তি করল কোরি।

'ড. মেঙ্গলও তাই ছিলেন।'

'আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা তো বলুন, ডক্টর?' বলল কোরি। 'উনি লেফটেনেন্ট প্রুডোর সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'আমি কেন এই বলশেভিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তার অন্তত: একটি কারণ আমাকে দেখান।'

'উনি বলছেন তাঁর কাছে মগজখেকোদের সম্বন্ধে জরুরি তথ্য রয়েছে,' বলল

কোরি। 'দাবি করছেন তিনি এক বছর আগে রাশিয়ায় একই ধরনের প্যারাসাইট তৈরি করেছিলেন।'

'হাহ্! রাশানরা তো বহু বছর ধরেই সমস্ত আবিষ্কারের দাবিদার হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণা করছে। এ জিনিসটির আবিষ্কারকের ক্রেডিট তাদেরকে দিতে আমার আপত্তি নেই। তবে তাঁর দাবি সত্যি নয়। আমি, ফ্রেডরিক কিজমিলার, এই ল্যাবরেটরিতে বসে মগজখেকোদের তৈরি করেছি।'

'জানি আমি,' অধৈর্য গলায় বলল কোরি। 'আপনি নতুন একটি কীটনাশক নিয়ে গবেষণা করছিলেন–'

'কীটনাশক না বাল!'

ড. কিজমিলারকে এই প্রথম মুখ খারাপ করতে শুনল কোরি। সে চোখ বড়বড় করে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'মি. জ্যাচরি যাই ভাবুন না কেন আর ভান করার দরকার নেই। মগজখেকোদের তৈরি করা হয়েছিল একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।'

'অস্ত্র?' কোরির মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। রাশানরা কেমিকেল এবং বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ার প্রিপারেশনে এগিয়ে যাচ্ছিল দেখে আমরা এর সমুচিত জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অত্যন্ত গোপনীয় একটি চুক্তির মাধ্যমে কাজটি করা হয়। আপনার কি সত্যি মনে হয় নির্দোষ কীটনাশকের ওপর গবেষণা থেকে এরকম ভীতিকর ফলাফল আসতে পারে?'

'অনেকেই মনে করত,' বলল কোরি।

'ওয়েল, উদ্দেশ্য ছিল সেটাই,' কিজমিলারের গলার স্বর খানিকটা নমনীয় হয়ে এলেও নীল চোখের আগুন এখনও নেভেনি।

'জ্যাচরি মোটেই চাইতেন না সরকারের এ গবেষণার কথা লোকে জেনে যাক। তাহলে পেন্টাগনের শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, বলতেন তিনি, সে সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনও। তাঁর ঠোঁট বিদ্রুপাত্মক হাসির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল।

'লু জ্যাচরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লোক?'

'অবশ্যই। যখন 'দুর্ঘটনাটি' ঘটে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এখানে পাঠানো হয় তদন্ত তত্ত্বাবধানের জন্য। তিনি আপনাদেরকে নিজের নকল পরিচয় দিয়েছেন, তাই না? না, না, কিছু বলতে হবে না। এখন এসব ব্যাখ্যা শোনার সময় নেই। আর এতে কিছু আসেও যায় না।'

মাথা নাড়ছে কোরি। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না এরকম ভয়ংকর একটা জিনিসকে কেউ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা করতে পারে।'

'তবে আমরা ভাবিনি আমাদের ক্ষুদে প্যারাসাইট থেকে এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ভাববই বা কীভাবে? জন্তু জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা করার পরে যে ফলাফল আমরা পেয়েছিলাম তাতে প্রজেক্টটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘোষণা করা

হয় এবং টেস্ট ক্যানিস্টারটি ডিসপোজালের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাদের এক কর্মচারীর দায়িত্বহীনতার কারণেই মগজখেকোর জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছিল। নইলে ক্যানিস্টারটি ধ্বংস করে ফেলা হতো নির্দিষ্ট সময়েই।'

'কিন্তু কুরাকিন বলছেন–'

'কুরাকিন এবং সকল রাশান জাহান্নামে যাক। প্রুডোর ওপর ওর ভার ছেড়ে দিন।'

'না!'

মুখ তুলে তাকালেন কিজমিলার, কোরির গরার স্বরে চমকে গেছেন।

'রাশানদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের আমি থোড়াই কেয়ার করি। এই মানুষটি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছেন। উনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। যদি না পারেন আমাদের কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হবে, এই তো?'

কিজমিলার অন্ধকার মুখে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ওনার সঙ্গে দেখা করব। একা। প্রমাণ করে দেব সে একটা মিথ্যাবাদী।'

'আমি ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলল কোরি। পাছে কিজমিলার মত বদলে ফেলেন এই ভয়ে সে দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বায়োট্রেন ল্যাবরেটরির পেছনে, জীবাণুমুক্ত অফিসে মুখোমুখি বসেছেন গাট্টাগোট্টা রাশান এবং তালপাতার সেপাই জার্মান বিজ্ঞানী। বাতাসে বৈরীতার একটা চাদর যেন ঝুলে আছে।

'অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সপার্ট, অনুমান করি,' বিদ্রুপের সুর কিজমিলারের কণ্ঠে।

'এবং ফার্টিলাইজারের প্রস্তুতকর্তাকে আমার সেলুট,' জার্মান ভাষায় বলল কুরাকিন।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনার কাজের কথা আমি শুনেছি,' বলল কুরাকিন। 'সত্যিকারের কাজ।'

'আমিও আপনার কথা শুনেছি। তবে পুরোটা নয়।'

'আপনাদের স্পাই স্যাটেলাইট এবং সিআইএ কর্মতৎপরতা থাকা সত্বেও আমাদের কিছু গোপনীয়তা রয়েছে যার কথা কেউ জানে না।'

'আমি এখানে গুপ্তচরবৃত্তির সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে আসিনি।'

'আমি কাজের কথায় আসছি। আপনাদের মগজখেকোদেরকে আমি তেরো মাস আগে মস্কোর একটি গবেষণাগারে আবিষ্কার করি। এর নাম ছিল প্রজেক্ট রোমানভ।'

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?' বললেন কিজমিলার।

কুরাকিন ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটি চক বোর্ডের দিকে তাকাল। 'আমি কি ওটি ব্যবহার করতে পারি?' মাথা ঝাঁকালেন কিজমিরার।

চক বোর্ডে চক দিয়ে হিজিবিজি ফর্মূলা আঁকতে আঁকতে কথা বলে চলল রাশান বিজ্ঞানী। 'আমরা ভেবেছিলাম এই প্যারাসাইটগুলো নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে বায়োলজিকাল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব। আত্মরক্ষামূলক, অবশ্যই, যদি আমরা হামলার শিকার হই।' 'তাতো বটেই,' বললেন কিজমিলার। ঠোঁটের কোনে ঝুলে আছে বিদ্রুপের হাসি। 'আমরা আপনাদের মতোই এর ভয়াবহতা আবিষ্কার করার

পরে বাতিল করে দিই প্রজেক্ট।'

কিজমিলার চক বোর্ডের লেখাগুলো লক্ষ করছিলেন। রাশান বিজ্ঞানী একপাশে সরে দাঁড়াল। 'কিজমিলার বললেন, 'বেশ, বেশ, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মতো ফলাফলই আপনারা অর্জন করেছেন, তো এখন কী করতে বলেন আমাকে– অভিনন্দন জানাবো?'

'আপনাকে আমার কথা শুনতে বলছি, মাথামোটা গর্দভ!'

বকা খেয়ে বিস্ফারিত হলো কিজমিলারের চক্ষু।

'আমার কলিগরা আপনার কারখানার বাইরে অপেক্ষা করছে আমাকে মস্কো নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে আপনাদের পুঁজিবাদী দেশটি আপনাদের প্যারাসাইটের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।'

'আপনি রাসলভের থেকে আলাদাভাবে চিন্তা করছেন কেন?'

'কেন করবনা। আমি একজন বিজ্ঞানী। আমার কাজ মানুষের জীবন রক্ষা, ধ্বংস নয়। সে যাকগে, আমি এসেছি আমার কাজের দ্বিতীয় অধ্যায় আপনার সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। আপনি রাজি না হলে আপনাদের কপালে সত্যি খারাপি আছে।'

'দ্বিতীয় অধ্যায়?' বিস্মিত হলেন কিজমিলার।

'মগজখেকোদের জীবন দেয়ার পরেও আমি আমার গবেষণা বন্ধ করিনি। আমি জানি ওদেরকে কীভাবে ধ্বংস করতে হয়। আমি সেই প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছি।'



বাতাস ঝাপটে নিয়ে আসা বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে উইণ্ডশিল্ডের গায়ে, ওয়াইপার যেখানে পরিষ্কার করতে পারছে না সে জায়গাটায় পানির দাগ ফেলে যাচ্ছে। ড্রাইভারের আসনে পিঠ কুঁজো করে বসেছেন লু জ্যাচরি, শক্ত মুঠিতে স্টিয়ারিং হুইল, বাইরে তাকিয়ে ঝড়ের দাপাদাপি দেখছেন।

গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সরু, মেঠোপথটি তিনি প্রায় পার হয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে লেখা পার্ক প্যালেস-এর সাইনবোর্ড হাওয়ার দাপটে ঝোপঝাড় বারবার ঢেকে দিচ্ছিল। একেবারে সামনাসামনি আসার পরে ওটা চোখে পড়ল জ্যাচরির। সঙ্গে সঙ্গে হার্ড ব্রেক কষলেন তিনি, স্কিড করে কয়েকগজ এগিয়ে যাওয়ার পরে থামল গাড়ি।

গাড়ি ঘুরিয়ে মেঠোপথে ঢুকে পড়লেন জ্যাচরি। সাবধানে চালাচ্ছেন। রাস্তার মাঝখান থেকে আঙুলের মতো বেরিয়ে আসা গাছের শিকড়গুলো সতর্কতার সঙ্গে

এড়িয়ে যাচ্ছেন। সামনে বাতাসের হামলায় দারুণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে বৃক্ষসারি।

একটি তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতেই অকস্মাৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো বাড়িটি। ঝোলানো ছাদ, রঙিন শাটার এবং জানালার লেসঅলা পর্দা দিয়ে সজ্জিত বাড়িটি দেখতে ভারী সুন্দর। ভেতরে আলো জ্বলছে। পাথরের ফায়ারপ্লেসের চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার হাল্কা রেখা পাক খেয়ে খেয়ে মিশে যাচ্ছে ভেজা রাতে। বাড়িটি দেখে হ্যান্সেল এবং গ্রেটেলের রুটি বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল জ্যাচরির।

তিনি বাড়ির সামনে, কর্দমাক্ত এক টুকরো জমিনের সামনে গাড়ি থামালেন। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে তুলে নিলেন একটি .৩৮ চিফস স্পেশাল। গাড়ি থেকে বের হয়ে কর্দমাক্ত জমিনটুকু পার হলেন সাবধানে। ফ্রন্ট ডোরের পোর্টিকোর দিকে হাঁটা দিলেন।

তাড়াহুড়োয় কোট নিয়ে আসেননি জ্যাচরি। প্রতিটি ভেজা পদক্ষেপে জুতোয় কাদামাটি লেগে গেল। বৃষ্টিতে ভেজা অক্সফোর্ড শার্টটি চামড়ার মতো আটকে আছে গায়ে। সোনালি খাঁটো চুলগুলো লেপ্টে রয়েছে খুলিতে।

ফ্রন্টডোর এসে দরজায় কান পাতলেন লু জ্যাচরি। শুনছেন। শোঁ শোঁ বাতাস আর বৃষ্টির ঝুম ঝুম শব্দে বাড়ির ভেতর থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না। তিনি ছিটকিনি নামিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা।

ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্ত পিঠ কুঁজো করে দাঁড়িয়ে থাকলেন জ্যাচরি, আড়ষ্ট, হাতে রেডি পিস্তল। কিন্তু কিছু নড়াচড়া করতে না দেখে তাঁর পেশীতে ঢিল পড়ল।

লিভিংরুমটি উষ্ণ এবং সুন্দর গোছানো। ফায়ারপ্লেসে চড়চড় শব্দে লাকড়ি পুড়ছে। কিনারে একটি পোর্টেবল টেলিভিশন।

নি:শব্দে ও সতর্কতার সঙ্গে কিচেন পার হলেন জ্যাচরি। রান্নাঘর খালি। ভেষজের গন্ধ আসছে। আলোকিত বেডরুমের দিকে এগোলেন তিনি। ভেতর থেকে খসখস আওয়াজ আর নারী কণ্ঠের সুরেলা গুঞ্জন ভেসে আসছে। কেউ গুনগুনিয়ে গাইছে। হাতে অস্ত্র নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন জ্যাচরি।

মোটা উলের সুয়েটার এবং ফেডেড জিনসেও দুধ সোনালি চুলের, ছিপছিপে ফিগারের মেয়েটির শরীরী সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। সে ঘরের একটি কাঠের আলমারি থেকে জামাকাপড় বের করে ডাবল বেডটিতে রাখছে আর গুনগুনিয়ে সুর ভাজছে। বিছানার ওপর হাইকারদের একটি ব্যাকপ্যাক। দেখে মনে হলো এটি নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।

জ্যাচরি কোন শব্দ করেননি, কিন্তু কোন ইন্সটিংক্টের কারণে মেয়েটি হঠাৎ সিধে হলো এবং তার দিকে ঘুরল। জ্যাচরিকে পিস্তল হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে উঠল। তার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর। এত সুন্দর গভীর নীল চোখ জীবনে দেখেননি জ্যাচরি।

'রোয়ান টেসলা?' বললেন জ্যাচরি, কণ্ঠস্বর থেকে কর্কশভাবটুকু গোপন করতে

পারেননি বলে নিজেরই বিব্রত লাগল।

মেয়েটি তার বিস্ময় দ্রুতই হজম করে ফেলল। গোলাপি ওষ্ঠে যে হাসিটি ফুটল তাতে অবশ্য কোন উষ্ণতা নেই।

'আমি জানতাম আপনি আমাকে খুঁজে পাবেন।'

জ্যাচরি কণ্ঠস্বর কঠোর করলেন। 'আমার সঙ্গে চলো। এডি গলট পালিয়ে গেছে। সে তোমাকে খুঁজছে।'

'আপনারা ওকে হত্যা করতে পারেননি?'

এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্নটি করল রোয়ান যে জ্যাচরি অবাকই হলেন। 'না, পারিনি। এখন চলো।'

'আমাকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

'অফিশিয়ালি নয় তবে তুমি স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে আমি জোর খাটাতে বাধ্য হবো।' থেমে গেলেন জ্যাচরি, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন মেয়েটির দিকে। 'আমি কি তোমাকে চিনি?'

সরু হলো নীল চক্ষু। 'না, তবে আমি আপনাকে চিনি। আপনাদের মতো মানুষদেরকে। আপনারা হলেন মি. ম্যাচো, জন ওয়েন। আপনারা যুদ্ধে জেতেন, পতাকাকে সেলুট করেন, ধনীদের সেবাযত্ন করেন এবং জনগণের থোড়াই কেয়ার করেন। বড়বড় অস্ত্র তৈরি করেন আর বেশি বেশি শিশুদেরকে হত্যা করেন।'

এ মেয়েটির সঙ্গে কার মিল এখন জ্যাচরির মনে পড়ে গেছে। তাঁর মেয়ে জেনি, যাকে তিনি হারিয়েছেন। রোয়ানের নরম গোলাপি মুখ থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এল জেনিও তাঁকে এরকম বকাঝকা করেছে যখন তিনি শেষবার ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেবারের মতো এবারেও তিনি আহত হলেন।

এক মুহূর্তের জন্য বেদনা ফুটল তাঁর চোখে। তাঁর চেহারা দেখে নমনীয় হলো রোয়ানের মুখভাব। সে প্রায় জ্যাচরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল।

'চলো,' আবার বললেন জ্যাচরি। 'এডি এখান থেকে বেশি দূরে নেই। সে একজনকে হত্যা করেছে, আরেকজনকে মারাত্মক আহত করেছে। সে মোটেই ভালো মুডে নেই।'

'সে আমি বুঝতে পারছি।'

রোয়ান বিছানায় জামাকাপড় ভাঁজ করে ব্যাকপ্যাকে রাখতে শুরু করল।

'ওসব পরে করবে।'

'আমি এক মিনিটের মধ্যে রেডি হচ্ছে,' আগ্নেয়াস্ত্রটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল রোয়ান। ওটা এখনও হাতে ধরে রেখেছেন জ্যাচরি। 'আপনি পিস্তলটি অন্য কোথাও রাখুন না?'

'এটার দরকার হতে পারে।'

'কেন, নিজের পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য?'

জ্যাচরির মুখ লাল হয়ে গেল। মেয়েটির সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় লজ্জা লাগছে।

'প্লিজ,' নরম গলায় বলল রোয়ান। 'পিস্তল-বন্দুক দেখলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই।'

জ্যাচরি আগ্নেয়াস্ত্রটি একটি নিচু বুককেসের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তবে ওটা হাতের নাগালেই থাকল।

'ঠিক আছে?'

রোয়ান হাসল। এবারের হাসিটি অকৃত্রিম মনে হলো। জ্যাচরির মেয়ে জেনিও এভাবে হাসত।

শেষ কাপড়গুলো গুছিয়ে নিল রোয়ান। জিনস, টি-শার্ট, সুয়েটার, স্নিকার, একটি পুরানো পাণ্ডা ভল্লুক। গায়ে চড়াল লাল রঙের জ্যাকেট, ব্যাক প্যাকের চেইন আটকে নিল, তারপর জ্যাচরির দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে, আমি–'

তার চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল।

জানালায় প্রবল দমকা বাতাস ছোবল মারল। জ্যাচরি টের পেলেন তাঁর পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি ঘুরতে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

শোল্ডার ব্লেডে যেন বেসবলের ব্যাটের বাড়ি পড়ল। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল, জ্যাচরি প্রবল ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে সামনের দিকে ছিটকে গেলেন, বাড়ি খেলেন জানালার ধারের দেয়ালে। ওখান থেকে আটার বস্তার মতো ধুপ করে খসে পড়লেন মেঝেতে। সমস্ত দেহ অসাড়। পরবর্তী স্বল্প কয়েকটি মুহূর্তের দৃশ্য যেন পানির নিচে স্লোমোশন গতিতে ঘটল।

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো আকৃতিটিকে মানুষ এবং পুরুষ বলে কোনমতে চেনা যায়। কিন্তু তারপর সবকিছু বর্ণনার বাইরে। তার মুখ জুড়ে দগদগে ঘা। অসংখ্য ফোঁড়ার মতো জিনিস ফেটে রস পড়ছে। গায়ের শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় ভিজে সপসপে। বুকে এবং পেটের ওপরে কালো কালো গর্ত দেখে ধারণা করা যায় ওগুলো বুলেটের চিহ্ন।

রোয়ান দ্রুত সম্বিৎ ফিরে পেল। সে চোখমুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি না ঘটিয়ে দোরগোড়ায় দানবটির মুখোমুখি হলো।

'হ্যালো, এডি।'

ক্ষত-বিক্ষত, বীভৎস মুখটা থেকে অর্ধেক গর্জন, অর্ধেক গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'তোমাকে কেউ আঘাত করবে না, এডি। আর কেউ আঘাত করতে পারবে না।'

রক্তাক্ত জিনিসটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল রোয়ানের দিকে।

রোয়ান নিজের হাত প্রসারিত করে ওটার দিকে এগোল।

এখনও মেঝেয় পড়ে থাকা জ্যাচরি হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তিনি

চিৎকার করে উঠলেন, 'না!'

মেয়েটি তাঁর মানা শুনল না। সে এডি গল্ট নামে বিকট মূর্তিটির দিকে আরেক কদম বাড়ল। জ্যাচরি শুনতে পেলেন ওটা হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে, বাতাসে রক্ত আর শরীরের বোটকা গন্ধ। তিনি নিচু বুককেসের ওপর পিস্তলটি দেখতে পেলেন।

'ওর কাছে যেয়ো না।' আবার চিৎকার দিলেন জ্যাচরি।

কিন্তু রোয়ান ততক্ষণে কাছে এগিয়ে গেছে। বাড়িয়ে ধরা হাতটি পিছিয়ে নিল এডি এবং এমন জোরে ঘুসি মারল যে বিছানায় ছিটকে পড়ল রোয়ান, সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে মেঝেতে।

বিছানার দিকে পা বাড়াল এডি। রোয়ান সিধে হওয়ার চেষ্টা করছে। চোয়াল ধরে আছে এক হাতে। ঘুসির চোটে চোয়ালের মাংস কেটে ফাঁক হয়ে গেছে। এই প্রথম তার চোখে ফুটল প্রকৃত ভয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় জ্যাচরি জানালার গবাক্ষ ধরে উঠে দাঁড়ালেন, সিধে করলেন নিজেকে। এডি তার ভৌতিক মাথাটা ঘুরিয়ে জ্যাচরির দিকে তাকাল। জ্যাচরি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

জানালার গবাক্ষ ছেড়ে দিলেন লু জ্যাচরি, খোঁড়াতে খোঁড়াতে রক্তাক্ত আকৃতিটির দিকে এগোলেন। ওটা হেঁটে যাচ্ছে রোয়ানের কাছে। জ্যাচরি কাঁধ নিচু করে প্রবল গুঁতো দিলেন এডির বুকে। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল এডি কিন্তু ভারসাম্য হারাল না।

জ্যাচরি মুখ ঘুরিয়ে রোয়ানের দিকে তাকালেন। 'বেরিয়ে যাও!' কিন্তু মেয়েটি নড়াচড়া করছে না দেখে হুংকার ছাড়লেন। 'গো, ড্যাম ইট! মুভ!'

এডি হঠাৎ দুই হাতে জ্যাচরিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। যেন একজোড়া ইস্পাতের ক্ল্যাম্প আটকে ফেলল তাঁকে।

'বেরিয়ে যাও, জেনি!' এডির চাপ খেয়ে গলা দিয়ে ঘরঘর করে বেরিয়ে এল শব্দগুলো।

রোয়ান টান মেরে ব্যাকপ্যাকটি তুলে নিল তারপর যুধ্যমান দু'জনকে পাশ কাটিয়ে ছুটল দোরগোড়ায়। ওখানে এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে থাকল সে, লু জ্যাচরির ব্যথায় কোটর থেকে বেরিয়ে আসা চোখ জোড়া দেখল এক নজর তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এডির ভল্লুকের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন লু জ্যাচরি। তিনি পিস্তলটি দেখতে পাচ্ছেন, খুব কাছে, কিন্তু এখনও নাগালের বাইরে। এডির দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস তাঁর নাকে এসে লাগছে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘিনঘিনে রস।

প্রবল চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে জ্যাচরির। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি শক্তি। মট করে একটা শব্দ হলো। ভেঙে গেছে বুকের একটি খাঁচা। ভয়াবহ ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখলেন তিনি। এর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা বৃথা। কোন মানুষের শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে না।

জ্যাচরির চোখ উল্টে মনির সাদা অংশ দেখা গেল। তিনি পেশীতে ঢিল দিলেন

এবং ভয়ংকর আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মসমর্পন করলেন। তাঁর চোখে ঘনিয়ে এল আঁধার।

ভোঁতা আওয়াজ তুলে পাঁজরের আরেকটা হাড় ভাঙল। তারপর তৃতীয়টি। চিৎকার করে কাঁদবেন সে বাতাসটুকুও জ্যাচরির ফুসফুসে নেই। অন্ধকার পর্দায় এখন লাল লাল আলো দেখতে পাচ্ছেন জ্যাচরি। এ হারামজাদা কি তাঁকে ছাড়বে না?

লু জ্যাচরির ভেতরে নরম কীসের যেন বিস্ফোরণ ঘটল। আর তখন এডি গল্ট তাঁকে ছেড়ে দিল। মেঝের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেন তিনি। দশ সেকেণ্ড পরে, মনে হলো অনন্ত সময়, নিঃশ্বাস নিতে পারলেন জ্যাচরি। ভাঙা পাঁজরের হাড় তাঁর বুকে জ্বলন্ত লোহার রডের মতো খোঁচা দিচ্ছে। তিনি দেখলেন এডি ধীরগতিতে ঘুরে দাঁড়াল। একবার এদিকে তাকাল, তারপর ওদিকে। কী যেন খুঁজছে সে।

জ্যাচরি চিৎকার থামাতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চললেন বুককেসের দিকে। ছয় ইঞ্চি। আরও ছয় ইঞ্চি। এবারেও ছয় ইঞ্চি। এই তো প্রায় নাগালে পেয়ে গেছেন তিনি।

এডি দেখে ফেলল তাঁকে।

মুখ দিয়ে রক্ত আর লাল ঝরছে, এডি মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে এগোল। জ্যাচরি হাত বাড়ালেন পিস্তলটি নিতে। এডি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কব্জির ওপরে চেপে ধরল হাত।

অবিশ্বাস্য ব্যথায় মোচড় খাচ্ছেন জ্যাচরি, এডি তাঁর হাত ধরে জোরে টান মারল। উন্মাদ লোকটার প্রচণ্ড টানে রেডিয়াম বোন মড়াৎ করে ভেঙে গেল, তারপর ছুটে গেল কব্জির হাড্ডি। জ্যাচরির শরীরের পাশে মরা মাছের মতো ঝুলে রইল ভাঙা হাতখানা।

ভয়াবহ ব্যথা সয়েও জ্যাচরি তাঁর শরীর ঘোরালেন। এডি তাঁর ভাঙা ডান হাত ধরে আছে, তিনি বাম হাত বাড়িয়ে দিলেন আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে। তাঁর আঙুল চেপে ধরল পিস্তলের গ্রিপ, বসে গেল নখ, অস্ত্রটি ঠকাস শব্দে পড়ল শক্ত কাঠের মেঝেতে।

এডি জ্যাচরির ভাঙা হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার মতলব করেছে, এমন সময় তিনি বাম হাতে পিস্তলটি উঁচিয়ে ধরে ওর রক্তাক্ত মুখে ঠেসে ধরলেন নল এবং টিপে দিলেন ট্রিগার। মাংসের মধ্যে বুলেট ঢুকে যাওয়ায় ভোঁতা শব্দ হলো। জ্যাচরি অনবরত ট্রিগার টিপেই চললেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচটা গুলিই উন্মাদটার মাথা ছিন্নভিন্ন করে দিল।

এডি এতগুলো গুলি খাওয়ার পরেও জ্যাচরির ভাঙা হাতের মুঠো ছাড়েনি। অবশেষে সে হাতটি ছেড়ে দিয়ে এক পাশে কাত হয়ে পড়ল। আর নড়ল না।

ছোট ছোট অগভীর নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগলেন জ্যাচরি। প্রতিটি দমে ভাঙা পাঁজরের ভয়ানক খোঁচা লাগল ফুসফুসে। তিনি খালি পিস্তলটি এডির গায়ে ছুড়ে ফেললেন। ওটা মেঝের ওপর গিয়ে পড়ল। জ্যাচরি তাঁর অক্ষত হাত দিয়ে পেট চেপে ধরলেন। সিধে হওয়ার চেষ্টা করলেন। টের পেলেন পেটের ভেতরের সবকিছু উঠে আসছে মুখে। গলগল করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তবমি, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এডি গল্টের পাশে।



অ্যাপলটন ফিজিসিয়ানস হাসপাতালে দিনা আজাদের ঘরের জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সে হাত-পা টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর চট করে উঠে বসল বিছানায়। শূন্য চোখে তাকাল কোরি ম্যাকলিনের দিকে। সে বিছানার পাশে একটি চেয়ারে বসে আপেল খাচ্ছে।

'যাক ঘুম ভাঙল তাহলে,' বলল কোরি।

'আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

ঘড়ি দেখল কোরি। 'টানা তিনদিন। তোমাকে মগজখেকোদের প্রতিষেধক দেয়ার পর থেকে ঘুমাচ্ছিলে।'

'ও, হ্যাঁ। প্রতিষেধকে কাজ হয়েছে?'

'তোমার নিশ্চয় মাথা ব্যথা নেই। আছে কি?'

'না, খোদা। আমি মাথা ব্যথা শব্দটিও আর শুনতে চাই না।'

'তুমি অজ্ঞান হয়ে থাকার সময় ওরা তোমার রক্তের নমুনা নিয়েছেন। ঝরনার জলের মতো নিষ্কলুষ রক্ত। যাদেরকেই এ প্রতিষেধক দেয়া হয়েছে সাথে সাথে তারা সুস্থ হয়ে গেছে। ওষুধটা ওরালি কাজ করে। বাতাস থেকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিষেধক। নিঃশ্বাসের সঙ্গে রক্তে মিশে গেছে ওষুধ। লোকে সুস্থ হয়ে উঠছে। দু'দিন ধরে হেলিকপ্টারে করে ছড়ানো হচ্ছে ওষুধ। সারা দেশেই ছড়ানো হবে।'

দিনা ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'এ পর্যন্ত কতজন মানুষ মারা গেছে?'

'অনেক,' জবাব দিল কোরি।' 'হিসেব আছে চল্লিশ লাখের। তবে আরও ক'টা দিন গেলে আরও কত লোক যে মারা যেত!'

'বাকি দুনিয়ার কী খবর?'

'বললে বিশ্বাস করবে আমেরিকা এবং রাশিয়া একসঙ্গে কাজ করছে যাতে প্রতিটি মানুষ প্রতিষেধক পেতে পারে।'

'মগজখেকোদের কারণে যদি দুই সুপার পাওয়ারের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, মন্দ কী?' বলল দিনা।

'ভালোই তো,' ওকে সায় দিল কোরি।

এক মোটাসোটা নার্স উঁকি দিল ঘরে। 'আপনার ঘুম ভেঙেছে? বলল সে। 'আপনার ভিজিটর এসেছেন দেখা করতে।'

দরজা দিয়ে ঢুকলেন ফ্রেডেরিক কিজমিলার এবং আন্তন কুরাকিন।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করলেন কিজমিলার।

'একদম আগের মতো,' বলল দিনা।

'ঠিক তো থাকতেই হবে,' বলল কুরাকিন। 'ব্রেইন টিস্যুর কোন ক্ষতি না হলে প্রতিষেধকটি শতকরা একশোভাগ কাজ করে।'

কিজমিলার বললেন, 'আমি আমার ইন্টারন্যাশনাল হিরো বন্ধুটিকে পরামর্শ দিয়েছিলাম তিনি এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। আর তাঁকে আমরা বেতনও মন্দ দেব না।'

'আমি পুঁজিবাদীদের সঙ্গে কাজ করতে যাব কোন্ দুঃখে?' বলল কুরাকিন। 'রাশিয়া আমার দেশ। তার অনেক দোষ থাকতে পারে তবু তাকেই আমি ভালোবাসি। আমি এখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।' সে ভেস্টের পকেট থেকে একটি ঘড়ি বের করল। 'এখন আমাকে বিদায় নিতেই হচ্ছে। আমার দেশের লোকজন এয়ারপোর্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'একটু বিদায়ী মদ্যপান করার সময়ও কি হবে না?' বললেন কিজমিলার।

'তা হতে পারে,' বলল রাশান বৈজ্ঞানিক।

'তাহলে আমি খাওয়াবো,' বললেন কিজমিলার। 'বুরবন।'

'বেশ,' বলল কুরাকিন। 'কিন্তু আমি ভোদকা নেব।'

দুই বিজ্ঞানী চলে যাওয়ার পরে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল দিনা ও কোরি।

বাইরে, মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল। দিনা আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকাল।

'ওরা ওদের সাধ্যমতো প্রতিষেধক ছিটাচ্ছে বুঝতে পারছি,' বলল ও, 'কিন্তু সবার ভাগ্যে কি ওষুধটা জুটবে?'

'কেউ কেউ নিশ্চয় সুযোগটা হারাবে,' বলল কোরি। 'তবে সংখ্যায় তারা নিশ্চয় বেশি হবে না। প্রতিটি খবরের কাগজ এবং টিভি নিউজে বলছে হেলিকপ্টারগুলো প্রতিষেধক বহন করছে। কিন্তু একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় থাকলে তো আর তুমি খবরটা জানতে পারবে না।'

একটি বোল্ডারের গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে একটা শেল্টারের মতো তৈরি করেছে রোয়ান টেলসা। তার মধ্যে সে জবুথবু হয়ে বসে আছে। নিজেকে এখন নিরাপদ লাগছে তার। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরে, জঙ্গলে রওনা দেয়ার পথে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছিল ও। অনেক দূর থেকে এসেছে শব্দ। ভাবছিল এবারে ওরা কী ধরনের বিষ ছড়াচ্ছে বাতাসে। তবে যে বিষই ছড়াক রোয়ানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে যতদিন প্রয়োজন এ জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকবে।

রোয়ান বুকে হাত বাঁধল। শিউরে উঠল। শীত শীত লাগছে। এডি ওর মুখে মেরেছিল। সে জায়গাটা অনেকখানি কেটে গেছে। ওখানে ব্যাণ্ডেজও করেছে রোয়ান। কিন্তু এখন ওর শরীরটা ভাল্লাগছে না। মনে হচ্ছে ফ্লু হয়েছে...!

– সমাপ্ত –